ভারতীয় দর্শন কোষ

(প্রাচীনন্যায়, নব্যন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শন)

প্রথম খণ্ড

সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা

১৯৫৮

ভারতীয় দর্শন কোষ

(প্রাচীনন্যায়, নব্যন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শন)

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমোহন ভট্টাচার্য, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

অধ্যাপক (মহাচার্য বিভাগ), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ;

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মেদিনীপুর বাণী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

প্রাক্তন ইউ, জি, সি, অধ্যাপক, গভঃ সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা,

অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতিরিক্তাধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

'ভারতীয় দর্শন কোষ', ১ম খণ্ড, সংস্কৃত কলেজ গবেষণা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য আমরা গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছি। এই খণ্ডে ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থানের প্রধান প্রধান পারিভাষিক শব্দগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, অবশ্য যথাসম্ভব বাহুল্য বর্জন করিয়া। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে শব্দগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মূলতঃ ভারতীয় দর্শনের সেই সকল ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকগণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া— যাঁহাদের পক্ষে প্রামাণিক আকর গ্রন্থ আলোচনা করা সহজসাধ্য নয়। বাঙলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। তবে ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় দর্শনের একটি ব্যাপক পরিভাষাকোষ রচনায় হাত দিয়াছেন অধ্যাপক Karl H. Potter। উক্ত কোষের প্রস্তাবনারূপে যে খণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানের সুবিশাল সাহিত্য ও তাহার উপর রচিত প্রামাণিক গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির বিষয়ানুক্রমিক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে অধ্যাপক পটারের পরিকল্পনার ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমরা একরূপ ধারণা করিতে পারি। বহুকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বামনাচার্য ঝাল্‌কিকর রচিত 'ন্যায়কোশ' নিবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও ভারতীয় দর্শনের প্রধান প্রধান পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, অবশ্য সংস্কৃত ভাষায়। তাহাও বর্তমানে দুর্লভ। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহারা সবিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সহায়ক হইতে পারে না। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া এবং বাঙলা ভাষায় ভারতীয় দর্শন চর্চা যাহাতে সুগম হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 'ভারতীয় দর্শন কোষ' প্রকাশের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। পরবর্তী খণ্ডে সাংখ্য এবং যোগ-দর্শনের পরিভাষা সংকলিত ও ব্যাখ্যাত হইবে। এই খণ্ডটির সম্পাদনাকার্যও সমাপ্তপ্রায়। তৃতীয় খণ্ডে পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত-বিষয়ক এবং চতুর্থ খণ্ডে চার্বাক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অবৈদিক দর্শন সমূহে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দরাশির বিবরণ ও তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প আছে। ইহা কার্যতঃ কতদূর সম্ভব হইবে, তাহা এখনই বলিতে পারা যাইতেছে না।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁহাদের কৃতিত্ব সর্বাধিক তাঁহারা হইতেছেন— সংস্কৃত কলেজের মহাচার্য বিভাগের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীশ্রীমোহন

তর্কবেদান্ততীর্থ এবং এই কলেজেরই প্রকাশন বিভাগের ভূতপূর্ব সম্পাদক (Editor) পণ্ডিত শ্রীদীনেশ চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের। ইঁহারা দুইজনে অসাধারণ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং আন্তরিক অনুরাগের সহিত এই দুরূহ কার্যভার স্বীকার না করিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই খণ্ডটি প্রকাশ করা আদৌ সম্ভবপর হইত না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাঁহার তুল্য ব্যুৎপত্তি ও অধিকার পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত সেই পরম-শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথম হইতেই 'ভারতীয় দর্শন কোষ' প্রকাশের পরিকল্পনায় উৎসাহ ও কৌতূহল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রন্থে শব্দসংকলন ও তাহার ব্যাখ্যান রীতি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার পরামর্শ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়া আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। এজন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে কলিকাতার বিশিষ্ট বিত্তশালী ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক মহাশয়, যাঁহার আর্থিক সহায়তা ব্যতিরেকে আমাদের সংকল্প ও উদ্যোগ সার্থকতা লাভ করিতে পারিত না, শুধু কল্পনাই থাকিয়া যাইত—সংস্কৃত কলেজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি ১৯৫৭ ফেব্রুয়ারী হইতে প্রতি মাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'Kalidas Mullick Scholarship Fund' হইতে সংস্কৃত কলেজে পাঁচশত টাকা বৃত্তি প্রদানের সংকল্প ঘোষণা করেন। তাহার ফলেই পণ্ডিত শ্রীমোহন তর্কতীর্থ এবং পণ্ডিত দীনেশ চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে এই দার্শনিক কোষগ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইতে পারিল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে শ্রীযুক্ত মল্লিক মহাশয় যুগপৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপালাভ করতঃ এইভাবে স্বদেশে সারস্বত সাধনার প্রসারে তাঁহার বিপুল সম্পদ্ নিয়োজিত করিয়া নিম্নলিখিত শাস্ত্র বচনের শ্লাঘনীয় দৃষ্টান্তরূপে বাংলার বিদ্বৎসমাজে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করুন—

"দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্তিধর্মৌ তথায়ুষঃ।
পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমাহরেৎ॥"

—ইতি

[signature]

অধ্যক্ষ

গ্রন্থপঞ্জী ও সঙ্কেত

সঙ্কেত	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
অনু: চি:	অনুমানচিন্তামণি	গঙ্গেশোপাধ্যায়	চৌখাম্বা
অনু: চি: গা:	ঐ গাদাধরীটীকা	গদাধর ভট্টাচার্য	"
অনু: চি: সি: ল:	ঐ সিদ্ধান্তলক্ষণ	গঙ্গেশোপাধ্যায়	"
আ: বি:	আত্মতত্ত্ববিবেক	উদয়নাচার্য	"
কু:	ন্যায়কুসুমাঞ্জলি	"	"
কেব: জা:	কেবলান্বয়ি-জাগদীশী	জগদীশ তর্কালঙ্কার	"
গা: টী:	গাদাধরীটীকা	গদাধর ভট্টাচার্য	"
গৌ: সূ:	গৌতমীয় ন্যায়সূত্র	গোতম বা গৌতম	"
তত্ত্ব: চি:	তত্ত্বচিন্তামণি	গঙ্গেশোপাধ্যায়	"
তত্ত্ব: চি: শব্দ:	ঐ শব্দখণ্ড	"	এসিয়াটিক্ সোসাইটী
ত: র:	তন্ত্ররহস্য	রামানুজাচার্য	বরোদা সেণ্ট্রাল্ লাইব্রেরী
তর্ক কৌ:	তর্ককৌমুদী	লৌগাক্ষি ভাস্কর	চৌখাম্বা
তর্ক দী:	তর্কদীধিতি	রঘুনাথশিরোমণি	"
তর্কসং: দী:	তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকা	অন্নম্ভট্ট	নির্ণয়সাগর প্রেস্
ত: স:	তর্কসংগ্রহ	"	"
তা: র:	তার্কিকরক্ষা	বরদরাজ	চৌখাম্বা
তা: র: টী:	ঐ মল্লিনাথটীকা	মল্লিনাথ	"
দিনকরী	সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা	দিনকরভট্ট	"
ন্যা: ক:	ন্যায়কন্দলী	শ্রীধরাচার্য	"
ন্যা: কু:	ন্যায়কুসুমাঞ্জলি	উদয়নাচার্য	"
ন্যা: কু: রামভদ্রী	ঐ রামভদ্রী টীকা	রামভদ্র সার্বভৌম	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ন্যা: কু: হ: টী:	ঐ হরিদাসী টীকা	হরিদাস ভট্টাচার্য	চৌখাম্বা
ন্যা: প্র:	ন্যায়প্রবেশ	অমরেন্দ্র তর্কতীর্থ	কলিকাতা
ন্যা: ভা: ন্যায সূ: ভা:	ন্যায়সূত্রভাষ্য	বাৎস্যায়ন	জীবানন্দ
ন্যা: লী:	ন্যায়লীলাবতী	বল্লভাচার্য	চৌখাম্বা
ন্যা: বা:	ন্যায়বার্ত্তিক	উদ্যোতকর	মিথিলা ইন্‌ষ্টিটিউট্
ন্যা: বি: বৃ:	ন্যায়সূত্রবিশ্বনাথবৃত্তি	বিশ্বনাথ পঞ্চানন	জীবানন্দ
ন্যা: সূ:	ন্যায়সূত্র	গোতম	"
ন্যা: সূ: বি: বৃ:	ঐ বিশ্বনাথবৃত্তি	বিশ্বনাথ পঞ্চানন	"
পক্ষতা জা:	পক্ষতার জাগদীশীটীকা	জগদীশ তর্কালঙ্কার	চৌখাম্বা

সঙ্কেত	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	প্রকাশক
পাঃ	পাণিনিসূত্র	পাণিনি	
প্রত্যক্ষ চিঃ	প্রত্যক্ষচিন্তামণি	গঙ্গেশোপাধ্যায়	এসিয়াটিক সোসাইটী
প্রঃ ভাঃ	প্রশস্তপাদভাষ্য	প্রশস্তপাদ	বিদ্যাবিলাস প্রেস্, বারাণসী
ভাঃ পঃ	ভাষাপরিচ্ছেদ		
ভাঃ পঃ মুঃ	ঐ মুক্তাবলীটীকা	বিশ্বনাথ পঞ্চানন	চৌখাম্বা
ভাঃ পঃ সিঃ মুঃ	ঐ		
ভাষা পঃ	ভাষাপরিচ্ছেদ		
মনু ঃ	মনুসংহিতা	মনু	আর্যশাস্ত্রকার্যালয়
মনু সং ঃ	মনুসংহিতা		
মান ঃ	মানমেয়োদয়	নারায়ণভট্ট	অনন্তশয়ন গ্রন্থাবলী, ত্রিবেন্দ্রাম্
মানসোল্লাস	মানসোল্লাস	সুরেশ্বরাচার্য	বসুমতী
যাজ্ঞবল্ক্য সং ঃ	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা	যাজ্ঞবল্ক্য	আর্যশাস্ত্রকার্যালয়
লঃ	লক্ষণাবলী	উদয়নাচার্য	চৌখাম্বা
বাৎঃ ভাঃ	বাৎস্যায়নভাষ্য	বাৎস্যায়ন	জীবানন্দ
বিঃ বৃঃ	ন্যায়সূত্রের বিশ্বনাথবৃত্তি	বিশ্বনাথ পঞ্চানন	"
বৈঃ দঃ	বৈশেষিকদর্শন	কণাদ	"
বৈঃ প্রঃ ভাঃ	ঐ প্রশস্তপাদভাষ্য	প্রশস্তপাদ	"
বৈঃ সূঃ	বৈশেষিকসূত্র	কণাদ	"
ব্যাপ্তিঃ মাঃ	ব্যাপ্তিপঞ্চকমাথুরী	মথুরানাথ তর্কবাগীশ	চৌখাম্বা
শক্তিঃ	শক্তিবাদ	গদাধর ভট্টাচার্য	"
শক্তিবাদটীকা	শক্তিবাদটীকা	হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত	"
শঃ প্রঃ			
শব্দঃ প্রঃ	শব্দশক্তি প্রকাশিকা	জগদীশ তর্কালঙ্কার	"
শঃ শঃ			
ষড্ঃ সমুঃ গুণরত্ন	ষড্দর্শনসমুচ্চয়ের গুণরত্ন টীকা	গুণরত্ন	এসিয়াটিক্ সোসাইটী
সঃ পঃ	সপ্তপদার্থী	শিবাদিত্য	কলিকাতা সংস্কৃত সীরীজ্
সপ্তপঃ টীঃ	ঐ টীকা	"	"
সংঃ প্রঃ গাঃ	সংপ্রতিপক্ষ গাদাধরী	গদাধর ভট্টাচার্য	চৌখাম্বা
সংঃ প্রঃ দীঃ	সংপ্রতিপক্ষদীধিতি	রঘুনাথশিরোমণি	"
সিঃ দীঃ	সিদ্ধান্তলক্ষণদীধিতি	"	"
সিঃ মুঃ দিনঃ	সিদ্ধান্তমুক্তাবলীদিনকরী	দিনকরভট্ট	"

ভারতীয় দর্শন কোষ

অ

অকর্মক ধাতু—যে ধাতু ফলানুকূল ব্যাপারার্থক নহে। যেমন—ভূ, স্থা, শী, মৃ ইত্যাদি। (ভূ-ধাতুর অর্থ—সত্তা। স্থা—অবস্থান বা গতি-নিবৃত্তি। শী শয়ন ইত্যাদি) পক্ষান্তরে, গম্ ধাতুর অর্থ উত্তরদেশ সংযোগানুকূল ব্যাপার, পচ্ ধাতুর অর্থ—বিক্লিত্ত্যনুকূল ব্যাপার—এই-ভাবে উদ্দেশ্যফলানুকূলব্যাপারবাচক হওয়ায় গম্ ইত্যাদি ধাতু অকর্মক নহে। পত্ ধাতুর অর্থ পতনমাত্রজাত্যবচ্ছিন্ন হইলে তাহা অকর্মক, কিন্তু অধঃসংযোগানুকূলব্যাপার হইলে তাহা সকর্মক। এইভাবে সকর্মক হওয়ায় নরক পতিতঃ নরকপতিতঃ, এইস্থলে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে যে তুমন্ত ধাতু দ্বিতীয়াবিভক্তিসাকাঙ্ক্ষ নহে তাহাই অকর্মক। নতুবা জ্ঞাপ্রভৃতি ধাতুতে অতিব্যাপ্তি হইবে। অকর্মক ধাতু সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা এই শ্লোকে পাওয়া যায়—

'সত্তাবৃদ্ধিবিশুদ্ধিসিদ্ধিশয়নে স্থানাসনে ভাসনে লজ্জাজীবনরোদনে চ হসনে নৃত্যে বিলাসে ক্রুধি। ত্রাসস্পন্দনিবাসশোসমরণস্পর্ধাবিহারে তথা জ্ঞেয়ো ধাতুরকর্মকঃ ক্ষয়মদোদ্বেগ-প্রকম্পেষ্বপি ॥'

অকস্মাৎ—(ন+কস্মাৎ) ১। কোনও কারণ হইতে নহে; হেতুব্যতিরেকেই; যথা, অকস্মাৎ ভবতি—বিনা কারণেই উৎপন্ন হয়। ২। হেতুশূন্য কাল; যথা—অকস্মাৎ আগতঃ অকস্মাৎ আগত হইল।

অকারণগুণজন্য (—গুণোৎপন্ন)

যাহারা কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন নহে তাদৃশ গুণ। …বিভূনাং তু যে স্যুর্বৈশেষিকা গুণাঃ। অকারণগুণোৎপন্না এতে তু পরিকীর্তিতাঃ॥ (ভাষাঃ পঃ ৯৪ শ্লো.)।

আত্মা ও আকাশের বিশেষগুণ অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা ও শব্দ,—ইহারা অকারণগুণজন্য। আত্মা ও আকাশ নিত্য, অতএব তাহাদের কারণ না থাকায় তাহাদের গুণ কারণগুণজন্য হইতে পারে না।

অকৃতাভ্যাগম- (অকৃত+অভ্যাগম)

[ন্যাঃ সূঃ—৩।১।৪০]। অকৃত কর্মের ফলের অভ্যাগম অর্থাৎ আগমন বা উপভোগ। শরীরকে আত্মা ও কর্তা মানিলে তাহা ভস্মীভূত হয় বলিয়া তাহার কৃত কর্মের ফলভোগের হানি হওয়াতে 'কৃত-হানি,' এবং কর্ম-বিশেষের অকর্তা যে জাত শরীর তাহার অকৃত-

কর্মের ফলের ভোগ মানিতে হয়,—তাহাই 'অকৃতাভ্যাগম।' কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম এই দুইটিই লোকবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া দোষবিশেষ; (এই দুইটি দোষ নিরাকরণের নিমিত্ত আত্মাকে নিত্য মানিতে এবং জন্মান্তর স্বীকার করিতে হয়।)

অক্ষেপকরণস্বভাব (ভাব)—[আঃ বিঃ—১ পৃঃ ১৪ টী]। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধদর্শনের মতে—ভাব অর্থাৎ পদার্থমাত্রই তাহার কার্য বিলম্ব না করিয়াই উৎপন্ন করিবে—ইহাই ভাবের স্বভাব। [সুতরাং কারণসকল সহকারিযোগে যেরূপ অবিলম্বে কার্য উৎপন্ন করে, ভাব স্থায়ী হইলে সেই একই ভাব পূর্বেও থাকিলে সকল সময়েই সেইরূপ কার্য উৎপন্ন করিত। তাহা করে না। সুতরাং পূর্বের ভাব (বীজ) ও কার্যকারী ভাব (বীজ) ভিন্ন। এই যুক্তিতে প্রতিক্ষণের বীজই ভিন্ন, সুতরাং ক্ষণিক সিদ্ধ হয়]।

অক্ষপাদ—ন্যায়সূত্রের রচয়িতা ঋষি গোতম বা গৌতম। তাহার মতে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থ ষোড়শ প্রকার। তাহার তত্ত্বজ্ঞান হইতেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ হয়।

অখণ্ডোপাধি—জাতি হইতে ভিন্ন এবং খণ্ডিত করিয়া নির্বাচনের অযোগ্য ধর্ম। যথা—অভাবত্ব, বিষয়ত্ব প্রভৃতি। ধর্ম বা সামান্য দ্বিবিধ—জাতি ও উপাধি। আবার, উপাধি দ্বিবিধ—সখণ্ডোপাধি ও অখণ্ডোপাধি। (সখণ্ডোপাধি—পশুত্ব; ইহাকে লোমলাঙ্গুলবত্ত্বরূপে খণ্ডিতভাবে নির্বাচন করা যায়।) জাতি তাহার আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে; কিন্তু অখণ্ডোপাধি তদাশ্রয়ে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। অথবা, জাতিভিন্ন নিরবচ্ছিন্নপ্রকারতার আশ্রয়।

অগৃহীতগ্রাহিত্ব—যে জাতীয় বিশিষ্টজ্ঞান নিয়ত সমানাকারক নিশ্চয়ের পরই হইয়া থাকে, সেই জাতীয়-জ্ঞানভিন্ন যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা অগৃহীতগ্রাহী এবং তাহার ধর্ম অগৃহীতগ্রাহিত্ব; স্মৃতিজাতীয় জ্ঞানমাত্রই নিয়মিতভাবে স্বসমানাকারক অনুভবের পর হইয়া থাকে, অতএব স্মৃতি গৃহীতগ্রাহী এবং যথার্থ অনুভবমাত্রই অগৃহীতগ্রাহী। জরন্মীমাংসকের মতে অগৃহীতগ্রাহিত্বই জ্ঞানের প্রমাত্ব। [যজ্জাতীয়বিশিষ্টজ্ঞানত্বাবচ্ছেদেন সমানাকারকনিশ্চয়োত্তরত্বং তজ্জাতীয়ান্যযথার্থজ্ঞানস্যৈবাগৃহীতগ্রাহিত্বেন প্রমাত্বাৎ। —শঃ প্রঃ ২০ পৃঃ]

অগ্নিসংযোগবিরোধী—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ১৯৬] অগ্নিসংযোগ বিরোধী যাহার, অর্থাৎ অগ্নিসংযোগনাশ্য। (পার্থিব পরমাণুর রূপ অগ্নিসংযোগের দ্বারা নাশ্য হইয়া থাকে —যাহার ফলে শ্যামঘটের পূর্বরূপ বিনষ্ট হয়। আবার অগ্নিসংযোগই রক্তরূপের উৎপাদক ইহাও বুঝিতে হইবে। কিন্তু জলাদিভূতের পরমাণুর রূপ নিত্য বলিয়া অগ্নিসংযোগের দ্বারা নাশ্য হয় না। সেইরূপ, রসাদিও পার্থিবপরমাণুতে অগ্নিসংযোগনাশ্য, কিন্তু জলপরমাণুতে রস নিত্য)।

অঘটক—যাহা ঘটক (অন্তঃপাতী) নহে, যে পদার্থ যে পদার্থের (পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের) অন্তর্গত নহে, তাহা তাহার অঘটক। [তদ্বিষয়িতাব্যাপকবিষয়িতাকত্বম্ অঘটকত্বম্।] তদ্বিষয়িতার অব্যাপক যে বিষয়িতা, তাহার নিরূপক। যেমন-পক্ষ ব্যাপ্তিপদার্থের অঘটক। যে যে জ্ঞানে ব্যাপ্তিবিষয়িতা আছে সেই সেই জ্ঞানেই পক্ষবিষয়িতা নাই (কেন না পক্ষ ব্যাপ্তিপদার্থের অন্তর্গত নহে), অতএব ব্যাপ্তিবিষয়িতার অব্যাপক যে পক্ষবিষয়িতা তাহার নিরূপক পক্ষ।

অঙ্গ—(১) প্রযোজক, উপকারক; নিমিত্তকারণ। যথা, ব্যাপ্তি অনুমিতির অঙ্গ। ব্যাকরণ বেদাঙ্গ, অর্থাৎ বেদের উপকারক। দেশ ও কাল কার্যোৎপত্তির অঙ্গ (নিমিত্তকারণ, ন্যাঃ কঃ পৃঃ ৬৬)। (২) মীমাংসা—মুখ্যফলের (স্বর্গাদির) জনক না হইয়া গুণফলের জনক যে ব্যাপার (অপূর্ব) তাহার জনক। যথা, প্রযাজ নামক অনুষ্ঠান দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ। (৩) শরীরের অবয়ব। যথা, হস্ত, পদ প্রভৃতি।

অগ্নিসংযোগ—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ২২৬]

উৎপত্তিরহিত সংযোগ, নিত্যসংযোগ। ন্যায়-বৈশেষিকমতে ইহা অস্বীকৃত। ভট্টমীমাংসকমতে বিভুদ্বয়ের অজসংযোগ স্বীকৃত। [ন্যায়বৈশেষিক-মতে সংযোগ কর্মজন্য, অথবা সংযোগজন্য হইবে, অজ অর্থাৎ অজন্য বা নিত্য হইতে পারে না। সংযোগজ সংযোগ—যথা, হস্ত-পুস্তকসংযোগ হইতে শরীর-পুস্তকসংযোগ উৎপন্ন হয়। মেষ-দ্বয়ের সন্নিপাতে যে সংযোগ তাহা উভয় কর্মজ। পরমাণুতে ক্রিয়া হইয়া আকাশের সহিত প্রদেশবৃত্তি (অব্যাপ্যবৃত্তি) যে সংযোগ হয় তাহা অন্যতরকর্মজ সংযোগ। পুনরায় সেই পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে বিভাগ হইয়া পূর্বসংযোগ বিনষ্ট হইলে আকাশে নূতন অপরদেশবৃত্তি সংযোগ উৎপন্ন হয়।]

অজহৎস্বার্থলক্ষণা—(অজহল্লক্ষণা)

যে লক্ষণাতে শব্দের স্বার্থকে পরিত্যাগ করা হয় না। [শক্যলক্ষ্যোভয়বৃত্তিনা শক্যবৃত্তিনৈব বা রূপেণানুভাবকত্বাৎ অজহৎস্বার্থা। শঃ প্রঃ ১৫৫ পৃঃ] স্বার্থ অর্থাৎ শব্দের শক্যার্থকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অর্থের বোধক হইলে ঐরূপ লক্ষণাকে অজহৎস্বার্থ লক্ষণা বলা হয়। যেমন—'কাকেভ্যঃ দধি রক্ষ্যতাম্' এই স্থলে 'কাক' শব্দে লক্ষণাদ্বারা দধিবিনাশকারী প্রাণিমাত্রেরই (কাক ও কুকুরাদির) বোধ হইতেছে। অতএব দধ্যুপঘাতকত্বরূপে শক্যার্থ কাক ও তদ্ভিন্ন কুকুরাদির বোধক হওয়ায় এইরূপ লক্ষণা অজহল্লক্ষণা বা অজহৎস্বার্থ লক্ষণা। (শব্দের দ্বিবিধা বৃত্তি, অর্থাৎ বোধকতা-সামর্থ্য আছে। মুখ্যা বৃত্তি—শক্তি, এবং গৌণী বৃত্তি—লক্ষণা। শক্তিলভ্য অর্থ শক্যার্থ। শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণা। অর্থাৎ শক্যার্থে তাৎপর্য না থাকিলে, শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধ অন্য কোন বিবক্ষিত পদার্থকে বুঝাইলে তাহাই লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ লক্ষ্যার্থ।)

অজ্ঞাতকরণত্ব—[কুঃ ৩।২০] যে জ্ঞানে করণ জ্ঞাত না হইয়া অর্থাৎ স্বরূপসত্তার দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন করে, সেই জ্ঞানের তাদৃশ ধর্ম। ইহাই জ্ঞানের অপরোক্ষত্বের প্রযোজক; ইন্দ্রিয়-সকল জ্ঞাত না হইয়া স্বরূপসত্তার দ্বারাই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। যে জ্ঞানে করণ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন করে—তাহা পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। যথা—অনুমিতিতে জ্ঞায়মান-লিঙ্গ (নব্যমতে ব্যাপ্তিজ্ঞান), শাব্দবোধে জ্ঞায়মানপদসকল, উপমিতিতে জ্ঞায়মান সাদৃশ্য।

অজ্ঞান—[ন্যাঃ সূঃ—৫।২।১৮]

(১) অন্যতম নিগ্রহস্থান। যে বাক্যের অর্থ পরিষৎ কর্তৃক বিজ্ঞাত সেই বাক্য তিনবার বলা হইলেও যদি প্রতিবাদী তাহা বুঝিতে না পারে, তবে তাহা 'অজ্ঞান' নিগ্রহস্থান। ইহা পারিভাষিক অর্থ। (২) ন্যায়মতে—জ্ঞানের অভাব; জ্ঞানের প্রাগভাব। পাতঞ্জলে—অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি বিপর্যয় বা ভ্রম। বিপর্যয়বাসনা; ভ্রমসংস্কার। অদ্বৈত-বেদান্তমতে—সৎ বা অসৎরূপে নির্বচনের অযোগ্য অভাবভিন্ন ত্রিগুণাত্মক জ্ঞাননাশ্য কিঞ্চিৎ পদার্থ।

অণু—(অণ+উ) [ন্যাঃ সূঃ ৪।২।১৪] (১) পরমাণু; একটি লোষ্ট্রকে (মাটির ঢেলাকে) ভাগ করিতে থাকিলে তাহার অবয়ব (অংশ) উত্তরোত্তর ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে। এই অল্পতর (ক্ষুদ্রতর) হওয়া যেখানে নিবৃত্ত (সমাপ্ত) হয়, যাহা হইতে অল্পতর কিছু হইতে পারে না—তাহা পরম অল্প। যাহা হইতে অল্পতর (ক্ষুদ্রতর) আর কিছু হইতে পারে না তাহাই পরমাণু। (বাৎঃ ভাঃ) (২) দ্ব্যণুক; দুইটি পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুক-ই অণু এবং তাহা হইতেও সূক্ষ্ম তাহার যে কারণ তাহাই পরমাণু।

অণুত্ব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ২১১] (অণুপরিমাণ) পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পরিমাণ মহৎ হইতে বিলক্ষণ পরিমাণবিশেষ। ইহা দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। চতুর্ভূতের পরমাণু ও মনের যে অণুপরিমাণ তাহাই নিত্য অণুপরিমাণ। তাহাকে পরমাণুপরিমাণ বা পারিমাণ্ডল্য বলা হয়।

অনিত্য অণুপরিমাণ কেবল দ্ব্যণুকেই বিদ্যমান।... দুইটি পরমাণুর দ্বিত্বসংখ্যাই দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণের কারণ হয়, পরমাণুর পরিমাণ নহে। সেই দ্ব্যণুকেরও সংখ্যাই ত্র্যণুকের পরিমাণের কারণ, দ্ব্যণুকের পরিমাণ নহে।

অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান—

(তদ্গুণসংবিজ্ঞান শব্দ দ্রষ্টব্য।)

অতদ্ব্যাবৃত্তি—তাহা হইতে ভিন্ন সকল পদার্থের ব্যাবর্তন বা নিরাকরণ। বৌদ্ধমতে গোত্বশব্দে অগোব্যাবৃত্তি—অর্থাৎ গো হইতে ভিন্ন যাহাকিছু তাহার নিষেধ বুঝায়। তন্মতে গোত্ব প্রভৃতি জাতি বা সামান্য নহে, কিন্তু উহারা অপোহ—অর্থাৎ অন্যব্যাবৃত্তি বা অগোব্যাবৃত্তি।

অতিদেশ—অতি=প্রকৃতকে অতিক্রম করিয়া, দেশ নির্দেশ। কোনো বাক্যের দ্বারা একের ধর্ম অন্যবস্তুতে নির্দেশ করা। যেমন—'প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ কর্তব্যা' এই বাক্যে প্রকৃতির ধর্ম বিকৃতিতে নির্দেশ করা হইতেছে। 'গোসদৃশো গবয়ঃ' এই বাক্যে 'গো'র ধর্ম গবয়ে নির্দেশ করা হইতেছে। এইরূপ অতিদেশ বোধক যে বাক্য তাহা অতিদেশবাক্য।

অতিপ্রসঙ্গ—অতিব্যাপ্তি, প্রকৃত পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে প্রসক্তি, অর্থাৎ অনভিলষিত অপর পদার্থের প্রাপ্তির সম্ভাবনা বা আপত্তি।

অতিনিবৃত্তি—ন্যাঃ বিঃ—১।(পৃঃ ২১৭ চৌঃ) সর্বপ্রকারে নিবৃত্তি; সকল বিষয় ও ব্যাপার হইতে নিবৃত্তি।

অতিব্যাপ্তি—(অতি=অতিক্রম করিয়া, ব্যাপ্তি =থাকা) লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অলক্ষ্যে থাকা। অলক্ষ্যবৃত্তিত্বম্ অতিব্যাপ্তিঃ, (তর্ক সংগ্রহ দীপিকা)। যাহা লক্ষণের লক্ষ্য নহে তাহাতে লক্ষণের সমন্বয় হইলে তাহাকে অতিব্যাপ্তি বা অতিপ্রসঙ্গ বলা হয়। ইহা লক্ষণের অন্যতম দোষ। যেমন—'শৃঙ্গিত্বং গোত্বম্'—যাহার শৃঙ্গ আছে তাহা গরু, এইভাবে শৃঙ্গিত্বকে গরুর লক্ষণ বলিলে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হইবে, যেহেতু শৃঙ্গিত্বরূপ ধর্ম মহিষাদিতেও আছে। অতিব্যাপ্তিকে লক্ষণের দোষ বলাহয় এই কারণে যে, এইরূপ অতিব্যাপ্তিদোষযুক্ত লক্ষণ-রূপ হেতুর দ্বারা লক্ষ্যে ইতরভেদের অনুমান করিলে 'ব্যভিচার' নামক হেত্বাভাস হইবে। যেমন 'গৌঃ ইতরভিন্না শৃঙ্গিত্বাৎ' এইস্থলে যাহাতে ইতরভেদ নাই অর্থাৎ ইতরস্বরূপ সাধ্যাভাব আছে—যেমন মহিষে, তাহাতে শৃঙ্গিত্বরূপ হেতু থাকায় ব্যভিচার হইল।

অতিশয়—(অতি—শী+অপ্)। ন্যাঃ সূঃ—৩।২।৪।২, (১) ধর্মবিশেষ, সংস্কারবিশেষ। যথা, উপনয়নের দ্বারা মানবকে অতিশয়ের আধান বা উৎপত্তি হইয়া থাকে।...গৌতমসূত্রে অতিশয়কে স্মৃতির অন্যতম নিমিত্ত বলা হইয়াছে, যাহাদ্বারা অতিশয় উৎপাদিত হইয়াছে অতিশয় তাহার স্মারক বা স্মৃতির নিমিত্ত হয়। যথা, উপনয়ন-সংস্কার আচাযের স্মারক হয়। (২) আধিক্য। যথা—নিরতিশয় সুখ। (৩) [কুঃ ১।৯] ফলের অনুকূল যাগাদিকর্মের ব্যাপার, অদৃষ্ট, অপূর্ব। (স্বতঃ অথবা স্বব্যাপারের দ্বারা যাহা কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী হয় তাহাই কারণ; যথা, পূর্বানুভবকে স্মৃতির কারণ বলা হয়। অনুভব তৃতীয়ক্ষণবিনাশী বলিয়া কালান্তরবর্তী স্মৃতির পূর্ববর্তী না হইলেও অনুভবের ব্যাপার যে ভাবনাখ্য সংস্কার তাহা স্মৃতির পূর্ববর্তী হয় বলিয়াই তৎপ্রতি অনুভবের কারণত্ব সিদ্ধ হয়। সেইরূপ যাগাদি কর্ম কর্মান্তেই বিনষ্ট হইলেও পরকালভাবী স্বর্গাদির কারণ হইয়া থাকে। কারণ, যাগাদি কর্ম বিনষ্ট হইলেও তাহার ব্যাপাররূপে স্বীকৃত অদৃষ্ট বা অপূর্বই পরকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া স্বর্গাদিফলের নিয়তপূর্ববর্তী হইয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট যাগাদির স্বর্গাদির প্রতি কারণত্ব সিদ্ধ হয়।)

অতিসামান্য—[ন্যাঃ ভাঃ—১।২।৫৪]

যাহা (যে সামান্য) বিবক্ষিত অর্থকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য (অবিবক্ষিত) অর্থকেও প্রাপ্ত হয় তাহাকে অতিসামান্য কহে। যথা, ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পন্ন ব্রাহ্মণরূপ বিবক্ষিত

অর্থকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে অতিক্রম করিয়া অবিবক্ষিত বিদ্যাচাররহিত ব্রাত্যকেও প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু ব্রাহ্মণত্ব অতিসামান্য। (ইহার সাহায্যে ছলকে সামান্য ছল কহে)।

অতীতকাল—(কালাত্যয়াপদিষ্ট) হেত্বাভাস-বিশেষ। কালাত্যয়াপদিষ্ট শব্দার্থ দ্রষ্টব্য।

অতীন্দ্রিয়—(ইন্দ্রিয়াণি অতীত্য বর্ততে) ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। যথা, পরমাণু, আকাশ, কাল, ইন্দ্রিয়প্রভৃতি দ্রব্য, এবং ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার ও গুরুত্বপ্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষের অযোগ্য ইহারা অতীন্দ্রিয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ (জ্ঞান) ও অতীন্দ্রিয়।

অত্যন্তাভাব (অত্যন্ত নিত্য, অভাব = সংসর্গাভাব) যাহা অন্ত অর্থাৎ পূর্ব অবধি ও উত্তর অবধিকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাই অত্যন্ত অর্থাৎ নিত্য। এইস্থলে অভাব শব্দের অর্থ সংসর্গাভাব। অন্যোন্যাভাব নিত্য হইলেও সংসর্গাভাব নহে, অতএব 'নিত্যসংসর্গাভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ' এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। সাধারণতঃ 'নাস্তি' (নাই) এইরূপ জ্ঞানের বিষয় যে অভাব, যেমন 'ভূতলে ঘটো নাস্তি' 'বায়ৌ রূপং নাস্তি' ইত্যাদি। প্রতিযোগিবাচক ও অনুযোগিবাচক পদ বিভিন্নজাতীয় বিভক্তিযুক্ত হইলে সেই-স্থলে 'নঞ্' এর দ্বারা অত্যন্তাভাবের বোধ হয়। যেমন, 'বায়ৌ রূপং নাস্তি' এইস্থলে অনুযোগিবাচক পদে সপ্তমী এবং প্রতিযোগিবাচক পদে প্রথমা থাকায় অত্যন্তাভাবের বোধ হইবে। অত্যন্তাভাবের সহিত প্রতিযোগীর বিরোধিতা থাকায় যে স্থানে প্রতিযোগী থাকে সেইস্থানে তাহার অত্যন্তাভাব থাকে না। প্রাচীন মতে প্রতিযোগী, প্রতিযোগীর ধ্বংস ও প্রতিযোগীর প্রাগভাব এই তিনটির সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করা হয়।

অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ—অত্যন্ত অযোগের (অসম্বন্ধের) নিষেধ। যেমন—'নীলং সরোজং ভবত্যেব' (পদ্ম নীল হয়ই) এই স্থলে নীলরূপের সহিত পদ্মের অসম্বন্ধের নিষেধ করা হইতেছে (অর্থাৎ পদ্ম যে নীল হয় না তাহা নহে)। ('এব' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

অথ—অনন্তর (আনন্তর্য), ক্রম, আরম্ভ, প্রশ্ন, অধিকৃতাপেক্ষা, অর্থান্তরত্ব। মঙ্গলসূচক ধ্বনি-বিশেষ।

অদৃষ্ট—শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম হইতে উৎপন্ন স্বর্গ-নরকাদির হেতু আত্মনিষ্ঠ গুণবিশেষ। 'স্বর্গকামঃ যজেত' ইত্যাদি শ্রুতিতে যাগাদিকে স্বর্গাদির সাধন (কারণ) বলা হইয়াছে, কিন্তু বহুপূর্বে বিনষ্ট যাগাদি বহুপরভাবি স্বর্গাদির কারণ হইতে পারে না, যেহেতু কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ হয়। এইজন্যই যাগাদির স্বর্গাদিসাধনতা নির্বাহের জন্য মধ্যবর্তিব্যাপার-রূপে যাগাদিজনিত 'অদৃষ্ট'নামক গুণ আত্মাতে উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। 'চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্মাতিশয়ং বিনা' —ন্যাঃ কুঃ। অদৃষ্ট সাধারণতঃ ফলের উৎপত্তি পর্যন্ত স্থায়ী হইলেও অনেকস্থলে বিভিন্ন কারণে ফলোৎপত্তির পূর্বেই অদৃষ্টের (ধর্ম ও অধর্মের) নাশ হইয়া থাকে। যেমন—নিজের পুণ্য নিজে কীর্তন করিলে ধর্মের নাশ হয়, এবং প্রায়শ্চিত্ত ও জপাদির দ্বারা অধর্মের নাশ হয়। অদৃষ্ট দ্বিবিধ—ধর্ম ও অধর্ম। (ধর্ম = পুণ্য। অধর্ম = পাপ)। অদৃষ্ট জন্য (উৎপন্ন) পদার্থমাত্রের সাধারণ (নিমিত্ত) কারণ হইয়া থাকে।

অদৃষ্টার্থক (শব্দ)—ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৮। যে প্রমাণ-শব্দের (বাক্যের) অর্থ বা প্রয়োজন পরলোকে প্রতীতিলব্ধ হয় তাহাই অদৃষ্টার্থক (প্রমাণশব্দ)। যথা, শ্রুতিবাক্য 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি।

অদ্রব্যদ্রব্যত্ব—কোনও দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে না থাকার যে ভাব (ধর্ম)। যথা, আকাশ কাল প্রভৃতি সমবায়সম্বন্ধে কোনও দ্রব্যে থাকে না বলিয়া আকাশ অদ্রব্যদ্রব্য।

অধর্ম—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫৪] অধর্ম একটি আত্মার বিশেষ গুণ; ইহা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের অযোগ্য। ইহা কর্তা আত্মার

দুঃখ, অহিত ও প্রত্যবায়ের হেতু হয়। ইহা অন্ত্য দুঃখ-সংবিজ্ঞানের বিরোধী অর্থাৎ নাশ্য। অর্থাৎ যে অধর্মের ফলে যত দুঃখভোগ হইবার তাহার চরম দুঃখটির ভোগ হইয়া গেলে অধর্ম নষ্ট হইয়া যায়। এই অধর্মের উৎপত্তির কারণ —দুষ্ট অভিসন্ধিবশতঃ অথবা প্রমাদবশতঃ শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হিংসা, মিথ্যাবচন, স্তেয় প্রভৃতির অনুষ্ঠান; অথবা অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিতের অকরণ। অবশ্য, বেদান্তীর মতে অকরণ বা অনুষ্ঠানাভাব হইতে অধর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না, অনুষ্ঠানের যাহা ফল তাহার অভাবই মাত্র অনুষ্ঠানাভাবের ফল হইতে পারে, অন্য কিছু নহে।

অধিক—ন্যাঃ সূঃ—৫।২।১৩। অন্যতম নিগ্রহ স্থান; একটির দ্বারাই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে একাধিক হেতু, উদাহরণ প্রভৃতির কথন 'অধিক' নিগ্রহস্থান। যথা, স্বপক্ষ আরও দৃঢ় হইবে—এই ভ্রমবশতঃ—পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু ধূম আছে, আলোক আছে—এইরূপ বলিলে ধূমের দ্বারাই বহ্নি সিদ্ধ হওয়াতে, 'আলোক' হেতুর অসার্থক্যবশতঃ 'অধিক' নিগ্রহস্থান হইয়া থাকে।

অধিকরণ (১) যাহাকে আশ্রয় করিয়া কোন বস্তু থাকে তাহা সেই বস্তুর অধিকরণ। ন্যায়শাস্ত্রে অনেক স্থলে মতুপ্ ইত্যাদি মত্বর্থীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অধিকরণের নির্দেশ করা হয়। যেমন—'সাধ্যবৎ' বলিতে সাধ্যের অধিকরণ, 'সাধ্যাভাববৎ' বলিতে সাধ্যাভাবের অধিকরণ, 'বহ্নিমান্' বলিতে বহ্নির অধিকরণ (পর্বতাদি), 'সত্তাবান্' বলিতে সত্তার অধিকরণকে (দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম) বুঝায়।

(ক) কাহার অধিকরণ কে হইবে তাহা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। যেমন সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ—ভূতলাদি। সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ কপাল। কালিকসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ জন্যবস্তু ও মহাকাল। বিষয়িতা সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ ঘটজ্ঞান। প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ ঘটাভাব। (গ) কিন্তু, অভাবের অধিকরণ কে হইবে তাহা অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ অনুসারে নির্ণয় করিতে হয়। যেমন—'সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই' (সংযোগেন ঘটো নাস্তি) এই স্থলে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ। অতএব যে স্থানে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে (যেমন-ভূতলাদি) তাহা ব্যতীত অন্যবস্তু ঐ অভাবের অধিকরণ হইবে। যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় হয় তাহা হইলে (সমবায়েন ঘটো নাস্তি) এই ঘটাভাবের অধিকরণ —কপালব্যতীত অন্যবস্তু হইবে। যদি কালিক সম্বন্ধ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় তাহা হইলে (কালিকেন ঘটো নাস্তি) এই ঘটাভাবের অধিকরণ—জন্য ও মহাকাল ব্যতীত অন্যবস্তু (কাল ভিন্ন নিত্যবস্তু) হইবে। (২) এক প্রকার কারক; যে আশ্রয়ে ক্রিয়া (ধাত্বর্থ) নিষ্পন্ন হয়; যথার্থ বিশিষ্টবুদ্ধির বিশেষ্য। ইহা ত্রিবিধ—ঔপশ্লেষিক (গৃহে আছে), বৈষয়িক (মোক্ষে ইচ্ছা), অভিব্যাপক (তিলে তৈল)। (৩) বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শনে—অবান্তর প্রকরণ, অর্থাৎ কোনও প্রকরণের অংশ। প্রত্যেক অধিকরণে পাঁচটি অবয়ব বা অঙ্গ থাকে; যথা, সঙ্গতি, বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত। সুতরাং এইরূপ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট বাক্য বা সূত্রসমুদায়ই অধিকরণ।

অধিকরণ-সিদ্ধান্ত—ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩০। যাহা সিদ্ধ হইলে অন্য প্রকরণের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ না হইলে অন্য কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না তাহা অধিকরণ সিদ্ধান্ত। যথা, দর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা এক অর্থের গ্রহণ হয় বলিয়া দেহেন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত জ্ঞাতা আত্মা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা সিদ্ধ হইতে হইলে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব, ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট স্বস্ববিষয় গ্রহণের সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থও সিদ্ধ হইতে হইবে। ঐ সকল অনুষঙ্গী অর্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। অথবা, যেমন ক্ষিত্যঙ্কুরাদির কর্তৃজন্যত্ব সিদ্ধ হইতে হইলে কর্তার সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতে হয়।

অধিকার—স্বামিত্ব; যথেচ্ছ ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষমতাবিশিষ্ট স্বামিত্ব; আরম্ভ; অর্থিত্ব, সামর্থ্য, বিদ্বত্তা ও অপর্যুদস্তত্ব (অনিষিদ্ধত্ব)—এই চারিটি ধর্মের দ্বারা নিরূপিত; শাস্ত্রাধ্যয়ন বা যাগাদি অনুষ্ঠানের কর্তা হওয়ার যোগ্যতা।

অধিগম—জ্ঞান; প্রাপ্তি; স্বীকার। ব্যবহার শাস্ত্রে—নিধির (গুপ্তধনাদির) প্রাপ্তি,—ইহা স্বত্বোৎপত্তির একটি হেতু।

অধিপতিপ্রত্যয়—[আঃ বিঃ—পৃঃ ৬৩১ চৌঃ। প্রত্যয় শব্দে 'কারণ' বুঝায়। বৌদ্ধ মতে—ইন্দ্রিয়কে অধিপতিপ্রত্যয় বলা হয়। বিষয়কে আলম্বনপ্রত্যয়, পূর্ববিজ্ঞান বা মনকে সমনন্তরপ্রত্যয়, এবং আলোককে সহকারিপ্রত্যয় বলা হয়।

অধিষ্ঠাতা—(১) নিয়ন্তা; যথা, ঈশ্বর অচেতন অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা। (২) জনকত্ব বা অবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানব্যাপার সম্পাদক। যেমন—[আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা—ভা প. ৪৭ কা] আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। (জ্ঞান জনকতাসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ে ও অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে শরীরে থাকে)।

অধিষ্ঠান—আশ্রয়; অধিকরণ। আরোপের বা কল্পিতবস্তুর যাহা বিশেষ্য বা আশ্রয়; যথা, রজ্জু, আরোপিত বা কল্পিত সর্পের অধিষ্ঠান।

অধ্যক্ষ—(অধি+অক্ষ) অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া (অবলম্বন করিয়া) যাহা প্রবৃত্ত। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান। 'উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ' (ভা প.)। উপাদানের অধ্যক্ষ প্রবৃত্তির কারণ হয়। (২) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়; যথা, 'ধর্মাধর্মাশ্রয়োঽধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ (ভাঃ পঃ) বিশেষ গুণের আশ্রয়রূপে আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।

অধ্যবসেয়—[আঃ বিঃ—১] (পৃঃ ১৪৯ চৌঃ)

বৌদ্ধমতে অনুমিতি প্রভৃতি বিকল্প বা সবিকল্পকজ্ঞানেরও স্বলক্ষণ অধ্যবসেয় হইয়া থাকে। তন্মতে প্রমাণের বিষয় দ্বিবিধ—গ্রাহ্য ও অধ্যবসেয়। জ্ঞানে যে আকার প্রকাশিত তাহাই গ্রাহ্য; জ্ঞানের দ্বারা যাহা প্রাপণীয় তাহাই অধ্যবসেয়। [অনুমিতির গ্রাহ্য বিষয় অনর্থ (জাত্যাদি) হইলেও তাহার অধ্যবসেয় অর্থ স্বলক্ষণ বলিয়াই অনুমিতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। প্রত্যক্ষস্থলে স্বলক্ষণ গ্রাহ্য হইলেও ক্ষণিক বলিয়া অধ্যবসেয় বা প্রাপণীয় তাহার সন্তান—অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি ক্ষণিক অর্থই হইয়া থাকে]।

অধ্যাত্মবিধি—[ন্যাঃ সূঃ—৪।২।৪৪] তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা—এইগুলিকে অধ্যাত্মবিধি বলা হইয়াছে। (ন্যাঃ ভাঃ)

অধ্যায়—অধ্যয়ন; যথা, স্বাধ্যায়। শাস্ত্রের অংশবিশেষ; যথা, ভাগবতে দশম অধ্যায়।

অধ্যাস—আপত্তি, বা আহার্যারোপ। যত্র প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্ব-প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব-লক্ষণবিরুদ্ধধর্মাধ্যাসস্তত্রৈবাধিকরণভেদেনাভাবভেদঃ ন তু সর্বত্র। (ব্যাপ্তিপঞ্চকমাথুরী, ২য় লক্ষণ।)

অধ্যাহার—অশ্রুত পদের কল্পনা। [অধি=প্রকৃত পদকে অধিকার করিয়া, আহার=পদান্তরের আহরণ (কল্পনা)]। যেমন, 'গাম্' (গরুকে) ইত্যাদি অসমাপ্ত বাক্য উচ্চারণ করিলে কারকের ক্রিয়া—আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য 'আনয়' (আনয়ন কর) ইত্যাদি ক্রিয়াপদের কল্পনা করিয়া বাক্যার্থবোধ করিতে হয়; অথবা, কেবল 'আনয়' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করিলে ক্রিয়ার কারকাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য 'গাম্' ইত্যাদি কারকপদের কল্পনা করিয়া বাক্যার্থবোধ করিতে হয়। এইরূপ পদান্তর—কল্পনাকে 'অধ্যাহার' বলা হয়।

অর্থাধ্যাহারবাদী প্রভাকর সম্প্রদায় এরূপস্থলে পদের অধ্যাহার না করিয়া অর্থের অধ্যাহার স্বীকার করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে 'গাম্' এই পদের অর্থ যে 'গোনিষ্ঠ কর্মতা', তাহার অন্বয়ের জন্য 'আনয়' ইত্যাদি পদের অধ্যাহারের প্রয়োজন কি? পদের অধ্যাহার করিলেও তাহার দ্বারা সেই 'আনয়নানুকূলকৃতি' ইত্যাদি অর্থের উপস্থিতিই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব

লাঘবতঃ পদের অধ্যাহার না করিয়া ঐরূপ অর্থের অধ্যাহার করিলেই অন্বয়বোধ হইতে পারে। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, পদের অধ্যাহারই যুক্তিসঙ্গত। যেহেতু, "শাব্দী হি আকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব প্রপূর্যতে"—পদ হইতে উদ্ভূত আকাঙ্ক্ষা পদের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে। বিশেষতঃ, কেবল পদার্থের উপস্থিতি অন্বয়বোধের কারণ নহে, পরন্তু পদজন্যপদার্থের উপস্থিতি কারণ। অতএব ঐরূপ স্থলে পদের অধ্যাহারই সঙ্গত।

অধ্যেষণা—(স্যাঃ ভাঃ ১।১।৮৪) প্রার্থনা, সম্মানপূর্বক কার্যে নিয়োজন।

অনঘটন্যায়—ন ঘট অঘট। ন অঘট= অনঘট। 'ঘট' এবং 'অনঘট' এই দুইটি শব্দেই ঘটকে বুঝায়। 'ঘট আছে' না বলিয়া 'অনঘট আছে' এইরূপ বলিলে অকারণ গৌরব দোষ হয়। বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এইরূপ গৌরবভূয়িষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিলে সেইস্থলে অনঘটন্যায়ের অবতারণা করা হয়। ইহাতে বিলম্বে অর্থবোধ হয় এবং বক্তার বাচালতা প্রকাশ পায়। অবশ্য যদি বিশেষ কারণে এইভাবে শব্দের ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে তাহা দোষাবহ হইবে না এবং সেইস্থলে এই ন্যায়ের অবতারণা হইবে না। যেমন—'তদঘটিত' এই কথাটির অর্থ—'তদবিষয়ক প্রতীত্যবিষয়' (তদ্ অবিষয়ক যে প্রতীতি, সেই প্রতীতির অবিষয় যে, সে তদঘটিত) এইরূপ বলা হয়। যেমন - ('ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা জ্ঞানজন্যজ্ঞানম্ অনুমিতিঃ') অনুমিতির লক্ষণ ব্যাপ্তিঘটিত। 'ব্যাপ্তিঘটিত' বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্যাপ্তিকে বিষয় করে না এমন যে প্রতীতি (জ্ঞান) সেই প্রতীতির বিষয় নহে।

...'তদঘটিত' কথাটির অর্থ ঐভাবে না করিয়া (দুইটি নঞ্ পরিত্যাগ করিয়া) সরলভাবে যদি 'তদবিষয়কপ্রতীতিবিষয়' এইরূপ বলা হয় তাহাতে লাঘব হইতে পারে, কিন্তু তাহা দোষযুক্ত হইবে। যেহেতু ঐরূপ বলিলে যাহা যদঘটিত নহে তাহাও তদঘটিত হইয়া পড়ে। যেমন 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' এই ব্যাপ্তিকেও পক্ষঘটিত বলা যাইতে পারে, কেননা, যে স্থলে ব্যাপ্তি ও পক্ষবিষয়ক সমূহালম্বন জ্ঞান হয়, সেইস্থলে পক্ষবিষয়ক প্রতীতির বিষয় ব্যাপ্তি হইয়াছে। অতএব এইরূপ দোষ বারণের জন্য 'তদঘটিত' বলিতে 'তদ্ অবিষয়ক প্রতীতির অবিষয়'কেই বুঝিতে হইবে। এইরূপ গৌরবের সার্থকতা আছে। কিন্তু—'তদঘটিত' (তদ্ অঘটিত) বলিলে যাহা তদঘটিত নহে তাহাকেই বুঝায়, আবার 'তদঘটিত' বলিতে তদ অবিষয়ক প্রতীতির অবিষয়। অতএব 'তদ অঘটিত' বলিতে, যাহা 'তদ অবিষয়ক প্রতীতির অবিষয় নহে' তাহাকে বুঝাইবে, কিন্তু এইরূপ বলিলে অনঘটের অবস্থাই হইল। অতএব এইরূপ স্থলে 'তদ অঘটিত' কথাটির অর্থ—তদ অবিষয়ক প্রতীতির বিষয় বলাই সঙ্গত। (অনুমান—চিন্তামণি ৮০৯ পৃঃ) "ন হি ঘট ইত্যাদি বক্তব্যে অনঘট ইতি কশ্চিদ্ বদতি" (তত্ত্বঃ চিঃ পৃঃ ৯৭)।

অনতিরিক্তবৃত্তিত্ব—১। যাহা যাহার অতিরিক্তস্থানে বর্তমান নহে তাহা তাহার অনতিরিক্তবৃত্তি, তাহার ধর্ম অনতিরিক্তবৃত্তিত্ব। যেমন—প্রকারতার অনতিরিক্তবৃত্তি অবচ্ছেদকতা। প্রকারতার অতিরিক্ত স্থানে অর্থাৎ যে বস্তুতে প্রকারতা নাই তাহাতে অবচ্ছেদকতা থাকিতে পারে না। কিন্তু অবচ্ছেদকতার অনতিরিক্তবৃত্তি প্রকারতা হয় না, যেহেতু যাহাতে অবচ্ছেদকতা নাই তাহাতেও প্রকারতা থাকিতে পারে। যেমন 'ঘটো দ্রব্যম্' এইস্থলে দ্রব্যত্বে প্রকারতা আছে, কিন্তু অবচ্ছেদকতা নাই। 'পর্বতঃ বহ্নিমান' এইস্থলেও বহ্নিতে প্রকারতা আছে অথচ অবচ্ছেদকতা নাই। অতএব প্রকারতা অবচ্ছেদকতার অতিরিক্তবৃত্তি। ২। অবচ্ছেদকতাবিশেষ। অবচ্ছেদকতা দ্বিবিধ —স্বরূপসম্বন্ধরূপ ও অনতিরিক্তবৃত্তিত্বরূপ। যেমন—'কম্বুগ্রীবাদিমান নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা (স্বরূপসম্বন্ধরূপ) ঘটত্বে

আছে, কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বে নাই, যেহেতু লঘুধর্মে সম্ভব হইলে গুরুধর্মে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা স্বীকার করা হয় না ; কিন্তু অনতিরিক্তবৃত্তিত্বরূপ অবচ্ছেদকতা কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বেও আছে যেহেতু কম্বুগ্রীবাদিমন্নিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বরূপ ধর্ম তাহার অতিরিক্তবৃত্তি নহে।
[সামান্যনিরুক্তি-দীঃ ৯৬ পৃঃ। (ঐ গাঃ টীঃ ৯৫ পৃঃ)

অনধ্যবসায়—অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের জনক সাধারণ জ্ঞান। যথা,—ইহা কী গাছ ? (কিংসংজ্ঞকোঽয়ং বৃক্ষঃ ?) বৈশেষিক-মতে অনধ্যবসায় অবিদ্যাবিশেষ। প্রত্যক্ষের বিষয় বা অনুমিতির বিষয়ে অনধ্যবসায় হইয়া থাকে। যথা, বাহীকদেশ (পাঞ্জাব অঞ্চলের) পনসাদিতে (কাঁঠাল গাছে) অনধ্যবসায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ পনস প্রত্যক্ষ করিয়া 'এটা কি গাছ ?'—এই অনিশ্চয়াত্মক প্রশ্নাত্মক জ্ঞান হয়।

অনুনুভাষণ—[গৌঃ সূঃ—৫।২।১৭]। পরিষৎ কর্তৃক যে বাক্যের অর্থ বিজ্ঞাত সেই বাক্য বাদিকর্তৃক তিনবার অভিহিত হইলেও যদি প্রতিবাদী তাহা প্রত্যুচ্চারণ করিতে না পারে, তবে তাহা 'অননুভাষণ' নিগ্রহস্থান হইবে। কেননা, বাক্যের প্রত্যুচ্চারণ করিতে না পারিলে প্রতিবাদী কাহাকে আশ্রয় করিয়া পরপক্ষ খণ্ডন করিবে ? ইহা চারি প্রকার হইতে পারে—(১) একদেশের অনুবাদ (২) বিপরীতানুবাদ, (৩) অনুবাদ না করিয়া কেবল দোষ বলা, (৪) স্তম্ভ, অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকা। কোনও মতে পঞ্চম প্রকারও আছে—কোনও সর্বনাম শব্দের দ্বারা অনুবাদ করা।

অনপদেশ—[ন্যাঃ সূঃ ৩।২।২৮] ন + অপদেশ (কথন) অকথন ; উল্লেখ না করা।

অনপবর্গ—[ন্যাঃ কুঃ ১।১৪] অপবর্গের অর্থাৎ মুক্তির অভাব, অনির্মোক্ষ। (ইহা একটি অনিষ্টপ্রসঙ্গ, বা স্বীকারের অযোগ্য আপত্তির বিষয় ; কেননা, সকল আস্তিকদর্শনে মোক্ষ স্বীকৃত।)

অনভ্যাসদশা—কোনও ব্যক্তির যে জ্ঞানের সমানাকার জ্ঞান পূর্বে কখনও উৎপন্ন হয় নাই, সেই জ্ঞানের অধিকরণ-কালকে 'অনভ্যাসদশা' বলা হয়।

অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান—[তঃ বিঃ—২ ; (পৃঃ ৩১২ চৌঃ) প্রাথমিক জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের প্রামাণ্য বা প্রামাণ্য সংবাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বরূপ হেতুর দ্বারা অনুমিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের অনন্তর তদনুযায়ী প্রবৃত্ত হইয়া ফললাভ করিলে তখন অনুমিতি করা যায় যে আমার জ্ঞান যথার্থ, কারণ তাহা সংবাদী অর্থাৎ সফল প্রবৃত্তির জনক হইয়াছে। (কিন্তু সেই জ্ঞান পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত হইলে, প্রবৃত্ত না হইয়াও 'আমার জ্ঞান যথার্থ, যেহেতু ইহা অভ্যস্ত জ্ঞান'—এইরূপ অনুমিতির দ্বারাই প্রামাণ্য জ্ঞান হয়)।

অনবধারণজ্ঞান—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ—১।১।৪] অনিশ্চিতজ্ঞান, যে জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক নহে। যথা, ইহা কাঁঠালগাছ হইতে পারে, ইত্যাদি।

অনবস্থা- (অনবস্থিতি) (ন + অবস্থা) [গৌঃ সূঃ ৪।২।২৬]। অবস্থিতির অভাব ; দোষাবহ সমাপ্তিহীন পরম্পরা। সমাপ্তিহীন ধারা। প্রামাণিক অনবস্থা, অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ যে সমাপ্তিহীনধারা বা পরম্পরা তাহা দোষাবহ নহে, যথা, বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি, অঙ্কুর হইতে বীজোৎপত্তি—এই কার্যকারণধারার স্থিতি বা শেষ না থাকিলেও ইহা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ হওয়াতে দোষের নহে। কিন্তু অপ্রামাণিক অনবস্থা একটি দোষ। যথা, (ন্যায়মতে) অবয়বীর অবয়বধারা অনন্ত বা অশেষ হইলে অনবস্থা দোষ হয়, এইহেতু পরমাণুতে অবয়বধারার বিশ্রাম স্বীকার করা হইয়াছে।

অনাত্মকত্বপ্রসঙ্গ—[আঃ বিঃ—৩ ; পৃঃ ৩২১ চৌঃ]। নীল পীত প্রভৃতি পদার্থের ব্যবস্থিত (নির্দিষ্ট) স্বরূপের হানির আপত্তি। ব্যবস্থিত বস্তুস্বরূপতার অভাবের প্রসঙ্গ (আপত্তি)।

অনাদি—যাহার আদি অর্থাৎ পূর্বসীমা বা

উৎপত্তি নাই তাহা। নিত্যবস্তুমাত্রই অনাদি, যেমন আত্মা, আকাশ ইত্যাদি। প্রাগভাব বিনাশী বলিয়া অনিত্য হইলেও অনাদি। অথবা, এইভাবেও বলা যায় যে, যাহার প্রাগভাব নাই, অথচ সত্তা আছে তাহাই অনাদি। আত্মাদি নিত্যবস্তু ও প্রাগভাবের প্রাগভাব না থাকায় তাহারা অনাদি। অনেক স্থলে ব্যক্তিগত উৎপত্তি থাকিলেও প্রবাহরূপে অনাদি স্বীকার করা হয়। যেমন—বীজ ও অঙ্কুর ব্যক্তিগতভাবে সাদি (উৎপত্তিশীল) হইলেও বীজাঙ্কুরপ্রবাহ অনাদি। [সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ্ বৈচিত্র্যাদ্ বিশ্ববৃত্তিতঃ।—ন্যাঃ কুঃ ১।৩] প্রবাহ অনাদির লক্ষণ—স্বসজাতীয়ধ্বংসব্যাপ্য প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বম্। (ঐ রামভদ্রী টীঃ)

অনায়তি—অগতি। গত্যন্তর না থাকা। [অত্র অনায়ত্যা জীবনাদৃষ্টমেবোদ্বোধকং কল্প্যতে। সিঃ মুঃ ১৫৬ পৃঃ]

অনিত্য—(ন+নিত্য)। ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২৫।

(১) যাহার সদ্ভাব বা অস্তিত্ব কদাচিৎ, অর্থাৎ ত্রৈকালিক নহে; যাহার উৎপত্তি, অথবা বিনাশ আছে। সুতরাং বিনাশ থাকাতে প্রাগভাব, এবং উৎপত্তি থাকাতে ধ্বংসাভাবও অনিত্য।...প্রমাণের দ্বারা যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ উপলব্ধ হয় তাহাই অনিত্য। (ন্যাঃ ভাঃ) ধ্বংসপ্রাগভাবান্যতরপ্রতিযোগিত্বম্ অনিত্যত্বম্। যাহার ধ্বংস বা প্রাগভাব আছে তাহা অনিত্য। ঘটাদিবস্তুর ধ্বংস ও প্রাগভাব আছে, ধ্বংসের ধ্বংস না থাকিলেও প্রাগভাব আছে, প্রাগভাবের প্রাগভাব না থাকিলেও ধ্বংস আছে অতএব ইহারা অনিত্য। কেহ কেহ বলেন—ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্ অনিত্যত্বম্। যাহার ধ্বংস আছে তাহা অনিত্য। এইমতে ধ্বংস অনিত্য নহে, যেহেতু ধ্বংসের ধ্বংস নাই। (তর্কঃ দীঃ)

অনিত্যসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ—৫।১।৩২।]

অনিত্য ঘটের সহিত সাধর্ম্যবশতঃ শব্দ অনিত্য হইলে অনিত্য ঘটের সহিত সকল পদার্থেরই সত্ত্বাদি সাধর্ম্য থাকাতে সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব হউক—এইরূপ প্রত্যবস্থান (বিরোধ) করিলে তাহা অনিত্যসমা জাতি (দুষ্ট উত্তর)। (সত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম অনিত্য ঘটেও আছে, আবার আকাশ, আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থেও আছে।)

অনিত্যসমাস—যে সমাসের অন্তর্গত শব্দসমূহে বিভক্তি যোগ করিলেই সমাসলভ্য অর্থের বোধ হয়। যেমন—'রাজপুরুষ' 'নীলোৎপল' ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে সমাসের অন্তর্গত পদে বিভক্তিযোগ করিলে (রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, নীলম্ উৎপলম্) রাজসম্বন্ধী পুরুষ ও নীলাভিন্ন উৎপলরূপ অর্থের বোধ হয়। (শঃ শঃ প্রঃ ১২৬)

অনুকূল—(১) প্রযোজক, যথা ফলের অনুকূল ব্যাপার, ইত্যাদি। (২) ইচ্ছার বিষয়; যথা, সকলের যাহা অনুকূলবেদনীয় তাহা সুখ। 'অত্র অনুকূলত্বং ব্যভিচারশঙ্কাবিচ্ছেদক সাধারণ প্রযোজকত্বম্'। (পক্ষতা-গাঃ)

অনুকূলতর্ক—যে তর্ক ব্যভিচারসংশয় দূর করিয়া প্রকৃতস্থলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের আনুকূল্য করে। নামান্তর—প্রযোজক। যেমন—'বহ্নিমান ধূমাৎ' এই অনুমিতিস্থলে 'ধূমঃ বহ্নিব্যভিচারী ন বা' এইরূপ সংশয় থাকিলে 'ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্যঃ' এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না। কিন্তু 'ধূমঃ যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ বহ্নিজন্যঃ ন স্যাৎ' এইরূপ তর্কের দ্বারা ব্যভিচার শঙ্কা দূর হইলে ঐরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে। এইজন্য এই তর্ককে অনুকূলতর্ক বা প্রযোজক বলা হয়।

অনুগম—অনুগতরূপ অর্থাৎ এককথায় বস্তুবিষয়ের প্রকাশ। যেমন—ব্যাপ্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ যদি বলেন—'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব'ই ব্যাপ্তি। তাহা হইলে ঐ উত্তরে অন্বয়ব্যাপ্তিকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যতিরেকব্যাপ্তিকে পাওয়া যায় না। যদি বলা যায়—সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বই ব্যাপ্তি, তাহা হইলে ব্যতিরেকব্যাপ্তিকে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্বয়ব্যাপ্তিকে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এক কথায় উভয় ব্যাপ্তিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি বলা যায়—ব্যভিচারধীবিরোধিধীবিষয়ত্বই ব্যাপ্তি, তাহা হইলে এক-

কথায় উভয় ব্যাপ্তিকেই পাওয়া যায়। কেননা অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই দ্বিবিধব্যাপ্তির জ্ঞানই ব্যভিচারজ্ঞানের বিরোধী, অতএব, ব্যভিচারজ্ঞানের বিরোধী যে জ্ঞান (যে জ্ঞান থাকিলে ব্যভিচারজ্ঞান হয় না) অর্থাৎ অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞান ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহার বিষয় অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি, এইভাবে দ্বিবিধ ব্যাপ্তিকেই পাওয়া যায়। 'কাকেভ্যঃ দধি রক্ষ্যতাম্'—'কাক হইতে দধিকে রক্ষা কর'—এই বলিলে কাকশব্দে অজহৎ-স্বার্থ লক্ষণা দ্বারা কাক, কুকুর প্রভৃতি উপদ্রবকারী জীবমাত্রকেই বুঝাতে হইবে। ইহারা সকলেই কাক শব্দের লক্ষ্য, কিন্তু লক্ষ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ যে ধর্মের দ্বারা সমস্ত লক্ষ্যের সংগ্রহ হইবে, তাহা কাকত্ব, কুকুরত্ব ইত্যাদি ধর্ম নহে; কেননা, ঐ ঐ ধর্ম লক্ষ্যমাত্রে বর্তমান নহে, পরন্তু দধ্যুপঘাতকত্ব এইস্থলে লক্ষ্যতাবচ্ছেদক। দধ্যুপঘাতকত্বরূপ অনুগত ধর্মের দ্বারা কাক, কুকুরাদি নিখিল লক্ষ্যের অনুগম করা হয়।

অনুৎপত্তিসমা (জাতি)—[গৌঃ সূঃ—৫।১।১২] অনুৎপত্তির দ্বারা যে আপত্তি; অর্থাৎ পক্ষ বা হেতুর উৎপত্তির পূর্বে হেতুর অভাববশতঃ সাধ্যও থাকিতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি। যথা, ঘট রূপবিশিষ্ট, যেহেতু তাহা গন্ধবিশিষ্ট, যথা পট—এই অনুমিতিতে যদি আপত্তি বা দোষারোপ করা হয় যে ঘটোৎপত্তির পূর্বে এবং গন্ধোৎপত্তির পূর্বে ঘটে গন্ধ থাকে না বলিয়া রূপেরও অসিদ্ধি অর্থাৎ রূপও থাকিতে পারে না, তবে ইহাই অনুৎপত্তিসমাজাতি।

অনুদ্ভূতত্ব—শুক্লত্ব প্রভৃতি জাতির ব্যাপ্য ধর্ম বা জাতিবিশেষ, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। যথা, ভর্জনকপালস্থ বহ্নির রূপ, তেজোদ্রব্য আলোকের স্পর্শ—ইত্যাদিতে এই অনুদ্ভূতত্ব জাতি, বিদ্যমান; তাহার অভাবই উদ্ভূতত্ব ইহাই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত। মতবিশেষে উদ্ভূতত্বই জাতি, তাহার অভাবই অনুদ্ভূতত্ব।

অনুদ্ভূতরূপ—[ন্যাঃ ভাঃ—৩।১।৩৫,৩৬] চক্ষুর দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য রূপ। যথা, নয়নরশ্মির রূপ, বা ভর্জনকপালস্থ (কড়াইতে) তেজের রূপ।

অনুপলব্ধিসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।২৯] অনুপলব্ধির দ্বারা যে প্রত্যবস্থান তাহাই অনুপ-লব্ধিপ্রত্যবস্থান। অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব সাধনের জন্য নৈয়ায়িক বলেন যে,—শব্দ নিত্য হইলে উচ্চারণের পূর্বে তাহা কেন উপলব্ধ হয় না? কোনপ্রকার আবরণ থাকে বলিয়া উপলব্ধ হয় না—এরূপ বলা যায় না, কারণ তাদৃশ আবরণের অনুপলব্ধি আছে—অর্থাৎ তাদৃশ আবরণ উপলব্ধ হয় না। তাহার বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদী বলে যে, আবরণের অনুপলব্ধিবশতঃ যদি আবরণাভাব সিদ্ধ হয় তবে আবরণের অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধি বশতঃ আবরণের অনুপলব্ধিরও অভাব সিদ্ধ হউক। সুতরাং অনুপলব্ধি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ যে আবরণের অভাব তাহাও সিদ্ধ না হওয়াতে (আবরণবশতঃ উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অনুপলব্ধি হওয়াতে) শব্দের নিত্যতা হইতে পারে। তবে এইরূপ প্রত্যবস্থানই অনুপলব্ধিসমা জাতি।

অনুপধা। [বৈঃ সূঃ ৬।২।৪] শ্রদ্ধা, মনঃপ্রসাদ, অধ্যবসায়, ইতিকর্তব্যতাবধারণ প্রভৃতি অনুপধা বলিয়া কথিত হয়।

অনুবন্ধ—(অনু—বন্ধ+ঘঞ্)। ন্যাঃ সূঃ ৩।১।১৯] (১) সম্বন্ধ; (স্মৃত্যনুবন্ধাৎ=স্মৃতিসম্বন্ধাৎ) (২) বিষয়, প্রয়োজন, অধিকারী ও সম্বন্ধ—এই চারটিকে শাস্ত্রের অনুবন্ধচতুষ্টয় বলা হয়। ইহাদের জ্ঞান শাস্ত্রে প্রবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে। (৩) পরিণাম; অনু=পশ্চাৎ যাহা সম্বদ্ধ হয়। (৪) সমানজাতীয় প্রজননের ধারা (ন্যাঃ সূঃ—২।২।৬২); যথা, গো হইতেই গো জন্মে—ইত্যাদি। (ন্যাঃ ভাঃ)

অনুভব—স্মৃতিভিন্ন জ্ঞান। অনুভবত্বজাতি সর্ব-বাদিসম্মত নহে, যাহারা অনুভবত্বকে জাতিরূপে স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে তাহা স্মৃত্যন্য-জ্ঞানত্বরূপ উপাধিবিশেষ। ন্যায়মতে অনুভব চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দবোধ। বৈশেষিকমতে অনুভব দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি। অন্য প্রকারে অনুভব দ্বিবিধ,

(১) যথার্থানুভব, বা প্রমা, (২) অযথার্থানুভব, বা অপ্রমা।

অনুমা—অনুমিতি। সোঽয়ং নিষব্রিতার্থগ্রাহ্ন প্রত্যক্ষং ন চানুমা, (শঃ প্রঃ কারিকা ৩) 'অনুমায়াং জ্ঞায়মানং লিঙ্গন্তু করণং নহি।' (ভাঃ পঃ ৬৭) ন বৈজাত্যং বিনা তংস্যান্ন তস্মিন্নমুমা ভবেং। (ন্যাঃ কুঃ ৩।১৫)

অনুমান—১। অনুমিতি। (অনু-মা+ভাবে ল্যুট্) 'কানুমানমনাশয়ম্' (ন্যাঃ কুঃ ৩।১)

২। অনুমিতির করণ। (অনু-মা+করণে ল্যুট্) প্রত্যক্ষোপজীবকত্বাং প্রত্যক্ষানন্তরম্…অনুমানং নিরূপ্যতে (তত্ত্বচিং, অনুমান প্রঃ) নব্যনৈয়ায়িকগণের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান, উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীননৈয়ায়িকগণের মতে পরামর্শ অনুমিতির করণ অর্থাং অনুমান। উদয়নাচার্যের মতে ব্যাপারূপে জ্ঞায়মান হেতুই অনুমান।

অনুমিতি—(অনু পশ্চাং, মিতি-জ্ঞান—প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞানবিশেষ) ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান-জন্যজ্ঞানম্, তত্ত্বচিং অনুমানখণ্ড, পৃঃ ২০। ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুর পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইতে অর্থাং 'সাধ্য-ব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ' এইরূপ পরামর্শ হইতে উংপন্ন যে জ্ঞান তাহাই অনুমিতি। যেমন, 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ'—এই পরামর্শ হইতে উংপন্ন 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞান অনুমিতি। অনুমিতি দুই প্রকার হইতে পারে, পক্ষবিশেষ্যক ও সাধ্যবিশেষ্যক। যেস্থলে পক্ষ বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা পক্ষবিশেষ্যক। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্'। যে অনুমিতিতে সাধ্য বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা সাধ্যবিশেষ্যক। যেমন, 'বহ্নিঃ পর্বতে'। কেহ কেহ বলেন—পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ হইতে (বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ ইত্যাদি জ্ঞান হইতে) যে অনুমিতি হয় তাহা পক্ষবিশেষ্যক। ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ হইতে (বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে) যে অনুমিতি হয় তাহা সাধ্যবিশেষ্যক হইবে। কিন্তু অন্যেরা বলেন যে, সর্বত্রই পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতি হয়। অনুমিতির আকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাধারণতঃ অনুমিতিকে প্রতিজ্ঞাবাক্যের সমানাকার স্বীকার করা হয়। অতএব অনুমিতি পক্ষ ও সাধ্যঘটিত। যেমন 'পর্বতঃ বহ্নিমান' ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য লিঙ্গোপধানবাদী। তাঁহার মতে অনুমিতিতে লিঙ্গোপহিত পক্ষে লৈঙ্গিকের (সাধ্যের) ভান স্বীকার করা হয়, অতএব অনুমিতির আকার—'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ সাধ্যবান্' (বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ বহ্নিমান্ ইত্যাদি) এইরূপ হইবে।

অনুমিতি দুই প্রকার হইতে পারে, পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে এবং পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে। (সংক্ষেপে 'অবচ্ছেদাবচ্ছেদে' ও 'সামানাধিকরণ্যে' বলা হয়) যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে পক্ষতাবচ্ছেদকের ব্যাপকতার ভান হয়, তাহাকে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি বলা হয়। যেমন —'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিতে পর্বতত্ব-ব্যাপকবহ্নিপ্রতিযোগিকসংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইলে তাহাকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সাধ্যের অনুমিতি বলা হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে পক্ষতাবচ্ছেদকের সামানাধিকরণ্যের বোধ হইলে তাহাকে সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি বলা হয়।

সংক্ষেপে 'পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে' বলিতে পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট নিখিল পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি এবং 'সামানাধিকরণ্যে' বলিতে পক্ষতাবচ্ছেদক-বিশিষ্ট যংকিঞ্চিংপক্ষে সাধ্যের অনুমিতি বুঝিতে হইবে। সাধারণ নিয়ম এই যে, যে ধর্মে হেতুর ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান থাকে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন-বিধেয়ক অনুমিতি হয়। যেমন 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিস্থলে বহ্নিত্বে ধূমের ব্যাপকতাবচ্ছেকত্ব জ্ঞান (অর্থাং ধূমসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান) থাকায় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়ক অনুমিতি হইল।

কিন্তু ইতরবাধ বা লাঘবজ্ঞান থাকিলে ব্যাপকতানবচ্ছেদকরূপেও (অর্থাং যে ধর্ম হেতুর ব্যাপকতাবচ্ছেদক নহে, তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন বিধেয়কও) অনুমিতি হয়। যেমন "ধূমসমানাধিকরণাত্যন্তা-

ভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্য" রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে বহ্নিত্বে ধূমের ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব গৃহীত হইলেও 'পর্বতঃ মহানসীয়বহ্নিতরবহ্ন্যভাববান্' এইরূপ ইতরবাধজ্ঞান থাকিলে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়ক অনুমিতি না হইয়া মহানসীয়বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়ক অনুমিতি হইবে। ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ এই অনুমিতি স্থলে 'ক্ষিতেঃ এককর্তৃকত্বে লাঘবম্' এই লাঘবজ্ঞান থাকিলে এককর্তৃকত্বের অনুমিতি হইবে।

অনুমিৎসা (অনু-মা + সন্ + অ + আপ) অনুমিতির ইচ্ছা। সিষাধয়িষা। 'পর্বতে বহ্নির অনুমান করিব' (পর্বতে বহ্নিম্ অনুমিনুয়াম্) ইত্যাদি অনুমিতিবিষয়ক ইচ্ছাকে অনুমিৎসা বা সিষাধয়িষা বলা হয়। কেহ কেহ অনুমিৎসাকে পক্ষতা বলেন, তাঁহাদের মতে অনুমিৎসা অনুমিতির অন্যতম কারণ।

অনুমেয়—অনুমিতির বিষয়; সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ =পর্বতাদি; সাধ্য বহ্নিপ্রভৃতি।

অনুযোগিতা—অনুযোগীর ধর্ম। স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ। অনুযোগিতা দুই প্রকার সম্বন্ধীয় ও অভাবীয়। সম্বন্ধের অধিকরণ এবং অভাবের অধিকরণরূপে যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা সম্বন্ধের ও অভাবের অনুযোগী। যেমন 'ভূতলে ঘট আছে' এই স্থলে ভূতলে ঘটের সংযোগসম্বন্ধ প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব এই সংযোগ সম্বন্ধের অনুযোগী - ভূতল, তাহাতে অনুযোগিতা আছে। কপাল ও ঘটের যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহার অনুযোগী - কপাল। কপালে সমবায়ের অনুযোগিতা আছে।

'ভূতলে ঘট নাই' (ভূতলে ঘটঃ নাস্তি) এইস্থলে ঘটাভাবের অনুযোগী ভূতল, তাহাতে ঘটাভাবের অনুযোগিতা আছে।

অনুযোগী - (যস্মিন্ অভাবঃ সঃ অনুযোগী) যে অধিকরণে অভাব প্রতীয়মান হয় তাহা অভাবের অনুযোগী। যেমন—'ঘটাভাববৎ ভূতলম্' এইস্থলে ঘটাভাবের অনুযোগী—ভূতল।

অভাবমাত্রেরই যেমন অনুযোগী আছে তেমনই সম্বন্ধেরও অনুযোগী আছে। যেমন—'ঘটবদ্ভূতলম্' এই স্থলে ঘট ও ভূতলের যে সংযোগ সম্বন্ধ, তাহার প্রতিযোগী ঘট এবং অনুযোগী ভূতল।

অনুবাদ (অনু-বদ+ঘঞ্ ; ন্যাঃ সূঃ ২।১।৬২, ৬১, ৬৪) বেদের ব্রাহ্মণাংশের বাক্যসকল তিন প্রকার—বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ। তন্মধ্যে, বিধির, অথবা বিধিবিহিত যাহা তাহার যে অনুবচন পুনরায় কথন তাহাকে অনুবাদ কহে। বিধির অনুবাদ শব্দানুবাদ, এবং বিহিতের অনুবাদ অর্থানুবাদ। অধিকার বুঝাইবার জন্য, অথবা বিহিতের স্তুতি বা নিন্দার উদ্দেশ্যে, অথবা বিধির অঙ্গ কিছু বলিবার জন্যই বিধির অনুবাদ করা হইয়া থাকে (ন্যাঃ ভাঃ)।

অনুবৃত্তি প্রকৃতস্থলে কোন পদের সহিত অন্বয়ের জন্য দূরবর্তি স্থলান্তরীয় বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের অনুসন্ধান (সংযোজন)। (অনু= পশ্চাৎ, বৃত্তি - বর্তন। পূর্ববাক্যে পদটি যেভাবে অন্বিত হইয়াছে, দূরবর্তি বাক্যেও সেইভাবে অন্বিত হওয়া)।

[দূরস্থলান্তরস্থপদস্য অন্বয়ার্থ পুনরনুসন্ধানম্ অনুবৃত্তিঃ। [জায়তে ইত্যত্রাপি পরিমাণমিত্যনুবর্ততে' সিঃ মুঃ ১১১ কাঃ]

অনুবৃত্তিপ্রত্যয় [বৈঃ প্রঃ ভাঃ ১।১] অনুবৃত্তির প্রত্যয়, অর্থাৎ বহু আশ্রয়ে বিদ্যমানতার জ্ঞান। দ্রব্যসমূহে 'ইহা দ্রব্য', 'ইহা দ্রব্য'—এইরূপ সমানাকারক প্রত্যয়; গো, অশ্ব, প্রভৃতিতেও তাদৃশ 'ইহা গরু', 'ইহা গরু' ইত্যাদ্যাকারক সদৃশ প্রত্যয়। দ্রব্যত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব প্রভৃতি সামান্য এই প্রকার অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ের বা প্রত্যয়ানুবৃত্তির কারণ হয়।

অনুব্যবসায় - (অনু=পশ্চাৎ, ব্যবসায়=জ্ঞান) পূর্বোৎপন্নজ্ঞানবিষয়ক পরবর্তী জ্ঞান। এই জ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষাত্মক। জ্ঞানের প্রত্যক্ষই অনুব্যবসায়। প্রথমতঃ কোনও বিষয়ের জ্ঞান হইলে তাহার পর ঐ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় (ইহাই অনুব্যবসায়)। যেমন প্রথমতঃ 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ

ঘটের প্রত্যক্ষ হইয়া তাহার পর 'অহং ঘটং পশ্যামি' এইরূপ অনুব্যবসায় হয়। এই ভাবেই বিভিন্ন প্রত্যক্ষস্থলে গন্ধং জিঘ্রামি, শব্দং শৃণোমি, ঘটং স্পৃশামি ইত্যাদিরূপে, অনুমিতিস্থলে 'পর্বতে বহ্নিম্ অনুমিনোমি', শাব্দবোধস্থলে 'অস্তিত্বেন গাং শাব্দয়ামি' (অথবা 'শৃণোমি'), স্মৃতিস্থলে ঘটং স্মরামি ইত্যাদিরূপে অনুব্যবসায় হয়।

সবিকল্পক জ্ঞানেরই অনুব্যবসায় হয়, নির্বিকল্পকজ্ঞান অতীন্দ্রিয়, তাহার প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) হয় না, তাহা সবিকল্পকজ্ঞানের দ্বারা অনুমেয়।

অনুষঙ্গ— ১। প্রকৃতস্থলে কোন পদের সহিত অন্বয়ের জন্য নিকটবর্তি স্থলান্তরীয় বাক্যের অন্তর্গত পদের অনুসন্ধান (সংযোজন)। (বৈদীয়-স্থলান্তরস্থপদস্য অন্বয়ার্থং পুনরনুসন্ধানম্ অনুষঙ্গঃ) ['নিত্যমিতাত্র পরিমাণমিত্যনুষজ্যতে' —সিঃ মুঃ ১১০ কাঃ]

২। অন্য ফলের উদ্দেশ্যে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেও যে কার্য নান্তরীয়ক ফলপ্রদান করে তাহাকে অনুষঙ্গ বলা হয়। যেমন—'আনুষঙ্গিক ফল' ইত্যাদি স্থলে।

৩। সম্বন্ধ, অবিনাভাব; ব্যাপ্তি। যথা, সকল সুখভোগেই দুঃখের অনুষঙ্গ আছে।

অনুসন্ধান—[ন্যাঃ ভাঃ] (অনু =পশ্চাৎ+সন্ধান =জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা; স্মৃতি। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষে উপনয় বা জ্ঞান।

অনেকদ্রব্যত্ব— [বৈঃ দঃ। অনেক দ্রব্য আশ্রয় যাহার তাহা অনেকদ্রব্য, তাহার ভাব অনেক-দ্রব্যত্ব। স্বসমবেতসমবেতত্ব সম্বন্ধে নানাদ্রব্যবত্ত্ব। স্ব-পদে পরমাণু বুঝিলে তাহাতে সমবেত দ্ব্যণুক, তৎসমবেতত্ব ত্র্যণুকে আছে। সুতরাং ত্র্যণুকাদি মহৎদ্রব্যে অনেকদ্রব্যত্ব আছে। তবে লাঘবহেতু মহত্ত্বই প্রত্যক্ষে কারণ, অনেকদ্রব্যত্ব নহে।

অনেকাশ্রিতগুণ—[বৈঃ দঃ] একাধিক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে যে সকল গুণ। যথা, সংযোগ, বিভাগ, এবং একত্বভিন্ন দ্বিত্বাদি সকল সংখ্যা, এবং দ্বিপৃথক্ত্ব প্রভৃতি সকল পৃথকত্বগুণ।

অনৈকান্তিক—(অনেকান্ত) (ন+ঐকান্তিক) [ন্যাঃ সূঃ ১।২।৫] সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস-বিশেষ; যাহা অর্থাৎ যে সাধন বা হেতু ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ এক অন্তে (নিত্যত্বে বা অনিত্যত্বে) অবস্থান করে না, অথবা যাহার ব্যভিচার বা কোনস্থানে অব্যবস্থা আছে—এইরূপ সব্যভিচার হেতু; যথা,—শব্দ নিত্য যেহেতু তাহা স্পর্শরহিত, যেমন আত্মা (ন্যাঃ ভাঃ)। সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস ত্রিবিধ সাধারণ, অসাধারণ, অনুপসংহারী। যে হেতু সাধ্যবদন্যে অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্টভিন্নে বিদ্যমান তাহা সাধারণ, যথা, শব্দ নিত্য যেহেতু স্পর্শরহিত। যে হেতু সপক্ষ ও বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্ত—অর্থাৎ, নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্টে এবং নিশ্চিতসাধ্যাভাব-বিশিষ্টে অবিদ্যমান সেইহেতু অসাধারণ; যথা— শব্দ নিত্য যেহেতু তাহাতে শব্দত্ব আছে। যে হেতু কেবলান্বয়িধর্মাবচ্ছিন্নপক্ষবিশিষ্ট তাহাই অনুপসংহারী; যথা সবই নিত্য যেহেতু প্রমেয় (প্রাচীন ন্যায়)।

অন্ত্যবিশেষ—[ন্যাঃ কঃ, পৃ ৩৫] পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তি বিশেষ পদার্থ। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ের হেতু সামান্য নিজের আশ্রয়কে বিজাতীয় গুণ প্রভৃতি হইতে ব্যাবৃত্ত বা ব্যবচ্ছিন্ন করে বলিয়া 'বিশেষ' নামেও অভিহিত হয়। সুতরাং উহারা সামান্য-বিশেষ। কিন্তু অন্ত্য অর্থাৎ চরম যে বিশেষ তাহা কেবলমাত্র ব্যাবৃত্তই করে; কোনও প্রকার অনুবৃত্তি-প্রত্যয়ের হেতু হয় না সুতরাং যাহা স্বাশ্রয়কে অপর সবকিছু হইতে ব্যাবৃত্ত করে তাহাই বিশেষ,—এই লক্ষণ যুক্তিযুক্ত।

অন্ত্যশব্দ—[ন্যাঃ লীঃ পৃঃ ৩৭] (চৌঃ সং) যে শব্দ অন্য শব্দের জনক নহে। বীচীতরঙ্গ-ন্যায়ে একটি শব্দ হইতে অন্য শব্দ এবং তাহা হইতে অন্য শব্দ এইভাবে ধারাবাহিকভাবে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে যে শব্দটি অন্তে (সর্বশেষে) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যাহা হইতে অন্য কোনও শব্দ উৎপন্ন হয় না সেই শব্দকে

অন্ত্যশব্দ বলা হয়। সাধারণতঃ সমস্ত শব্দই দ্বিক্ষণ স্থায়ী হইলেও অন্ত্যশব্দ একক্ষণ মাত্র স্থায়ী (যোগ্যবিভুবিশেষ গুণানাং স্বোত্তরবর্তি-গুণনাশ্যত্বনিয়মঃ)।

"বিভু পদার্থের (আত্মা ও আকাশের) যোগ্য বিশেষগুণমাত্রই নিজের উত্তরবর্তিগুণের দ্বারা নাশ্য" এইরূপ নিয়ম থাকায় পূর্ব পূর্ব শব্দ উত্তরোত্তর শব্দনাশ্য। কিন্তু অন্ত্যশব্দের নাশের প্রতি তাহার পূর্ববর্তিশব্দই কারণ। সুতরাং উপান্ত্যশব্দকেই (শেষ শব্দের পূর্বটিকে) অন্ত্যশব্দের নাশক বলিতে হয়। তাহাও আবার, অন্ত্যশব্দসহকৃত উপান্ত শব্দকে নাশক বলিতে হইবে, কেননা, নচেৎ অন্ত্যশব্দের উৎপত্তিক্ষণেই যুগপৎ তাহার নাশেরও আপত্তি হইয়া পড়িবে। উপান্ত্য শব্দের সহিত অন্ত্যশব্দও নাশের সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে অন্ত্যশব্দটি উৎপন্ন হইবার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং অন্ত্যশব্দটি একক্ষণ মাত্র স্থায়ী। অতএব তাহা ক্ষণরূপ কালের অবচ্ছেদক উপাধি হইতে পারে।

অন্ত্যাবয়বী– (অন্ত্য=শেষ অবয়বী) যে অবয়বী হইতে অন্য কোন অবয়বী উৎপন্ন হয় না। যেমন— ঘট স্বয়ং অবয়বী হইলেও অন্য কোন অবয়বীর জনক নহে, অতএব তাহা অন্ত্যাবয়বী। কপাল স্বয়ং অবয়বী এবং তাহা হইতে ঘটরূপ অবয়বীর উৎপত্তি হয়, অতএব তাহাকে অন্ত্যাবয়বী বলা যায় না।

[সমবায়েন দ্রব্যবদ্‌ভিন্নত্বে সতি অবয়বিত্বম্— অন্ত্যাবয়বিত্বম্। অর্থাৎ যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে অন্য কোনো দ্রব্য থাকে না, এইরূপ অবয়বীকে 'অন্ত্যাবয়বী' বলা হয়] (চেষ্টাবদন্ত্যাবয়বিবৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বং শরীরত্বম্– (সিঃ মুঃ ৩৮ কা,) ("দ্রব্যান্তরানারম্ভকত্বে সতি অবয়-বিত্বম্— অন্ত্যাবয়বিত্বম্— রামরুদ্রী ২৭ পৃঃ)।

অন্ধপরম্পরা– যে কল্পনা পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, অথচ তাহার মূলে কোন প্রমাণ নাই তাহাকে অন্ধপরম্পরা বলা হয়।

অন্যতম—বহুবস্তুর মধ্যে যে কোন একটি। যেমন—'অশ্ব-গজ-মহিষান্যতম' (অশ্ব, গজ ও মহিষের মধ্যে অন্যতম) বলিতে ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিকে বুঝাইবে। ভেদকূটাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদবত্ত্বম্ অন্যতমত্বম্। দুইএর অধিক ভেদ যাহাতে আছে তাহা ভেদকূটাবচ্ছিন্ন (ভেদকূটবিশিষ্ট ; কূট=সমূহ) তাহাদের ভেদ যাহাতে আছে তাহাই অন্যতম। পূর্বস্থলে অশ্বের ভেদ, গজের ভেদ ও মহিষের ভেদ (অশ্বঃ ন, গজঃ ন, মহিষঃ ন ; এই তিনটি অন্যোন্যা-ভাব) গো, গজ ও মহিষ ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে আছে, এবং তাহাদের সকলের ভেদ অশ্বাদি প্রত্যেকটিতে আছে ; এতএব অশ্বাদি প্রত্যেকটিই এই স্থলে অন্যতম।

অন্যতর– দুইটি বস্তুর মধ্যে যে কোন একটি। যেমন– 'ঘটপটান্যতর' বলিতে 'ঘটও পট ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি'– এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। ভেদদ্বয়াবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-তাকভেদবত্ত্বম্ অন্যতরত্বম্। যাহাতে দুইটি ভেদ আছে তাহা ভেদদ্বয়াবচ্ছিন্ন (ভেদদ্বয়বিশিষ্ট), তাহাদের ভেদ যাহাতে আছে তাহাই অন্যতর। যেমন ঘটের ভেদ ও পটের ভেদ (ঘটঃ ন, পটঃ নঃ) এই দুইটি ভেদ ঘট ও পট ভিন্ন সকল বস্তুতেই আছে, অতএব তাহারা ভেদদ্বয়াবচ্ছিন্ন হইয়াছে ; তাহাদের ভেদ ঘট ও পটে আছে, অতএব 'ঘটপটান্যতর' বলিতে ঘট ও পটের মধ্যে যে কোন একটিকে বুঝাইবে।

অন্যথাখ্যাতি— (অন্যথা=অন্যধর্ম প্রকারে, খ্যাতি-জ্ঞান) যে বস্তুতে যে ধর্ম নাই সেই ধর্ম-বিশিষ্টরূপে সেই বস্তুর জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। যেমন—রজ্জুর ধর্ম রজ্জুত্ব, কিন্তু রজ্জুত্বরূপে রজ্জুর জ্ঞান না হইয়া সর্পত্ব বা মালাত্বরূপে রজ্জুর জ্ঞান হইলে ঐ জ্ঞানকে অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রম বলা হয়। 'অন্যথা' শব্দের অর্থ—অন্যধর্ম-প্রকারে ; 'অন্যধর্ম' বলিতে বিশেষ্যতার ব্যধিকরণ (যাহা বিশেষ্যে নাই) ধর্মকে বুঝিতে হইবে। যেমন— রজ্জুতে 'অয়ং সর্পঃ' বা 'ইয়ং মালা' (এই জ্ঞান সর্পত্বনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিতরজ্জুনিষ্ঠ

বিশেষ্যতাশালী বা মালাত্বনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত রজ্জুনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী একটি বিশিষ্টজ্ঞান।) এইস্থলে সর্পত্ব বা মালাত্ব ধর্ম রজ্জুনিষ্ঠবিশেষ্যতার ব্যধিকরণ (অসমানাধিকরণ) হইয়াছে, যেহেতু ঐ জ্ঞানের বিশেষ্য যে রজ্জু, তাহাতে সর্পত্বাদি ধর্ম নাই।

অন্যথানুপপত্তি—প্রকৃত (বিবক্ষিত) উপায় ব্যতীত সিদ্ধ না হওয়া। [স্বাভাবপ্রযোজ্যাসম্ভবঃ- অন্যথানুপপত্তিঃ] যেমন- বহু পূর্বে বিনষ্ট যাগাদির স্বর্গসাধনতা (যাহা 'স্বর্গকামঃ যজেত' ইত্যাদি বিধিদ্বারা প্রাপ্ত) যাগাদি জনিত ব্যাপারব্যতীত সম্ভব নহে, অতএব অন্যথানুপপত্তিবশতঃ যাগ ও স্বর্গের মধ্যবর্তী অদৃষ্টরূপ ব্যাপার কল্পনা করা হয়। ন্যায়মতে এই অন্যথানুপপত্তি ব্যতিরেকব্যাপ্তির অন্তর্গত।

অন্যথাসিদ্ধ- অন্যথা=অন্য প্রকারে, অর্থাৎ লঘুনিয়তপূর্ববর্তিভিন্নরূপে যাহা সিদ্ধ=জ্ঞাত। কেহ কেহ বলেন- যাহা অন্যপ্রকারে অর্থাৎ প্রস্তাবিত কার্যের উৎপত্তি-ব্যতীতও সিদ্ধ প্রমাণসিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত তাহা অন্যথাসিদ্ধ। (ন্যাঃ প্রঃ পৃঃ ১৬৩) কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী হইলেও যাহা অন্যথাসিদ্ধ তাহা কারণ হয় না। যাহা লঘু এবং নিয়ত পূর্ববর্তী তাহাই কারণ, তদ্ভিন্ন বস্তু—অন্যথাসিদ্ধ। অন্যথাসিদ্ধের ধর্ম--অন্যথাসিদ্ধত্ব বা অন্যথাসিদ্ধি। লাঘব-গৌরব চিন্তাই নৈয়ায়িকগণের ঐরূপ অন্যথাসিদ্ধি কল্পনার মূল। যেমন --ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডকে কারণ স্বীকার করা হইয়াছে, দণ্ডত্ব বা দণ্ডরূপাদিকে কারণ স্বীকার করা হয় নাই, যেহেতু তাহাতে অকারণ গৌরব হইবে, তাহা অপেক্ষা দণ্ডকে কারণ স্বীকার করিলে লাঘব হয়। এই লাঘব তিনভাবে হইতে পারে—শরীরহেতুক উপস্থিতিহেতুক ও সম্বন্ধহেতুক। যেমন—(ক) প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব কারণ, কিন্তু অনেক দ্রব্যসমবেতত্ব কারণ নহে, তাহা অন্যথাসিদ্ধ। অনেকদ্রব্যসমবেতত্ব অপেক্ষা মহত্ত্ব শরীরে (আকারে) লঘু। (খ) গন্ধের প্রতি গন্ধপ্রাগভাব কারণ, কিন্তু রূপপ্রাগভাব কারণ নহে, তাহা অন্যথাসিদ্ধ। গন্ধের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে পার্থিব বস্তুতে (গন্ধের সমবায়িকারণে) গন্ধ প্রাগভাবের ন্যায় রূপপ্রাগভাবও আছে। কিন্তু ঐস্থলে গন্ধাত্মক প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকায় গন্ধপ্রাগভাবেরই প্রথম উপস্থিতি (বোধ) হইবে, রূপপ্রাগভাবের হইবে না, অতএব লাঘবতঃ প্রথম উপস্থিত গন্ধপ্রাগভাবই গন্ধের প্রতি কারণ (গ) ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডকে কারণ বলা হয়, কিন্তু দণ্ডত্ব, দণ্ডরূপাদিকে কারণ বলা হয় না, তাহারা অন্যথাসিদ্ধ। দণ্ডত্বাদিকে কারণ স্বীকার করিলে 'স্বাশ্রয়জন্যভ্রমিমত্ত্ব' সম্বন্ধে তাহাদের কারণতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা স্বজন্যভ্রমিমত্ত্ব সম্বন্ধে দণ্ডকে কারণ স্বীকার করিলে সম্বন্ধের লাঘব হয়।

অন্যযোগব্যবচ্ছেদ নির্দিষ্ট বস্তুভিন্ন অন্যবস্তুর সহিত কোনও ধর্মের যোগকে (সম্বন্ধকে) নিষেধ করা। যেমন - 'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ' (অর্জুনই ধনুর্ধর) এইস্থলে পার্থভিন্ন ব্যক্তিতে ধনুর্ধরত্ব ধর্মের ব্যবচ্ছেদ (নিষেধ) করা হইতেছে। ('এব' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

অন্যাপোহ—[আঃ বিঃ—১; পৃঃ ১১৫ চৌঃ] অতদ্ব্যাবৃত্তি, ইতরভেদ। (বৌদ্ধমতে সামান্য বা জাতি স্বীকৃত হয় না; সুতরাং 'গো'-পদের শক্যার্থ গোত্ববিশিষ্ট গো নহে, কিন্তু অগো-ব্যাবৃত্তি বা অগো-নিষেধবিশিষ্ট গোস্বরূপই 'গো'-পদের শক্যার্থ। সুতরাং অপোহ বা অন্যাপোহই সামান্য, তদতিরিক্ত সামান্য অসিদ্ধ।)

অন্যূনবৃত্তি যাহা যাহা অপেক্ষা অল্পদেশে থাকে না অর্থাৎ যাহা যাহার সমান দেশে বা অধিক দেশে থাকে, তাহা তাহার অন্যূনবৃত্তি। যেমন, দ্রব্যত্ব পৃথিবীত্বের অন্যূনবৃত্তি। স্বসমানাধিকরণভেদ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বম্ অন্যূনবৃত্তিত্বম্। যেমন, স্বপদে পৃথিবীত্ব, তাহার অধিকরণে (পৃথিবীতে) আছে যে ভেদ, তাহা 'দ্রব্যত্ববান্ ন' এইরূপ ভেদ নহে, পরন্তু জলত্ববান্ ন এইরূপ ভেদই, তাহার প্রতিযোগী

—জলত্ববান্, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক জলত্ব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব, অতএব দ্রব্যত্ব পৃথিবীত্বের অন্যূনবৃত্তি।

অন্যোন্যাভাব - অন্যোন্য অর্থাৎ পরস্পরে যে পরস্পরের অভাব থাকে তাহা। ইহার নামান্তর—পরস্পরাভাব; ভেদ। তাদাত্ম্য-নিষেধ। যেমন, (ঘটঃ ন পটঃ বা পটঃ ন ঘটঃ) 'ঘট পট নহে' বা 'পট ঘট নহে'; এই যে ঘটে পটের ভেদ বা পটে ঘটের ভেদ, এইরূপ অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলা হয়। লক্ষণ - 'তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্'। অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য তাহা অন্যোন্যাভাব। অথবা—"তাদাত্ম্যারোপজন্যপ্রতীতিবিষয়াভাবঃ অন্যোন্যাভাবঃ"। অর্থাৎ তাদাত্ম্যের আরোপপূর্বক যে অভাবের প্রতীতি হয় তাহা অন্যোন্যাভাব। এইস্থলে 'তাদাত্ম্য' বলিতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মকে বুঝিতে হইবে। যেমন—'অয়ং ন ঘটঃ' এই প্রতীতির পূর্বে অবশ্যই 'অয়ং যদি ঘটঃ স্যাৎ তদা ঘটত্বেন উপলভ্যেত' এইরূপ আরোপ হইয়া থাকে। (সপ্ত-পঃ টী, পৃঃ ১২৭) অথবা—অন্যোন্যাভাবত্বম্ অখণ্ডোপাধিবিশেষঃ। অথবা—অনুযোগিতাবিশেষঃ (সিঃ জাঃ পৃঃ ২৬) অন্যোন্যাভাব নিত্য। যদিও 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থে কোন কোন অন্যোন্যাভাবের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের টীকাকারগণ ঐ উক্তির যথার্থতা স্বীকার করেন নাই। 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ স্বীকার্য কিনা, তাহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কি না এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব স্বীকার্য কি না এইসম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সম্বন্ধমাত্রই সম্বন্ধিদ্বয়কে অপেক্ষা করে, অভেদে সম্বন্ধ হইতে পারে না। যেমন অত্যন্তাভাবস্থলে 'সংযোগেন ঘটো নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতি হয়, সেইরূপ অন্যোন্যাভাব স্থলে 'তাদাত্ম্যেন অয়ং ন ঘটঃ' ইত্যাদি প্রতীতি অনুভবসিদ্ধ নহে, অতএব তাদাত্ম্যকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপে স্বীকার করা যায় না।

অন্যোন্যাশ্রয়—(অন্যোন্য - পরস্পর।)

পরস্পরের উৎপত্তি, স্থিতি বা জ্ঞানে যদি পরস্পরের অপেক্ষা থাকে তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। ইহাকে ইতরেতরাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয়ও বলা হয়।

অন্বয়—১। তৎসত্ত্বে তৎসত্তা (কারণ সত্ত্বে কার্যের সত্তা) যেমন, কপালাদি সত্ত্বে ঘটের সত্তা। অন্বয় [ও ব্যতিরেক] কার্যকারণভাবের গ্রাহক। (স্বাধিকরণে কার্যসত্ত্বম্-অন্বয়ঃ) ২। এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধ। যেমন—ঘটম্ (ঘট + অম্) এইস্থলে ঘটপদের অর্থ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন। অম্পদ অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মতা। এইস্থলে 'কর্মতা' পদার্থে 'ঘটত্বাবচ্ছিন্নের নিষ্ঠত্ব (আধেয়তা) সম্বন্ধে অন্বয়। এই অন্বয় দুইপ্রকার, ভেদান্বয় ও অভেদান্বয়। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয় হইলে তাহাকে অভেদান্বয় বলা হয়। যেমন—'নীলম্ উৎপলম্' এইস্থলে উৎপলপদার্থের সহিত নীলপদার্থের অভেদান্বয় হয়। তাদাত্ম্য ভিন্ন অন্যসম্বন্ধে অন্বয় হইলে তাহাকে ভেদান্বয় বলা হয়। যেমন—'ঘটম্' এইস্থলে অম্পদার্থ কর্মতার সহিত ঘটের নিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হয় ইহা ভেদান্বয়। এই অভেদান্বয় ও ভেদান্বয়কে যথাক্রমে সামানাধিকরণ্যে ও বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয় বলা হয়।

অন্বয়দৃষ্টান্ত—সাধ্য ও হেতুর অন্বয়ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণ বাক্যে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। যেমন—'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, যথা-মহানসম্'— এই উদাহরণ বাক্যে মহানস অন্বয়দৃষ্টান্ত।

অন্বয়বোধ—এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধবোধ। ইহাকে শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ বলা হয়। প্রথমতঃ বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের জ্ঞান হইতে তত্তৎ পদার্থের উপস্থিতি (স্মৃতি) হয় (পদের সহিত অর্থের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ থাকায়, 'এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয়' এই নিয়ম অনুসারে পদের জ্ঞান হইলে পদার্থের স্মৃতি হয়), তাহার পর

আকাঙ্ক্ষাবশতঃ এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যথাযোগ্য সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। যেমন, 'ঘটম্ আনয়তি' এই বাক্যে ঘট, অম্, আ-নী, তি; এই চারিটি পদ আছে। ঘটপদের দ্বারা ঘটপদার্থের, অম্পদের দ্বারা কর্মতার, আপূর্বক নীধাতুর দ্বারা আনয়নের এবং তি প্রত্যয়ের দ্বারা কৃতির উপস্থিতি হইলে পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ কর্মতারূপ পদার্থে ঘট পদার্থের নিষ্ঠত্ব (আধেয়ত্ব) সম্বন্ধে, আনয়নপদার্থে কর্মতাপদার্থের নিরূপকত্ব সম্বন্ধে, কৃতি পদার্থে আনয়নের অনুকূলত্বসম্বন্ধে এবং কর্তাতে কৃতির সমবায় সম্বন্ধে অন্বয় হইয়া 'ঘটনিষ্ঠকর্মতানিরূপকানয়নানুকূলকৃতিমান্' এইরূপ অন্বয়বোধ বা শাব্দবোধ হয়। পদজ্ঞান, শক্তিজ্ঞান, পদজন্যপদার্থের উপস্থিতি, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্যজ্ঞান—ইহারা অন্বয়বোধের কারণ।

অন্বয়ব্যতিরেক—[আঃ বিঃ—৪; পৃঃ ৪০৯, ৪১১,] অন্বয় ও ব্যতিরেক কার্যকারণভাবের নিয়ামক। তৎসত্ত্বে তৎসত্তা (একটি বস্তু থাকিলে কোনও বস্তু থাকা)=অন্বয়। তদসত্ত্বে তদসত্তা (কোনও বস্তু না থাকিলে কোনও বস্তু না থাকা) =ব্যতিরেক। দুইটি বস্তুর অন্বয় ও ব্যতিরেকের জ্ঞান থাকিলে তাহাদের কার্যকারণভাব জানা যায়। যেমন—দণ্ডসত্ত্বে ঘটের সত্তা ও দণ্ডের অসত্ত্বে ঘটের অসত্তা জ্ঞান থাকায়, ঘট ও দণ্ডের কার্যকারণভাব জানা যায়।

অন্বয়ব্যতিরেকী--ত্রিবিধ অনুমানের মধ্যে অন্যতম। যাঁহারা সহচারভেদে অনুমানের ভেদ স্বীকার করেন ('কেবল ব্যতিরেকী' শব্দ দ্রষ্টব্য) তাঁহাদের মতে, যে হেতুতে অন্বয়সহচারজ্ঞান ও ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইয়াছে তাহা অন্বয়ব্যতিরেকি-অনুমান। যাঁহারা ব্যাপ্তিভেদে অনুমানের ভেদ স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে যেস্থলে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় তাদৃশ অনুমিতির করণই অন্বয়ব্যতিরেকী। যেমন পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অন্বয়ব্যতিরেকি-অনুমান বলা যায়। (কেবঃ জ্ঞাঃ পৃঃ ৯১)

অন্বয়ব্যভিচার—তৎসত্ত্বে তদসত্তা। ইহা কারণ-তার বিঘটক। অনন্যথাসিদ্ধত্ব ও নিয়তপূর্ববর্তিত্ব এই দুইটি কারণতার ঘটক। তন্মধ্যে অন্বয় ব্যভিচার নিয়তপূর্ববর্তিতার ব্যাঘাতক না হইলেও অনন্যথাসিদ্ধত্ব অংশের ব্যাঘাতক হওয়ায় কারণ-তার বিঘটক। কেননা, একটি কারণ ভিন্ন সকল কারণ থাকা কালে কোনও বস্তু থাকা সত্ত্বেও যদি কার্যের উৎপত্তি না হয় তাহা হইলে যাহার অভাবে সেই কার্যের উৎপত্তি হইতেছেনা—এই-রূপ একটি কারণান্তর স্বীকার করিতে হইবে, অতএব তাহার দ্বারা সেই বস্তু অন্যথাসিদ্ধ হইবে।

অন্বয়ব্যাপ্তি—যে ব্যাপ্তিতে সাধ্যে হেতুর ব্যাপকতা প্রতীয়মান হয়। (সে ব্যাপ্তিতে হেত্বভাবে সাধ্যাভাবের ব্যাপকতা প্রতীয়মান হয় তাহা ব্যতিরেকব্যাপ্তি) অন্বয়ব্যাপ্তির বহু প্রকার লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' (যেখানে সাধ্য নাই সেখানে হেতু না থাকা), ও 'হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য' (হেতুর ব্যাপক যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর এক অধিকরণে থাকা) এই দুইটি লক্ষণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। দীধিতিকার কেবলান্বয়িপ্রকরণে লাঘ-বতঃ 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' এই অন্বয়ব্যাপ্তিকে সমর্থন করিয়াছেন।

অন্বয়-সহচার—অন্বয় = ভাবমুখে (ভাবকে অব-লম্বন করিয়া) সহচার = সামানাধিকরণ্য। হেতু ও সাধ্যের একাধিকরণবৃত্তিত্ব (একই অধিকরণে থাকা) অন্বয়সহচারজ্ঞান অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ। ('সহচার' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

অন্বয্যুদাহরণ—(অন্বয়ি-উদাহরণ) অন্বয়ব্যাপ্তির বোধক উদাহরণবাক্য। যেমন—'যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্'।

অন্বিতাভিধানবাদ—প্রত্যেক পদের ইতর-পদার্থান্বিত স্বার্থে শক্তি—এই মত। ঘটাদি পদ কেবল ঘটত্ব বা ঘটত্বাবচ্ছিন্নরূপ অর্থের বাচক নহে, পরন্তু কার্যান্বিত বা ইতরান্বিত স্বার্থেরই

বাচক—ইহা অন্বিতাভিধানবাদীর মত। এই মত প্রভাকর মীমাংসক ও বেদান্তি-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের স্বীকৃত। প্রভাকর মতে পদের শক্তি দ্বিবিধ—স্মারিকা ও অনুভাবিকা। ঘটাদিপদের স্মারিকা শক্তি কেবল ঘটত্বে। এই শক্তিবলে ঘটাদি পদ হইতে কেবল ঘটত্বরূপ অর্থের স্মৃতি হইয়া থাকে। ইহা শাব্দবোধ (অন্বয়বোধ) নহে। প্রাচীন প্রভাকর সম্প্রদায়ের মতে পদের কার্যান্বিত স্বার্থে এবং অন্যদের মতে ইতরান্বিত স্বার্থে আনুভাবিকী (বা অনুভাবিকা) শক্তি স্বীকার করা হয়।

অন্বীক্ষা—(অনু—পশ্চাৎ, ঈক্ষা—জ্ঞান) ১। প্রত্যক্ষমূলক যে জ্ঞান অর্থাৎ অনুমিতি। ২। অনু —শ্রবণের পর বিহিত যে ঈক্ষা, অর্থাৎ মনন। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' এই শ্রুতিতে শ্রবণের পর মননের বিধান করা হইয়াছে। ["অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভি…" (প্রত্যক্ষচিঃ, পৃঃ ৩) অন্বীক্ষানয়ং ন্যায়শাস্ত্রম্' (ঐ মাথুরী) ৩। শ্রবণাদনু পশ্চাদীক্ষাঽন্বীক্ষা—উন্নয়নম্ (ন্যাঃ, সূঃ, বৃঃ, ১।১।১) অর্থাৎ শ্রবণের পরে যে বিচারাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ মনন ; তন্নির্বাহক আন্বীক্ষিকী=ন্যায়বিদ্যা।

অপকর্ষসমা (জাতি) [ন্যাঃ, সূঃ ৫।১।৪] অপকর্ষ অর্থ বিদ্যমান ধর্মের অপচয় ; অর্থাৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা যদি সাধ্যের কোনও ধর্মের অভাবের আপত্তি করা হয়। যথা, আত্মা ক্রিয়াযুক্ত, যেহেতু ক্রিয়ার হেতু গুণ (প্রযত্নাদি) তাহাতে, যেমন লোষ্টাদি—এইরূপ অনুমিতিতে যদি আপত্তি করা হয় যে, তাহা হইলে আত্মা লোষ্টের ন্যায় অবিভু (পরিচ্ছিন্ন) হউক। এস্থলে সাধ্য আত্মাতে বিদ্যমান ধর্ম যে বিভুত্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার অপচয় বা অপলাপের আপত্তি করা হইয়াছে (বাৎঃ ভাঃ)। অথবা, পক্ষ বা দৃষ্টান্তের সহচরিত ধর্মের অসত্ত্বের (অভাবের) দ্বারা কোনও ব্যাপ্তিকে অবলম্বন না করিয়াই সাধ্য অথবা সাধনের (হেতুর) অভাবের আপত্তি। যথা, শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা কৃতক (কার্য)—এইরূপ অনুমিতিতে যদি আপত্তি করা হয় যে, অনিত্যত্ব সহচরিত কৃতকত্বহেতু যদি শব্দ অনিত্য হয়, তবে অনিত্যত্ব ও কৃতকত্বের সহচরিত ঘটের ধর্ম যে 'রূপবত্ত্ব' তাহা শব্দে নাই বলিয়া শব্দে কৃতকত্ব নাই, অনিত্যত্বও নাই—তবে ইহা অপকর্ষসমাজাতি [অসমীচীন দোষারোপ] (বিঃ বৃঃ)।

অপদেশ [ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ১৩] প্রয়োগ ; শব্দ-ব্যবহার।

অপভ্রংশ— যে সকল সংস্কৃত শব্দ অশিক্ষিত জনগণের ব্যবহারের ফলে ক্রমে মূল রূপটি হারাইয়া বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন—মাছ, ভাত ইত্যাদি শব্দ। [শক্তিশূন্যত্বে সতি ব্যবহারাধীন-গৃহীতশক্তিকত্বম্ অপভ্রংশত্বম্। [শক্তিবাদ টীকা হরিনাথী পৃঃ ৮]

অপরত্ব—'এইব্যক্তি অপেক্ষা এইব্যক্তি কনিষ্ঠ' এবং 'এইস্থান অপেক্ষা এইস্থান নিকটবর্তী'—এইরূপ কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব ব্যবহারের অসাধারণ-কারণ গুণবিশেষ। অপরত্ব দ্বিবিধ—কালিক ও দৈশিক। কালিক অপরত্ব=কনিষ্ঠত্ব। দৈশিক অপরত্ব – নিকটত্ব। সমকালীন দুইব্যক্তির মধ্যে যে পরে জন্মগ্রহণ করে তাহাতে কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হয়। দুইটি বস্তুর মধ্যে দৈশিক ব্যবধানের অল্পতা নিবন্ধন নিকটত্ব ব্যবহার হয়। কালিক অপরত্ব (কনিষ্ঠত্ব) অনিত্য দ্রব্যমাত্রে এবং দৈশিক অপরত্ব (নিকটত্ব) কেবল মূর্তদ্রব্যে থাকে।

অপর্যন্ত -[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ -১।১।২২] অবধিরহিত, অন্তরহিত ; অবিনাশী।

অপবর্গ—(অপ – বৃজ+ভাবে ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।২।২ ; ১।১।৯ ; ১।১।২২] ১। নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ, সর্ব-দুঃখের উচ্ছেদ। দুঃখ ও জন্মের অত্যন্ত বিমুক্তি ; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি (বাৎ, ভাঃ) দুঃখপ্রাগ-ভাবের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস (নব্যন্যায়)। ২। নিত্যসুখের অভিব্যক্তি (ন্যায়মতবিশেষ, মীমাংসা) ৩। অবিদ্যানিবৃত্তি ও স্বস্বরূপানন্দ-প্রাপ্তি (অদ্বৈতবেদান্ত) ৪। (অপ – বৃজ+ করণে ঘঞ্) যাহাদ্বারা মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ হয় অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষবিবেকখ্যাতি (সাংখ্য-পাতঞ্জল)। ৪। রাগদ্বেষাদিক্ষয়ে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ধারার উৎপত্তিই মুক্তি (বৌদ্ধ বিঃ) ; বিজ্ঞান-

ধারাকেও বাধিত করিয়া চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যতা প্রাপ্তিই নির্বাণ বা মুক্তি। (বৌদ্ধ বিঃ)

অপসর্পণকর্ম—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ ৩৬১] মৃতশরীর হইতে মনের বিভাগের জনক যে কর্ম তাহাই অপসর্পণকর্ম। আশয়ানুরূপ অর্থাৎ অদৃষ্টের অনুরূপ শরীরের সহিত মনের সংযোগের নিমিত্ত যে কর্ম তাহাই উপসর্পণকর্ম। এই উভয়প্রকার কর্মই অদৃষ্টকারিত বা অদৃষ্টসাপেক্ষ। অর্থাৎ ঐ কর্ম অভিঘাত বা বেগাদিজনিত নহে।

অপসিদ্ধান্ত—[ন্যাঃ সূঃ ৫।২।২৪] অন্যতম নিগ্রহস্থান। কোনও একটি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়া কথা আরম্ভ করিয়া নিয়মভঙ্গ করিয়া সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা বলিলে তাহাই অপসিদ্ধান্ত নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ, কথাতে স্বীকৃতসিদ্ধান্তের প্রচ্যুতি অপসিদ্ধান্ত। যথা, সাংখ্যমতে বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া সংকার্যবাদস্থাপনের নিমিত্ত আবির্ভাবের আবিভাব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে, এই দোষ পরিহারের জন্য অসৎ আবির্ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অপসিদ্ধান্ত নিগ্রহস্থান হয়।

অপার্থক—১। (নব্যন্যায়ে) যে সকল বাক্য হইতে নিয়ত আহার্যজ্ঞান জন্মে। যেমন 'নির্বহ্নিঃ বহ্নিমান্' ইত্যাদি। যাহারা বলেন যে, পরোক্ষ জ্ঞান আহার্য হয় না তাহাদের মতে আহার্য শাব্দবোধ স্বীকৃত না হওয়ায় 'নির্বহ্নির্বহ্নিমান্' ইহা বাক্য নহে, অপার্থক পদসমষ্টিমাত্র। (শব্দ. প্র. পৃঃ ৬৫) ২। [প্রাচীনন্যায়ে, ন্যাঃ সূঃ—৫।১।১০] অন্যতম নিগ্রহস্থান। পৌর্বাপর্যের—অর্থাৎ শাব্দবোধের জনক আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান প্রভৃতির অভাবহেতু যে বাক্যের অর্থ অসম্বদ্ধ বুঝা যায় তাহাই অপার্থক-বাক্য বা পদসমষ্টি। অর্থাৎ বাক্যার্থবোধের অনুকূল যে আকাঙ্ক্ষাদি, তদ্‌রহিত যে পদসমূহ। এইরূপ আকাঙ্ক্ষাসান্নিধ্যাদিরহিত বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহা 'অপার্থক' নিগ্রহস্থান হইয়া থাকে।

অপেক্ষাবুদ্ধি—অনেক একত্ববুদ্ধি। 'অয়ম্ একঃ' 'অয়ম্ একঃ' ('এই একটি' 'এই একটি') এইভাবে এক একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া একাধিকবার একত্বজ্ঞান হইলে তাহাকে 'অপেক্ষাবুদ্ধি' বলা হয়। অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে দ্বিত্ব ত্রিত্ব ইত্যাদি সংখ্যার (একত্ব ভিন্ন সকল সংখ্যার) উৎপত্তি হয়। যদিও বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী, তথাপি দ্বিত্বাদি প্রত্যক্ষের নির্বাহের জন্য অপেক্ষাবুদ্ধির অন্ততঃ ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্ব স্বীকার করা হয়। যথা - ১। প্রথমক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধি (দুইবার 'অয়ম্ একঃ' এই বুদ্ধি)। ২। দ্বিতীয়ক্ষণে দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তি। ৩। তৃতীয়ক্ষণে দ্বিত্বত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান। ৪। চতুর্থক্ষণে দ্বিত্বসংখ্যা বিশিষ্ট বস্তুর ('দ্বৌ ঘটৌ' ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ ও অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ। ৫। পঞ্চমক্ষণে দ্বিত্বাদি-সংখ্যার নাশ। এইস্থলে অন্যান্য বুদ্ধির ন্যায় অপেক্ষাবুদ্ধিকে দ্বিক্ষণমাত্রস্থায়ী স্বীকার করিলে তৃতীয়ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হওয়ায় চতুর্থক্ষণে দ্বিত্বের নাশ স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে বিষয় অর্থাৎ দ্বিত্ব না থাকায় দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরত্ব, অপরত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব, দ্বিত্ব ইত্যাদি গুণ অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে তাহাদের নাশ হয়। (তাঃ, রঃ, পৃঃ ১১২) অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে দ্বিত্বাদি সংখ্যার উৎপত্তি বিষয়ে 'লক্ষণাবলী' গ্রন্থে উদয়ন বলিয়াছেন। "আদাবিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষঘটনাদেকত্বসামান্যধীরেকত্বোভয়গোচরা মতিরতো দ্বিত্বং ততো জায়তে। দ্বিত্বত্বপ্রমিতিঃ স্বতোঽপি পরতো দ্বিত্বপ্রমানন্তরং দ্বে দ্রব্যে ইতি ধীরিয়ং নিগদিতা দ্বিত্বোদয়প্রক্রিয়া॥" ……পরমাণু ও দ্ব্যণুকে অতীন্দ্রিয়তাহেতু আমাদের অপেক্ষাবুদ্ধি সম্ভব না হইলেও ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়া দ্বিত্বাদি সংখ্যা উৎপন্ন হয়। দিক্‌কৃত ও কালকৃত পরত্বাপরত্বও আর এক প্রকার অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। একপদার্থ অপেক্ষা অপর পদার্থ দূরে অথবা একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক বয়স্ক—এই প্রকার অপেক্ষাবুদ্ধি উক্ত পদার্থসকলে পরত্ব ও অপরত্ব উৎপন্ন করে।

অপূর্বের বিধান—(অপূর্বস্য বিধানম্) লোকপ্রসিদ্ধ, অথবা প্রমাণান্তরসিদ্ধ, অথবা অন্যশাস্ত্রের

দ্বারা বিহিত পদার্থের উপদেশ হইলে তাহা অনুবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা ঐরূপ কোনও প্রকারে সিদ্ধ নহে সেই পদার্থের বিধান করা হইলে তাহাই অপূর্বের অর্থাৎ প্রমাণান্তরাসিদ্ধের বিধান। অপূর্বেরই বিধান বা বিধি হইতে পারে।

অপোহ— ১। অতদ্ব্যাবৃত্তি; ইতরভেদ। বৌদ্ধমতে গোত্বপ্রভৃতি ধর্ম নিত্য সামান্য বা জাতি নহে, কিন্তু অগোব্যাবৃত্তি বা গবেতরব্যাবৃত্তি—অর্থাৎ অপোহমাত্র। ২। বিরুদ্ধতর্ক। যথা উহাপোহ।

অপ্রতিভা—[ন্যাঃ সূঃ—৫।২।১৯] অন্যতম নিগ্রহস্থান। যাহা উত্তর, অর্থাৎ পরপক্ষের প্রতিষেধ বা খণ্ডন, তাহা যদি অজ্ঞাত হয় (জানা না থাকে) তবে তাহা 'অপ্রতিভা' নিগ্রহস্থান।

অপ্রমা—যাহা প্রমা নহে এইরূপ সবিকল্পকজ্ঞান। ১। 'যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহার জ্ঞান'। ২। যাহা যাহা নহে তাহাকে সেইরূপে জ্ঞান। [তচ্ছূন্যে তন্মতির্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা তৎপ্রপঞ্চো বিপর্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্তিতঃ। (ভাষাপরিচ্ছেদ।) অপ্রমা দ্বিবিধ—সংশয় ও বিপর্যাস (বিপর্যয়)। অপ্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণ—দোষ। [দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ। পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ ॥

—ভাঃ পঃ]

অপ্রযোজকত্ব—অনুকূল তর্কের অভাব। (নাস্তি প্রযোজকম্—অনুকূলতর্কঃ যস্য, তস্য ভাবঃ = অপ্রযোজকত্বম্) [ভাঃ পঃ মুঃ ১ কাঃ]

অপ্রসিদ্ধসাধ্যক-অনুমিতি—যে অনুমিতির পূর্বে সাধ্যের জ্ঞান নাই। যেমন 'হ্রদঃ ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাৎ' 'পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে 'ধূমব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিবহ্ন্যভাববান্ হ্রদঃ' এইরূপ পরামর্শ হইতে এবং 'ইতরত্বব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিগন্ধবতী পৃথিবী' এইরূপ পরামর্শ হইতে অনুমিতি হইতে পারে, ইহাতে সাধ্যজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, এইরূপ অনুমিতিকে অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতি বলা হয়।

অপ্রাপ্তকাল—[ন্যাঃ সূঃ—৫।২।১১] অন্যতম নিগ্রহস্থান। ন্যায়বিচারে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োজন ও লক্ষণ অনুসারে যথাক্রমে উল্লেখ কর্তব্য। তাহা না করিয়া ক্রম বিপর্যস্ত করিয়া বলিলে তাহা অপ্রাপ্তকাল নিগ্রহস্থান।

অপ্রাপ্তিসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।৭] অপ্রাপ্তির দ্বারা প্রত্যবস্থান বা আপত্তিই অপ্রাপ্তিসমা জাতি। অর্থাৎ—হেতু যদি সাধ্যের সহিত অপ্রাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ অসম্বদ্ধ হইয়া সাধ্যকে সাধিত করে, তবে অসম্বন্ধের তুল্যতাহেতু সাধ্যাভাবকে সাধিত করুক—এইরূপে আপত্তি করিলে অপ্রাপ্তিসমা। পক্ষান্তরে যদি বল, হেতু প্রাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ সম্বদ্ধ থাকিয়াই সাধ্যকে সাধিত করে, তাহা হইলে পূর্বেই সাধ্য জ্ঞাত থাকাতে হেতুর জ্ঞাপকত্ব বা সাধকত্ব হইতে পারে না—এইরূপ আপত্তি হইলে প্রাপ্তিসমা।

অপ্রাপ্যকারিত্ব— [ন্যাঃ ভাঃ ৩।১।৩০] বৌদ্ধমতে চক্ষু ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াই (দূর হইতেই) বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। ইহাই ইন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্যকারিত্ব। ন্যায় প্রভৃতির মতে তাহা নহে। ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় চক্ষুরাদিও বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই জ্ঞান জন্মায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্বই নিয়ম।

অপ্রাপ্যগ্রহণ—[ন্যাঃ সূঃ—৩।১।৪৩] রসনাও ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয়ই বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই গ্রহণ করে—ইহাই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য কোন কোন দার্শনিক চক্ষুরাদি কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে প্রাপ্ত না হইয়াই গ্রহণ স্বীকার করেন তাহাই অপ্রাপ্যগ্রহণ।

অবন্ধন—[কুঃ ৩।১৩] বন্ধন অর্থাৎ ব্যাপ্তি নাই যাহার; ব্যাপ্তিশূন্য; ব্যভিচারী।

অভাব—১। ভাবভিন্ন বা ভাববিরোধী পদার্থ। ইহা দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত সপ্তম পদার্থ। অভাবের লক্ষণ। (ক) দ্রব্যাদি ষট্‌কান্যোন্যাভাববত্ত্বম্ (সিং মুং ১২ কা) (খ) সমবায় - সামানাধিকরণ্যান্যতরসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকসত্তাঽভাবরূপং ভাবভিন্নত্বম্ (দিনঃ ১২ কাঃ) (গ) অখণ্ডোপাধিরনুযোগিতাবিশেষো বা

(ঐ) (ঘ) অভাবত্বঞ্চ 'ইদমিহ নাস্তি', 'ইদমিদং ন ভবতীতি' প্রতীতিনিয়ামকো ভাবাভাবসাধারণঃ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ। (সিঃ দীঃ পৃঃ ৬৪) (ঙ) প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোঽভাবঃ (সঃ পঃ পৃঃ ৫১)। প্রভাকর সম্প্রদায় অধিকরণাতিরিক্ত বা অধিকরণ জ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অভাব পদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ঘটবদ্ভূতলভিন্ন ভূতলই ঘটাভাব, অথবা ঘটবদ্ভূতলজ্ঞানভিন্ন ভূতলজ্ঞানই ঘটাভাব। গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য-নৈয়ায়িকগণ ঐ মতের অযুক্ততা প্রতিপাদন করিয়াছেন (তত্ত্ব-চিঃ প্রত্যক্ষ, পৃঃ ৬৯৩)। সামান্যতঃ অভাব দ্বিবিধ—অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব; সংসর্গাভাব ত্রিবিধ বলিয়া অভাব চতুর্বিধ—অন্যোন্যাভাব, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংস। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের এবং জয়ন্তভট্টের মতে অভাব দ্বিবিধ - প্রাগভাব ও ধ্বংস। কেহ কেহ বলেন অভাব ষড়্‌বিধ—পূর্বোক্ত চারিপ্রকার এবং অপেক্ষাভাব ও সামর্থ্যাভাব। (বাৎঃ ভাঃ ২।২।১২) (ন্যায়-মঃ পৃঃ ৪৪৫) (২) (ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ২।২।৭-১২)। ন্যায়সূত্রে অভাবরূপ প্রমেয়ের সাধক 'অভাব' নামক প্রমাণের কথা আলোচিত আছে। বস্তুতঃ তাহাও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে প্রমাণান্তর নহে।

অভিচার—[সিঃ মুঃ ১৫০ কা] ১। শত্রুবধের উদ্দেশ্যে বৈদিককর্মের অনুষ্ঠান। ২। শত্রুবধ (শ্যেনেনাভিচরন্‌ যজেত)।

অভিধেয়ত্ব—[প্রঃ ভাঃ ১।১] পদের শক্তিলভ্য অর্থ = অভিধেয়; অভিধেয়ের ধর্ম = অভিধেয়ত্ব; শক্যত্ব; বাচ্যত্ব = শব্দের শক্তিরূপ বৃত্তির বিষয়ত্ব। ন্যায়মতে ইহা প্রমেয়ত্বাদির ন্যায় একটি কেবলান্বয়ী ধর্ম; অর্থাৎ সর্বত্রই অভিধেয়ত্ব আছে, তাহার ব্যতিরেক বা অভাব কুত্রাপি নাই। 'অভিধেয়ত্বং শব্দশক্যত্বম্' (কেবঃ দীঃ পৃঃ ৯৬)।

অভিভব—[ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৪২, ন্যাঃ ভাঃ ২।২।১৪] ১। গ্রাহ্য পদার্থের সমানজাতীয় পদার্থের গ্রহণ (জ্ঞান) হেতু গ্রাহ্য পদার্থের অস্পষ্ট গ্রহণ বা অগ্রহণ। যথা আদিত্যের প্রকাশের দ্বারা উল্কার প্রকাশের অভিভব হয় (বাৎঃ ভাঃ)। ২। কার্য-জননে অক্ষমতা; যথা মণিসংযোগে বহ্নির দাহিকাশক্তির অভিভব।

অভিমান—(অভি-মা + ল্যুট), [ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৮; ৩।২।৯] ১। মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম। (দ্বিত্বাভিমানাৎ = দ্বিত্বভ্রমাৎ) ২। তাদাত্ম্যভ্রম; প্রতিবিম্বনহেতু অথবা উপাধিবশতঃ ভ্রম।

অভিলাপ—বাক্যের দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপকে প্রকাশ করা। ঐরূপ বাক্যকে অভিলাপবাক্য বলা হয়। জ্ঞান কোন ভাবে (কি প্রকারে অর্থাৎ কীদৃশ-বিষয়তাশালী) বস্তুকে গ্রহণ করিল তাহা যে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, সেই বাক্যই অভিলাপ বাক্য।

অভিলাপসংসর্গযোগ্য—[আঃ বিঃ—১; পৃঃ ১৬৪ চৌঃ] অভিলাপ অর্থাৎ শব্দ (অভিলপ্যতে অনেন), তাহার সহিত সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধের যোগ্য।......বৌদ্ধমতে বিকল্প তাহাকে বলে যে জ্ঞানে এতাদৃশ অভিলাপসংসর্গযোগ্য অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ শব্দবিশিষ্ট হইয়া (ঘটাদি) অর্থের প্রতীতি হয়। বিকল্পরহিত প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় কেবলমাত্র স্বলক্ষণই হইয়া থাকে, অভিলাপাদি নহে।

অভিবিধি—অভিব্যাপ্তি। সীমাবিশেষ। কোনো কোনো স্থলে 'যাবৎ' শব্দের অর্থ। বঙ্গভাষায় অভিবিধি অর্থ বুঝাইতে 'পর্যন্ত' শব্দেরও ব্যবহার হয়। যেমন—'কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্যন্ত শীত থাকে' (কার্ত্তিকাৎ মাঘং যাবৎ শীতং ভবতি); 'পাটনা হইতে কাশী পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে' (পাটলিপুত্রাৎ কাশীং যাবৎ বৃষ্টিঃ অভূৎ) ইত্যাদি স্থলে মাঘমাসকে ধরিয়া শীতের স্থিতিকাল এবং কাশীকে ধরিয়া বৃষ্টি বুঝাইতেছে। [তৎসহিতঃ অভিবিধিঃ] যাহাকে সীমারূপে গ্রহণ করা হয় তাহাকে ধরিয়া (তাহাকে বাদ না দিয়া) অভিবিধিরূপ সীমা বুঝিতে হইবে।

অভিব্যক্তি [ন্যাঃ সূঃ ২।২।৬৭; ৩।১।৪২] ১। প্রকাশ; বিদ্যমান পদার্থের কোনও প্রতিবন্ধক

বশতঃ প্রকাশ বা উপলব্ধি না থাকিলে সেই প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইলে যে প্রকাশ বা উপলব্ধি। ২। উদ্ভূতত্ব (রূপাদির)।

অভিসম্বন্ধ [প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৭০] নিবিড় সম্বন্ধ; সমবায়।

অভিহিতান্বয়বাদ—(পদৈরভিহিতানাং পশ্চাদন্বয়ঃ) বিভক্ত্যন্ত একাধিক পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থসমূহের বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয় হয়, এইমত। ইহা ভট্টমীমাংসকসম্মত। তাঁহাদের মত এই—'ঘটম্ আনয়' ইত্যাদি বাক্যস্থলে প্রথমতঃ 'ঘটম্' ও 'আনয়' এই দুইটি বিভক্ত্যন্তপদ হইতে স্ব স্ব অর্থের (পদার্থের) বোধ হয়, তাহার পর এই পদদ্বয়ের দ্বারা অভিহিত পদার্থদ্বয় হইতে বাক্যার্থবোধ (পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধবোধ) হয়। এই অন্বয়বোধের (বাক্যার্থবোধের) প্রতি পদাভিহিত পদার্থই করণ, পদ করণ নহে। 'শব্দবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ' এই নিয়ম অনুসারে পদ স্বার্থানুভব জন্মাইয়া বিরতব্যাপার হওয়ায় বাক্যার্থবোধের প্রতি করণ হইতে পারে না। প্রথমতঃ বিভক্ত্যন্ত তত্তৎ পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয় তাহা স্মৃত্যাত্মক বা প্রমানুভব নহে, পরন্তু তদ্‌বিজাতীয় অভিধান নামক জ্ঞান। এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থকে অভিহিত বলা হয়। অভিহিতান্বয়বাদী ভট্টের মতে অন্বয়বোধের প্রতি পদজ্ঞান একান্ত আবশ্যক নহে, পরন্তু আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিযুক্ত পদার্থজ্ঞানই আবশ্যক। এই জন্যই বলা হয়—

> পশ্যতঃ শ্বেতমারূপং হ্রেষাশব্দং চ শৃণ্বতঃ।
> খুরবিক্ষেপশব্দং চ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ।
> দৃষ্টা বাক্যবিনির্মুক্তা ন পদার্থৈর্বিনা কচিৎ ॥

অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি দূর হইতে কেবল (অশ্বাদিসম্বন্ধরহিত) শ্বেতরূপ দর্শন করিবার পর সেইস্থানে হ্রেষাধ্বনি শ্রবণ করিয়া অশ্বের, ও খুরনিক্ষেপধ্বনি শ্রবণ করিয়া গমনের অনুমান করিল, তখন অনুপলব্ধিপ্রমাণের দ্বারা শ্বেতরূপাদির অন্বয়যোগ্য অন্যবস্তুর অভাবজ্ঞান হওয়ায়, অনুপপত্তিজ্ঞান ও সাকাঙ্ক্ষত্বাদিজ্ঞান সহকারে ঐ শ্বেতপদার্থ, অশ্বপদার্থ ও গমন পদার্থের জ্ঞান হইতে 'শ্বেতঃ অশ্বঃ ধাবতি' (শ্বেতবর্ণ অশ্ব দৌড়িতেছে) এইরূপ অন্বয়বোধ হয়। পূর্বে যে পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থকে অন্বয়বোধের করণ বলা হইয়াছে তাহা পদের সম্ভাবনাস্থলে; কিন্তু যে স্থলে পদশ্রবণ নাই সেই স্থলে প্রকারান্তরে পদার্থের জ্ঞান হইলেও আকাঙ্ক্ষাদিসহকারে তাহা হইতে অন্বয়বোধ হইতে পারে। ইহারা নৈয়ায়িকগণের ন্যায় পদাধ্যাহারবাদী। অতএব 'ঘটম্' ইত্যাদি একটি পদের প্রয়োগস্থলে 'আনয়' ইত্যাদি পদের অধ্যাহার করিতে হইবে, যেহেতু 'শাব্দী আকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব প্রপূর্যতে'। কিন্তু যেস্থলে কোনও পদ শ্রুত নহে, সেইস্থলে পদের অধ্যাহার না করিয়াই অন্বয়বোধ হইবে, যেমন—'পশ্যতঃ শ্বেতমারূপং' ইত্যাদি পূর্বোক্তস্থলে। (মানঃ পৃঃ ৪১; বার্ত্তিক ১।১; ন্যাঃ মঃ পৃঃ ৭৭) ভট্টসম্মত অভিহিতান্বয়বাদ ও প্রভাকরসম্মত অন্বিতাভিধানবাদ হইতে নৈয়ায়িকমত স্বতন্ত্র। নৈয়ায়িকমতে বাচক শব্দকেও পদ বলা হয়। প্রত্যেকটি পদ হইতে পদার্থের উপস্থিতি হইয়া আকাঙ্ক্ষাদিবশে তাহাদের অন্বয় হয়। অতএব 'ঘটম্' এইস্থলে ঘটপদ হইতে ঘটত্বাবচ্ছিন্নের ও 'অম্'পদ হইতে কর্মত্বের উপস্থিতি হইয়া আকাঙ্ক্ষাবশতঃ 'কর্মত্বং ঘটীয়ম্' এইরূপ অন্বয়বোধ (শাব্দবোধ) হইবে। কিন্তু অভিহিতান্বয়মতে বা অন্বিতাভিধানমতে এইরূপ অন্বয়বোধ হয় না। তবে পদৈঃ অভিহিতানাং (বৃত্ত্যা উপস্থিতানাং) আকাঙ্ক্ষাবশেন অন্বয়ঃ'—এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হইলে নৈয়ায়িকগণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলা যাইতে পারে।

অভ্যনুজ্ঞা [ন্যাঃ সূঃ ভাঃ— ১।২।১] অনুমতি; স্বীকৃতি।

অভ্যাস—(অভি—অস+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ— ৩।২।৪১] সমানবিষয়ে অর্থাৎ একই বিষয়ে জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি; এস্থলে সূত্রে তাদৃশ আবৃত্তির দ্বারা জনিত সংস্কারকেই অভ্যাস বলা হইয়াছে। তাদৃশ সংস্কারই স্মৃতির নিমিত্ত।...অভ্যাস বা

দৃঢ়তর সংস্কার স্মৃতির উদ্বোধক বলিয়া স্বীকৃত হয়। (বিঃ বৃঃ)

অভ্যাসদশা—(অভ্যাস=এক বিষয়ক জ্ঞানের পৌনঃপুন্য। দশা=অবস্থা বা কাল।) বর্তমানে যে বস্তুর যেভাবে জ্ঞান হইতেছে, পূর্বেও সেই বস্তুর সেইভাবে জ্ঞান হইয়া থাকিলে, বর্তমান জ্ঞানকালকে সেই জ্ঞানের অভ্যাসদশা বলা হয়। (পূর্বজ্ঞানসমানাকারজ্ঞানান্তরাধিকরণ-কালঃ)

অভ্যুক্ষণ [কুঃ ১।১১] যাগাদিতে প্রসিদ্ধ ব্রীহি-প্রভৃতির উপর অধোমুখ দক্ষিণহস্তদ্বারা জলের ক্ষেপণ। ন্যায়মতে ইহাদ্বারা লাঘববশতঃ আত্মনিষ্ঠ সংস্কারের উৎপত্তি হয়, ব্রীহ্যাদি দ্রব্যের নহে। (যেহেতু ব্রীহিতে সংস্কার স্বীকার করিলে 'শক্তি' পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করিতে হয়)।

অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩১] ১। নিজের বুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপনের ইচ্ছায় এবং অপরের বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ যে অ-পরীক্ষিত অর্থ স্বীকার করা হয় তাহা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। যথা, (পরমতসিদ্ধ) শব্দের দ্রব্যত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার বিশেষ—নিত্যতা বা অনিত্যতার বিচার করা হয়। ঐরূপ পরমতের স্বীকারই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। ২। সাক্ষাৎ সূত্রিত হয় নাই যে সিদ্ধান্ত (বাৎ ভাঃ) তাহার স্বীকৃতি; যথা, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব (বিঃ বৃঃ)। ৩। পরতন্ত্রে সিদ্ধ অর্থের স্বীকার।

অভ্রান্তসমতৈকাবসায় [আঃ বিঃ—৪; পৃঃ ৩৪৬ চৌঃ] বিপর্যয় বা ভ্রান্তিরহিত সমতা অর্থাৎ সাদৃশ্যের নিশ্চয়। (বৌদ্ধমতে ইহাই ক্ষণিক বিজ্ঞানসকলের উপাদানোপাদেয়ভাবের প্রয়োজক হইতে পারে)।

অমূর্ত—(ন+মূর্চ্ছ+ক্ত) [আঃ বিঃ—১; পৃঃ ৩৫ চৌঃ] পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ যাহার নাই; যথা, আকাশ। যাহা ক্রিয়াবিশিষ্ট (দ্রব্য), অথবা অপকৃষ্ট (অবিভু) পরিমাণ বিশিষ্ট (দ্রব্য) তাহাই মূর্ত। তদ্ভিন্ন (দ্রব্য) অমূর্ত। (নব্যন্যায়মতে মূর্তত্ব একটি জাতি)।

অমূর্তগুণ যে গুণ কেবল অমূর্তদ্রব্যেই থাকে। ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার, শব্দ, জ্ঞান, ইচ্ছা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, যত্ন; এইগুলি অমূর্তগুণ। [ভাঃ পঃ ৮৭]

অযাবদ্‌দ্রব্যভাবী (গুণ) [বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ১৬] যে গুণ যতকাল তাহার আশ্রয়দ্রব্য থাকে ততকাল আশ্রয়ে থাকে না, যেমন—শব্দ। সাধারণতঃ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর রূপাদি গুণ যতকাল তাহার আশ্রয় থাকে (বিনষ্ট না হয়), ততকাল আশ্রয় দ্রব্যে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শব্দ উৎপন্ন হইয়াই (তৃতীয়ক্ষণে) বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার আশ্রয়দ্রব্য (আকাশ) থাকিলেও শব্দ থাকে না। সুতরাং শব্দ অযাবদ্দ্রব্যভাবী। তাহার আশ্রয়রূপে বিলক্ষণ দ্রব্য আকাশের অনুমিতি হয়। শব্দ আকাশানুমিতির লিঙ্গ বা হেতু।

অযুতসিদ্ধ—সম্বন্ধ হইবার পূর্বে যে দুইটি বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, ঐরূপ আধারাধেয়ভাবাপন্ন দুইটি বস্তুর সম্বন্ধকে 'অযুতসিদ্ধি' বলা হয়। একমাত্র সমবায় সম্বন্ধই অযুতসিদ্ধি। যেহেতু অবয়ব ও অবয়বী, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী ইত্যাদি দুইটি বস্তুর সম্বন্ধ হইবার পূর্বে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। ঐরূপ দুইটি পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। যয়োরেকমপরাশ্রিতমাবিনাশমবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ—যে দুইটি পদার্থের মধ্যে একটি অপরটিকে আশ্রয় করিয়া বিনাশকাল পর্যন্ত অবস্থান করে তাহারা অযুতসিদ্ধ। যেমন—দ্রব্য ও গুণ এই দুইটি বস্তুর মধ্যে গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই বিনাশকাল পর্যন্ত অবস্থান করে, অতএব তাহারা অযুতসিদ্ধ।

অযোগ, (অত্যন্তাযোগ) [আঃ বিঃ—১; পৃঃ ৪২ চৌঃ] সমর্থ বা যোগ্যতাবিশিষ্ট কারণ হইতে কদাচিৎ (কোনও ক্ষেত্রে) কার্যের অনুৎপত্তি=অযোগ; সকলক্ষেত্রেই কোনও পদার্থ হইতে কোনও কার্যের অনুৎপত্তি=অত্যন্তাযোগ। যথা, বীজরূপ কারণ হইতে মৃত্তিকাপ্রভৃতি সহ-কারিকারণ না থাকাতে অঙ্কুরের অনুৎপত্তি—অযোগ। পক্ষান্তরে, প্রস্তরখণ্ড হইতে সর্বক্ষেত্রেই অঙ্কুরের অনুৎপত্তি—অত্যন্তাযোগ। এই কার্যের

অত্যন্তাযোগই কারণত্বের বিরোধী, কার্যের অযোগ কারণত্বের বিরোধী নহে। যেহেতু সমর্থ বা যোগ্য কারণ থাকিলেও সহকারিকারণের অভাবে কদাচিৎ কার্যের অযোগ হইয়াই থাকে।

অযোগব্যবচ্ছেদ—কোনও বস্তুর সহিত কোনও ধর্মের অসম্বন্ধের নিষেধ। (ফলতঃ নিত্যসম্বন্ধের বিধান)। যেমন—'শঙ্খঃ শ্বেত এব' (শঙ্খ শ্বেতবর্ণ ই) শঙ্খের সহিত শ্বেতরূপের অসম্বন্ধের নিষেধ করা হইতেছে। (ফলতঃ শঙ্খের সহিত শ্বেতরূপের নিত্যসম্বন্ধই জ্ঞাপিত হইতেছে। 'এব' শব্দ দ্রষ্টব্য)। (ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য হওয়ায় প্রমাসমবায়িকারণত্বরূপ প্রমাতৃত্ব সম্ভব না হইলেও প্রমার অযোগব্যবচ্ছেদহেতু অর্থাৎ নিত্য প্রমাসম্বন্ধিতাহেতু ঈশ্বরের প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হয়)।

অর্থ—(অর্থ + ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৯ ; ১।১।১৪] ১। ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতের (বিশেষ) গুণ যে গন্ধ, রস, রূপ স্পর্শ, শব্দ। (ন্যায়)। ২। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিনটি। (বৈশেষিক পরিভাষা)। ৩। শক্তি ও লক্ষণা (বা ব্যঞ্জনা) দ্বারা শব্দের বা বাক্যের প্রতিপাদ্য। ৪। প্রয়োজন ; যথা—পুরুষার্থ। ৫। বিষয় ; যথা—ইন্দ্রিয়ার্থ। ৬। ধন।

অর্থক্রিয়াদেশনা (অর্থক্রিয়াচোদনা) [ন্যাঃ সূঃ ভাঃ—১।২।১২] কোন প্রয়োজন নির্বাহ হয় এরূপ অর্থকে (বস্তুকে বা বিষয়কে) বুঝায় যে বাক্য সেইরূপ বাক্যের উপদেশ বা কথন।

অর্থক্রিয়াসিদ্ধি [আঃ বিঃ—১ ; পৃঃ ১৪২ চৌঃ] প্রয়োজন নিষ্পত্তির জ্ঞান বা নিশ্চয়। বৌদ্ধ মতে—ইহাই বস্তুর বা স্বলক্ষণের সত্ত্বের নির্ণায়ক, কারণ স্বলক্ষণের দ্বারাই অর্থক্রিয়া হইয়া থাকে। অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব বা সত্তা ; তদতিরিক্ত সত্তা বা সত্ত্ব বলিয়া কোনও সামান্য নাই।

অর্থজ—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৬৮] অর্থ বা বিষয় থাকিলে তজ্জনিত যে জ্ঞান বা প্রত্যয় তাহা অর্থজ ; অর্থ (বিষয়) না থাকিয়া যে প্রত্যয় তাহা অনর্থজ।

অর্থবাদ—[ন্যাঃ সূঃ ২।১।৬১, ২।১।৬৩] 'অর্থস্য প্রয়োজনস্য বদনং—বিধ্যর্থপ্রশংসাপরং বচনমিত্যর্থঃ'— অর্থের অর্থাৎ প্রয়োজনের কথন— এই অর্থে বিহিত বিষয়ের প্রশংসাবোধক যে বচন তাহাই অর্থবাদ। অর্থবাদ চারি প্রকার—স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি ও পুরাকল্প (বিঃ বৃঃ)। প্রকারান্তরে অর্থবাদ ত্রিবিধ—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। প্রকারান্তরে দ্বিবিধ—(মীমাংসা) বিধিশেষ ও নিষেধশেষ।

অর্থবিসংবাদ—[ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৬৭] অর্থের অপ্রাপ্তি ; অর্থের বৈপরীত্য।

অর্থশক্তি—[আঃ বিঃ ১ ; পৃঃ ১৩৬ চৌঃ] অর্থের সহিত সম্বন্ধরূপ সহকারিশক্তি বা সহকারিকারণ। (চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষে ইহার অপেক্ষা রাখে)।

অর্থসমূহালম্বন (একজ্ঞান)—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২২২] অর্থসমূহ অর্থাৎ অনেক অর্থ আলম্বন বা বিষয় যাহার। (এরূপ একটি জ্ঞান স্বীকার করা হয় ; কিন্তু ন্যায়মতে এক ক্ষণে দুইটি ভিন্ন জ্ঞান স্বীকার করা হয় না)।

অর্থাধ্যাহার—অশ্রুত পদ স্থলে অর্থের কল্পনা। যে পদটি উচ্চারিত না হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে বাক্যার্থের বোধ হয় না, সেইস্থলে সেই পদের অধ্যাহার না করিয়া প্রভাকর সম্প্রদায় (মীমাংসকবিশেষ) পদার্থের অধ্যাহার করেন। যেমন 'ঘটম্ আনয়' বা 'ঘটম্ দেহি' এই বাক্যস্থলে 'আনয় বা 'দেহি' এই ক্রিয়াপদের উচ্চারণ না করিয়া কেবল 'ঘটম্' এইমাত্র উচ্চারণ করিলে ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা থাকায় সম্পূর্ণভাবে বাক্যার্থবোধের জন্য 'আনয়' ইত্যাদি পদের অধ্যাহার (কল্পনা) করা হয়, ইহা নৈয়ায়িক প্রভৃতির মত। প্রভাকর সম্প্রদায়ের মত এই যে, ঐরূপ স্থলে পদের অধ্যাহার করিয়া তাহাদ্বারা অর্থের কল্পনা করা অপেক্ষা প্রথমেই অর্থের অধ্যাহার করাই সঙ্গত। "অন্বিতাভিধানানুপপত্তিবশাৎ খল্বধ্যাহারঃ সা চ যোগ্যপ্রতিযোগার্থোপস্থাপনেন শাম্যেতি ন শব্দকল্পনায়াং প্রমাণম্।" (তাঃ রঃ পৃঃ ৩৪)। নৈয়ায়িকগণ দুইটি কারণে এই অর্থাধ্যাহারবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রথমতঃ—"শাব্দী আকাঙ্ক্ষা শব্দে-

নৈব প্রপূর্ষতে”—একটি পদের দ্বারা উত্থাপিত যে আকাঙ্ক্ষা অন্য একটি পদের দ্বারাই তাহার পূরণ হইতে পারে। অতএব পদের অধ্যাহারই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ—‘পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি’ (ইহার অর্থ পুষ্পাণি ইচ্ছতি) এইস্থলে ‘স্পৃহেরীপ্সিতঃ’ এইসূত্রে চতুর্থীবিভক্তি হইয়াছে। কেহ কেবল ‘পুষ্পেভ্যঃ’ এইমাত্র উচ্চারণ করিলে সেইস্থলে ‘স্পৃহয়তি’ এইপদের অধ্যাহার না করিয়া অর্থের (ইচ্ছার) অধ্যাহার করিলে ঐ ইচ্ছার সহিত চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় ঐস্থলে শাব্দবোধ হইতে পারে না।

অর্থান্তর - [ন্যাঃ সূঃ - ৫।২।৭] অন্যতম নিগ্রহ স্থান। প্রস্তাবিত বিষয়ের উপযোগী অর্থকে উপেক্ষা করিয়া (প্রকৃতের সহিত) অসম্বদ্ধ অর্থের কথন। যথা, শব্দ নিত্য, স্পর্শরাহিত্যই ইহার হেতু ; হা ধাতুর উত্তর ‘তুন্’প্রত্যয় করিয়া হেতু শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহা একটি কৃদন্ত পদ, ইত্যাদি প্রকৃতাসম্বদ্ধ কথন। (বাংঃ ভাঃ) অথবা, শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা কৃতক (কার্য) — এইরূপ বলিয়া এই অনুমিতির সহিত অসম্বদ্ধ —‘শব্দ একটি আকাশের গুণ’— ইত্যাদি কথন অর্থান্তর নিগ্রহস্থান।

অর্থাপত্তি—[ন্যাঃ সূঃ ২।২।১, ৩-৬] ১। ‘অর্থাৎ আপত্তিরর্থাপত্তিঃ, আপত্তিঃ = প্রাপ্তিঃ = প্রসঙ্গঃ। একটি অর্থ (বিষয়) কথিত হইলে সেখানে অপর একটি অর্থের প্রসঙ্গ বা প্রাপ্তি হয়— তাহাই অর্থাপত্তি। যথা, মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি হয় না ;—ইহা হইতে কী প্রাপ্তি হয় ? মেঘ থাকিলেই তবে বৃষ্টি হয়। (বাংঃ ভাঃ) ২। (অর্থস্য আপত্তিঃ) অনুপপদ্যমান অর্থের দ্বারা উপপাদকের কল্পনা ; যথা বৃষ্টির দ্বারা মেঘের জ্ঞান। বৃষ্টির উপপাদক মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি অনুপপন্ন হয়, অতএব বৃষ্টি দেখিয়া মেঘের কল্পনা (জ্ঞান) হয়। মীমাংসক ও বেদান্তমতে অর্থাপত্তি একটি অতিরিক্ত প্রমাণ, এবং তজ্জনিত অর্থের কল্পনা একপ্রকার বিজাতীয় প্রমা। অনুমান প্রমাণের দ্বারা ইহা গতার্থ হয়, অর্থাৎ ইহার কার্যসিদ্ধি হইয়া যায় বলিয়া ন্যায়-মতে ইহাকে প্রমাণান্তর স্বীকার করা হয় না।

অর্থাপত্তিসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ—৫।১।২১] অন্যতম জাতি ; হেতুর দ্বারা কোনও পক্ষ স্থাপিত হইলে অর্থাপত্তির দ্বারা যদি তাহার প্রতিপক্ষের আপত্তি করা হয় তবে অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ হয়। যথা ঘটের ন্যায় প্রযত্নসাধ্য বলিয়া শব্দ অনিত্য- এইরূপ অনুমিতি করা হইলে যদি মিথ্যা অর্থাপত্তির দ্বারা আপত্তি করা হয় যে— নিত্যের (আকাশাদির) সহিত ‘অস্পর্শবত্ত্ব’ সাধর্ম্যবশতঃ শব্দ নিত্য হইতে পারে,— তবে ইহা অর্থাপত্তিসমা জাতি বা অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ।

অলাতচক্রদর্শন— [ন্যাঃ সূঃ— ৩।২।৫৯] জ্বলন্ত অঙ্গারকে দ্রুতবেগে ঘুরাইলে তাহার ক্রম—অর্থাৎ ক্রমশঃ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি প্রত্যক্ষ হয় না, ক্রমের প্রত্যক্ষ না হওয়াতে তাহাতে অবিচ্ছেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া চক্রবুদ্ধি হইয়া থাকে,—তাহাই অলাতচক্রদর্শন।

অলীক—(অল + ঈকন্) [আঃ বিঃ—১; পৃঃ ৫৯ চৌঃ] ১। যাহা জ্ঞানের বিষয় হয়না, যথা—শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি। নিরুপাখ্য, নিঃস্বরূপ, সুতরাং জ্ঞানের অবিষয়। ন্যায়মতে জ্ঞানবিষয়ত্ব অস্তিত্বের ব্যাপ্য। সুতরাং অলীকের জ্ঞানবিষয়ত্ব হয়না। অলীকের অভাবও সিদ্ধ হয়না। শশশৃঙ্গং নাস্তি—ইহার অর্থ শশশৃঙ্গের অভাব নহে, কিন্তু শশে শৃঙ্গাভাব, বা, শৃঙ্গে শশীয়ত্বাভাব। ২। পাতঞ্জলমতে অলীক পদার্থ বিকল্প নামক এক বিজাতীয় বৃত্তির বিষয় হয়। প্রমাণ বা বিপর্যয়ের বিষয় হয় না।

অলৌকিক—১। যাহা লোকসিদ্ধ নহে। বেদ বা বেদমূলক প্রমাণ হইতে ভিন্ন যে প্রমাণ তাহাকে ‘লোক’ বলা হয়। তাদৃশ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে এইরূপ বিষয়—অলৌকিক। মঙ্গলং সফলম্ অবিগীতালৌকিকশিষ্টাচারবিষয়ত্বাৎ। তত্ত্বচিঃ প্রত্যক্ষমাথুরী পৃঃ ১৬)।২। যাহার ইষ্টসাধনতা একমাত্র বেদগম্য।

অলৌকিকসন্নিকর্ষ—কেবলমাত্র বর্তমান বিষয়ের গ্রাহক যে সংযোগাদি ছয়টি সন্নিকর্ষ তাহারা

লৌকিক সন্নিকর্ষ; তদ্ভিন্ন যে অতীত অনাগত বিষয়েরও গ্রাহক সন্নিকর্ষ তাহা অলৌকিক সন্নিকর্ষ, ইহাদ্বারা অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। 'সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ' বলিতে সাধারণতঃ স্বসম্বন্ধবিশেষ্যকজ্ঞানপ্রকারীভূতধর্মবত্ত্বা'রূপ সম্বন্ধকে বুঝায়। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ=স্বসংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ সম্বন্ধ। যোগজসন্নিকর্ষ=যোগাভ্যাসজনিত-ধর্মবিশেষ। [সামান্যলক্ষণ' প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

অবচ্ছিন্ন—অবচ্ছেদকের দ্বারা যাহা বিশেষিত। বস্তুতে জ্ঞানের যে বিশেষ বিশেষ বিষয়তা আছে (যেমন—বিশেষ্যতা, প্রকারতা, আধেয়তা, প্রতিযোগিতা, সংসর্গতা ইত্যাদি) সেই বিষয়তার অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা যাহা বিশেষিত হয়, তাহাকে সেই ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলা হয়। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতির যে সাধ্যতা বহ্নিতে আছে, তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক যে বহ্নিত্বরূপধর্ম তাহাদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াছে। এইভাবে 'বহ্নির্নাস্তি'—এই-অভাবের প্রতিযোগিতা বহ্নিতে আছে তাহা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন (বহ্নিত্বধর্মের দ্বারা বিশেষিত)। অবচ্ছিন্ন দুইভাবে হইতে পারে—অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা ও অবচ্ছেদক সম্বন্ধের দ্বারা। যেমন 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম—বহ্নিত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। অতএব বহ্নিনিষ্ঠ যে সাধ্যতা তাহা বহ্নিত্বরূপধর্ম ও সংযোগরূপ সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। বিশেষ্যতা, অধিকরণতা ইত্যাদি কেবল ধর্মের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয়, কোনও সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়না। প্রকারতা, আধেয়তা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ধর্ম ও সম্বন্ধ উভয়ের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয়। 'সংযোগেন বহ্নিঃ নাস্তি' (সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি নাই) এইস্থলে বহ্ন্যভাবীয় যে বহ্নিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা তাহা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন ও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। ২। 'বিশিষ্ট' অর্থেও অবচ্ছিন্নশব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—বহ্নিত্বধর্মবিশিষ্ট বহ্নিকে 'বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন' বলা হয়। ['প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি'—অনুঃ চিঃ সিঃ লঃ পৃঃ ১ 'বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নস্য সর্বস্যৈব……' ঐ জাঃ টীঃ]।

অবচ্ছেদ—১। প্রতিযোগী (অভাবের বিশেষক)। [অবচ্ছেদগ্রহধ্রৌব্যাদধ্রৌব্যে সিদ্ধসাধনাৎ। (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি) ২। ব্যাপকতা। যেমন—'পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন সাধ্যানুমিতিঃ' ইত্যাদি স্থলে। ৩। ইয়ত্তা বা সীমানির্ধারণ। যেমন—উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে দ্রব্যে গুণ থাকে না। অগ্রাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগ। ইত্যাদি। ৪। অবধারণ বা নিশ্চয়। যেমন—'শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ'।

অবচ্ছেদক—(অব-ছিদ্) বিশেষক। ব্যাবর্তক। পরিচ্ছেদক। জ্ঞান বস্তুকে কিভাবে গ্রহণ করে (বিষয় করে) তাহা অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারাই জানা যায়। যেমন 'বহ্নিজ্ঞান' বলিলে বহ্নিবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝায়; কিন্তু ইহাদ্বারা জ্ঞানের স্বরূপটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না, যেহেতু বহ্নি একটি দ্রব্য, অতএব দ্রব্যজ্ঞানও বহ্নিবিষয়ক হইতে পারে, তেজোজ্ঞানও বহ্নিবিষয়ক হইতে পারে, যেহেতু বহ্নি তেজোবিশেষ। এইভাবে তিনটি জ্ঞানের বিষয়তাই বহ্নিতে আছে। অতএব কোন একটি ধর্মকে ঐ ঐ জ্ঞানের বিষয়তার অবচ্ছেদক (বিশেষক বা ভেদক) স্বীকার করিতে হইবে। বহ্নিত্ব, দ্রব্যত্ব ও তেজস্ত্বকে বিষয়তার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে ঐ তিন প্রকার জ্ঞান যথাক্রমে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নবিষয়তাক, দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাক ও তেজস্ত্বাবচ্ছিন্নবিষয়তাক হওয়ায় ঐ ঐ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হয়। এইভাবে প্রকারতাবচ্ছেদক, বিশেষ্যতাবচ্ছেদক, সাধ্যতাবচ্ছেদক, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, আধেয়তাবচ্ছেদক, হেতুতাবচ্ছেদক, কারণতাবচ্ছেদক, কার্যতাবচ্ছেদক, প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক, প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক ইত্যাদি স্থলে জ্ঞাতব্য। অবচ্ছেদকের ধর্ম অবচ্ছেদকতা, অর্থাৎ অবচ্ছেদকতা অবচ্ছেদকে থাকে। যেমন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ এই অনুমিতিতে বহ্নি সাধ্য, বহ্নিত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক, অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকতা বহ্নিত্বে আছে। 'অয়ং দণ্ডিমান্' এই

অনুমিতিতে দণ্ডী সাধ্য, সাধ্যতাবচ্ছেদক দণ্ডত্ব (অর্থাৎ দণ্ড), তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা আছে। অবচ্ছেদকতা দুইপ্রকার হইতে পারে কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন। অবচ্ছেদকধর্মের উপর অন্য একটি ধর্মের ভান হইলে তাহা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন হইবে, অন্যত্র নিরবচ্ছিন্ন। যেমন পর্বতঃ বহ্নিমান্ এইস্থলে বহ্নিত্বে যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা আছে তাহা নিরবচ্ছিন্ন, যেহেতু ('অনুগিখ্যমানজাতেঃ স্বরূপতো ভানম্' এইনিয়ম অনুসারে) বহ্নিত্বের জ্ঞান অন্য কোন ধর্মরূপে হয় নাই। কিন্তু 'দণ্ডিমান্' এইস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম দণ্ড, তাহার জ্ঞান দণ্ডত্বরূপে হইয়াছে, অতএব দণ্ডে যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা আছে তাহা দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন হইয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই। অবচ্ছেদকের উপর অন্যধর্মের জ্ঞান হইলে সেই ধর্মকে অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বলা হয়। যেমন পূর্বোক্তস্থলে দণ্ড সাধ্যতাবচ্ছেদক এবং দণ্ডত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক। সম্বন্ধও অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হয়, যেমন ঐস্থলে দণ্ডিনিষ্ঠ সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। দণ্ডনিষ্ঠসাধ্যতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধও সংযোগ। পর্বতঃ বহ্নিমান্ এইস্থলে বহ্নিনিষ্ঠসাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ, বহ্নিত্বনিষ্ঠ সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়। প্রকারতাবচ্ছেদক ও বিশেষ্যতাবচ্ছেদক সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, প্রকারতামাত্রেরই অবচ্ছেদক সম্বন্ধ আছে (অর্থাৎ প্রকারতামাত্রই কিঞ্চিৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) যেমন 'ঘটঃ' এই জ্ঞানীয় ঘটত্বনিষ্ঠপ্রকারতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং 'ভূতলং ঘটবৎ' এই জ্ঞানীয় ঘটনিষ্ঠ প্রকারতা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রকারতামাত্রেরই যে অবচ্ছেদক ধর্ম থাকিবে (অর্থাৎ প্রকারতামাত্রই কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন হইবে) এইরূপ নিয়ম নাই। যেমন 'ঘটঃ' এইজ্ঞানীয় ঘটত্বনিষ্ঠ প্রকারতার অবচ্ছেদক কোনো ধর্ম নাই, তাহা নিরবচ্ছিন্ন (কিঞ্চিদ্ধর্মানবচ্ছিন্ন)। কিন্তু 'ভূতলং ঘটবৎ' এই জ্ঞানের যে প্রকারতা ঘটে আছে, তাহার অবচ্ছেদক ঘটত্ব, অতএব এই প্রকারতা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন। বিশেষ্যতা কোনও সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না (অর্থাৎ কোনও সম্বন্ধ বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক হয় না) বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক ধর্মও সর্বত্র স্বীকৃত হয় না। যেমন 'ভূতলং ঘটবৎ' এইস্থলে ভূতলে যে বিশেষ্যতা আছে তাহার অবচ্ছেদক ভূতলত্ব, অতএব ঐ বিশেষ্যতা ভূতলত্বাবচ্ছিন্ন। কেবল 'ঘটবৎ' এইরূপ জ্ঞান ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতা নিরূপিত বিশেষ্যতাশালী হইলেও এই বিশেষ্যতা কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে।

অবচ্ছেদকতা—অবচ্ছেদকমাত্রের ধর্ম, ('অবচ্ছেদক'শব্দ দ্রষ্টব্য) অবচ্ছেদকতা ধর্ম ও সম্বন্ধ উভয়েই থাকে। যেমন—সমবায় সম্বন্ধে ঘটকার্যের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কপালকে কারণ বলা হয়, অতএব ঘটে কার্যতা ও কপালে কারণতা আছে, কার্যতার অবচ্ছেদকতা ঘটত্বে ও কারণতার অবচ্ছেদকতা কপালত্বে। ইহা ধর্মগত অবচ্ছেদকতা। সেইরূপ সমবায়সম্বন্ধে কার্যতাবচ্ছেদকতা ও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কারণতাবচ্ছেদকতা আছে, ইহা সম্বন্ধগত অবচ্ছেদকতা। 'অত্র সংযোগেন বহ্নিঃ নাস্তি' (এখানে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি নাই) এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম বহ্নিত্ব এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ, অতএবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা বহ্নিত্ব ধর্মে ও সংযোগসম্বন্ধে আছে। অবচ্ছেদকতাবহুপ্রকার—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা, বিশেষ্যতাবচ্ছেদকতা, প্রকারতাবচ্ছেদকতা, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকতা, বিধেয়তাবচ্ছেদকতা, পক্ষতাবচ্ছেদকতা, সাধ্যতাবচ্ছেদকতা, হেতুতাবচ্ছেদকতা, আধেয়তাবচ্ছেদকতা, কার্যতাবচ্ছেদকতা, কারণতাবচ্ছেদকতা, প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকতা, অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতা ইত্যাদি।

অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব—সমানাধিকরণ প্রকারতা ও বিশেষ্যতার অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ যদি একই বস্তুতে একপদার্থনিরূপিত প্রকারতা ও অপরপদার্থনিরূপিত বিশেষ্যতা থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকারতা ও বিশেষ্যতার মধ্যে একটি অবচ্ছেদক ও অপরটি

অবচ্ছেদ্য হইবে। যেমন—'দণ্ডী পুরুষঃ' এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে দণ্ড, তাহাতে দণ্ডত্ব নিরূপিত বিশেষ্যতা ও পুরুষনিরূপিত প্রকারতা আছে, অতএব এই সমানাধিকরণ প্রকারতা ও বিশেষ্যতার অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদকভাব স্বীকার্য। এইজন্য ঐ জ্ঞানকে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নদণ্ডত্বনিষ্ঠপ্রকারতা-নিরূপিতবিশেষ্যত্বাবচ্ছেদ্যদণ্ডনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত-পুরুষনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী জ্ঞান বলা হয়। এইরূপ অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকার না করিলে 'দণ্ডী পুরুষ' এই জ্ঞানকে দণ্ডত্বনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত-দণ্ডনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী, দণ্ডনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত-সম্বন্ধনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী ও সম্বন্ধনিষ্ঠ প্রকারতা-নিরূপিতপুরুষনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী জ্ঞান বলিলে 'দণ্ডত্ববান্ দণ্ডঃ, সম্বন্ধো দণ্ডীয়ঃ, সম্বন্ধবান্ পুরুষঃ' এই সমূহালম্বন জ্ঞান হইতে 'দণ্ডী পুরুষঃ' এই-জ্ঞানের পার্থক্য থাকে না। এইরূপ অবচ্ছে-দ্যাবচ্ছেদকভাব গদাধর ভট্টাচার্য সম্মত। (অনু: চিঃ, গাঃ, পৃঃ ৪৫) কেহ কেহ ঐরূপ অবচ্ছেদ্যাব-চ্ছেদকভাব স্বীকার না করিয়া সমানাধিকরণ প্রকারতা ও বিশেষ্যতার অভেদ স্বীকার করেন। তাহাদের মতে 'দণ্ডী পুরুষঃ' এই জ্ঞানকে দণ্ডত্ব-নিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত যে দণ্ডনিষ্ঠপ্রকারতা সেই প্রকারতা নিরূপিত পুরুষনিষ্ঠ বিশেষ্যতাশালী জ্ঞান বলা হয়। ইহাতে লাঘব হয়।

এই অভেদবাদীর মত অনুমিতিপ্রকরণে গাদাধরীতে খণ্ডিত হইয়াছে (অনুঃ, চিঃ, গাঃ, পৃঃ ৪৬)।

অবধান—বিশেষভাবে কোনবিষয় শ্রবণ করিবার ইচ্ছা। "অবধানং নাম বিশিষ্য শুশ্রূষা।" "শিষ্যা-ণামবধানায় চ…অনুমাননিরূপণং প্রতিজানাতে" (অনুঃ, চিঃ, দীধিতি, গাদাধরী, পৃঃ ৬) অবধানের উপযোগিতা এই যে, তাহার ফলে শ্রোতার বিশেষভাবে প্রকৃত বিষয়ের শ্রবণে প্রবৃত্তি হয় এবং তাহা বিরোধী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাদির সামগ্রীকে অপসারিত করিয়া প্রকৃত শব্দ শ্রবণে সহায়ক হয়।

অবধারণ—[ন্যাঃ সূঃ ৪১] নির্ণয়; তদভাবা-প্রকারক হইয়া তৎপ্রকারক যে জ্ঞান, নিশ্চয়। উৎকট নিশ্চয়।

অবধি—[কুঃ ১৫] সীমা, মর্যাদা; দেশ, কাল প্রভৃতির ব্যবস্থা।

অবয়ব—[অব—যু+অপ্] ১। অংশ; দ্রব্যের সমবায়ি কারণ। যে সমবায়িকারণ হইতে সাবয়ব বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা সেই বস্তুর অবয়ব। যেমন ঘটের অবয়ব—কপাল। পটের অবয়ব তন্তু। দ্ব্যণুকের অবয়ব—পরমাণু। ইত্যাদি। ২। পরার্থানুমিতির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত পাঁচটি অংশ। যথা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। ইহারা ন্যায়ের অবয়ব। ন্যায়াবয়বকে সংক্ষেপে অবয়ব বলা হয়। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্য একই ব্যক্তি কর্তৃক যথাক্রমে পর পর উচ্চারিত হইলেই তাহারা ন্যায়ের অবয়বরূপে গণ্য হইবে। যেস্থলে সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি উভয়বাদিসম্মত, সেইস্থলে 'উদাহরণ' বাক্যের প্রয়োগ না করিলেও চলে অর্থাৎ সেইস্থলে ৪টি অবয়বের দ্বারাই ন্যায়বাক্য গঠিত। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মধ্যে কেহ কেহ দশাবয়ববাদী ছিলেন। তাঁহাদের মতে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি এবং জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্য-প্রাপ্তি, প্রয়োজন ও সংশয়ব্যুদাস, এই দশটি ন্যায়ের অবয়ব। অতি প্রাচীনগণ উপনয়রূপ একটি অবয়বই স্বীকার করিতেন। (ন্যায়সূত্র—ঐ বাৎস্যায়নভাষ্য; তত্ত্বঃ চিঃ) বৌদ্ধ সম্প্রদায় উদাহরণ ও উপনয়—এই দুইটি অবয়ব এবং মীমাংসকগণ (ভাট্ট ও বেদান্তী) প্রতিজ্ঞাদি তিনটি, অথবা উদাহরণাদি তিনটি অবয়ব স্বীকার করেন। [তদেবং পৌনরুক্ত্যেন তথাধ্যাহার-দোষতঃ। তর্কবৌদ্ধমতে হিত্বা বয়ং ত্র্যবয়বে স্থিতাঃ॥—[মানঃ পৃঃ ২৮] (ক) যে বাক্যের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের নির্দেশ করা হয় তাহাকে (সাধ্য-বিশিষ্ট পক্ষবোধক বাক্যকে) প্রতিজ্ঞা বাক্য বলা হয়। যেমন - "পর্বতঃ বহ্নিমান্"। (খ) প্রতিজ্ঞা বাক্যে যাহা বলা হয় তাহার সাধক (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাতার্থের সাধক) হেতুবোধক পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পদকে (বাক্যকে) হেতুবাক্য বলা

হয়। যেমন—"ধূমাৎ"। (গ) সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তিবোধক (যে বাক্যের দ্বারা হেতুতে সাধ্য-নিরূপিত ব্যাপ্তির বোধ হয়) দৃষ্টান্তযুক্ত বাক্যকে উদাহরণ বাক্য বলা হয়। যেমন—"যঃ যঃ ধূমবান্ স বহ্নিমান যথা মহানসম্"। চিন্তামণি-কারের মতে উদাহরণে দৃষ্টান্তের প্রয়োগ আবশ্যক নহে। প্রাচীনমতে আবশ্যক (অনুঃচিঃ জাঃ অসাধারণ ১০৯১ পৃঃ। (ঘ) যে বাক্য হইতে পক্ষে সাধ্যব্যাপ্য হেতুমত্তার বোধ হয় তাহা উপনয়বাক্য। যেমন—"তথাচায়ম্" ('তথাচ অয়ম্'=বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্ পর্বতঃ) (চ) যে বাক্যে হেতু উল্লেখপূর্বক প্রতিজ্ঞাতার্থের (পূর্ব প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের) উপসংহার করা হয় তাহাকে নিগমন বাক্য বলা হয়। যেমন—"তস্মাৎ তথা"; (তস্মাৎ=বহ্নিব্যাপ্যধূমাৎ,তথা=পর্বতঃ বহ্নিমান্) (৩) বৈশেষিকদর্শনে=পঞ্চঅবয়বের নাম যথাক্রমে —প্রতিজ্ঞা, আদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রত্যাম্নায় (প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৩৬৫ বাঃ ধিঃ সং) (৪) বেদান্তাদিদর্শনে—অধিকরণের অংশ বা অঙ্গ; বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি,—এই পাঁচটি অধিকরণের অবয়ব বা অঙ্গ। ইহারা অধিকরণাবয়ব।

অবয়বসংজ্ঞা—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।২।৩] অবয়বীতে অভি-মান বা অভিলাষরূপ দোষের বর্জনের উপায়—সেই রাগের বিষয় অবয়বীর অবয়ব ভেদজ্ঞানের দ্বারা (দোষদর্শন) অবয়বসংজ্ঞা। যথা, স্ত্রীশরীর কেশ, লোম, মাংস, শোণিত, অস্থি, শিরা, কফ, মল, মূত্রাদি-মাত্র; এই অবয়বসংজ্ঞাকে অশুভ-সংজ্ঞাও বলা হয়; ইহার ভাবনার দ্বারা কাম ও রাগ বিনষ্ট হয়।

অবয়বী—(অবয়ব+ইনি) ন্যাঃ সূঃ ২।১।৩০ অবয়বসংযোগের দ্বারা উৎপন্ন অবয়ব হইতে অতিরিক্ত, অবয়বসমূহে আশ্রিত কার্য দ্রব্য; বৌদ্ধদর্শন ব্যতীত সকল দর্শনেই অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকৃত—যাহা 'এক, স্থূল, মহান্' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয়। পরমাণুসকল ঐসব বিশেষণে বিশেষিত হইতে পারে না। যেমন, কপালদ্বয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন ঘট, তন্তুসমূহের সংযোগ হইতে উৎপন্ন পট ইত্যাদি। অবয়বী তিন প্রকার হইতে পারে। আদ্যাবয়বী, অন্তরাবয়বী ও অন্ত্যাবয়বী। নির-বয়ব দুইটি পরমাণুর সংযোগের ফলে উৎপন্ন দ্ব্যণুককে আদ্যাবয়বী বলা হয়। দ্ব্যণুকের অবয়ব যে পরমাণু তাহা অবয়বই, অবয়বী নহে, অতএব দ্ব্যণুকই আদ্য অর্থাৎ প্রথম অবয়বী। যাহা অন্য অবয়বী হইতে উৎপন্ন এবং অন্য কোন অবয়বীর উৎপাদক, তাহা অন্তরাবয়বী ('অন্তরা'-মধ্যবর্তী যে অবয়বী)। যেমন—কপাল মৃৎপিণ্ড-রূপ অবয়বী হইতে উৎপন্ন এবং ঘটরূপ অবয়বীর উৎপাদক হওয়ায় অন্তরাবয়বী। অথবা, যেমন ত্রসরেণু দ্ব্যণুকরূপ অবয়বী হইতে উৎপন্ন এবং চতুরণুকাদি অবয়বীর উৎপাদক হওয়ায় অন্তরা-বয়বী। যে অবয়বী অন্য কোন অবয়বীর জনক নহে তাহা অন্ত্যাবয়বী বা চরমাবয়বী। যেমন ঘটাদি।

অবয়বাভিমান—ন্যাঃ ভাঃ ৪।২।৩ (তরুণী-স্ত্রী প্রভৃতির) শরীরাদিতে অভিমান অর্থাৎ অভি-লাষ। তাহা দুই প্রকার হইতে পারে—(১) পুরুষের স্ত্রীসংজ্ঞা, (২) স্ত্রীর পুরুষসংজ্ঞা। তাহা আবার সপরিষ্কারা হইয়া থাকে; অর্থাৎ নিমিত্ত-সংজ্ঞা ও অনুরঞ্জনসংজ্ঞানামক দ্বিবিধ আসক্তি বা রাগের কারণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। নিমিত্তশব্দে দন্ত, ওষ্ঠ, চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এবং অনুরঞ্জন শব্দে সেইসকল অঙ্গের সৌন্দর্য বুঝায়।

অবর্ণ্যসমা (জাতি)—ন্যাঃ সূঃ ৫।১।৪ অনু-মিতিস্থলে দৃষ্টান্তে সাধ্য ও হেতু সিদ্ধ (নিশ্চিত) থাকে। পক্ষেও সেই হেতু সিদ্ধ থাকে বলিয়া পক্ষে যদি অসন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের অর্থাৎ সাধ্যেরও নিশ্চয়ের আপত্তি করা হয় তাহাকে অবর্ণ্যসমা-জাতি কহে। (বিঃ বৃঃ)।

অবশ্য-যাহার অপ্রাপ্তি হয় না; যাহাকে নিবারণ করা যায় না।

অবান্তরবাক্য—(অবান্তর=অন্তঃপাতী) মহা-বাক্যের অন্তর্গত বাক্যকে অবান্তরবাক্য বলা হয়।

নামান্তর—খণ্ডবাক্য। যেমন 'রামঃ গ্রামং গচ্ছতি'—ইহা একটি মহাবাক্য। তাহার অন্তর্গত 'রামঃ' 'গ্রাম'ং 'গচ্ছতি' এই তিনটি অবান্তর বাক্য। মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তর বাক্যার্থ-বোধ কারণ। (অনুঃ দীঃ পৃঃ ১১৪)।

অবিগান—বলবদনিষ্ট জনকত্ব জ্ঞানাভাব। (অনুঃ চিঃ বিধিবাদ ২০৯) 'এই কর্মের দ্বারা আমার ইষ্ট অপেক্ষা প্রবল অনিষ্ট ফলের সম্ভাবনা আছে' এইরূপ জ্ঞান না থাকা।

অবিগীত—(১) যাহা বেদনিষিদ্ধবিষয়ক নহে ২। যাহা পাপজনক নহে। ৩। যাহা প্রবল অনিষ্টের জনক নহে অথচ ইষ্টজনক। ৪। যাহা ইষ্টের উৎপত্তিতে অবশ্যম্ভাবি দুঃখ ভিন্ন দুঃখের জনক নহে। ৫। অনিন্দিত। ৬। বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী অর্থাৎ অজনক। [মঙ্গলং সফলম্ অবিগীতশিষ্টাচারবিষয়ত্বাৎ। তত্ত্ব-চিঃ. প্রত্যক্ষখণ্ড, ৯ পৃঃ]

অবিজ্ঞাতার্থ—[ন্যাঃ সূঃ—৫।২।৯] অন্যতম নিগ্রহস্থান। বাদিকর্তৃক তিনবার অভিহিত হইলেও যদি কোনও বাচক পদের অর্থ প্রতিবাদী এবং পরিষৎ (বিচারসভার মধ্যস্থ প্রভৃতি বুঝিতে না পারে, তবে তাহা অবিজ্ঞাতার্থ নিগ্রহস্থান। প্রতিবাদী বা পরিষৎ—ইহাদের অন্যতর বুঝিতে পারিলে অবশ্য 'অবিজ্ঞাতার্থ' হইবে না। একবার বলিলে অমনোযোগবশতঃ বুঝিতে নাও পারে, এইজন্য—'তিনবার অভিহিত হইলেও'—বলা হইয়াছে। ইহা বাদীর পরাজয়ের হেতু।

অবিধেয়ত্ব—আঃ বিঃ ২ ; পৃঃ ২৪৫ চৌঃ যাহা 'অস্তি'—এইরূপ উল্লেখের বিষয় (সৎ বা ভাব পদার্থ) তাহা বিধেয় ; যাহা ঐরূপে উল্লেখের বিষয় হয় না (অলীক) তাহাই অবিধেয়, বিধেয় না হওয়ার যে ধর্ম তাহাই অবিধেয়ত্ব।

অবিনাভাব—ব্যাপ্তি। (অ—বিনা—ভাব) বিনা=ব্যতীত, অ—ভাব = না থাকা। একটির অভাবে অপরটির না থাকা (সাধ্য না থাকিলে হেতু না থাকা)। (ক) বিনা=অভাববান্ (অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণ) ভাব=বৃত্তিত্ব। অ=অভাব। বিনা শব্দের অর্থ—সাধ্যাভাবাধিকরণ, তাহার নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে 'ভাব' পদার্থ বৃত্তিত্বে অন্বয়, সেই বৃত্তিত্বের প্রতিযোগিত্ব বা অনুযোগিত্ব সম্বন্ধে 'অ' পদার্থ অভাবে অন্বয়। এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে—'অবিনাভাব' শব্দে 'সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব' এইরূপ অন্বয় ব্যাপ্তিকে পাওয়া যায়। (খ) বিনা=অভাব। তাহার প্রযুক্তত্বসম্বন্ধে 'অ-ভাবে' অন্বয়। প্রথম অভাব—সাধ্যের অভাব। দ্বিতীয় অভাব—হেতুর অভাব। 'প্রযুক্তত্ব' শব্দের অর্থ-ব্যাপকতা। অর্থাৎ সাধ্যভাবের ব্যাপক 'হেত্বভাব'। এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে 'অবিনাভাব' শব্দে 'সাধ্যাভাব-ব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্ব'রূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিকে পাওয়া যায়। 'নাপ্যবিনাভাবঃ কেবলান্বয়িন্যভাবাৎ' (অনুমান চিন্তামণি, পৃঃ ২৯৫, ঐ গাদাধরী পৃঃ ২৯৮)।

অবিশেষসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।২৩] এক ধর্মের (কৃতকত্বের) বিদ্যমানতাহেতু ঘট ও শব্দের অনিত্যত্বরূপ অবিশেষ (তুল্যতা) হইলে, সকল পদার্থেরই সদ্ভাব বা সত্ত্বরূপ এক ধর্ম আছে বলিয়া অবিশেষ বা তুল্যতা হউক—এইপ্রকার যে প্রত্যবস্থান বা বিরোধ তাহা অবিশেষসমা জাতি বা অবিশেষসম প্রতিষেধ।

অবিষ্টম্ভ—(ন+বিষ্টম্ভ) [ন্যাঃসূঃ—৪।২।২৫] অপর কোন দ্রব্যের গতিকে বাধা না দেওয়া (আকাশের অন্যতম ধর্ম); স্পর্শযুক্ত সাবয়ব দ্রব্যই অপর দ্রব্যের বিষ্টম্ভ অর্থাৎ গতিরোধ করিয়া থাকে ; স্পর্শহীন আকাশ তাহা করিতে পারে না। সুতরাং অবিষ্টম্ভ আকাশের ধর্ম (বাৎঃ ভাঃ)।

অবৃত্তি—যাহা বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। আত্মা, আকাশ, কাল, দিক্, মন ও পরমাণু ; ইহারা অবৃত্তি পদার্থ। সংযোগ বা সমবায়াদি সম্বন্ধে ইহারা কোনও বস্তুতে আশ্রিত নহে।

অব্যক্তগ্রহণ—[ন্যাঃ সূঃ ৩।২।৪৪] অস্পষ্টজ্ঞান ; সকল বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান ব্যক্তগ্রহণ ; বিশেষের জ্ঞান না হইয়া পদার্থের সামান্যমাত্রের

জ্ঞান অব্যক্তগ্রহণ। যথা, বিদ্যুৎসংপাতের কালে রূপের গ্রহণ (সামান্য=গোত্ব; বিশেষ = শৃঙ্গিত্ব, কপিলবর্ণ, ইত্যাদি)।

অব্যপদেশ্য—(ন+ব্যপদেশ্য) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪] অশাব্দ, শাব্দবোধ হইতে বিলক্ষণ; (বাৎঃ ভাঃ) নির্বিকল্পক (বিঃ বৃঃ)।

অব্যভিচরিতত্ব — ব্যভিচরিতত্ব = ব্যভিচার। অব্যভিচরিতত্ব = ব্যভিচারের অভাব। (অর্থাদ্ ব্যাপ্তি)। যেমন, ধূমে বহ্নির ব্যভিচার নাই (কেননা বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না), অতএব ধূমে বহ্নির অব্যভিচরিতত্ব বা ব্যাপ্তি আছে। অব্যভিচরিতত্ব পাঁচ প্রকার - ১। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। ২। সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। ৩। সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য। ৪। সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব। ৫। সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব। ব্যাপ্তি পঞ্চক প্রকরণে (অনুঃ, চিঃ, পৃঃ ১১৩) গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এই পাঁচ প্রকার অব্যভিচরিতত্বের মধ্যে কোনটিকেই ব্যাপ্তির লক্ষণরূপে নির্বচন করা যায় না, কেননা, 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমিতিস্থলে কোন লক্ষণেরই সমন্বয় হয় না।

অব্যভিচারী- (জ্ঞান) (ন+ব্যভিচারী) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪] অভ্রান্ত, অ - 'তৎ'-এ 'তৎ' জ্ঞান ব্যভিচারী, 'তৎ' এ তৎজ্ঞান অব্যভিচারী।

অব্যবস্থা—[ন্যাঃ সূঃ ১।১। ২৩, ২।১।২, ২।১।৪। ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ঐ, ঐ, ঐ] ব্যবস্থা শব্দ এইসকল সূত্রে সদ্বিষয়কত্বনির্ধারণ বা প্রামাণ্যনিশ্চয়কে বুঝাইয়া অব্যবস্থাশব্দ সদ্বিষয়কত্বের অনির্ধারণ বা প্রামাণ্যের সংশয়কে বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ কোনও উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ সদ্বিষয়ক অর্থাৎ বিষয় থাকিয়াই হইতেছে বা অসদ্বিষয়ক অর্থাৎ বিষয় না থাকিয়াই হইতেছে ইহার নির্ধারণ বা নিশ্চয় না হওয়াই (উপলব্ধির) অব্যবস্থা। এইরূপেই অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

অব্যবহিতপূর্বক্ষণ—কোনও ক্ষণের দ্বারা ব্যবহিত নহে, এইরূপ পূর্ববর্তী ক্ষণ। লক্ষণ—স্বক্ষণপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণপ্রাগভাবানধিকরণত্বে সতি স্বক্ষণপ্রাগভাবাধিকরণত্বম্। এইস্থলে যাহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাই 'স্ব'পদে ধর্তব্য। অর্থাৎ যাহা নিজের প্রাগভাবের অধিকরণক্ষণের প্রাগভাবের অধিকরণ হয় নাই অথচ নিজের প্রাগভাবের অধিকরণ—এইরূপ ক্ষণকে তাহার 'অব্যবহিত পূর্বক্ষণ' বলা হয়। কোনও বস্তুর উৎপত্তির পূর্ববর্তি প্রথম-ক্ষণকে তাহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণ বলা যায়। উৎপত্তিক্ষণ বা উৎপত্তির পূর্ববর্তি দ্বিতীয়াদি ক্ষণকে অব্যবহিত পূর্বক্ষণ বলা যায় না; যেহেতু কোনও বস্তুর উৎপত্তিক্ষণে স্বক্ষণপ্রাগভাবাধিকরণতা নাই (স্বক্ষণের প্রাগভাব নাই) এবং পূর্ববর্তি দ্বিতীয়াদিক্ষণে স্বক্ষণপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণপ্রাগভাবের অনধিকরণতা নাই।

অব্যবহিতোত্তরক্ষণ—যাহা কোনও ক্ষণের দ্বারা ব্যবহিত নহে—এইরূপ উত্তরবর্তীক্ষণ। লক্ষণ—স্বক্ষণধ্বংসাধিকরণক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বে সতি স্বক্ষণধ্বংসাধিকরণত্বম্। এইস্থলে যাহার অব্যহিত উত্তরক্ষণ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাকেই 'স্ব' পদে ধর্তব্য। অর্থাৎ যাহার নিজের অধিকরণক্ষণের ধ্বংসের অধিকরণ যে ক্ষণ, তাহার ধ্বংসের অধিকরণ নহে, অথচ যাহা নিজের স্থিতিক্ষণের ধ্বংসের অধিকরণ, এইরূপ ক্ষণকে তাহার 'অব্যবহিত উত্তরক্ষণ' বলা হয়। কোনও বস্তুর উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণকেই এইরূপ অব্যবহিত উত্তরক্ষণ বলা যায়, উৎপত্তিক্ষণ বা তাহার তৃতীয়াদিক্ষণ অব্যবহিত উত্তরক্ষণ হইবে না, কেননা কোনও বস্তুর উৎপত্তিক্ষণে স্বক্ষণধ্বংসাধিকরণতা নাই এবং তৃতীয়াদি ক্ষণে স্বক্ষণধ্বংসাধিকরণক্ষণধ্বংসানধিকরণত্ব নাই। কেহ কেহ প্রয়োজনবোধে কোনও স্থলে তৃতীয়ক্ষণসাধারণ অব্যবহিতোত্তরত্বের নিবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মতে "স্বক্ষণধ্বংসাধিকরণ ক্ষণধ্বংসাধিকরণক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বে সতি স্বক্ষণধ্বংসাধিকরণত্বম্" এইভাবে অব্যবহিতোত্তরত্বের লক্ষণ হইবে। তাঁহাদের মতে কোনও বস্তুর উৎপত্তিক্ষণের পরবর্তী ক্ষণ এবং তাহার

ক্ষণকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণ বলা যায়।

অব্যাপকীভূতবিষয়িতাশূন্যত্ব — "অনাহার্যা-প্রামাণ্যজ্ঞানানাস্কন্দিতনিশ্চয়বৃত্তিত্ববিশিষ্টযাদৃশ-বিশিষ্টবিষয়কত্বম্ অনুমিতিপ্রতিবন্ধকতানতিরিক্ত-বৃত্তি তাদৃশবিশিষ্টত্বং হেত্বাভাসত্বম্" তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের অন্তর্গত সামান্যনিরুক্তিপ্রকরণে কথিত হেত্বাভাসের এই দ্বিতীয়লক্ষণে জাতিত্বরূপে হ্রদত্বাদিকে বিষয় করিয়াছে এইরূপ 'জাতিমান্ বহ্ন্যভাববান্' ইত্যাদি জ্ঞানে বহ্ন্যভাববিশিষ্ট হ্রদবিষয়কত্ব থাকিলেও তাহাতে অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকায় বহ্ন্যভাববদ্‌হ্রদবিষয়িতা অনুমিতিপ্রতিবন্ধকতার অতিরিক্তবৃত্তি হইয়াছে; অতএব এইভাবে বহ্ন্যভাববদ্‌হ্রদাদিরূপ বাধাদিতে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় হেত্বাভাস লক্ষণে অসম্ভব দোষ হয়, এই দোষবারণের জন্য গাদাধরী টীকাতে ঐ লক্ষণের অন্তর্গত জ্ঞানে (নিশ্চয়ে) 'অব্যাপকীভূতবিষয়িতাশূন্যত্ব' নিবেশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে জ্ঞানীয় যাদৃশবিষয়িতা প্রকৃতদোষবিষয়িতার ব্যাপক নহে তাহাকে ধরিয়া দোষ হইবে না। জাতিত্ববিষয়িতা প্রকৃতদোষবিষয়িতার অব্যাপকীভূত হইয়াছে, অতএব জাতিত্বরূপে হ্রদত্বকে বিষয় করিয়াছে এইরূপজ্ঞানে (জাতিমান্ বহ্ন্যভাববান্ ইত্যাদি জ্ঞানে) অব্যাপকীভূতবিষয়িতাশূন্যত্ব না থাকায় তাহাকে ধরা যাইবে না। অব্যাপকীভূতবিষয়িতাশূন্যত্বের নিষ্কৃষ্ট অর্থ=যদ্রূপাবচ্ছিন্নবিষয়িতাত্বং তাদৃশবিশিষ্টবিষয়কত্বসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং তদ্রূপাবচ্ছিন্নবিষয়িতাশূন্যত্বম্—অবশ্য এইরূপ নিবেশ করিলেও অভাবত্বরূপে হ্রদত্বাবগাহী 'অভাববান্ বহ্ন্যভাববান্' ইত্যাদি জ্ঞানকে ধরিয়া পুনঃ অসম্ভব দোষ হইবে। এই দোষ বারণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে 'যদ্‌যদ্রূপাবচ্ছিন্নস্য যস্য যস্য বিশিষ্টঘটকতা তত্তদ্রূপাবচ্ছিন্নতত্তন্নিষ্ঠবিষয়িতাভিন্নকিঞ্চিদবচ্ছিন্নবিষয়িতাশূন্যত্ব জ্ঞানে নিবেশ করিতে হইবে।

অব্যাপ্তি—ব্যাপ্তির অভাব অর্থাৎ সকল লক্ষ্যে না থাকা। ইহা লক্ষণের অন্যতম দোষ। যাহার লক্ষণ নিরূপণ করা হয় তাহাকে লক্ষ্য বলা হয়। লক্ষণ এমন একটি অসাধারণ ধর্ম, যাহা সমস্ত লক্ষ্য ব্যাপিয়া থাকে। কিন্তু যাহা কোনো কোনো লক্ষ্যে আছে অথচ কোনো কোনো লক্ষ্যে নাই-এইরূপ ধর্মকে লক্ষণ বলা যায় না। এইভাবে কোনো কোনো লক্ষ্যে লক্ষণের সমন্বয় না হইলে তাহাকে 'অব্যাপ্তি' দোষ বলা হয়। অব্যাপ্তির দূষকতা কিপ্রকারে? যে লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট, সেই লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্যে ইতরভেদের অনুমান করিলে তাহাতে ভাগাসিদ্ধিনামক হেত্বাভাস হইবে। 'পক্ষৈকদেশে (পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে) হেতোরভাবঃ ভাগাসিদ্ধিঃ। যেমন—পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ—এইভাবে 'গন্ধবত্ত্ব'-রূপ লক্ষণের (হেতুর) দ্বারা পৃথিবীতে ইতরভেদের অনুমান করিলে তাহাতে ভাগাসিদ্ধি-দোষ হইবে। যেহেতু গন্ধবত্ত্বরূপধর্ম উৎপত্তি-কালাবচ্ছিন্ন পৃথিবীতে নাই।

অব্যাপ্যত্ব- স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব বা ব্যভিচার। ইহা একপ্রকার পরম্পরা সম্বন্ধ। যেমন সত্তা সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। কিন্তু অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধে সত্তার অভাবও দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকিতে পারে। এইস্থলে স্বপদে সত্তার অভাব, তাহার অভাব=সত্তাভাবের অভাব, (সত্তা) তাহার অধিকরণ-যে কপালাদি দ্রব্য, তাহাতে ঘটাদিদ্রব্য, গুণ ও কর্ম আছে, অর্থাৎ ঐ তিনটি স্বাভাববদ্‌বৃত্তি হওয়ায় স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বরূপ অব্যাপ্যত্বসম্বন্ধে সত্তাভাব দ্রব্য, গুণ ও কর্মে আছে। এই অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধকে ব্যভিচারসম্বন্ধও বলা হয়। [সিঃলঃ পৃঃ ১৭, ব্যাপ্তিঃ মঃ পৃঃ ৩৯]

অব্যাপ্যবৃত্তি—যে নিজের অধিকরণে ব্যাপিয়া থাকেনা অর্থাৎ নিজের অধিকরণে নিজের অত্যন্তাভাব থাকিলে সেই পদার্থকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়। (স্বাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যম্—অব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্) যেমন, সংযোগের অধিকরণ যে দ্রব্য তাহাতে অন্যদেশাবচ্ছেদে সংযোগের অভাব থাকায় সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। জ্ঞানের অধিকরণ যে আত্মা, তাহাতে দেহাবচ্ছেদে জ্ঞান থাকিলেও ঘটাদি অবচ্ছেদে জ্ঞানের অভাব থাকায় জ্ঞান

অব্যাপ্যবৃত্তি। আকাশে শব্দসমবায় একদেশেই হয় বলিয়া শব্দ অব্যাপ্যবৃত্তি। [অথ প্রাদেশিকো ভবেৎ। বৈশেষিকো বিভুগুণঃ সংযোগাদিদ্বয়ং তথা।] (ভাঃ পঃ) অর্থাৎ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, অদৃষ্ট, ভাবনা, শব্দ, সংযোগ ও বিভাগ—এই গুণগুলি অব্যাপ্যবৃত্তি। 'সংযোগবচ্চ শব্দবুদ্ধ্যাদীনামব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্' (ন্যাঃ ভাঃ ২।২।১৮)।

অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-অনুমিতি — যে অনুমিতিতে অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ সাধ্য হয়। যেমন—'অয়ং কপিসংযোগী' এই অনুমিতিতে অব্যাপ্যবৃত্তি কপিসংযোগ সাধ্য হওয়ায় ইহা অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতি। সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্য সংস্কার, সুখ, দুঃখ ও শব্দ—এই গুণগুলিকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়, কেননা, ইহারা স্ব স্ব অধিকরণের এক অংশে থাকে, ব্যাপিয়া থাকে না। 'সম্বন্ধ অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে সম্বন্ধীও অব্যাপ্যবৃত্তি হয়' ('বৃত্তেরব্যাপ্যবৃত্তিত্বে বৃত্তিমতো ব্যাপ্যবৃত্তিত্বস্য অত্যন্তমসম্ভাবিতত্বাৎ'—অনুঃ চিঃ দীঃ পৃঃ ৩২৭) এই যুক্তি অনুসারে সংযোগসম্বন্ধে বস্তুমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি। অতএব 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' ইত্যাদি অনুমিতিও অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতি।

অব্যূহ—(ন+ব্যূহ) [ন্যাঃ সূঃ— ৪।২।২০] প্রতিহত না হওয়া (আকাশের অন্যতম ধর্ম); যেমন কাষ্ঠের দ্বারা জল প্রতিহত হয়, সেইরূপ কোনও প্রতিঘাতী দ্রব্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া (বাৎঃ ভাঃ)। ব্যূহ-অর্থ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসা; আকাশে তাহার অভাব আছে (বিঃবৃঃ)।

অসঙ্কর—১। ভেদ। (সঙ্কর=অভেদ) [উপধেয়সঙ্করেঽপ্যুপাধ্যসঙ্করাৎ অনুঃ চিঃ দীঃ] যে স্থলে একই হেতুতে অনেক দোষ (হেত্বাভাস) আছে সেইস্থলে তত্তৎদোষযুক্ত হেতুটি (দুষ্টহেতু) অভিন্ন হইলেও দোষগুলি (বাধ, ব্যভিচার ইত্যাদি হেত্বাভাস) ভিন্ন ভিন্ন। ২। অমিশ্রণ (সঙ্কর =মিশ্রণ)

অসদ্ধেতু—১। যে হেতুতে ব্যাপ্তি বা পক্ষধর্মতা নাই। যেমন—'হ্রদঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এইস্থলে ধূমহেতুতে পক্ষধর্মতা (পক্ষে বর্তমানতা) নাই, অতএব তাহা অসদ্ধেতু। 'হ্রদঃ বহ্নিমান্ দ্রব্যত্বাৎ'—এইস্থলে দ্রব্যত্বহেতুতে পক্ষধর্মতা থাকিলেও সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকায় তাহা অসদ্ধেতু। ২। ব্যাপ্তিনিরূপণপ্রসঙ্গে যে অসদ্ধেতুর কথা বলা হইয়াছে তাহার লক্ষণ অন্যরূপ। (স্বাধিকরণত্বাব্যাপকসাধ্যাধিকরণতাকত্বম্ অসদ্ধেতুত্বম্) সাধ্যাধিকরণতা হেত্বধিকরণতার ব্যাপক না হইলে সেই হেতুকে অসদ্ধেতু বলা হয়। যেমন, 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই ধূমসাধ্যক অনুমিতিস্থলে বহ্নি অসদ্ধেতু। কেননা, হেত্বধিকরণতার ব্যাপক সাধ্যাধিকরণতা হয় নাই, অয়োগোলকে বহ্ন্যধিকরণতা থাকিলেও ধূমাধিকরণতা নাই।

অসমবায়িকারণ — সমবায়িকারণে সম্বন্ধযুক্ত কারণবিশেষ। "অবধৃতসামর্থ্যসমবায়িকারণপ্রত্যাসন্নমসমবায়িকারণম্" (সঃ পঃ পৃঃ ৮৫) যাহা কার্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি বা কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি দ্বারা সমবায়িকারণে সম্বন্ধ, তাহা অসমবায়িকারণ। কার্যের সহিত একই অর্থে সমবায়সম্বন্ধে থাকা=কার্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি। যেমন ঘটকার্যের প্রতি কপালদ্বয়সংযোগ অসমবায়িকারণ, এই কপালদ্বয়সংযোগ সমবায়িকারণে (কপালে) ঘটকার্যের সহিত সমবায়সম্বন্ধে আছে। কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি—কারণের সহিত একই বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকা। যেমন—ঘটরূপের অসমবায়িকারণ —কপালরূপ। এইস্থলে কার্য— ঘটরূপ, তাহার কারণ—ঘট, এই ঘটের (কারণের) সহিত একই বস্তুতে (কপালে) কপালের রূপ সমবায়সম্বন্ধে আছে। ইহা অসমবায়িকারণের সামান্য লক্ষণ। এই লক্ষণে 'আত্মবিশেষগুণভিন্নত্বে সতি' এই বিশেষণ দিতে হইবে, যেহেতু আত্মার বিশেষ গুণ (জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাখ্যসংস্কার) কখনো অসমবায়িকারণ হয় না। বিশেষ লক্ষণ—কার্যৈকার্থপ্রত্যাসত্ত্যা (সমবায় সম্বন্ধেন) ঘটসমবায়িকারণে প্রত্যাসন্নং কারণং ঘটাসমবায়িকারণম্। কারণৈ-

কার্থপ্রত্যাসত্ত্যা (স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধেন) ঘটরূপসমবায়িকারণে প্রত্যাসন্নং কারণং ঘটরূপাসমবায়িকারণম্। অসমবায়িকারণের বিশেষ লক্ষণেও স্থলবিশেষে তত্তৎ পদার্থের ভেদ নিবেশ করিতে হইবে। যেমন পটের অসমবায়িকারণের লক্ষণে 'তুরীতন্তুসংযোগভিন্নত্বে সতি' এইরূপ নিবেশ করিতে হইবে, নতুবা পটের সমবায়িকারণ যে তন্তু, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে তুরীতন্তুসংযোগ থাকায়, তুরীতন্তুসংযোগে অতিব্যাপ্তি হয়। অসমবায়িকারণের কয়েকটি উদাহরণ — ঘটকার্যের প্রতি অসমবায়িকারণ — কপালদ্বয়সংযোগ। ঘটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ—কপালের রূপ। ঘটপরিমাণের প্রতি অসমবায়িকারণ—কপালের পরিমাণ। দ্ব্যণুকের প্রতি অসমবায়িকারণ—পরমাণুদ্বয়সংযোগ। দ্ব্যণুকপরিমাণের প্রতি অসমবায়িকারণ — পরমাণুগত দ্বিত্ব সংখ্যা। দ্বিত্বাদিসংখ্যার প্রতি অসমবায়িকারণ—সমবায়িকারণগত অনেক একত্বসংখ্যা। দ্বিপৃথক্ত্বাদির প্রতি অসমবায়িকারণ—স্বাশ্রয়সমবেত অনেক একপৃথক্ত্ব। সুখাদি ও জ্ঞানাদির প্রতি অসমবায়িকারণ—আত্মমনঃসংযোগ। আদ্য পতনক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ—গুরুত্ব। দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ—বেগ। স্পন্দন—ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ—দ্রবত্ব। কর্মজ সংযোগের প্রতি অসমবায়িকারণ-সমবায়িকারণগত কর্ম। সংযোগজসংযোগের প্রতি অসমবায়িকারণ—সংযোগ।

[অসমবায়িকারণং দ্রব্যকর্মণোঃ সংযোগ এব, গুণস্য তু অসমবায়িকারণং ক্বচিৎ সমানজাতীয়ং ক্বচিদসমানজাতীয়ং গুণান্তরম্, ক্বচিৎ কর্ম। অর্থাৎ —দ্রব্য ও কর্মের অসমবায়িকারণ—সংযোগই হয়। গুণের অসমবায়িকারণ ক্বচিৎ সমানজাতীয় গুণান্তর, যেমন অপাকজরূপাদির প্রতি রূপাদি; ক্বচিৎ অসমানজাতীয় গুণান্তর, যেমন পাকজরূপাদির প্রতি তেজঃ সংযোগ, এবং ক্বচিৎ কর্ম হয়, যেমন সংযোগাদির প্রতি। সঃ পঃ পৃঃ ৮৮]

অসমানজাত্যারম্ভক—[প্রঃ ভাঃ পৃঃ ২৪০] যে সকল পদার্থ সমানজাতীয় নহে তাহাদের জনক। যথা, সুখ অসমানজাতীয় ইচ্ছার কারণ; দুঃখ অসমানজাতীয় দ্বেষের কারণ। সেইরূপ ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রযত্নের কারণ। প্রযত্ন আবার অসমান জাতীয় কর্ম বা চেষ্টার কারণ।

অসমাহিতান্তঃকরণ—[বৈঃ সূঃ ৭।১।১৩] যে-সকল যোগী সর্বজ্ঞ না হওয়াতে ধ্যান করিয়াই কেবল বিষয় সকল জানিতে পারেন, সেই 'যুঞ্জান' যোগিদিগকে 'অসমাহিতান্তঃকরণ' বলা হয়।

অসম্ভব—(যাহা সম্ভব নহে) কোনও লক্ষ্যেই লক্ষণের সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে 'অসম্ভব' বলা হয়। ইহা লক্ষণের অন্যতম দোষ। "লক্ষ্যমাত্রাবর্তনম্ অসম্ভবঃ" (তর্কসংগ্রহদীপিকা)। যেমন – একশফত্বং গোত্বম্ - যাহার একটি শফ (ক্ষুর) তাহাই গরু। এইরূপ লক্ষণ হইতে পারে না, যেহেতু একশফত্বরূপ ধর্ম (অর্থাৎ লক্ষণ) কোনো গরুতেই নাই, (অশ্বাদিতেই আছে) অতএব এইরূপ লক্ষণ কোনো লক্ষ্যে সম্ভব না হওয়ায় 'অসম্ভব'দোষ হইল। (অসম্ভবের দূষকতা) যে লক্ষণে অসম্ভবদোষ আছে সেই লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্যে ইতরভেদের অনুমান করিলে তাহাতে 'স্বরূপাসিদ্ধিনামক হেত্বাভাস হইবে (পক্ষে হেতোরভাবঃ স্বরূপাসিদ্ধিঃ)। যেমন—গৌঃ ইতরভিন্না একশফত্বাৎ—এইস্থলে কোনও পক্ষে (লক্ষ্যে) একশফত্বরূপ হেতু নাই, অতএব স্বরূপাসিদ্ধি। এইভাবে 'বিরোধ' নামক হেত্বাভাসও হইবে (হেতুতে সাধ্যাভাবব্যাপ্যত্ব অথবা সাধ্যাসামানাধিকরণ্য থাকিলে 'বিরোধ' হয়)। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব—এই তিনটি লক্ষণের দোষ। অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে অসম্ভব দোষের বৈশিষ্ট্য এই যে, লক্ষণে কোনও বিশেষণের নিবেশ করিয়া অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ বারণ করা যায়, কিন্তু অসম্ভব দোষ হইলে লক্ষণের উত্থানই হইতে পারে না, কোনও বিশেষণের দ্বারা তাহার বারণের সম্ভাবনা নাই।

অসাময়িক—[আঃ বিঃ—১; পৃঃ ১৬৪ চৌঃ] যাহা

স্বময় অর্থাৎ শক্তি বা শক্তিগ্রহের দ্বারা লভ্য নহে। যথা, বৌদ্ধসম্মত স্বলক্ষণ। নাম, জাত্যাদিবর্জিত বস্তুই তন্মতে স্বলক্ষণ।

অসংসার—[কুঃ ১।১৪] সংসারের অনুৎপত্তি বা অভাব (ইহা একটি অনিষ্টপ্রসঙ্গ, বা অনভিলষিত বিষয়ের আপত্তি; যেহেতু সংসার বা বন্ধনদশা প্রত্যক্ষসিদ্ধ)।

অসিদ্ধ—অসিদ্ধিদোষযুক্ত হেত্বাভাস। অসিদ্ধি তিনপ্রকার—আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। (ক) পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম পক্ষে না থাকিলে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হয়। নামান্তর—পক্ষাসিদ্ধি। যেমন—কাঞ্চনময়ঃ পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এইস্থলে কাঞ্চনময়ত্বরূপ ধর্ম পক্ষে (পর্বতে) না থাকায় আশ্রয়াসিদ্ধিদোষ হইয়াছে, অতএব হেতুটি আশ্রয়াসিদ্ধ। (খ) হেত্বভাববৎ পক্ষ অর্থাৎ পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধিদোষ হয়। যেমন—হ্রদঃ দ্রব্যং ধূমাৎ (হ্রদ-পক্ষ, দ্রব্যত্ব-সাধ্য, ধূম-হেতু) এইস্থলে হ্রদরূপ পক্ষে ধূম না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধিদোষ হইয়াছে, অতএব হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ। পক্ষের অন্তর্গত কোনো স্থলে হেতু আছে এবং কোনো স্থলে হেতু নাই—এইরূপ হইলে তাহাকে 'ভাগাসিদ্ধি' দোষ বলা হয়। ইহা স্বরূপাসিদ্ধিরই অন্তর্গত। যেমন ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ (ক্ষিতি-পক্ষ, সকর্তৃকত্ব সাধ্য, কার্যত্ব-হেতু) এই অনুমানে সকলক্ষিতিতে হেতু নাই, ঘটাদিরূপক্ষিতিতে কার্যত্বহেতু থাকিলেও পরমাণুরূপক্ষিতিতে কার্যত্বহেতু না থাকায় ভাগাসিদ্ধিদোষ ঘটিয়াছে। (গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি—হেতু ব্যর্থবিশেষণ-ঘটিত হইলে 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হয়। যেমন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ বা প্রমেয়ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে। সাধ্যাসিদ্ধি, হেত্বসিদ্ধি প্রভৃতি দোষও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির অন্তর্গত। সাধ্যে সাধ্যতাবচ্ছেদক না থাকিলে সাধ্যাসিদ্ধি হয়। যেমন—'পর্বতঃ কাঞ্চনময়বহ্নিমান্' ইত্যাদি স্থলে বহ্নিতে কাঞ্চনময়ত্ব না থাকায় 'সাধ্যাসিদ্ধি'। পর্বতঃ বহ্নিমান্ কাঞ্চনময়ধূমাৎ—হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদক (কাঞ্চনময়ত্ব) না থাকায় 'হেত্বসিদ্ধি' হইয়াছে। 'পর্বতঃ গুণীয়সংযোগেন বহ্নিমান্' ইত্যাদিস্থলে গুণীয়সংযোগরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় 'সাধ্যসম্বন্ধাসিদ্ধি' দোষ হইয়াছে। ইহারা 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' নামক অসিদ্ধিদোষের অন্তর্গত।

অস্তিত্ব—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ৪১] স্বরূপবত্ত্ব; ভাবত্ব। (ন্যায়মতে) বিধিমুখে অর্থাৎ ভাবরূপে প্রত্যয়ের বিষয় হওয়া;—ইহা ছয়প্রকার ভাবপদার্থের (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়) সাধর্ম্য—সমান ধর্ম। সত্তারূপ পরা জাতি বা পরসামান্যের সমবায় বা সামানাধিকরণ্য থাকাই অস্তিত্ব। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তার সমবায় থাকে, সামান্য, বিশেষ ওসমবায়ে সত্তার সমবায় থাকিতে পারে না, উহাতে সত্তার সামানাধিকরণ্য থাকে, অর্থাৎ যে দ্রব্যে সামান্য, বিশেষও সমবায় আশ্রিত থাকে, তাহাতে সত্তার সমবায় থাকাতে সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে সামান্যাদিতে সত্তা বা অস্তিত্ব থাকায় সামান্য, বিশেষ, সমবায়েও 'সৎ'—এই বুদ্ধি, বা অস্তিত্ববুদ্ধি হইয়া থাকে। বৈশেষিকমতে অভাবে সংবুদ্ধি ভ্রান্ত,সংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে। (বেদান্ত মতে) সৎস্বরূপতা; সদ্‌ব্রহ্মে তদতিরিক্ত সকল পদার্থ কল্পিত বলিয়া অধিষ্ঠানের সত্তাবশতঃ অলীক বন্ধ্যাপুত্রাদি-ব্যতিরিক্ত সকল পদার্থই সত্তা বা অস্তিত্ব লাভ করে, এবং 'সৎ' বলিয়া বোধ হয়।

অস্বরস স্বরস=স্বীয় রুচি বা সম্মতি। অস্বরস অরুচি বা অসম্মতি। গ্রন্থকারগণ অনেকস্থলে এইরূপ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন যাহাতে তাঁহাদের নিজের পূর্ণ সমর্থন নাই। এইরূপস্থলে 'অস্বরস' শব্দের ব্যবহার হয় (বিধিবাদ মাথুরী, পৃঃ ৩৬)।

অহংকার—অহম্ 'এই জ্ঞান' [অহংকারস্তাশ্রয়োঽয়ং মনোমাত্রস্য গোচরঃ। ভাঃ পঃ,]

অহংকারনিবৃত্তি—[ন্যাঃ সূঃ ৪।২।১] 'অহমস্মি' 'আমি' এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহই অহংকার। অর্থাৎ, অনাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে 'আমি' বলিয়া দর্শনকারীর যে মিথ্যাদৃষ্টি বা মোহ তাহা অহংকার। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ দেহাদিকে অনাত্মা বলিয়া জ্ঞান হইলে ঐ মিথ্যাজ্ঞান-

রূপ অহংকারের নিবৃত্তি বা বিনাশ হয়। (বাৎঃ ভাঃ)।

অহেতুসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ—৫।১।১৮] অহেতুর সহিত সাধর্ম্যদ্বারা যে প্রত্যবস্থান বা বিরোধ। তিনকালেই হেতু সিদ্ধ হয় না বলিয়া হেতুটি অহেতুর তুল্য বলিয়া যে দোষারোপ বা বিরোধ। অর্থাৎ,—হেতু (কারণ বা সাধন) কার্যের বা সাধ্যের পূর্ববর্তী হইতে পারে না; কারণ, তখন কার্য বা সাধ্য না থাকাতে কাহার কারণ বা সাধন হইবে? সমকালীনও হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে কে কারণ (বা সাধন) আর কে কার্য (বা সাধ্য) তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। আবার, কারণ (বা সাধন) কার্যের (বা সাধ্যের) পরবর্তীও হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলেও সে কারণ (বা সাধন) বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব হেতু (কারণ বা সাধন) অহেতুর তুল্য হওয়াতে—এইরূপ অহেতুসাধর্ম্য দেখাইয়া যে বিরোধ তাহাই অহেতুসমা জাতি।

অংশতোবাধ অংশতঃ=কোনো কোনো পক্ষে (পক্ষের অন্তর্গত কোনো কোনো বস্তুতে) বাধ = সাধ্যের অভাব। (পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন সাধ্যস্যাভাবঃ) অনুমিতিস্থলে পক্ষের অন্তর্গত কোনো বস্তুতে যদি সাধ্যের অভাব নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অংশতোবাধ বলা হয়। যেমন—ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ এইস্থলে ক্ষিতিত্বাবচ্ছেদে (ক্ষিতিসামান্যে) সকর্তৃকত্ব সাধ্য হইলে 'অংশতঃ বাধ' রূপ হেত্বাভাস হইবে, যেহেতু পরমাণুরূপ ক্ষিতিতে সকর্তৃকত্ব নাই।

আ

আকাঙ্ক্ষা— যে পদ না থাকিলে যে পদ তত্তৎ-অর্থবোধের জনক হয় না সেইপদের সহিত সেই-পদের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা আনুপূর্বী-স্বরূপ। যেমন—ঘটকর্মতাবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি 'ঘটম্' এই 'ঘকারোত্তর অকারোত্তর টকারোত্তর অকারোত্তর মকারত্ব'রূপ (ঘ্+অ+ট্+অ+ম্) আনুপূর্বীর জ্ঞান কারণ, এবং আনয়-নানুকূলকৃতিবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি 'আনয়' এইআনুপূর্বীজ্ঞান (আ+ন+অ+য়+অ) কারণ। এইরূপ আনুপূর্বী না থাকায় 'ঘটঃ কর্মত্বম্' 'আনয়নং কৃতিঃ' এইরূপ বাক্য হইতে ঘটনিষ্ঠকর্মতা বা আনয়নানুকূলকৃতিরূপ অর্থের বোধ হইবে না। অনেকের মতে 'সমভিব্যাহৃতপদস্মারিত পদার্থ-জিজ্ঞাসা'ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন 'ঘটম্' ইত্যাদি কারকপদের শ্রবণের পর পশ্চ বা আনয় ইত্যাদি ক্রিয়াপদার্থের জিজ্ঞাসা হয় এবং 'আনয়' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ শ্রবণ করিলে 'ঘটম্, পটম্ বা' ইত্যাদি কারকপদার্থের জিজ্ঞাসা হয়। এই জিজ্ঞাসাই আকাঙ্ক্ষা। ইহাদের মতে আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ নহে, আকাঙ্ক্ষাই কারণ (ন্যাঃ কুঃ ৩।১৩)।

আকার—অভিলাপ। ন্যায়শাস্ত্রে অনেকস্থলে 'ঘট ইত্যাকারকং জ্ঞানম্' 'পর্বতো বহ্নিমান্ ইত্যা-কারানুমিতিঃ' এইভাবে আকার শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ='ঘটঃ' এইরূপ আকার যাহার তাদৃশ জ্ঞান। যদিও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে জ্ঞানের আকার স্বীকার করা হয় এবং সাংখ্য বেদান্তমতে বৃত্তিজ্ঞানের আকার স্বীকার করা হয়, কিন্তু ন্যায়মতে জ্ঞান নিরাকার। 'বিষয়' অর্থেও 'আকার' শব্দের প্রয়োগ স্বীকার করা যায় না, তাহা হইলে 'ঘটবিষয়কং জ্ঞানম্' এইরূপ ব্যবহার হইত। বস্তুতঃ 'ঘটঃ ইত্যাকারকং জ্ঞানম্' এই-ভাবে ইতিশব্দযুক্ত ব্যবহার হয়। অতএব ন্যায়-বৈশেষিকমতে 'আকার' শব্দের অর্থ—অভিলাপ। 'ঘটঃ' এই পদের দ্বারা যাহার অভিলাপ হয় সেই-রূপ জ্ঞানকে 'ঘট ইত্যাকার জ্ঞান' বলা হয়।

আকাশ— নবদ্রব্যের অন্যতমদ্রব্য এবং পঞ্চ-ভূতের অন্যতম ভূত। 'শব্দগুণকমাকাশম্' (সপ্তঃ পঃ) অর্থাৎ, শব্দগুণের আশ্রয় বা শব্দগুণের সমবায়ি-কারণ আকাশ— এইরূপ আকাশের লক্ষণ। 'শব্দ' বিশেষগুণের আশ্রয়রূপে আকাশ অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ। রূপাভাবহেতু আকাশের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি আকাশের

ঔপাধিকভেদের ব্যবহার হয়।

আকৃতি—১। অবয়বসংস্থানবিশেষ (অবয়ব সংযোগ) । জাতিবিশেষবদবয়বসংযোগরূপাকৃতি-রূপি পদশক্যা। তত্ত্বচিঃ শব্দঃ পৃঃ ৫৮৯] ২। 'আক্রিয়তে অনেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রযোজক জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধকেও 'আকৃতি' বলা হয়। ['ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ'- (ন্যা. সূ ২।২।৬৪) 'সৌত্রমা-কৃতিপদং ন সংস্থানপরং, পরন্তু করণব্যুৎপত্ত্যা আকারনিরূপকার্থকং জাতিব্যক্ত্যোঃ সংসর্গপরমেব' —(শঃ প্রঃ পৃঃ ১৩২)]

আক্ষেপ—১। অনুমান বা অর্থাপত্তি।। গবাদি-কর্মতাকত্বেন বোধস্তূত্তরকালমাক্ষেপাৎ'।—শঃ প্রঃ পৃঃ ৮১] ভট্টমীমাংসকমতে জাতিতে পদের শক্তি স্বীকার করিলেও অনুমানের দ্বারা ব্যক্তির বোধ স্বীকার করা হইয়াছে। (ব্যক্তি আক্ষেপলভ্য)। ২। পূর্বমতে দোষ উদ্ভাবন (অসম্ভাবনা প্রদর্শন)।

আক্ষেপপ্রতিক্ষেপ—[আ.বি.—১; পৃঃ ৮, চৌঃ] ১। সংগ্রহ ও ব্যবচ্ছেদ।...বিরোধহেতু পদার্থের ভেদ সিদ্ধ হয়। সেই বিরোধ যেমন গোত্ব অশ্বত্বের ন্যায় পরস্পর অসামানাধিকরণ্যের দ্বারা বা ব্যাবর্ত্যের প্রতিক্ষেপের (ব্যবচ্ছেদের) দ্বারা হইতে পারে, তেমনি বৃক্ষত্ব ও শিংশপাত্ব—এই দুই ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন ধর্মের ন্যায় আক্ষেপ (বৃক্ষত্বের দ্বারা পনসাদির সংগ্রহ) ও প্রতিক্ষেপের (শিংশপাত্বের দ্বারা পনসাদির ব্যবচ্ছেদ) দ্বারাও হইতে পারে। ইহার দ্বারাও বৃক্ষত্ব ও শিংশপাত্বের ভেদ সিদ্ধ হয়। কুশূলস্থবীজ ও ক্ষেত্রস্থ বীজের সেইরূপ কোনও প্রকার বিরোধ না থাকাতে ভেদও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বৌদ্ধগণের অভি-মত ক্ষণিকত্বও সিদ্ধ হয় না। ২। পূর্বোক্ত আক্ষেপের নিরাস।

আখ্যাত—[কুঃ ৫।১০] তি, তস্ প্রভৃতি দশ-লকার, অর্থাৎ-তি, তস্ প্রভৃতি প্রত্যয়সকল যাহা ধাতুর সহিত প্রযুক্ত হয় তাহারই সংজ্ঞা। কৃতি বা কৃতির আশ্রয় কর্তাই আখ্যাতের অর্থ। ভট্টমীমাংসকমতে ক্রিয়াজনক ব্যাপারই (আর্থী ভাবনা = পুরুষের আত্মাশ্রিত প্রযত্নই) আখ্যাতের অর্থ। শাব্দিকমতে কর্তা ও কর্ম উভয়ই আখ্যা-তার্থ। আখ্যাতের দ্বারা কর্তা বা কর্মের সংখ্যাও প্রকাশিত হয়।

আগম—(১) বেদশাস্ত্র; বেদমূলক স্মৃত্যাদিশাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্র; যথা, শাক্তাগম, শৈবাগম। (২) শাব্দ-বোধ, শব্দপ্রমাণ—(সাংখ্য পাতঞ্জলে)। (২) স্বত্ব-হেতু ক্রয় প্রভৃতি—(ব্যবহারশাস্ত্রে)। (৩) উৎ-পত্তি। যথা, আগমাপায়ী = উৎপত্তিবিনাশবান্। (৪) ব্যাকরণে—'ইট্'—আগম, ইত্যাদি।

আজানিক—নিত্য (যাহার জনি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই)। [আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ। নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে ॥ —শব্দঃ, প্রঃ, পৃঃ ১২৪ বাক্য-পঃ।] (নাস্তি জনিঃ (জন্ম) যস্য স অজনিঃ, অজনিরেব আজানিকঃ স্বার্থে ঠিকঃ)।

আত্মকর্ম—[বৈঃ, সূঃ ৬।২।১৬] শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামক আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন বা উপায়কে আত্মকর্ম কহে।

আত্মনিষ্ঠ প্রত্যাসত্তি—যে সম্বন্ধে কার্য ও কারণ আত্মাতে থাকে। কার্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্য ও কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কারণ যদি আত্মাতে থাকে, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধকে 'আত্মনিষ্ঠ-প্রত্যাসত্তি' বলা হয়। যেমন—সমবায় সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতি সমবায় সম্বন্ধে পরামর্শ কারণ। এইস্থলে সমবায় আত্মনিষ্ঠপ্রত্যাসত্তি।

আত্মসংস্কার—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।২।৪৬] অধর্মের হানি ও ধর্মের উপচয় বা অর্জন। (যম ও নিয়ম-রূপ যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মসংস্কার সম্পা-দিত হয়)।

আত্মা—(অত + মনিণ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৯, ১।১।১০] ১। চেতন। চৈতন্যের (জ্ঞানের) আশ্রয়। অত ধাতু গমনার্থক এবং গমনার্থক ধাতুমাত্রই জ্ঞানার্থক (সর্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থকাঃ) অতএব 'আত্মন্' শব্দের অর্থ জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা। এই জন্য বলা হয়—'জ্ঞানাধিকরণম্ আত্মা। কিন্তু সুষুপ্তিকালে এবং মুক্তিকালে আত্মাতে জ্ঞান থাকে

না, অতএব 'প্রতিযোগিব্যধিকরণজ্ঞানাভাবানধিকরণত্বম্' এইভাবে আত্মার লক্ষণ বলিতে হইবে। ঘটাদি বস্তুতে কখনো জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অতএব তাহারা প্রতিযোগিব্যধিকরণ জ্ঞানাভাবের অধিকরণ। কিন্তু আত্মাতে অবস্থাবিশেষে জ্ঞান না থাকিলেও অন্য সময়ে জ্ঞান থাকে, অতএব তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ-জ্ঞানাভাবের অধিকরণ না হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইল। অথবা "আত্মত্বজাতিমত্ত্বম্" এইরূপ লক্ষণও হইতে পারে (যাহাতে আত্মত্ব জাতি আছে তাহাই আত্মা)। তবে সুখদুঃখাদির সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ আত্মত্বজাতি পরমাত্মাতে (ঈশ্বরে) থাকিতে পারে না, ইহা অনেকের মত। জীবাত্মা অনেক, নিত্য, বিভু, চৈতন্যের আধার, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্যসংস্কার, ধর্ম, অধর্ম—এই চতুর্দশগুণযুক্ত। যোগ্য-বিশেষগুণযুক্তরূপেই আত্মার প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ 'অহং জানামি' 'অহং সুখী' 'অহং দুঃখী' এইভাবেই আত্মার প্রত্যক্ষ হয়, কেবল আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। আত্মার কেবল মানসপ্রত্যক্ষই হয়, রূপ না থাকায় চাক্ষুষ বা ত্বাচ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ('মনোমাত্রস্য গোচরঃ,—ভাঃ, পঃ, ৫০ শ্লোঃ) ('অধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ', ভাঃ পঃ ৪৯ শ্লোঃ) ইহা নৈয়ায়িকগণের মত। বৈশেষিকদর্শনের মতে আত্মার মানসপ্রত্যক্ষও স্বীকার করা হয় না। আত্মা অনুমানগম্য। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা (ঈশ্বর)। জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, অতএব অসংখ্য। ঈশ্বর এক। জীবাত্মা বিভু (সর্বব্যাপী) হইলেও শরীরাবচ্ছেদেই (কর্মফলে লব্ধ স্ব স্ব শরীরাবচ্ছেদে) তাহাতে জ্ঞান, সুখাদির উৎপত্তি হয়, অন্যত্র হয় না। পরমাত্মাতে (ঈশ্বরে) সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন; এই ৮টি গুণ থাকে। ১। বৈশেষিকমতে আত্মা অনুমেয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না; ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য। ২। সমবায়সম্বন্ধে জন্যজ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়; নব্যন্যায়মতে জ্ঞানসুখাদি বিশেষগুণের আশ্রয়রূপে অহংপদবাচ্য আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। ৩। নির্লিপ্ত, নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপ অকর্তা, আরোপিত বা আভিমানিক ভোক্তা, বিভু ও সর্বশরীরে বিভিন্ন, সকল চিত্তবৃত্তির সাক্ষী (সাংখ্য-পাতঞ্জল) ৪। স্বরূপতঃ নির্বিকার, নির্গুণ, অকর্তা, অভোক্তা, অদ্বিতীয় হইয়াও অন্তঃকরণোপাধিযোগে জলসূর্যন্যায়ে বহু ও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান; অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন বা অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য (অদ্বৈতবেদান্ত)। ৫। ক্ষণিকচিত্ত বা ক্ষণিকবিজ্ঞানধারা (সাধারণ বৌদ্ধ); চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তশূন্যই আত্মা (শূন্যবাদী বৌদ্ধ) ৬। চতুর্ভূতের মেলন হইতে জাত চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা (চার্বাক)। ৭। চৈতন্যগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ স্বাভাবিকজ্ঞানগুণবিশিষ্ট দেহপরিমাণ পদার্থ (জৈন)। ৮। নিত্য, কর্তা, ভোক্তা অনুপরিমাণ চৈতন্যগুণক ও চৈতন্যস্বভাব (রামানুজাদি বৈষ্ণব)। ৯। স্বরূপ। যেমন—ঘটাত্মক পটাত্মক ইত্যাদি স্থলে।

আত্মাশ্রয়— স্ব স্বাপেক্ষ হইলে অর্থাৎ নিজে নিজকে অপেক্ষা করিলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয় তাহাই আত্মাশ্রয়। ইহা তর্কবিশেষ। [স্বস্য স্বাপেক্ষিত্বে অনিষ্টপ্রসঙ্গঃ—আত্মাশ্রয়ঃ।— ন্যায়সূত্র বৃত্তি ১।১।৪০ সূঃ]। উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তিকে অবলম্বন করিয়া আত্মাশ্রয় তিন প্রকার হয়। (ক উৎপত্তিতে আত্মাশ্রয়—'যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটজন্যঃ স্যাৎ তদা এতদ্ ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্তী ন স্যাৎ' ইত্যাদি। (খ) স্থিতিতে আত্মাশ্রয়—যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটবৃত্তিঃ স্যাৎ তদা এতদ্ ঘটব্যাপ্যো ন স্যাৎ।' ইত্যাদি। (গ) জ্ঞপ্তিতে (জ্ঞানে) আত্মাশ্রয়- 'যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটজ্ঞানাভিন্নঃ স্যাৎ তদা জ্ঞানসামগ্রীজন্যঃ স্যাৎ' ইত্যাদি।

আত্মাবয়বী— (আদ্য = প্রথম + অবয়বী) যে দ্রব্যের অবয়ব অবয়বী নহে। যেমন—দ্ব্যণুক। দ্ব্যণুক স্বয়ং অবয়বী হইলেও তাহার অবয়ব যে পরমাণুদ্বয়, তাহারা অবয়বী নহে (নিরবয়ব)।

আধুনিক লক্ষণা—ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছামূলক লক্ষণা। যেমন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন অর্থে পটশব্দের প্রয়োগ হইলে সেইস্থলে আধুনিক লক্ষণা। [স্বাদি-তাৎপর্যমূলকতদ্ধর্মাবচ্ছিন্নবিষয়কশাব্দবোধজনিকা লক্ষণা তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নে আধুনিকী।—শঃ প্রঃ টীঃ পৃঃ ১৫৫]

আনুপূর্বী—পৌর্বাপর্যভাবে বর্ণের বিন্যাস। পূর্ব-পূর্ববর্ণবিশিষ্ট চরমবর্ণত্বই আনুপূর্বী। আনুপূর্বী পদ ও বাক্যের ধর্ম। আনুপূর্বীর ভেদে পদ ও বাক্যের ভেদ হয়। যেমন—ঘট পদে (ঘ, অ' ট, অ) 'ঘকারোত্তর অকারোত্তর টকারোত্তর অকারত্ব' রূপ আনুপূর্বী আছে। 'সকল' ও 'কলস' এই দুইটি পদে অন্তর্গত বর্ণগুলি একই (ক, অ, ল, অ, স, অ) কিন্তু তাহাদের আনুপূর্বী এক নহে, অতএব আনুপূর্বীর ভেদ থাকায় ঐ দুইটি পদ ভিন্ন। এইভাবে 'ঘটম্' এই বাক্যে 'ঘকা-রোত্তর অকারোত্তর টকারোত্তর মকারত্ব'-রূপ আনুপূর্বী আছে। এইভাবে মহাবাক্যেরও আনু-পূর্বী আছে। যেমন ন্যায়বাক্যে—'প্রতিজ্ঞোত্তর-হেতূত্তর-উদাহরণোত্তর-উপনয়োত্তর-নিগমনত্ব' রূপ আনুপূর্বী। ন্যায়বাক্যের এইরূপ আনুপূর্বীকে 'উচিতানুপূর্বী' বলা হয়। (উচিতানুপূর্বীক-প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চসমুদায়ত্বং ন্যায়ত্বম্)।

আন্তর্গণিক—[ন্যা লী পৃঃ ১২ চৌঃ] অন্তর্গণে—অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত ঘটাদিপদার্থে, অবস্থিত = আন্তর্গণিক।

আন্বীক্ষকী—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১] ১। ন্যায়বিদ্যা; প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা ঈক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থের পুনরায় অন্বীক্ষা অর্থাৎ বিচারপূর্বক দর্শন এই অর্থে আন্বীক্ষিকী অর্থ ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র। তর্কশাস্ত্র। ২। 'অনু' অর্থাৎ শ্রবণের অনন্তর বিহিত যে ঈক্ষা অর্থাৎ মনন, তাহা অন্বীক্ষা। সেই অন্বীক্ষার (মননের) নির্বাহক যে শাস্ত্র অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যা তাহাই আন্বীক্ষিকী। (তত্ত্বচিঃ প্রত্যক্ষ খণ্ড, পৃঃ ১১৪) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ……' (বৃহদারণ্যক-উপঃ)

আপ্ত—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৭, আপ্তোপদেশ—ন্যাঃ সূঃ ১।১।৭] ১। যিনি বস্তুর ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন—তিনি আপ্ত। যথাদৃষ্ট অর্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ যে উপদেশ করে। যথার্থজ্ঞানবান্। এইরূপ আপ্তের উপদেশ বা বাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলা হয়। ঋষি, আর্য, ম্লেচ্ছ—যে কোনও যথার্থ বক্তার উপদেশ বা বাক্যই শব্দপ্রমাণ। ২। ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণা ইত্যাদি দোষরহিত ব্যক্তি। (ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবাদিদোষরহিতত্বম্ আপ্তত্বম্।) অথবা নিজ উচ্চারিত বাক্যার্থবিষয়ে যাহার যথার্থজ্ঞান আছে তিনি আপ্ত। [প্রকৃত-বাক্যার্থগোচর-যথার্থজ্ঞানবান্ আপ্তঃ।—ন্যাঃ সূঃ বৃত্তি ১।১।৭ শঃ প্রঃ ২২, পৃঃ। আপ্তস্তু যথার্থবক্তা। [তর্কসংগ্রহ,] অথবা—যে বস্তু যেরূপে অবস্থিত সেইরূপে সেইবস্তুকে যিনি জানেন এবং যিনি বস্তুকে যেভাবে দেখেন সেইভাবেই বলেন, তিনি আপ্ত। [যথাবস্থিতার্থদর্শী যথাদৃষ্টার্থবাদী আপ্তঃ।—তাঃ রঃ পৃঃ ৯৫]

আপ্তাভিপ্রায়—আপ্তের অভিপ্রায় অর্থাৎ ইচ্ছা। প্রকৃত বাক্যার্থবিষয়ে যাহার যথার্থজ্ঞান আছে তিনিই আপ্ত। অথবা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা), ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য) এই সকলদোষরহিত যে ব্যক্তি তিনিই আপ্ত। উদয়নাচার্যের মতে 'যজেত' ইত্যাদি স্থলে লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ আপ্তাভিপ্রায়। 'বিধির্বক্তুরভিপ্রায়ঃ…' (ন্যায়ঃ কুঃ ৫।১৪) তাঁহার মতে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ হইলেও তাহা বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ নহে। আপ্তাভিপ্রায়রূপ বিধির জ্ঞান হইলে (যজেত' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 'যাগঃ আপ্তাভিপ্রেতঃ' এইরূপ বোধ হইলে) তাহার দ্বারা ইষ্টসাধনতার অনুমান হইয়া যাগাদিতে প্রবৃত্তি হয়।

আপ্তোক্ত-যাহার বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থজ্ঞান আছে তাদৃশব্যক্তিকর্তৃক উচ্চারিত বাক্য। জরন্মী-মাংসকের মতে শাব্দবোধের প্রতি (বাক্যার্থবোধের প্রতি) আপ্তোক্তত্বনিশ্চয়কে কারণ স্বীকার করা হয়। নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। (শব্দঃ প্রঃ পৃঃ ২০)।

আভাস—[ন্যাঃ সূঃ বৃঃ ৫।২।২৩] একপ্রকার নিগ্রহস্থান ; নিরনুযোজ্যানুযোগনামক নিগ্রহস্থানের প্রকারবিশেষ। ব্যভিচারস্থলে তাহা না দেখাইয়া অসিদ্ধিদোষের আশঙ্কা করিলে—এই আভাসনামক নিগ্রহস্থান হয়। যথা, পর্বত ধূমবান্ বহ্নি(মত্ত্ব)হেতু—এইরূপ অনুমিতিস্থলে—বহ্নি(মত্ত্ব) (পর্বতে) স্বরূপাসিদ্ধ এই প্রকার আপত্তি।

আম্নায়—(আ-ম্না। ঘঞ্) [বৈঃ দঃ ১।১।৩] বেদ ; নিয়মপূর্বক গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সম্যক্‌রূপে পাঠ বা অভ্যাস।

আরম্ভ—(আ – রভ + ঘঞ্)[ন্যাঃ সূঃ -- ৩।২।৩৫] ১। সুখের সাধনকে পাইতে ইচ্ছুক জনের (আত্মার) সেই সাধনকে পাইবার জন্য যে সমীহাবিশেষ অর্থাৎ প্রযত্ন। আদ্য প্রচেষ্টা। ন্যাঃ সূঃ ১।১।১৭— (এই সূত্রে) চেষ্টা বা প্রযত্নের ফল ধর্ম ও অধর্ম। ২। আদ্যকৃতি (প্রাথমিক প্রযত্ন) [স্বসমানবিষয়কস্বসমবায়িসমবেতকৃতিধ্বংসাসমানকালীন - কৃতিঃ— আদ্যকৃতিঃ | যাহা নিজের সমানবিষয়ক অথচ নিজের সমবায়ীতে সমবেত যে কৃতি সেই কৃতির ধ্বংসের সমানকালীন নহে এইরূপ কৃতিকে আদ্যকৃতি বলা হয়। ৩। অসংকার্যের (অর্থাৎ যাহা উৎপত্তির পূর্বে থাকেনা তাহার) উৎপত্তি। ন্যায় প্রভৃতি দর্শনকে আরম্ভবাদী বলা হয়।

আরোহপরিণাহ—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ—১।১।২৩] উচ্চতা ও বিস্তার ; যথা, বৃক্ষাদির আরোহ ও পরিণাহ (পুরুষের সহিত সমানধর্ম হওয়াতে তদ্দর্শনে দূর হইতে বৃক্ষ না পুরুষ বলিয়া সংশয় হয়)।

আর্ষ—(জ্ঞান)—বৈশেষিকমতে একপ্রকারের বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান। শাস্ত্রকার ঋষিগণের অতীত, অনাগত বা বর্তমান অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ধর্মবিশেষজন্য যে প্রাতিভজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই আর্ষজ্ঞান। এই জ্ঞান প্রায়শঃ দেবতা ও ঋষিগণেরই হইয়া থাকে। কদাচিৎ লৌকিক মানুষেরও হইতে দেখা যায়। যথা, আমার কন্যকা (ছোটমেয়ে) বলিতেছে—'আগামীকাল আমার ভ্রাতা আসিবে'—(এবং সেইরূপই ঘটে।) ইহাই লৌকিক প্রাতিভজ্ঞান বা আর্ষজ্ঞান।

আলম্বন—১। অবলম্বন ; বিষয়। যথা জ্ঞানের আলম্বন ঘট, ধ্যানের আলম্বন বিষ্ণু ২। প্রতীক ; যথা ওঙ্কার ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ আলম্বন।

আলয়বিজ্ঞান—[আঃ বিঃ - ৪ ; পৃঃ ৩৪১ চৌঃ] অহংকারের আস্পদ (বিষয়) ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারা যাহা নীলপীতাদ্যাকার প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে অন্য তাহাই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে আলয়-বিজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। 'অহম্', 'অহম্'— ইত্যাকারক ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারা।

আলোচন—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ১০৪ ; প্রঃ ভাঃ পৃঃ ২৮৮] চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপরসাদি বিষয়ে (আত্মার) জ্ঞান। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ। সাংখ্যমতে – ইন্দ্রিয়ের রূপরসাদি বা ঘটাদি গ্রহণ ; আলোচন ইন্দ্রিয়েরই ব্যাপার। বাচস্পতিমিশ্রের মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচন=নির্বিকল্পকজ্ঞান হইলে মনের দ্বারা ইহা 'রক্তরূপ,' বা 'ঘট' এইরূপ সংকল্প বা বিকল্প (কল্পনা) হয়, পরে বুদ্ধি নিশ্চয় করে। বিজ্ঞানভিক্ষুমতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনেই সবিকল্পক অর্থাৎ 'ইহা ঘট' ইত্যাকারক জ্ঞান হইয়া থাকে।

আবাপোদ্বাপ—[আঃ বিঃ ৪ ; পৃঃ ৪১৫ চৌঃ] ১। যোগ ও বিয়োগ। (নানাপ্রকার গাছ-গাছড়ার যোগ ও বিয়োগ করিয়া মনুষ্যশরীরে প্রয়োগ পূর্বক তাহার ফলাফলনির্ণয় সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আয়ুর্বেদ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রণীত—ইহাই ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত ; সেই দৃষ্টান্তে বেদও ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া প্রমাণ।) ২। আবাপ=গ্রহণ বা যোগ, উদ্বাপ=বর্জন বা বিয়োগ। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি 'গাম্ আনয়' এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিয়া গরুকে আনিল। এই গরুর আনয়নরূপ কার্য দর্শন করিয়া পার্শ্বস্থিত বালক (যে শব্দার্থে অনভিজ্ঞ) অনুমান করিল যে— ঐ বাক্যের অর্থ 'গরুকে আন', নতুবা ঐ ব্যক্তি ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুকে আনিবে কেন।

কিন্তু বালক তখন বিশেষভাবে বুঝিতে পারিল না যে, কোন্ পদের অর্থ গরু এবং কোন্ পদের অর্থ আনয়ন। পরে কদাচিৎ 'অশ্বম্ আনয়' 'গাং বধান' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও ব্যক্তিকে ঘোড়াকে আনিতে এবং গরুকে বাঁধিতে দেখিতে পাইল। এই দুইটি বাক্যের মধ্যে একটি বাক্যে অশ্বপদের আবাপ ও গোপদের উদ্বাপ হওয়ায় এবং দ্বিতীয়বাক্যে 'বধান' পদের আবাপ ও 'আনয়' পদের উদ্বাপ হওয়ায় বুঝিতে পারিল যে গোপদের অর্থ—গরু, অশ্ব পদের অর্থ ঘোড়া, 'আনয়' পদের অর্থ 'আনয়ন কর' এবং 'বধান' পদের অর্থ—বন্ধন কর। (শঃ প্রঃ পৃঃ ১০৫)

আবির্ভাব—উৎপত্তি; অভিব্যক্তি, সংবেদন। সাংখ্যমতে=কারণে অনাগতরূপে বা শক্তিরূপে অবস্থিত কার্যেরই আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, পূর্বে অবিদ্যমানের আবির্ভাব হইতে পারে না।

আবৃত্তি— ১। [তৎস্থানস্থিতস্য পদস্যান্বয়ার্থং পুনরনুসন্ধানম্ আবৃত্তিঃ] একটি পদ একবার উল্লিখিত হইলেও কোনও পদান্তরের সহিত তাহার অন্বয়ের জন্য সেইপদের পুনঃকল্পনাকে 'আবৃত্তি' বলা হয়। ২। প্রত্যাবর্তন। (ন স পুনরাবর্ততে) ৩। কোনও বর্ণ, পদ বা বাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ।

আশয়—[ন্যাঃ কুঃ হঃ টীঃ—২।১ ; প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৯৬] ১। ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট, কর্মাবশেষ। 'আশেরতে ফলোৎপাদপর্যন্তমিত্যাশয়াঃ'—অর্থাৎ যাহা ফলের উৎপত্তি পর্যন্ত অবস্থান করে তাহাই আশয়। ইহা কর্মজন্য এবং সুখ দুঃখের হেতু। ২। জ্ঞানাবশেষ, বাসনা, সংস্কার ; উহা জ্ঞানজন্য ও স্মৃত্যাদির হেতু।

আসত্তি—১। পদদ্বয়ের সান্নিধ্য। যে পদের সহিত যে পদের অন্বয় হয় সেই পদদ্বয়ের অব্যবধানই আসত্তি। এইরূপ আসত্তির জ্ঞান শাব্দবোধের অন্যতম কারণ। অব্যবহিতভাবে দুইটি পদের উপস্থিতি (জ্ঞান) না হইলে পদার্থদ্বয়ের অন্বয়বোধ (শাব্দবোধ) হইবে না। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' 'দেবদত্তেন ভুক্তম্' এই দুইটি বাক্যে বহ্নিমান্ পদের অব্যবধানে 'পর্বতঃ' পদ থাকায় এবং 'দেবদত্তেন' পদের অব্যবধানে 'ভুক্তম্' পদ থাকায় আসত্তির জ্ঞান আছে, অতএব শাব্দবোধ হইবে। কিন্তু 'পর্বতঃ ভুক্তং বহ্নিমান্ দেবদত্তেন' এইরূপ স্থলে অন্বয়বোধ হইবে না, যেহেতু যাহার সহিত যাহার অন্বয় হইবে তাহাদের পরস্পর ব্যবধান রহিয়াছে, অতএব আসত্তি নাই। ২। কোন কোন স্থলে প্রত্যাসত্তি বা সম্বন্ধ অর্থেও 'আসত্তি' শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন—"আসত্তিরাশ্রয়াণাং তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে" "তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়ম্" (ভাঃ পঃ ১৮।৬৪ কা)।

আহার্যজ্ঞান—(বিপরীতনিশ্চয়কালীন আরোপ) বাধজ্ঞানকালীন ইচ্ছামূলক মানসপ্রত্যক্ষ। স্থানবিশেষে কোনও বস্তু 'নাই' জানিয়াও যদি তাহাতে ইচ্ছাপূর্বক সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে সেইরূপ প্রত্যক্ষকে 'আহার্যজ্ঞান' বলা হয়। যেমন—ঘটশূন্য স্থানে 'এখানে ঘট নাই' এইরূপ ঘটের বাধনিশ্চয় থাকিলেও যদি ইচ্ছাপূর্বক 'ঘট আছে' এইরূপ জ্ঞান করা হয়, তাহাকে আহার্যজ্ঞান বলা হইবে। আহার্যজ্ঞান দুই প্রকার, নিয়ত আহার্য ও অনিয়ত আহার্য। যে জ্ঞান সর্বদা আহার্যই হয় তাহা নিয়ত আহার্য। যেমন 'নির্বহ্নিঃ পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইজ্ঞান নিয়তাহার্য। কেননা এইরূপ জ্ঞান কখনো অনাহার্য হয়না। কিন্তু 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞান সাধারণতঃ অনাহার্য হইলেও কদাচিৎ আহার্য হয়।'পর্বতঃ নির্বহ্নিঃ' (পর্বতে বহ্নি নাই) এইরূপ বাধজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি ইচ্ছা পূর্বক 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইরূপ জ্ঞান হয় তাহা হইলে তাহা আহার্য হইবে। এইজন্য ইহাকে 'অনিয়তাহার্য' বলা হয়। নিয়তাহার্যের লক্ষণ—(ক) স্ববিরোধিধর্মধর্মিতাবচ্ছেদকক-স্বপ্রকারকজ্ঞানত্বম্। স্ব=জ্ঞানের প্রকারীভূত বস্তু। যে বস্তু জ্ঞানে প্রকার হইয়াছে তাহার বিরোধী ধর্ম ধর্মিতাবচ্ছেদক হইলে সেই জ্ঞান 'নিয়তাহার্য'। যেমন—'নির্বহ্নিঃ পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানে পর্বত বিশেষ্য বা ধর্মী। নির্বহ্নিত্ব (বহ্ন্যভাব) বিশেষ্যতাবচ্ছেদক বা ধর্মিতাবচ্ছেদক।

বহ্নি-প্রকার। এই জ্ঞানে বহ্নি প্রকার হইয়াছে এবং তাহার বিরোধী ধর্ম বহ্ন্যভাব ধর্মিতাবচ্ছেদক হইয়াছে, অতএব ইহা নিয়তাহার্য। (খ) স্ববিরুদ্ধধর্মাবচ্ছিন্নধর্মিতাবচ্ছেদকক স্বাবচ্ছিন্নপ্রকারক জ্ঞানও নিয়তাহার্য। যেমন 'ধূমব্যভিচারিবহ্নিমান্ ধূমব্যাপ্যবহ্নিমান্' এইরূপ জ্ঞান। এইস্থলে 'স্ব' = ধূমব্যাপ্যত্ব। তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম ধূমব্যভিচারিত্ব, তদবচ্ছিন্ন যে ধূমব্যভিচারী বহ্নি, তাহা ধর্মিতাবচ্ছেদক হইয়াছে এবং স্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ধূমব্যাপ্যত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি প্রকার হইয়াছে। (গ) 'স্ব'তে স্বাবৃত্তিত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারক জ্ঞান হইলে তাহাও নিয়তাহার্য। যেন—'পর্বতঃ পর্বতাবৃত্তিমান্' এইজ্ঞান পর্বতে পর্বতাবৃত্তিত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারক হওয়ায় নিয়তাহার্য।

ই

ইচ্ছা—(ইষ্ + শ + টাপ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১০] অভিলাষ; অপ্রাপ্তপ্রার্থনা। ইচ্ছাত্বসামান্যবিশিষ্ট প্রযত্নের অনুকূল আত্মার বিশেষগুণ; ইষ্টত্বজ্ঞান অথবা ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছা হইতে কৃতি বা প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। যে জাতীয় অর্থের সন্নিকর্ষের দ্বারা আত্মা সুখভোগ করে সেই জাতীয় অর্থ পুনরায় দেখিলে সেই অর্থের সুখসাধনতা স্মরণ বা অনুমান করিয়া সেই অর্থ পাইতে অভিলাষী হয়, বা ইচ্ছা করে। (বাৎঃ ভাঃ) কাম, স্নেহ, অভিলাষ, রাগ, তৃষ্ণা প্রভৃতি ইচ্ছারই প্রকারভেদ। ইচ্ছা দ্বিবিধ = ফলবিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী। সুখ ও দুঃখাভাবে ইচ্ছা ফলবিষয়িণী; তাহাতে সুখত্ব ও দুঃখাভাবত্বের জ্ঞানই কারণ। আর উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্ট- (সুখ-দুঃখাভাব) সাধনতাজ্ঞান কারণ। ইচ্ছা সবিষয়ক ও মানসপ্রত্যক্ষগম্য।……কোনো কোনো ইচ্ছা বিশেষ বিশেষ নামে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মৈথুনেচ্ছা = কাম। ভোজনেচ্ছা—অভিলাষ। পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগেচ্ছা—রাগ। ভাবিবস্তু সম্পাদনের ইচ্ছা—সঙ্কল্প। নিঃস্বার্থভাবে পরদুঃখপ্রহানেচ্ছা—দয়া বা করুণা। অনিত্যত্বাদি দোষদর্শনবশতঃ বিষয়ত্যাগেচ্ছা—বৈরাগ্য। পরবঞ্চনেচ্ছা—কাপট্য। নিগূঢ় ইচ্ছা—ভাব বা আশয়।

ইতরভেদানুমিতি—একটি বস্তু যে ইতর অর্থাৎ অন্যবস্তু হইতে ভিন্ন তাহার অনুমান। যে বস্তুর যাহা লক্ষণ (অসাধারণ ধর্ম) তাহার দ্বারাই তাহাতে অন্যবস্তুর ভেদ অনুমিত হয়। এইজন্যই লক্ষণকে ইতরভেদানুমাপক বলা হয়। যেমন—পৃথিবী ইতরভিন্না, গন্ধবত্ত্বাৎ। (পৃথিবী পৃথিবীব্যতিরিক্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহা গন্ধবতী। যাহা পৃথিবীব্যতিরিক্ত (অন্য) বস্তু তাহাতে গন্ধবত্তা থাকে না, যেমন—জলাদি।) এইভাবে গৌঃ ইতরভিন্না [সাস্নাবত্ত্বাৎ]। অনুমিতিঃ ইতরভিন্না [ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বাৎ] ইত্যাদি সর্বত্র স্ব স্ব লক্ষণের দ্বারা তত্তৎবস্তুতে ইতরভেদের অনুমিতি হয়।

ইতরবাধসহকৃতঅনুমিতি—যে অনুমিতিস্থলে সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নে হেতুর ব্যাপকতাজ্ঞান হইবে, সেইস্থলে ইতরের অর্থাৎ বিশেষধর্মাবচ্ছিন্নভিন্নের বাধনিশ্চয় থাকিলে বিশেষধর্মরূপেই সাধ্যের অনুমিতি হইবে, সামান্যধর্মরূপে হইবে না। পর্বতঃ বহ্নিমান্-এই বহ্নিত্বরূপসামান্যধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যক অনুমিতিস্থলে 'পর্বতঃ মহানসীয়বহ্নীতরবহ্ন্যভাববান্' (পর্বতে মহানসীয়বহ্নিভিন্ন কোনও বহ্নি নাই) এইরূপ মহানসীয়বহ্নিত্বরূপ বিশেষ ধর্মাবচ্ছিন্নভিন্ন পর্বতীয়াদিবহ্নির বাধ নিশ্চয় থাকায় পর্বতে মহানসীয়বহ্নিত্বরূপেই বহ্নির অনুমিতি হইবে, বহ্নিত্বরূপে হইবে না।

ইন্দ্রিয়—(ইন্দ্র + ঘ) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৯; ১।১।১২, প্রঃ ভাঃ ৮১] ১। আত্মার ভোগসাধন; পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্বস্ববিষয় গন্ধাদিগ্রহণে সমর্থ ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্রের অন্যতম। সুখাদির গ্রাহক মন (বাৎঃ ভাঃ) অন্তরিন্দ্রিয়। ইন্দ্র = আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা, তাহার অনুমাপক—ইন্দ্রিয়।

"ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা" (পানিনি ৫।২।৯৩ সূঃ)

২। প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের করণ। লক্ষণ—'শব্দেতরোদ্ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণ-

মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্" ইন্দ্রিয়ত্বম্।—যাহা শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয় নহে অথচ জ্ঞান-কারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয় তাহাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় ছয়প্রকার—চক্ষুঃ, শ্রোত্র (শ্রবণ), ঘ্রাণ, রসন, ত্বক্ ও মন। চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়—তৈজস, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়—পার্থিব, রসনেন্দ্রিয় জলীয় এবং ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয়। ন্যায়মতে কর্মেন্দ্রিয় স্বীকার করা হয় না।

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪] প্রত্যক্ষের হেতু ইন্দ্রিয়সকলের অর্থের সহিত সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্বন্ধ। যথা, দ্রব্যের (ঘটাদির) চাক্ষুষ অথবা স্পার্শন প্রত্যক্ষে 'সংযোগ' সম্বন্ধই ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ। ঘটরূপাদি দ্রব্যসমবেতের প্রত্যক্ষে 'সংযুক্ত-সমবায়' সন্নিকর্ষ। এইরূপে রূপত্বাদির প্রত্যক্ষে—'সংযুক্তসমবেত-সমবায়,'শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায়, শব্দত্বের প্রত্যক্ষে 'সমবেতসমবায়', অভাবের প্রত্যক্ষে বিশেষ্যবিশেষণভাব—ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ।

ইষ্টসিদ্ধি—[কুঃ ৩।৪] অভিপ্রেতের সিদ্ধি, (এস্থলে) ইষ্টের অর্থাৎ স্বীকৃত সাধ্যের সিদ্ধি; অর্থাৎ সিদ্ধসাধন দোষ। (ঈশ্বর-খণ্ডনে ব্যাপৃত পূর্বপক্ষী যদি প্রসিদ্ধ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাকে পক্ষ করিয়া জগৎকর্তৃত্বাভাব সাধন করে, তবে সিদ্ধসাধন দোষ হয়।)

ইষ্টাপত্তি—ইষ্ট অর্থাৎ সম্মত যে আপত্তি। অথবা ইষ্টের আপত্তি। যাহার আপত্তি করা হয় তাহা (সেই আপাদ্য বা আপত্তির বিষয়) যদি বাদীর সম্মত হয়, তাহা হইলে সেই আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলে। আপত্তি তর্কস্বরূপ। অনিষ্ট-প্রসঙ্গ অর্থাৎ অনিষ্ট বিষয়ের আপত্তিকে 'তর্ক' বলা হয়। ইষ্টের আপত্তি হইলে তাহাকে তর্ক বলা যায় না। উদাহরণ—নিরীশ্বর মীমাংসকের প্রতি নৈয়ায়িক যদি এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, 'যদি কোন সর্বজ্ঞ চেতন স্বীকার না কর তাহা হইলে জগতের আদিসৃষ্টি হইতে পারেনা' এইস্থলে আদিসৃষ্টির অভাবের আপত্তি করা হইতেছে। তদুত্তরে মীমাংসক বলিবেন যে জগৎ অনাদি অনন্ত (ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ), আদিসৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই, অতএব যাহার আপত্তি করা হইতেছে তাহা (আদিসৃষ্টির অভাব) আমাদের ইষ্টই। অতএব মীমাংসকের প্রতি ঐরূপ আপত্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইষ্টাপত্তিস্থলে আপত্তির কোন সার্থকতা থাকেনা। নিগূঢ় তাৎপর্য—তর্ক বা আহার্য আরোপই আপত্তি। আপত্তির প্রতি বাধনিশ্চয় কারণ। বাধনিশ্চয় অর্থাৎ আপাদ্যের অভাবনিশ্চয় না থাকিলে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। যেমন "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় তাহা হইলে বহ্নিজন্য হইতে পারে না" এইরূপ তর্ক বা আপত্তিস্থলে ধূমে বহ্নিজন্যত্বাভাবের আপত্তি করা হইতেছে অতএব তাহা আপাদ্য। এই আপাদ্যের অভাব অর্থাৎ ধূমের বহ্নিজন্যত্ব বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত। অতএব ঐরূপ আপত্তি হইতে পারে এবং তাহা ইষ্টাপত্তি নহে। ইষ্টাপত্তিস্থলে আপাদ্যের অভাবের নিশ্চয় না থাকিয়া আপাদ্যের নিশ্চয়ই আছে। অতএব আপাদ্যাভাবনিশ্চয়-রূপ কারণ না থাকায় আপত্তি হইতে পারে না। এইজন্য ইষ্টাপত্তিকে আপত্তির প্রতিবন্ধক বলা হয়। [আপাদ্য দ্বয়ী শঙ্কা, ইষ্টাপত্তিপর্যবসায়িনী—(অনুমান চিন্তামণি তর্কপ্রকরণ দীধিতি পৃঃ ৬৯৩) অত্র গাদাধরী—'আপাদ্যস্য বিশিষ্টাভাবস্য ইষ্টতা-পর্যবসিতেত্যর্থঃ। ইষ্টত্বং চ পক্ষে অবাধিতত্বম্, পক্ষে সত্ত্বমিতি যাবৎ'। (পৃঃ ঐ)]

ঈ

ঈশ্বর—(ঈশ+বরচ) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।১৯; ন্যাঃ ভাঃ ৪।১।২১] ১। জীবাত্মা হইতে অন্যপ্রকার আত্মা, যিনি অধর্ম, মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাদ প্রভৃতির অভাব হেতু ধর্ম, জ্ঞান, ও ঐশ্বর্যরূপ সমাধিসম্পদ-গুণ-বিশিষ্ট। তিনি সকল প্রাণীর পিতৃস্থানীয়। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে তিনি সর্বজ্ঞ। (বাৎঃ ভাঃ)। ২। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন

এই তিনটি বিশেষগুণবিশিষ্ট। সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি ৫টি সামান্যগুণও আছে। অনুমান ও শ্রুতি প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। জীবের কর্মকে সহকারি করিয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ (কর্তা)। ৩। বেদান্তমতে—মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও মায়াধীশ, সুতরাং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসমন্বিত। ৪। পাতঞ্জলে —ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, ও কর্মাশয়ের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর। সত্ত্বোৎকর্ষহেতু তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি আদিগুরু। ৫। পরমাত্মা। নিত্য-সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান। জগৎস্রষ্টা। জগতের উপাদানভূত পরমাণুসমূহের অধিষ্ঠাতা। গঙ্গেশোপাধ্যায় 'তত্ত্বচিন্তামণি'গ্রন্থের 'ঈশ্বরানুমান' প্রকরণে এবং উদয়নাচার্য 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের পঞ্চমস্তবকে অনুমানপ্রমাণবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্বাৎ ঘটবৎ' এই অনুমানপ্রণালী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্ত (ধর্ম)—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ১৮] ঈশ্বরচোদনা=ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষ। তাহা দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ কার্যারম্ভের প্রতি আভিমুখ্যবিশিষ্ট—বা কার্যারম্ভের প্রতি উন্মুখ (এইরূপ যে ধর্ম তাহা হইতে নিঃশ্রেয়স হইয়া থাকে)।

ঈশ্বরনোদনা—(বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ১১) [বিঃ বিঃ প্রেস্] ঈশ্বরের উপদেশ অর্থাৎ বেদ।

ঈশ্বরমনন—[ন্যাঃ কুঃ হঃ টীঃ ১।২] ঈশ্বরের চিন্তা; ঈশ্বরের উপাসনা। ইহা আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ; আত্মসাক্ষাৎকার অজ্ঞানবিনাশের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ। সুতরাং ঈশ্বরমনন আত্মসাক্ষাৎকারকে দ্বার করিয়া মুক্তির হেতু; অথবা বলা যায় যে, ঈশ্বর-মননই অদৃষ্টের দ্বারা (অদৃষ্টের বলে) সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।

উ

উচ্ছেদ-হেতুবাদ—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।১।১০] আত্মার কোনও হেতু হইতে উৎপত্তি স্বীকার—হেতুবাদ। আত্মার বিনাশ স্বীকার করিলে তাহা উচ্ছেদবাদ। (পক্ষান্তরে আত্মা নিত্য—উৎপত্তিবিনাশরহিত —এই সিদ্ধান্তকে শাশ্বতবাদ বলা হয়।)

উৎকর্ষসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।১,৪] দৃষ্টান্তের কোনও (পক্ষে অনভিপ্রেত) ধর্মকে যদি সাধ্যের সহিত পক্ষে সমাসক্ত বা আপাদন করা হয় তবে তাহা উৎকর্ষসমা জাতি, বা উৎকর্ষসম প্রতিষেধ (প্রতিবাদ)। যথা, ক্রিয়ার হেতু গুণযোগবশতঃ আত্মা যদি লোষ্টের ন্যায় ক্রিয়াবান্ হয় তবে লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবান্ও হউক। যদি লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবান্ আত্মা না হয়, তবে ক্রিয়াবান্ও না হউক। (বাঃ ভাঃ)…উৎকর্ষ অর্থ—অবিদ্যমান ধর্মের আরোপ। সেইরূপ (উৎকর্ষেণ সম) উৎকর্ষের সম অর্থাৎ সহ—বিদ্যমান= উৎকর্ষসম। (বিঃ বৃঃ) অর্থাৎ যেস্থলে অনুমিতির পক্ষ ও দৃষ্টান্তের যে কোনও একটি সাধ্য ও সাধনরূপ ধর্মের সত্ত্বের দ্বারা পক্ষে অবিদ্যমানধর্মের আরোপ করা হয়; যথা,—শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা কৃতক (কার্য), যেমন ঘট—এইস্থলে যদি আপত্তি করা হয় যে, যেহেতু অনিত্যত্ব ও কৃতকত্ব ঘটে রূপ-সহচরিত, অতএব শব্দও রূপবান্ হউক, —তবে তাহা উৎকর্ষসমা জাতি অর্থাৎ অসমীচীন দোষারোপ।

উত্তানাস্তু—(উত্তানাঃ+তু) ন্যায়শাস্ত্রে অনেক স্থলে 'উত্তানাস্তু' এইভাবে উল্লেখ করিয়া মতবিশেষের অবতারণা করা হইয়াছে। ঐ স্থলে নৈয়ায়িকবিশেষ বা মীমাংসকবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই 'উত্তান' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদিগকে 'উত্তান' বলিবার কারণ এইযে, ইহারা প্রকৃতদোষের উদ্ধার না করিয়া একটি নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপনে উদ্যত। অথবা—নির্যুক্তিক মত স্থাপনে উদ্যত হইয়া স্বকীয়-শাস্ত্রসিদ্ধান্তেরই হানি ঘটাইয়াছেন। (তত্ত্বচিঃ শব্দঃ মাথুরী পৃঃ ৩৩৯)

উত্তেজক—যাহা থাকিলে প্রতিবন্ধকসত্ত্বেও কার্য উৎপন্ন হয়। যেমন—সিষাধয়িষার অভাবকালীন সিদ্ধিকে (সাধ্যনিশ্চয়কে) অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে, অতএব সিষাধয়িষা থাকিলে সিদ্ধি-

সত্ত্বেও অনুমিতি হয়। এইভাবে সিদ্ধিনিষ্ঠপ্রতিবন্ধকতার বিঘটক (নাশক) হওয়ায় সিষাধয়িষাকে 'উত্তেজক' বলা হয়। সাধারণতঃ চন্দ্রকান্তমণি দাহের প্রতিবন্ধক, কিন্তু তাহার সহিত সূর্যকান্তমণি থাকিলে তাহা দাহের প্রতিবন্ধক হয় না, এইজন্য সূর্যকান্তমণিকে উত্তেজক বলা হয়। এইভাবে যাহার অভাবকালীনবস্তুকে কারণ স্বীকার করা হয় তাহাকেও উত্তেজক বলা হয়, যেমন মণ্যভাববিশিষ্ট (মণির অভাবকালীন) বহ্নিকে দাহের কারণ স্বীকার করা হয়, অতএব মণি উত্তেজক। [কারণত্ব-প্রতিবন্ধকদ্বৈতদন্যতরাবচ্ছেদকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ উত্তেজকত্বম্।]

উৎপত্তি—আদ্যক্ষণসম্বন্ধ। বস্তু উৎপত্তি হইতে বিনাশের পূর্ব পর্যন্ত যতগুলি ক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে ক্ষণ প্রথম, সেই ক্ষণের সহিত বস্তুর সম্বন্ধকে বস্তুর উৎপত্তি বলা হয়। [স্বাধিকরণসময়ধ্বংসানধিকরণসময়সম্বন্ধরূপা উৎপত্তিঃ] (শব্দঃ প্রঃ কারক প্রকরণ) 'সকলকারণযৌগপদ্যম্—উৎপত্তিঃ' (সঃ পঃ পৃঃ ৬৮) অর্থাৎ সকলকারণের সমবধানই উৎপত্তি। এইমতে উৎপত্তির পর বস্তু আত্মলাভ করে, আত্মলাভই উৎপত্তি নহে। (ঐ মিতভাষিণী টীঃ পৃঃ ৬৮)।

উদাহরণ—(উৎ–আ–হৃ+করণে ল্যুট্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩২, ৩৬, ৩৭] ১। ন্যায়াবয়বের তৃতীয় অবয়ব; যে অবয়বের দ্বারা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ধর্মদ্বয়ের (সাধ্য ও সাধনের) সাধ্য-সাধনভাব (ব্যাপ্তি) উদাহৃত হয় (উদাহ্রিয়তে)। সাধ্যের সাধর্ম্যের দ্বারা দৃষ্টান্তবচন যথা, যাহা উৎপত্তিধর্মক তাহা অনিত্য, যেমন স্থাল্যাদি। সাধ্যের বৈধর্মের দ্বারা দৃষ্টান্তবচন—যথা, যাহা উৎপত্তিধর্মক নহে তাহা অনিত্য নহে, যেমন আত্মা। সাধর্ম্যের দ্বারা অন্বয়ী উদাহরণ, ও বৈধর্ম্যের দ্বারা ব্যতিরেকী উদাহরণ লক্ষিত হইয়াছে। (বাৎঃ ভাঃ) ২। সাধনবত্তাপ্রযুক্ত সাধ্যবত্তার অনুভাবক অবয়ব; অথবা, সাধ্যসাধনের ব্যাপ্তির উপদর্শক অবয়ব। (বিঃ বৃঃ)।

উদ্দিষ্ট—উদ্দেশের বিষয়ীভূত। বিভাজিত পদার্থসমূহের নামতঃ নির্দেশ করাকে উদ্দেশ বলা হয়, সেই উদ্দেশের বিষয়ীভূত পদার্থসমূহই উদ্দিষ্ট। যেমন— দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ। এইস্থলে বিভাগবিষয়ীভূত সপ্তবিধ পদার্থকে দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি নামে নির্দেশ করা হইয়াছে অতএব এইস্থলে দ্রব্যাদিকে উদ্দিষ্ট বলা যায়। [উদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যবচ্ছেদকধর্মো লক্ষণম্]।

উদ্দেশ—সংজ্ঞার (নামের) সাহায্যে বস্তুর নির্দেশ। যেমন—'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ'—এইভাবে দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি নাম গ্রহণ পূর্বক পদার্থের নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই উদ্দেশ। [সংজ্ঞামাত্রেণ পদার্থানামভিধানমুদ্দেশঃ। [সঃ পঃ পৃঃ ৮৬, নাম্না পদার্থসংকীর্তনম্ উদ্দেশঃ, তর্কঃ দীঃ]

উদ্ভূতরূপ—[ন্যাঃ ভাঃ ৩।১।৩৬] চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের যোগ্য রূপ। যথা, প্রদীপরশ্মির রূপ। কিন্তু তাহার স্পর্শ অনুদ্ভূত। আবার উষ্ণজলে সংযুক্ত তেজের স্পর্শ উদ্ভূত, কিন্তু রূপ অনুদ্ভূত উদ্ভূতত্ব=প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক ধর্মবিশেষ; প্রাচীনন্যায়ের মতে উদ্ভূতত্ব একটি জাতি, তাহার অভাবই অনুদ্ভূতত্ব। নব্যমতে অনুদ্ভূতত্বই জাতি, তাহার অভাব উদ্ভূতত্ব।

উদ্বোধক—যাহার দ্বারা সুপ্তভাবে অবস্থিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ (কার্যক্ষম) হয়। কোনও বিষয়ের পূর্বানুভবজনিত সংস্কার না থাকিলে তদ্‌বিষয়ক স্মরণ হইতে পারে না, অথচ অসংখ্য বিষয়ের সংস্কার থাকা সত্ত্বেও সর্বদা সকল বিষয়ের স্মরণ হয়না, এইজন্য উদ্বোধককে সংস্কারের সহকারী বলা হয়। যৎকালে যে বিষয়ের উদ্বোধক থাকে তৎকালে তদ্‌বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া তদ্‌বিষয়ক স্মরণ জন্মাইয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্রে কতিপয় পদার্থকে নিয়ত উদ্বোধকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—১। প্রণিধান=মনের একনিষ্ঠতা। ২। নিবন্ধ=কোনও গ্রন্থে একত্র উল্লেখ। ৩। অভ্যাস=সংস্কারবাহুল্য ৪। লিঙ্গ=ব্যাপ্য। ব্যাপকের স্মারক। ৫। লক্ষণ=লক্ষ্যের স্মারক। ৬। সাদৃশ্য=শুক্তি রজতের স্মারক।

৭। পরিগ্রহ=স্বস্বামিভাব। তাহার মধ্যে একতর অন্যতরের স্মারক। ৮। আশ্রয়াশ্রিত-ভাব। ৯। সম্বন্ধ=একসম্বন্ধীর জ্ঞান অপর-সম্বন্ধীর স্মারক. ১০। আনন্তর্য=প্রোক্ষণ ও অবঘাতাদি। ১১। বিয়োগ=বিরহ। যাহার বিরহ তাহার স্মারক। ১২। এককার্য=অন্তেবাসী প্রভৃতি। একে অপরের স্মারক। ১৩। স্বভাব-বিরোধ=অহিনকুলাদি। ১৪। অতিশয়= সংস্কার। উপনয়নাদি আচার্যের স্মারক। ১৫। ধনাদিপ্রাপ্তি—দাতার স্মারক। ১৬। ব্যবধান =আবরণ। কোশাদি অসির স্মারক। ১৭। সুখ ও দুঃখ একের দ্বারা অপরের স্মৃতি, অথবা সুখাদির দ্বারা তাহাদের কারণের স্মৃতি। ১৮-১৯। ইচ্ছা ও দ্বেষ—তাহাদের বিষয়ের স্মারক। ২০। ভয়—মরণাদির স্মারক। ২১। অর্থিত্ব দাতার স্মারক। ২২। শাখাদির ক্রিয়া বায়ু প্রভৃতির স্মারক। ২৩। রাগ=প্রীতি। পুত্রাদির স্মারক। ২৪। ধর্ম ও অধর্ম—জন্মান্তরে অনুভূত সুখদুঃখাদিসাধনের স্মারক। (ন্যাঃ সূঃ ৩।২।৪২)। স্বপ্নে অদৃষ্টই সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক হইয়া স্মৃতিভ্রম জন্মায়। 'সদৃশাদৃষ্টচিন্তাদ্যাঃ স্মৃতিবীজস্য বোধকাঃ।'

উপক্ষীণ—গতার্থ বা অন্যের দ্বারা কার্যনির্বাহ। যেমন—কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানকে কারণ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু প্রবৃত্তির প্রতি ইচ্ছার কারণতা থাকায় তাহা দ্বারাই উপক্ষীণ, অর্থাৎ যেস্থলে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান নাই সেইস্থলে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমূলক ইচ্ছা না থাকাতেই প্রবৃত্তি হইবে না। অতএব ইচ্ছার কারণতা দ্বারাই কার্যনির্বাহ হওয়ায় ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের কারণতা স্বীকার্য নহে। (বিধিবাদ-মাথুরী পৃঃ ৩৫)।

উপঘাত—বিনাশ। ('তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণামুপ-ঘাতে কথং স্মৃতিঃ'। ভাঃ পঃ ৪৮ কা)।

উপজীবক—প্রযোজ্য। কার্য ও প্রযোজ্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহা তজ্জন্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ-ভাবে তাহা হইতে উৎপন্ন তাহাকে তাহার কার্য বলা হয়, যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অনুমিতি ব্যাপ্তিজ্ঞানের কার্য। কিন্তু তৎপ্রযোজ্য বলিতে যাহা তজ্জন্য বা তজ্জন্যজন্য উভয়কেই বুঝাইবে। যেমন অনুমিতিকে ব্যাপ্তি-জ্ঞানপ্রযোজ্য বলা যায় এবং ব্যাপ্তিপ্রযোজ্যও বলা যায়, যেহেতু তাহা যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়াছে, সেইরূপ ব্যাপ্তিজন্য যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তজ্জন্য হইয়াছে। 'তন্নিষ্ঠনিয়তপূর্ববর্তিতানিরূ-পকত্বং প্রযোজ্যত্বম্।' এতাদৃশ প্রযোজ্যত্বই উপ-জীবকত্ব। অনুমিতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে প্রত্যক্ষপ্রমাণকে অপেক্ষা করে। অতএব তাহা প্রত্যক্ষপ্রযোজ্য হওয়ায় প্রত্যক্ষের উপজীবক।

উপজীব্য—প্রযোজক। কারণ ও প্রযোজকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য অথচ নিয়তপূর্ববর্তী তাহাকেই কারণ বলা হয়। যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ। যাহা জনকতাব-চ্ছেদকভিন্ন অন্যথাসিদ্ধিশূন্য এবং নিয়ত পূর্ববর্তী তাহাকে প্রযোজক বলা হয়। অতএব জনকের ন্যায় জনকের জনকও (যদিও তাহা অন্যথাসিদ্ধ তথাপি) প্রযোজক হইতে পারে। যেমন— অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান ও ব্যাপ্তি উভয়কেই প্রযোজক বলা যায়। (অনুকূলত্বং জনকজনক-তাবচ্ছেদকসাধারণপ্রযোজকত্বম্)। প্রত্যক্ষ অনু-মানের প্রযোজক হওয়ায় অনুমানের উপজীব্য। অন্যান্যসর্বপ্রমাণের উপজীব্য হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাবল্য স্বীকার করা হয়। 'নহি যদুপ-জীব্য যৎসিধ্যতি তৎতস্য ব্যাঘাতকম্।' যে উপ-জীব্যকে অবলম্বন করিয়া যাহার উৎপত্তি হয় তাহার বাধক সে হইতে পারেনা। (উপজীবক উপজীব্যের ব্যাঘাতক হয়না)।

উপধা—[বৈঃ সূঃ ৬।২।৪] ভাবের দোষ; অনুরাগ প্রমত্ততা, অশ্রদ্ধা, অহংকার, গর্ব ও অসূয়া (দ্বেষ, ঈর্ষ্যা)—এই ভাবদোষসমূহ উপধানামে অভিহিত হয়। এই উপধা অধর্মের কারণ হয়। ব্যাকরণে — পদের শেষ বর্ণের পূর্ববর্ণ।

উপধেয়—ধর্মী। উপাধিবিশিষ্ট। [উপধেয়-সঙ্করেঽপ্যুপাধেরসঙ্করাৎ।—অনুচিঃ অসিদ্ধি প্রঃ]

উপনয়— (উপ—নী+করণে অচ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩২, ৩৮] ১। পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায়ের চতুর্থ অবয়ব ; সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী উদাহরণকে অপেক্ষা করিয়া—'ইহা সেই প্রকার' (তথা) অথবা—'ইহা সেই প্রকার নহে' (ন তথা) বলিয়া পক্ষের (শব্দাদির) যে উপসংহার বা উল্লেখ ; 'তথা চায়ম্'—ইহা সেই প্রকার—(যথা), শব্দ (স্থাল্যাদির সদৃশ) উৎপত্তিধর্মক ; অথবা, 'নায়ং তথা' অর্থাৎ, শব্দ (আত্মার ন্যায়) উৎপত্তিরহিত নহে। (বাৎঃ ভাঃ) ২। প্রকৃত উদাহরণে উপদর্শিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু তদ্‌বিশিষ্টপক্ষবিষয়কবোধের জনক অবয়ব। (বিঃ বৃঃ)। অর্থাৎ, যে বাক্যের দ্বারা পক্ষে সাধ্যব্যাপ্যহেতুমত্তার বোধ হয় তাহাকে উপনয় বলা হয়। যেমন—'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্' এই বাক্য। সংক্ষিপ্তভাবে 'তথা চায়ম্' এইভাবে উপনয়বাক্যের উল্লেখ করাই নৈয়ায়িকসম্মত রীতি। কেহ কেহ বলেন যে—উদাহরণ বাক্যের দ্বারাই ব্যাপ্তির বোধ হওয়ায় উপনয়বাক্য হইতে কেবল পক্ষধর্মতার অর্থাৎ পক্ষে হেতুমত্তার বোধ হয়। ৩। জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষকেও 'উপনয়' বলা হয় (এবং জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষজনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষকে বলা হয়—উপনীত ভান।)। জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা দেশান্তরীয় বা কালান্তরীয় বস্তু উপনীত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এইজন্যই ঐ সন্নিকর্ষকে 'উপনয়' বলা হয়।

উপনিবন্ধ - [ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ৪] গ্রন্থ, রচনাবিশেষ।

উপনীতভান— জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষজনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষ। উদাহরণ—যে স্থলে চন্দনের সহিত চক্ষুর লৌকিকসন্নিকর্ষ (সংযোগসম্বন্ধ) হয়, সেইস্থলে উদ্বোধকবশতঃ পূর্বে চন্দনে অনুভূত সৌরভের স্মৃতি হয় এবং এই স্মৃত্যাত্মকজ্ঞানরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ ও সংযোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে 'সুরভিচন্দনম্' এইভাবে সৌরভযুক্তচন্দনের প্রত্যক্ষ হয়। এইস্থলে চন্দনাংশে বিশেষণীভূত-সৌরভ স্মৃতিরূপসন্নিকর্ষের দ্বারা উপনীত (বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ভূত) হওয়ায় সৌরভপ্রত্যক্ষকে উপনীতভান বলা হয়। [উপনীতং বিশেষণতয়ৈব ভাসতে, মানসে তু নায়ং নিয়মঃ] সাধারণতঃ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা উপনীত বস্তু বিশেষণ-রূপেই জ্ঞানে ভাসে, যেমন—'সুরভিচন্দন' ইত্যাদি স্থলে। কিন্তু উপনীত মানসজ্ঞানে ঐরূপ নিয়ম নাই। এই জন্যই 'ঘটমহং জানামি' এই অনুব্যবসায়ে (জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষে) উপনীত ঘট জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হইলেও 'জ্ঞাতো ময়া ঘটঃ' ইত্যাদি অনুব্যবসায়ে বিশেষ্য-রূপে ঘটাদির ভান হইয়া থাকে।

উপপত্তিসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।২৫] তোমার পক্ষের যেমন উপপত্তি অর্থাৎ কারণ বা প্রমাণ আছে, আমার পক্ষেরও সেইরূপ উপপত্তি অর্থাৎ কারণ বা প্রমাণ আছে—এইরূপ বলিয়া যে বিরোধ তাহাই উপপত্তিসমা জাতি। যথা,—কৃতকত্বরূপ কারণ আছে বলিয়া শব্দের অনিত্যত্ব যেমন উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) সেইরূপ অস্পর্শবত্ত্বরূপ কারণ (প্রমাণ) আছে বলিয়া শব্দের নিত্যত্বও উপপন্ন—এই বিরোধই উপপত্তিসম বিরোধ।

উপপদ বিভক্তি—বিশেষ বিশেষ পদের যোগে যে বিভক্তি হয় তাহাকে 'উপপদবিভক্তি' বলা হয়। যেমন– হেতু শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি (অন্নস্য হেতোঃ বসতি), নমঃ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি (শিবায় নমঃ), সহ শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি (পুত্রেণ সহ যাতি) ইত্যাদি।

উপমান - (উপ– মা+ভাবে ল্যুট্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩ ; ১।১।৬] ১। প্রসিদ্ধসাধর্ম্যজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত সমানধর্মের জ্ঞানের দ্বারা সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞান। যথা, গোসদৃশ গবয়—এই উপমানজ্ঞান (অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞান) লাভ করিয়া প্রত্যক্ষের দ্বারা সমানধর্মবিশিষ্ট অর্থ গবয়কে দেখিয়া—'ইহারই বাচকসংজ্ঞা গবয়শব্দ'—এইরূপ সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞান। সাদৃশ্যজ্ঞানকরণক জ্ঞান। ২। করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন উপমানশব্দের অর্থ উপমিতির করণ সাদৃশ্যজ্ঞান (সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ)। ৩। গবয়ে নিজের গরুর সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষের অনন্তর সম্মুখে অবিদ্যমান নিজের

গোতে গবয়ের সাদৃশ্যজ্ঞান উপমিতি; তাহার কারণ গবয়ে সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষই উপমান প্রমাণ (অদ্বৈতবেদান্ত)। ৪। সাদৃশ্যের যাহা প্রতিযোগী; যথা, চন্দ্রসদৃশ মুখ—এইস্থলে 'চন্দ্র' উপমান (অলংকার)।

উপমিতি—সাদৃশ্যজ্ঞানকরণক জ্ঞান অর্থাৎ—যে জ্ঞানের করণ সাদৃশ্যজ্ঞান, তাহা উপমিতি। ইহা চতুর্বিধ অনুভবের অন্যতম। যেমন যে ব্যক্তি গবয়নামক জন্তুকে প্রত্যক্ষ করে নাই, অথচ অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছে—'গোসদৃশঃ গবয়ঃ', সেইব্যক্তির কদাচিৎ কোনস্থানে গবয়কে দেখিয়া 'অয়ং গোসদৃশঃ' এইরূপ জ্ঞান হইল, এবং পূর্বে-শ্রুত 'গোসদৃশঃ গবয়ঃ' এই বাক্যার্থের স্মরণ হইল, তাহার পর জ্ঞান হইল যে 'অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ', এইরূপ জ্ঞানই উপমিতি। উপমিতির করণ সাদৃশ্য-জ্ঞানকে 'উপমান' বলা হয়। 'সম্বন্ধস্য পরিচ্ছেদঃ সংজ্ঞায়াঃ সংজ্ঞিনা সহ। প্রত্যক্ষাদেরসাধ্যত্বাদুপ-মানফলং বিদুঃ॥' (ন্যায়কু: ৩।১০)। উপমিতির আকার সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীনমতে 'গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ'। উদয়নাচার্যমতে—'অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ'। চিন্তা-মণিকার মতে- 'অয়ং গবয়পদপ্রবৃত্তিনিমিত্তবান্' (অনুঃ গাঃ টীপ্পনী, সোসাইটী সং, পৃঃ ৩৯)। বৈশেষিকমতে উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না, অতএব উপমিতি অনুমিতির অন্তর্গত।

উপলক্ষণ পরিচায়ক। যাহা বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত নহে অথচ ইতরব্যাবর্তক। যেমন 'কাকৈর্গৃহং পশ্য' (কাকযুক্ত গৃহকে দেখ) এইস্থলে কাক গৃহের উপলক্ষণ, বিশেষণ নহে; যেহেতু কাক গৃহের অঙ্গীভূত পদার্থ নহে অথচ অন্যগৃহ হইতে ভেদবুদ্ধি জন্মাইতেছে।

উপলব্ধিসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।২৭] তোমার (বাদীর) নির্দিষ্ট সাধন (হেতু) যে প্রযত্নসাধ্যত্ব তাহা (ধ্বন্যাত্মক) শব্দে থাকে না; বায়ুর আঘাতে বৃক্ষশাখার ভঙ্গের দ্বারা জনিত যে শব্দ (ধ্বনি) তাহাতে অনিত্যত্ব উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে—এইরূপ বলিয়া যে আপত্তি তাহাই উপলব্ধিসমা জাতি। (এস্থলে বর্ণাত্মক শব্দই বাদীর পক্ষরূপে অভিপ্রেত; তাহার ব্যত্যয় ঘটাইয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দকে পক্ষ ধরিয়া সাধনের অসিদ্ধির দ্বারা বিরোধ করা হইয়াছে)।

উপষ্টম্ভ—[প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৯৪] সম্বন্ধ ; সংযোগবিশেষ। ধৃতি। অবলম্বন।

উপসর্পণকর্ম—[বৈঃ সূঃ, প্রঃ ভাঃ পৃঃ ১৩৬] মৃত্যুতে শরীর হইতে বহির্গত মন ধর্মাধর্মের সাহায্যে উৎপন্ন আতিবাহিক শরীরের সহিত সম্বন্ধ হয়; আতিবাহিক শরীরের সহিত সম্বন্ধ মন সেই জীবের কর্মানুসারে, স্বর্গে বা নরকে যাইয়া সেখানে ফলভোগের উপযোগী নূতন শরীরের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই শরীরের সহিত সংযোগের জন্য মনের যে কর্ম তাহাই উপসর্পণ কর্ম। (মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্মশরীরবিশেষ মনকে স্বর্গে বা নরকে বহন করিয়া নেয় তাহাকে আতি-বাহিক শরীর বলে)।

উপসংহৃতসমাধি—[বৈঃ সূঃ ৭।২।১৩] সর্বক্ষণই যাঁহারা সর্বজ্ঞ, কোনও বিষয় জানিবার জন্য যাঁহাদিগের ধ্যান করিবার প্রয়োজন হয় না; সেই 'যুক্তযোগিগণই'—উপসংহৃতসমাধি বলিয়া কথিত হন।

উপাদানপ্রত্যক্ষ — উপাদান - সমবায়িকারণ। সাতটি পদার্থের মধ্যে একমাত্র দ্রব্যই উপাদানকারণ হয়। উপাদানবিষয়কপ্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির প্রতি অন্যতম কারণ। 'চিকীর্ষা কৃতি-সাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা। উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ॥' (ভাষা-পঃ) বিধিবাদের টীকায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তির প্রতি উপাদানপ্রত্যক্ষের যে কারণতা তাহা সাক্ষাৎভাবে নহে, পরন্তু উপাদানবিষয়ক ইচ্ছা দ্বারা। (উপাদানপ্রত্যক্ষস্যাপ্যুপাদানেচ্ছা-দ্বারৈব হেতুত্বাভ্যুপগমাৎ সাক্ষাৎসাধনত্বপ্রবাদস্তু লৌকিকবিষয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণত্বনিবন্ধনঃ।) [তত্ত্ব-চিঃ শব্দখণ্ড মাথুরী, পৃঃ ১৮০]।

উপাদাননিয়ম—[ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৪৮—৫০] কোনও

কার্যের উৎপত্তির নিমিত্ত কোনও নির্দিষ্ট উপাদান বা কারণই গ্রহণ করা হয়, যে কোন কার্যের জন্য যে কোনও উপাদান নহে,—ইহাই উপাদান-নিয়ম। ইহা দ্বারা 'অকস্মাৎ ভবতি'—এই কারণ ব্যতিরেকেই কার্যোৎপত্তি খণ্ডিত হয় ও কার্য-কারণভাব সিদ্ধ হয়। সাংখ্যাদির মতে এই উপাদাননিয়ম হইতে সৎকার্যবাদ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্ত্বও সিদ্ধ হয়। ন্যায়মতে তাহা অস্বীকৃত।

উপাধি—(উপ – আ – ধা + কি) ১। যাহা নিকটবর্তিবস্তুতে স্বধর্মের আধান করে। যথা, স্ফটিকসমীপস্থ জবাকুসুম। (উপ - সমীপে স্বধর্মম্ আদধাতি ইতি উপাধিশব্দো জপাকুসুমাদি-সাধারণঃ' – ন্যায়কুসুমাঞ্জলি) ২। 'উপাধি' নৈয়ায়িকসম্মত পারিভাষিকশব্দ। যাহা সাধ্যের ব্যাপক অথচ হেতুর ব্যাপক নহে তাহাকে উপাধি বলা হয়। (সাধ্যত্বাভিমতব্যাপকত্বে সতি সাধন-ত্বাভিমতাব্যাপকঃ উপাধিঃ—অনুঃ চিঃ পৃঃ ৮৭৭) 'সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধিঃ' (ভাষা পরিচ্ছেদ) পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ—ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে কোনও বস্তু উপাধি হয় না, যেহেতু ঐস্থলে এমন কোন বস্তু নাই যাহা সাধ্যের ব্যাপক হইবে অথচ হেতুর ব্যাপক হইবে না। সাধ্য সর্বত্র প্রকৃতহেতুর (সদ্ধেতুর) ব্যাপক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম, যাহা ব্যাপকের ব্যাপক হয় তাহা অবশ্যই ব্যাপ্যের ব্যাপক হইবে। অয়ং ধূমবান্ বহ্নেঃ - ইত্যাদি অসদ্ধেতু (ব্যভিচারী) স্থলমাত্রেই একটি 'উপাধি' থাকে, কেননা ঐরূপস্থলে বাস্তবিকপক্ষে সাধ্য হেতুর ব্যাপক নহে ; অতএব যাহা সাধ্যের ব্যাপক অথচ হেতুর ব্যাপক নহে- এইরূপ বস্তু সম্ভব। যেমন —ঐস্থলে 'আর্দ্রেন্ধনসংযোগ' উপাধি। (আর্দ্র—ভিজা। ইন্ধন=কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তু) যে যে স্থানে ধূমরূপ সাধ্য আছে সেই সেই স্থানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ আছে, অতএব তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। অথচ যে যে স্থানে বহ্নিরূপ-হেতু আছে সেই সেই স্থানেই আর্দ্রেন্ধনসংযোগ নাই (যেমন অয়োগোলকে)। অতএব তাহা হেতুর ব্যাপক হয় নাই, অব্যাপকই হইয়াছে, এইজন্য তাহা 'উপাধি'। অথবা বৈধহিংসা পাপজনিকা হিংসাত্বাৎ — এইস্থলে 'নিষিদ্ধত্ব' উপাধি। যাহাতে পাপজনকত্বরূপ সাধ্য আছে তাহাতে নিষিদ্ধত্বও আছে, অতএব ঐ উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে যাহাতে হিংসাত্বরূপ হেতু আছে তাহাতে সর্বত্র নিষিদ্ধত্ব নাই (যেমন—বৈধহিংসাতে)। অতএব তাহা হেতুর ব্যাপক হয় নাই—এইভাবে 'নিষিদ্ধত্ব' উপাধি হইল। প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন যে সাধ্যসমব্যাপ্তই উপাধি অর্থাৎ যাহা সাধ্যের ব্যাপ্য ও ব্যাপক, অথচ হেতুর অব্যাপক তাহা উপাধি। 'উপাধিশ্চ সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তিঃ (সপ্তপদার্থী, পৃঃ ৭৪) 'সাধনা-ব্যাপকাঃ সাধ্যসমব্যাপ্তা উপাধয়ঃ' (তার্কিকরক্ষা পৃঃ ৬৬), 'উপ=সমীপে স্বধর্মং আদধাতি' এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করিয়াই প্রাচীনগণ ঐরূপ উপাধির লক্ষণ করিয়াছেন। যাহা সমীপস্থ-বস্তুতে স্বধর্মের আধান করে অর্থাৎ নিজধর্মের আরোপ করায়, তাহাকে উপাধি বলা হয়। যেমন জবাকুসুম নিকটস্থ স্ফটিকে স্বধর্ম-লৌহিত্যের (রক্তিমার) আধান করে, অতএব তাহা উপাধি। 'অয়ং ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদিস্থলে আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ বহ্নিরূপহেতুতে স্বধর্ম-ব্যাপ্তির আধান করে বলিয়াই উপাধি। উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপ্যতা (ব্যাপ্তি) থাকিলেই তাহা ব্যাপ্তিহীন-হেতুতে স্বগত ব্যাপ্তির আধান করিতে পারে। যাহারা বিষমব্যাপ্তকে উপাধিরূপে স্বীকার করেন অর্থাৎ কেবল সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যা-পককে উপাধি বলেন তাঁহাদের মতে সর্বত্র (সদ্ধেতুস্থলেও) 'পক্ষেতরত্ব' উপাধি হইতে পারে এই আপত্তি হয়। যেমন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ এইস্থলে 'পর্বতেতরত্ব' (পর্বতভিন্নত্ব) বহ্নির ব্যাপক ও ধূমের অব্যাপক হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনমতে এই দোষ হয় না, কেন না পক্ষেতরত্ব সাধ্যের ব্যাপক হইলেও সাধ্যের ব্যাপ্য হয় নাই

(যে স্থানে বহ্নি নাই, যেমন—জলাদি, তাহাতে পর্বতেতরত্ব আছে ; অতএব পর্বতেতরত্ব বহ্নিরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য না হওয়ায় 'উপাধি' হইল না)। নব্য নৈয়ায়িকগণ উপাধির দূষকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্' এইভাবে উপাধির লক্ষণ করিয়াছেন। যে ব্যাপকের ব্যভিচারী হয় (অর্থাৎ ব্যাপক না থাকিলেও থাকে) সে অবশ্যই ব্যাপ্যের ব্যভিচারী হয়, এই যুক্তি অনুসারে কোনও হেতু উপাধির ব্যভিচারী হইলে সাধ্যেরও ব্যভিচারী হইবে, এই জন্যই উপাধি স্বব্যভিচারের দ্বারা হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হয়। অতএব উপাধির লক্ষণে সাধ্যব্যাপকতার নিবেশই প্রয়োজন, সাধ্যব্যাপ্যতা নিবেশের প্রয়োজন নাই। সাধ্যব্যাপ্যতার নিবেশ না করিলে সর্বত্র পক্ষেতরত্ব উপাধি হইতে পারে—এই যে আপত্তি তাহাও অসঙ্গত। যেহেতু বাধোন্নীত পক্ষেতরত্বকে উপাধি স্বীকার করিতে বাধা নাই। বাধেন উন্নীতঃ সাধ্যব্যাপকতয়া নিশ্চিতঃ য উপাধিঃ। যেমন—বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ কৃতকত্বাৎ (বহ্নি—পক্ষ, অনুষ্ণত্ব-সাধ্য, কৃতকত্ব—হেতু) এইস্থলে বহ্নিরূপ পক্ষে অনুষ্ণত্বের অভাব (উষ্ণত্ব) নিশ্চিত থাকায় পক্ষেতরত্বে সাধ্যের ব্যাপকতাও নিশ্চিত, অতএব এইরূপস্থলে তাহা উপাধি হইবে। অন্যত্র পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদি সন্দিগ্ধসাধ্যক অনুমিতিস্থলে পর্বতেতরত্বে সাধ্যের ব্যাপকতা নির্ণীত না হওয়ায় তাহা উপাধি হইবে না। (বাধানুন্নীতপক্ষেতরস্ত সাধ্যব্যাপকতাগ্রাহক প্রমাণাভাবাৎ স্বব্যাঘাতকত্বাচ্চ নোপাধিঃ। —ভাষাপরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী) [বাধেন প্রকৃতসাধ্যাভাববত্ত্বেন অনুন্নীতঃ অনির্ণীতঃ পক্ষঃ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নঃ, তদ্‌ভেদ ইত্যর্থঃ।] আপত্তি হইতে পারে যে, পক্ষেতরত্ব নিশ্চিতোপাধি না হইলেও সন্দিগ্ধোপাধি হইতে পারে। ইহার উত্তরে নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন—পক্ষেতরত্ব উপাধি হইলেও সদ্ধেতুস্থলে তাহা উদ্ভাবনীয় হইতে পারে না। হেতুর সাধ্যব্যভিচারিতা প্রতিপাদনের জন্যই উপাধির উদ্ভাবন করা হয়, সদ্ধেতুস্থলে ঐরূপ উপাধির উদ্ভাবন করিলে তাহা স্বব্যাঘাতক হইবে, কেননা উপাধিদ্বারা যে ব্যভিচারের অনুমান করা হইবে সেই অনুমানেও পক্ষেতরত্ব উপাধি হইবে। অতএব উপাধির ব্যভিচারানুমাপকতা কুত্রাপি সম্ভব হইবে না।

উদয়নাচার্য বলেন — "একসাধ্যাবিনাভাবে মিথঃ সম্বন্ধশূন্যয়োঃ। সাধ্যাভাবাবিনাভাবী স উপাধির্যদত্যয়ঃ ॥" (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি) — অর্থাৎ যাহারা (যে দুইটি হেতু) পরস্পরসম্বন্ধশূন্য অর্থাৎ পরস্পরকে পরিহার করিয়াও থাকে, এবং কচিৎ সাধ্যের সহিত একত্র অবস্থান করে, তাহাদের মধ্যে যাহার অভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য (অর্থাৎ যাহা না থাকিলে সাধ্য থাকে না) তাহাকে 'উপাধি' বলা হয়। এই উপাধিই সাধ্যবত্তার প্রযোজক, অন্য হেতু (যাহার অভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য নহে) প্রযোজক নহে। যেমন- বৈধহিংসা অধর্মঃ হিংসাত্বাৎ এইস্থলে হিংসাত্ব ও নিষিদ্ধত্বরূপ দুইটি ধর্ম পরস্পরকে পরিহার করিয়া থাকে (বৈধহিংসাতে নিষিদ্ধত্ব নাই হিংসাত্ব আছে, সুরাপানাদিতে হিংসাত্ব নাই নিষিদ্ধত্ব আছে)। অবৈধ হিংসাতে অধর্মত্বরূপসাধ্যের সহিত ঐ দুইটিই (হিংসাত্ব ও নিষিদ্ধত্ব) আছে, তাহার মধ্যে নিষিদ্ধত্বের অভাব সাধ্যাভাবের (অধর্মত্বের অভাবের) ব্যাপ্য হইয়াছে (যেহেতু নিষিদ্ধত্ব না থাকিলে অধর্মত্ব থাকে না) অতএব ঐ অনুমানে 'নিষিদ্ধত্ব' উপাধি। উপাধি চতুর্বিধ—কেবলসাধ্যব্যাপক, পক্ষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক, সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক ও উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক। উদাহরণ যথাক্রমে—(ক) ধূমবান্ বহ্নেঃ এইরূপ অনুমানস্থলে 'আর্দ্রেন্ধনসংযোগ' উপাধি। এই উপাধি কেবল সাধ্যের (ধূমের) ব্যাপক। (খ) বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রমেয়ত্বাৎ—এই অনুমানে 'উদ্ভূতরূপবত্ত্ব' উপাধি। এই উপাধি বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক। (গ) ধ্বংসঃ বিনাশী জন্যত্বাৎ—এই অনুমানস্থলে 'ভাবত্ব' উপাধি। ইহা জন্যত্বা-

বচ্ছিন্নসাধ্যের ব্যাপক। (ঘ) প্রাগভাবঃ বিনাশী প্রমেয়ত্বাৎ—এই অনুমানে 'ভাবত্ব' উপাধি। এই উপাধি জন্যত্বাবচ্ছিন্নবিনাশিত্বের ব্যাপক হইয়াছে। উপাধি প্রকারান্তরে দ্বিবিধ। নিশ্চিতোপাধি ও শঙ্কিতোপাধি (বা সন্দিগ্ধোপাধি)। যে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকতা ও হেতুর অব্যাপকতা নিশ্চিত, তাহা নিশ্চিতোপাধি। যেমন—ধূমবান্ বহ্নেঃ—এই অনুমানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ। যে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকতা বা হেতুর অব্যাপকতা সন্দিগ্ধ, তাহা শঙ্কিতোপাধি। যেমন—স শ্যামঃ মৈত্রীতনয়ত্বাৎ। এইস্থলে 'শাকপাকজত্ব' রূপ উপাধিতে হেতুর অব্যাপকতা পক্ষান্তর্ভাবে সন্দিগ্ধ। অতএব ইহা সন্দিগ্ধোপাধি। উপাধির দূষকতা— (১) উপাধি স্বব্যভিচারের দ্বারা হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমান জন্মায়। (২) উপাধি স্বীয় অভাবের দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমান জন্মায়। (৩) উপাধি স্বব্যাপ্যত্বরূপ হেতুর দ্বারা সাধ্যে পক্ষবৃত্তিত্বাভাবের অনুমান জন্মায়। উদাহরণ—'অয়োগোলকং, ধূমবৎ, বহ্নেঃ,'—এই অনুমানে 'আর্দ্রেন্ধনসংযোগ' উপাধি হওয়ায়, এই উপাধি তিনভাবে অনুমানের প্রতিরোধ করিতেছে—(ক) বহ্নিঃ ধূমব্যভিচারী আর্দ্রেন্ধনসংযোগব্যভিচারিত্বাৎ। (খ) অয়োগোলকং ধূমাভাববৎ আর্দ্রেন্ধনসংযোগাভাবাৎ। (গ) ধূমঃ অয়োগোলকাবৃত্তিঃ, আর্দ্রেন্ধনসংযোগব্যাপ্যত্বাৎ। (সিঃ জাঃ ১৩ পৃঃ) ৩। জাতিভিন্ন সমস্ত ধর্ম যেমন—অভাবত্ব, ভূতত্ব, মূর্ত্তত্ব ইত্যাদি [সবাধকং সামান্যমুপাধিঃ।– সঃ পঃ ৮৪ পৃঃ] ৪। স্বসম্বন্ধী একমাত্রধর্মীতে অনেকত্বব্যবহারের কারণ। (অর্থাৎ অভিন্নবস্তুতে ভেদব্যবহারের কারণ) যেমন কর্ণশষ্কুলীর ভেদে শ্রবণেন্দ্রিয়ের (শ্রোত্রাকাশের) ভেদব্যবহার এবং তত্তৎ ক্রিয়ার ভেদে কালের ভেদ ব্যবহার হয়, অতএব কর্ণশষ্কুলী ও তত্তৎক্রিয়াদি উপাধি। ['ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ' ইত্যাদি ভাঃ পঃ সিঃ মুঃ ৪৬ কাঃ]

উপালম্ভ—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪২] প্রতিষেধ; খণ্ডন; পরপক্ষের দোষ উদ্ভাবন।

উপেক্ষা—যে জ্ঞান হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না সেইরূপ জ্ঞান। অথবা যে জ্ঞান হইতে সংস্কার বা স্মৃতি হয় না সেইরূপ জ্ঞান।

উপোদ্‌ঘাত- সঙ্গতিবিশেষ। ('সঙ্গতি' শব্দ দ্রষ্টব্য) "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং বিদুর্বুধাঃ।" প্রকৃতোপপাদকত্বম্ উপোদ্‌ঘাতঃ। প্রকৃত অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকবিষয়ের উপপাদকতাই উপোদ্‌ঘাত। যেমন - তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে অনুমিতির লক্ষণ নিরূপণ করিয়া ব্যাপ্তির নিরূপণ করা হইয়াছে। কোন বিষয়ের নিরূপণ করিয়া বিষয়ান্তরের নিরূপণ করিলে ঐ পূর্বাপর-বিষয়দ্বয়ের সঙ্গতি থাকা আবশ্যক। প্রকৃতস্থলে পূর্বে "ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ" এইভাবে অনুমিতির লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তির স্বরূপ কি তাহা না জানিলে অনুমিতিলক্ষণের জ্ঞান সম্ভব নহে, অতএব অনুমিতিলক্ষণের উপপাদকতা ব্যাপ্তিতে থাকায় (উপোদ্‌ঘাতসঙ্গতি থাকায়) অনুমিতিলক্ষণনিরূপণের পর ব্যাপ্তিনিরূপণ করা হইয়াছে। এইভাবে নিরূপিতবিষয়ের উপপাদকতা নিরূপণীয়বিষয়ে থাকিলে তাহাই উপোদ্‌ঘাতসঙ্গতি।

উভয়াভাব—উভয়বস্তু প্রতিযোগী যাহার এইরূপ অভাব। যেমন - 'ঘটপটোভয়ং নাস্তি' (ঘট ও পট এই উভয় নাই) এইস্থলে উভয়াভাবের প্রতিযোগী ঘট ও পট উভয় এবং উভয়গত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঘটত্ব, পটত্ব ও উভয়ত্ব। (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা পর্যাপ্তিসম্বন্ধে ঐ তিনটিতে আছে) অতএব যেস্থলে ঘট ও পট উভয়ই আছে সেইস্থলে 'ঘটপটোভয়ং নাস্তি' এইরূপ উভয়াভাবের ব্যবহার হইবে না। যেস্থলে কেবল ঘট বা কেবল পট আছে, অথবা কোনটিই নাই, সেই সেই স্থলে ঐরূপ উভয়াভাবের ব্যবহার হইবে।

উভয়াবৃত্তিধর্ম—যে ধর্ম একাধিক পদার্থে থাকে-না। যেমন - তদ্‌ঘটত্ব, গগনত্ব ইত্যাদি। ['যো যজ্জাতিসমানাধিকরণোভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন··· ···' →সিঃ লঃ জাঃ]। [উভয়াবৃত্তিত্বং চ স্বপ্রতিযোগি-

বৃত্তিত্ব-স্বসামানাধিকরণ্যোভয়সম্বন্ধেন ভেদবিশিষ্টান্যত্বম্। —অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ৩২০] – অর্থাৎ যে ধর্ম উক্ত উভয়সম্বন্ধে ভেদবিশিষ্ট হয় নাই তাদৃশ ধর্মকে উভয়াবৃত্তিধর্ম বলা হয়। যেমন— ঘটত্বধর্মটি 'তদ্ঘটঃ ন' এই ভেদবিশিষ্ট হইয়াছে (এই ভেদের প্রতিযোগী যে তদ্ঘট, তাহাতে ঘটত্বধর্ম আছে এবং ঐ ভেদের অধিকরণ যে এতদ্ঘট, তাহাতেও ঘটত্বধর্ম আছে), অতএব তাহা উভয়াবৃত্তি নহে। সারার্থ এইযে, যেধর্ম কোনও ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়েই থাকেনা তাহাই উভয়াবৃত্তি। 'তদ্ঘটত্ব'কে উভয়াবৃত্তি ধর্ম বলা যায়, যেহেতু তদ্ঘটত্বধর্ম 'তদ্ঘটো ন' এই ভেদের প্রতিযোগীতে থাকিলেও অনুযোগীতে (এতদ্ঘটাদিতে, নাই, অথবা 'এতদ্ঘটো ন' এই ভেদের অনুযোগীতে (তদ্ঘটে) থাকিলেও প্রতিযোগীতে (এতদ্ঘটে) নাই।

ঐ

'একত্র দ্বয়ম্' এই রীতি—একই বিশেষ্যপদার্থে যুগপৎ বিভিন্ন পদার্থের বিশেষণরূপে অন্বয় হইলে তাহাকে 'একত্র দ্বয়ম্ এই রীতিতে অন্বয়' বলা হয়। যেমন—ছত্রী কুণ্ডলী বাসস্বী চৈত্রঃ'- এইস্থলে চৈত্ররূপ বিশেষ্যে যুগপৎ ছত্র, কুণ্ডল ও বস্ত্রের অন্বয় হইতেছে।

একদ্রব্য (সংখ্যা)—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ১০৪] (বিঃ বিঃ প্রেস্) একত্ব; একটি দ্রব্য আশ্রয়রূপে সম্বন্ধী যাহার (যে সংখ্যার); সংখ্যার আশ্রয় একটি দ্রব্যও হয়, আবার অনেকদ্রব্যও হইতে পারে। একত্ব সংখ্যার আশ্রয় একটি দ্রব্য, দ্বিত্বাদি সংখ্যার আশ্রয় অনেকদ্রব্য। সুতরাং সংখ্যা একদ্রব্যা ও অনেকদ্রব্যা। দ্বিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা অনেকদ্রব্যা। দ্বিত্বাদি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি (এই শব্দ যথাস্থানে ব্যাখ্যাত আছে—দ্রষ্টব্য) হইতে উৎপন্ন হয়।

একবাক্যতা — সাকাঙ্ক্ষবাক্যদ্বয়ের একার্থপ্রতিপাদকতা। যে দুইটি বাক্যের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা আছে এবং একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনে যাহাদের তাৎপর্য তাদৃশ বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা থাকে। তদুত্থাপ্য আকাঙ্ক্ষার নিবর্তকত্ব ও তন্নিবর্তনীয় আকাঙ্ক্ষার উত্থাপকত্ব এই দুইটি ধর্মের মধ্যে যে কোন একটি থাকিলেই তাহা সাকাঙ্ক্ষ হইবে। যেমন 'ভূতলং ঘটবৎ' এই বাক্যহইতে উত্থাপিত যে 'কঃ ঘটঃ' এই আকাঙ্ক্ষা তাহার নিবর্তক হইয়াছে—'কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটঃ' এইবাক্য। পক্ষান্তরে, 'কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটঃ' এই বাক্যের দ্বারা নিবর্তনীয় যে কঃ ঘটঃ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা তাহার উত্থাপক হইয়াছে—'ভূতলং ঘটবৎ' এই বাক্য; অতএব এই বাক্যদ্বয় পরস্পরসাকাঙ্ক্ষ। কিন্তু সাকাঙ্ক্ষ হইলেও একার্থ প্রতিপাদক না হওয়ায় এই বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা নাই। সারার্থ এই যে, যে দুইটিবাক্য মিলিতভাবে একটি বিশিষ্টার্থের প্রতিপাদন করে তাহাদেরই একবাক্যতা থাকে। যেমন প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদের সহিত অনুমানপরিচ্ছেদের একবাক্যতা আছে। যেহেতু ইহারা পরস্পরসাকাঙ্ক্ষ [প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদহইতে উত্থাপিত 'কিম্ অস্য উপজীবকম্' (প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপজীবক কি)? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবর্তকতা অনুমান পরিচ্ছেদে আছে এবং অনুমানপরিচ্ছেদের দ্বারা নিবর্তনীয় যে 'কিম্ অস্য উপজীবকম্' এই আকাঙ্ক্ষা তাহার উত্থাপকতা প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদে আছে, এবং উভয়েই 'চত্বারি প্রমাণানি' এইরূপ প্রমাণচাতুর্বিধ্যরূপ—অর্থনির্ণয়ের উপযোগী। 'পূর্বাপরগ্রন্থৈকবাক্যতাপ্রতিপত্তয়ে……………অনুমাননিরূপণং প্রতিজানীতে প্রত্যক্ষবিত্যাদি'। (অনুমিতিদীধিতি) 'অর্থৈক্যাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ' (জৈমিনিসূত্র)।

একপ্রত্যনীকভাব— [ন্যাঃ ভাঃ ৪।১।৪] একেরই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রত্যনীকভাব— অর্থাৎ বিরোধিত্ব যাহাদের (প্রতি); (অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ; তাহারা দোষ হইতে অর্থান্তর বা পৃথক পদার্থ নহে— ইহারা সকলেই দোষের অন্তর্গত।)

একবিংশতিদুঃখভেদ—[ন্যাঃ বাঃ ১।১।১] দুঃখ একবিংশতিপ্রকার কথিত হয়। যথা,—শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয়প্রকার রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়,

ছয় প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান, সুখ ও দুঃখ। শরীরাদি সকলের দুঃখহেতুত্ববশতঃ দুঃখত্ব; সুখ দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখসম্বদ্ধ বলিয়া দুঃখ।

একার্থসমবায়—একই অর্থে (বস্তুতে) সমবায়-সম্বন্ধে থাকা। স্বসমবায়িসমবেতত্ব বা সমবায়-ঘটিত সামানাধিকরণ্য। ইহা একপ্রকার পরম্পরা-সম্বন্ধ। যেমন—'একংরূপম্' ইত্যাদিস্থলে রূপাদিতে একত্বাদিসংখ্যা প্রতীয়মান হইতেছে, অথচ সমবায়সম্বন্ধে গুণে গুণ থাকে না। এইভাবে 'জাতিঃ সতী' 'সমবায়ঃ সন্' ইত্যাদি প্রতীতি হয়, অথচ জাতি বা সমবায়ে সত্তা থাকেনা, সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্মেই থাকে। এইকারণে একার্থসমবায়-সম্বন্ধে গুণে গুণ এবং সমবায়াদিতে সত্তা স্বীকার করিয়া ঐরূপ প্রতীতির উপপত্তি করা হয়। স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে রূপে একত্বাদিসংখ্যা এবং সমবায়াদিতে সত্তা থাকিতে পারে। স্বপদে সংখ্যা, তাহার সমবায়ী দ্রব্য, তাহাতে সমবেত রূপ। 'জাতিঃ সতী' এইস্থলে স্বপদে সত্তা, তাহার সমবায়ী দ্রব্যাদি, তাহাতে সমবেত জাতি। 'সমবায়ঃ সন্' এইস্থলে স্বপদে সত্তা, তাহার সমবায়ী দ্রব্যাদি, তাহাতে সমবেত সমবায়। (সমবায় স্বাত্মক স্বরূপ সম্বন্ধে দ্রব্যাদিতে থাকায় তাহাতে সমবেত বলা হইতেছে, যেহেতু ঐ স্বরূপ সম্বন্ধ সমবায়াত্মক)। (সিঃ জাঃ পৃঃ ২৮।২৯)।

এব—ইহা নিপাতের অন্তর্গত শব্দ। ইহার অর্থ ব্যবচ্ছেদ (ইতর ব্যাবৃত্তি)। এই ব্যবচ্ছেদ তিন প্রকার—অন্যযোগব্যবচ্ছেদ, অযোগব্যবচ্ছেদ ও অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ। (অতএব 'এব' শব্দের অর্থ তিন প্রকার)। ১। অন্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ নিষেধ করা হইলে তাহাকে অন্যযোগব্যবচ্ছেদ বলা হয়। যেমন—'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ' এইস্থলে 'এব' শব্দের দ্বারা পার্থভিন্ন ব্যক্তির ধনুর্ধরত্ব নিষেধ করা হইতেছে। ইহাকে বিশেষ্যসঙ্গত এবকারও বলা হয়। ২। অযোগ অর্থাৎ অসম্বন্ধের নিষেধ করা হইলে তাহাকে অযোগব্যবচ্ছেদ বলা হয়। যেমন—'শঙ্খঃ শ্বেত এব' (শঙ্খ শ্বেতবর্ণ ই হয়)। এইস্থলে এব শব্দের দ্বারা শ্বেতবর্ণের সহিত শঙ্খের অসম্বন্ধের ব্যবচ্ছেদ (নিষেধ) করিয়া প্রকারান্তরে শঙ্খের সহিত শ্বেতবর্ণের নিত্যসম্বন্ধই প্রতিপাদন করা হইতেছে। ইহাকে বিশেষণসঙ্গত এবকারও বলা হয়। ৩। অত্যন্ত অযোগের (অসম্বন্ধের) নিষেধ করা হইলে তাহাকে অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ বলা হয়। যেমন—'পদ্মং নীলং ভবত্যেব' (পদ্ম নীলবর্ণ হয়ই)। এইস্থলে পদ্মের সহিত নীলবর্ণের আত্যন্তিক অসম্বন্ধের নিষেধ করা হইতেছে। ('আত্যন্তিক অসম্বন্ধ'=অসম্ভাবনা। অর্থাৎ পদ্ম যে নীলবর্ণ হইতে পারেনা তাহা নহে) ইহাকে ক্রিয়াসঙ্গত এবকারও বলা হয়।

ঐ

ঐকাধিকরণ্য—এক অর্থাৎ সমান অধিকরণ যাহাদের তাহারা একাধিকরণ। এইভাবে এক অধিকরণে থাকাকে ঐকাধিকরণ্য বলা হয়। (একং সমানম্ অধিকরণং যয়োঃ তৌ একাধিকরণৌ, তয়োঃ ভাবঃ ঐকাধিকরণ্যম্।) যেমন, বহ্নি ও ধূম একাধিকরণে থাকায় ধূমের সহিত বহ্নির ঐকাধিকরণ্য আছে। '... ... ... সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে।' (ভাষা-পঃ ৬৯ কাঃ)।

ঐতিহ্য—(ইতিহ+ষ্যঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ২।২।১, ২] 'ইতি হ উচুঃ'—ইত্যাকারে যে সব অজ্ঞাতমূল-বক্তৃক বাক্য বলা হয়; যথা 'ইহ বটে যক্ষস্তিষ্ঠতি' —এই বটবৃক্ষে যক্ষ আছে,—ইত্যাদি বাক্য। অষ্টপ্রমাণবাদী পৌরাণিকের মতে একটি প্রমাণ। নৈয়ায়িকমতে আপ্তোক্ত হইলে শব্দপ্রমাণে অন্তর্ভুক্ত, অন্যথা অপ্রমাণ।

ঔ

ঔপাধিক—[ন্যাঃ লীঃ পৃঃ ২১২ (চৌঃ সং)] উপাধিকৃত; ঔপাধিসম্বন্ধজনিত। যাহা সমীপে (উপ) থাকিয়া নিজের ধর্ম অপরে আধান করে (আধি) তাহাকে উপাধি কহে। যাহা উপাধির সম্বন্ধের

দ্বারা কৃত হয় তাহা ঔপাধিক। যথা, জলের উষ্ণতা জলে সম্বদ্ধ (প্রবিষ্ট) তেজরূপ উপাধিকৃত সুতরাং ঔপাধিক।

ক

কণাদ—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ৪] বৈশেষিকসূত্রকার মুনিবিশেষ; তিনি কাপোতী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পথে নিপতিত তণ্ডুলকণাসকল আহরণ করিয়া প্রত্যহ আহার নিষ্পন্ন করিতেন বলিয়া কণাদ, কণভক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। কণাদের অপর এক নাম 'উলুক' এবং বৈশেষিকদর্শন ঐ নাম অনুসারে ঔলুক্যদর্শন নামে প্রসিদ্ধ।

কথা—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।২।১] তত্ত্বের নির্ণয় অথবা বিজয়—ইহাদের যে কোনও একটির যোগ্য (বা একটিকে উদ্দেশ্য করিয়া) যে ন্যায়ানুগত অর্থাৎ যুক্তিসম্মত বচনসমূহ (বাক্যপ্রয়োগ)। কথা তিন প্রকার হইতে পারে—১। বাদ, ২। জল্প, ৩। বিতণ্ডা।

করণ- কার্যের অসাধারণ কারণ। অসাধারণ=ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ ফলের (কার্যের) সহিত যাহার অযোগব্যবচ্ছেদ=যাহা থাকিলে ফল অবশ্যই উৎপন্ন হয় তাহাই করণ। যেমন প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ করণ, অনুমিতির প্রতি পরামর্শ করণ। ইহা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত। নব্যমতে 'ব্যাপারবৎ কারণই' অসাধারণ। অর্থাৎ যাহা ব্যাপারের মাধ্যমে কার্যের উৎপাদক হয় তাহাই অসাধারণকারণ বা করণ ('ব্যাপার' শব্দ দ্রষ্টব্য)। যেমন—প্রত্যক্ষের প্রতি করণ—ইন্দ্রিয়, যেহেতু তাহা স্বজন্য সন্নিকর্ষরূপব্যাপারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষকে জন্মায়। অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, যেহেতু তাহা পরামর্শরূপব্যাপারের মাধ্যমে অনুমিতির জনক হয়। স্মৃতির প্রতি পূর্বানুভব করণ, যেহেতু তাহা স্বজন্য সংস্কারের মাধ্যমে স্মৃতির জনক হয়। ছেদনাদি কার্যের প্রতি দাত্রাদি করণ, যেহেতু দাত্র প্রভৃতি বস্তু উদ্যমননিপাতনাদি ব্যাপারের মাধ্যমে ছেদনাদি কার্যের জনক। প্রাচীননৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের মতে কোন কারণই এককভাবে কার্যের করণ নহে। কার্যমাত্রের প্রতি সামগ্রীই (নিখিল কারণের সমষ্টিই) করণ। যেহেতু সামগ্রী থাকিলে কার্য অবশ্যই উৎপন্ন হয় অতএব তাহাই অসাধারণ কারণ। (ন্যাঃ মঃ ১ম আঃ)।

কর্তা—১। কৃতিমান্ (প্রযত্নশীল) ২। উপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞান-চিকির্ষাকৃতিমান্। যাহার উপাদানগোচর অর্থাৎ সমবায়িকারণবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান, এবং কার্যানুকূল চিকীর্ষা ও প্রযত্ন আছে তাহাকে সেই কার্যের কর্তা বলা হয়। ৩। স্বতন্ত্র, অর্থাৎ যে অন্যকারকের দ্বারা পরিচালিত নহে এবং অন্যকারকের পরিচালক। ৪। ধাত্বর্থের (অর্থাৎ ব্যাপাররূপ ক্রিয়ার) আশ্রয়।

কর্তৃত্ব—কৃতি বা প্রযত্নের আশ্রয়তা, যথা,—চৈত্র যাইতেছে। উপাদানবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান, চিকীর্ষা, ও কৃতিমত্ত্ব। যথা, কুম্ভকারের ঘটকর্তৃত্ব, ঈশ্বরের দ্ব্যণুকাদিকর্তৃত্ব। ধাতুর অর্থ যে ব্যাপার তাহার আশ্রয়তা। যথা, (রথো গচ্ছতি) রথ যাইতেছে। (ব্যাকরণে—স্বাতন্ত্র্য, ধাত্বর্থব্যাপারের আশ্রয়ত্ব। 'ঘটো নশ্যতি' স্থলে (নাশের) প্রতিযোগিত্বই কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব ত্রিবিধ—শুদ্ধকর্তৃত্ব, প্রযোজকহেতুকর্তৃত্ব, ও কর্মকর্তৃত্ব।

কর্ম—(কৃ+মন্) [ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৩৭] ১। চেতন আত্মার ভোগের নিমিত্তকারণ ধর্মাধর্ম। অদৃষ্ট; (কর্মকারিত=অদৃষ্টাধীন) (ইন্দ্রিয়ের ব্যূহ অর্থাৎ রচনাবিশেষ অদৃষ্টাধীন)। ২। ক্রিয়া। স্পন্দন। [কর্ম কর্মত্বজাতিযোগি (সপ্ত-পঃ পৃঃ ৫০)।] "সংযোগভিন্নত্বে সতি সংযোগাসমবায়িকারণং কর্মত্বজাতিমদ্ বা কর্ম।" (তর্ক-সংঃ দীঃ পৃঃ ১১)

যাহাতে কর্মত্বজাতি আছে তাহাই কর্ম। (চলতি বা স্পন্দতে ইত্যাদি প্রতীতির মূলীভূত কর্মত্বজাতি সকলেরই অনুভবসিদ্ধ)। অথবা—যাহা সংযোগের অসমবায়িকারণ অথচ সংযোগ নহে তাহাই কর্ম। (সংযোগজসংযোগের অসমবায়িকারণ যে সংযোগ, তাহাতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'সংযোগভিন্নত্বে সতি' এইরূপ বলা হইয়াছে)। কর্ম ৬ প্রকার। উৎক্ষেপণ,

অপক্ষেপন (অবক্ষেপণ) আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। ঊর্ধ্বদেশসংযোগানুকূল ক্রিয়াকে (অর্থাৎ যে ক্রিয়ার ফলে ঊর্ধ্বদেশের সহিত বস্তুর সংযোগ হয় তাহাকে) উৎক্ষেপণ বলা হয়। যে ক্রিয়ার ফলে অধোদেশের সহিত বস্তুর সংযোগ হয় তাহাকে অপক্ষেপণ বলা হয়। বস্তুর বক্রতা সম্পাদক ক্রিয়াকে আকুঞ্চন এবং বস্তুর সরলতা-সম্পাদক ক্রিয়াকে প্রসারণ বলা হয়। যে ক্রিয়া অনিয়তদেশসংযোগের কারণ তাহাই গমন (সপ্ত-পঃ পৃঃ ৬২), 'ঊর্ধ্বং চাধশ্চাভিমুখং তির্যগ্-বিষগিতি ক্রমাৎ (ঐ, পৃঃ ১৫৮) ভ্রমন, রেচন, স্যন্দন, ঊর্ধ্বজ্বলন, তির্যগ্গমন, নমন, উন্নমন প্রভৃতি কর্ম অনিয়তদিগ্দেশসংযোগের হেতু হওয়ায় গমনের অন্তর্গত। কর্ম তিন প্রকার—বিহিত, নিষিদ্ধ ও উদাসীন। বিহিত - যাগাদিকর্ম। নিষিদ্ধ—সুরাপানাদি কর্ম। উদাসীন—ভোজনাদি। কর্মমাত্রই অনিত্য। কর্ম চাসমবায়ি স্যাদ্ যৎ সংযোগবিভাগয়োঃ (তার্কিক রঃ পৃঃ ১৫৬) - যাহা সংযোগ ও বিভাগ উভয়ের অসমবায়িকারণ তাহাই কর্ম।

কর্মজন্যগুণ—চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে যাহারা কর্মের দ্বারা জনিত হয়; সংযোগ, বিভাগ ও বেগ—এই তিনটি গুণ কর্মের দ্বারা জনিত।

কর্মত্বাদ্যনবরুদ্ধ—যাহা কর্মত্বাদির বিশেষণরূপে বিবক্ষিত নহে। (সিঃ মুঃ ২৬৭) যেমন—'শ্যামঃ পচতি' (শ্যাম পাক করিতেছে), 'তণ্ডুলঃ পচ্যতে' (তণ্ডুল পক্ক হইতেছে) ইত্যাদি স্থলে শ্যাম ও তণ্ডুলাদি কর্মত্বাদি কারকের বিশেষণরূপে বিবক্ষিত না হওয়ায় 'কর্মত্বাদ্যনবরুদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'শ্যামেন পচ্যতে', 'তণ্ডুলং পচতি' ইত্যাদিস্থলে শ্যাম ও তণ্ডুল যথাক্রমে কর্তৃত্ব ও কর্মত্বের বিশেষণ রূপে বিবক্ষিত হওয়ায় 'কর্মত্বাদ্যনবরুদ্ধ' হয় নাই।

কর্মবিপাক—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৯৫] (বিঃ বিঃ প্রেস,) কর্মের বিবিধ পাক বা ফল; কর্মের বিপাক ত্রিবিধ—জাতি (জন্ম), আয়ু ও ভোগ; অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট যোনিতে জন্ম, সেই দেহে নির্দিষ্ট আয়ু লাভ, এবং তাহাতে কর্মানুযায়ী ভোগ, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-সাক্ষাৎকার।

কর্মাভিব্যঙ্গ্য—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ১৭] কর্মব্যাপকত্ব; যেখানেই উৎক্ষেপণাদি কর্ম থাকে, সেখানে অবশ্যই (সামান্য) থাকে বলিয়া কর্মের পরে সামান্যের উদ্দেশ ও নিরূপণ করা হইয়াছে।

কললশরীর - [ন্যাঃ কঃ ৮৫] নারীগর্ভে শুক্র ও শোণিতের সংযোগবিশেষ ঘটিলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে গর্ভে 'কলল' নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র শরীরের উৎপত্তি হয়। তাহাতেই অন্তঃকরণ বা মনের প্রবেশ হয়, কেন না মন শরীরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে।

কাদাচিৎকত্ব—কোনও কালে থাকা এবং কোনও কালে না থাকা। যাহা কালবিশেষে থাকে না এবং কালবিশেষে থাকে তাহা কাদাচিৎক। [কিঞ্চিৎকালাবৃত্তিত্বে সতি কিঞ্চিৎকালবৃত্তিত্বং কাদাচিৎকত্বম্। [ন্যাঃ কুঃ টীঃ ১।৩] ঘটাদি উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই উৎপত্তির পূর্বে ও বিনাশের পরে থাকে না, এবং উৎপত্তিক্ষণ হইতে বিনাশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে, অতএব তাহারা কাদাচিৎক। নিত্যবস্তু সর্বকালে থাকায় এবং অলীকবস্তু কোনও কালে না থাকায় তাহারা কাদাচিৎক নহে।

কারকবিভক্তি—কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারক অর্থে যে বিভক্তি হয়। যেমন কর্তায় তৃতীয়া, কর্মে দ্বিতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী ইত্যাদি।

কারণ — যাহা কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী অথচ অন্যথাসিদ্ধ নহে। [অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্বে সতি নিয়তপূর্ববর্তিত্বং কারণত্বম্] ('নিয়তপূর্ববর্তী'-শব্দ ও 'অন্যথাসিদ্ধ'শব্দ দ্রষ্টব্য) কারণ তিনপ্রকার সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। যাহাতে সমবায়সম্বন্ধে কার্যের উৎপত্তি হয় তাহা সমবায়িকারণ। যেমন ঘটকার্যের প্রতি কপাল সমবায়িকারণ। দ্রব্যের সমবায়িকারণ দ্রব্যের অবয়বই হয়। গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ দ্রব্য। যে কোন জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ। সমবায়িকারণে সম্বন্ধযুক্ত কারণকে অসমবায়িকারণ বলা হয়। ('অসমবায়িকারণ' শব্দ দ্রষ্টব্য)। যেমন—ঘটকার্যের প্রতি কপালদ্বয়সংযোগ, পট-

কার্যের প্রতি তন্তুসংযোগ, জ্ঞানমাত্রের প্রতি আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ, এই দুই প্রকার কারণ ভিন্ন অন্যান্যকারণকে 'নিমিত্তকারণ' বলা হয়। যেমন—ঘটকার্যের প্রতি দণ্ড, চক্র, সূত্র, জল, কুম্ভকার ইত্যাদি। প্রকারান্তরে কারণ দুই প্রকার—ফলোপধায়ক ও স্বরূপযোগ্য। যে কারণ ফল অর্থাৎ কার্যের উৎপাদন করিয়াছে তাহা ফলোপধায়ক। যাহাতে কার্য উৎপাদনের যোগ্যতা আছে সেই কারণকে স্বরূপযোগ্য বলা হয়। [কার্যাব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণাবচ্ছেদেন কার্যসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিকারণত্বং ফলোপধায়কত্বম্। কারণতাবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বং স্বরূপযোগ্যত্বম্।] প্রত্যেক কার্যই ত্রিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ধ্বংসরূপকার্য কেবল নিমিত্তকারণ হইতে উৎপন্ন হয়।

কারণগুণোৎপন্ন—দ্রব্যের সমবায়িকারণের গুণ হইতে দ্রব্যে যে গুণ উৎপন্ন হয়। কার্যের যে গুণ কারণের (সেই কার্যের সমবায়িকারণের) গুণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে কারণগুণোৎপন্ন গুণ বলা হয়। যেমন রূপ, রস ইত্যাদি। "কারণগুণা হি কার্যগুণান্ আরভন্তে' এই রীতি অনুসারে ঘটের রূপ কপালের রূপ হইতে উৎপন্ন হয় (ঘটরূপের প্রতি কপালরূপ অসমবায়িকারণ) অতএব তাহা কারণগুণজন্য বা কারণগুণোৎপন্ন। অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও দ্রবত্ব এবং স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একপৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার; এই গুণগুলি কারণগুণোৎপন্ন। [ভাষা প.]

কার্য—(ক্রিয়তে যৎ) কৃতিজন্য। উৎপত্তিশীল বা জন্যবস্তু। প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বং কার্যত্বম্ (সপ্ত পঃ পৃঃ ৬৫)—যাহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী তাহাই কার্য। অথবা স্বনিষ্ঠান্যথাসিদ্ধ্যনিরূপকত্বে সতি স্বব্যাপ্যত্বম্।—অর্থাৎ যাহা যদ্গত অন্যথাসিদ্ধির নিরূপক হয় নাই এবং যাহা যাহা না থাকিলে উৎপন্ন হয়না, তাহা তাহার কার্য। যেমন—ঘট কপালগতঅন্যথাসিদ্ধির নিরূপক হয় নাই এবং কপাল না থাকিলে ঘট হয়না; অতএব তাহা কপালের কার্য। অথবা কার্যত্বং স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ।

কার্যকারণাবিরোধিত্ব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ] নিজের কার্যের এবং কারণের বিরোধী না হওয়া। ইহা পৃথিবী প্রভৃতি নবদ্রব্যে সাধর্ম্য। যথা, পৃথিবী দ্রব্য যে তন্তু সে তাহার কারণ অংশুর (আশ্) নাশক হয় না, আবার তন্তুর কার্য পটেরও নাশক হয় না—পটেও অনুবর্তন করে ইত্যাদি। কিন্তু শব্দ গুণ নিজের কার্য উত্তর শব্দের দ্বারা বিনষ্ট হয়, আবার অন্ত্যশব্দ তাহার কারণ পূর্বশব্দের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

কার্যকারণোভয়বিরোধী (শব্দ)—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৫৫] বৈশেষিকমতে শব্দ কার্য ও কারণ উভয়ের বিরোধী অর্থাৎ উভয়ের নাশ্য। প্রথম শব্দ তাহা হইতে উৎপন্ন (দ্বিতীয়) কার্য শব্দের নাশ্য হওয়াতে তৃতীয়ক্ষণে প্রথম শব্দের নাশ হয়। সুতরাং কার্যবিরোধী (কার্যনাশ্য) আবার অন্ত্যশব্দটির পরে আর কোনও শব্দ উৎপন্ন না হওয়াতে সে তাহার কারণ শব্দটির দ্বারাই নাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অন্ত্যশব্দ কারণবিরোধী (কারণনাশ্য)। এইরূপে শব্দ কার্যকারণোভয়বিরোধী।

কার্যত্ব—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ৪৬] কারণের অধীন আত্মলাভ, বা কারণ হইতে উৎপন্ন হওয়াই কার্যত্ব। যাহার কারণ আছে তাহাই কার্য।

কার্যসমা—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।৩৭] অন্যতম 'জাতি' বা অসমীচীন আপত্তি। ঘটের ন্যায় প্রযত্নসাধ্য বলিয়া শব্দ অনিত্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। তাহাতে বিরোধ করিয়া বলা যাইতে পারে যে,—কোনও পদার্থ (ঘটাদি) প্রযত্নের দ্বারা আত্মলাভও (উৎপত্তি লাভ) করিতে পারে, আবার প্রযত্নের দ্বারা ব্যবধান দূরীকৃত হইয়া অভিব্যক্তি লাভও করিতে পারে। সুতরাং প্রযত্নের সাধ্য হইলেই শব্দের অভিপ্রেত যে ব্যুৎপত্তির অনিত্যত্ব তাহা সিদ্ধ হয় না; যেহেতু উহা ব্যবধান দূর হইয়া শব্দের অভিব্যক্তিও হইতে পারে। এইরূপ প্রত্যবস্থান বা আপত্তি কার্যসমা জাতি।

কার্যোন্মজ্জনপ্রসঙ্গ—[আঃ বিঃ ১ পৃঃ ১০৫] কার্যের উৎপত্তির আপত্তি। ন্যায়মতে প্রাগভাবের বিনাশ থাকিলেও জন্ম (আদি) নাই,

এবং ধ্বংসাভাবের জন্ম বা আদি থাকিলেও বিনাশ নাই। প্রাগভাবের আদি বা উৎপত্তি মানিলে সেই উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব ছিল না, অর্থাৎ যাহার প্রাগভাব সেই (ঘটাদি) কার্যই ছিল - এই আপত্তি হইয়া পড়ে। আবার ধ্বংসের বিনাশ মানিলেও তাহার প্রতিযোগী যে (ঘটাদি) কার্য তাহার আবার উন্মজ্জন আবার উঠিয়া পড়া বা উৎপত্তির আপত্তি হইয়া পড়ে।

কালাতীত (কালাত্যয়াপদিষ্ট) [**অতীতকাল**] —[ন্যাঃ সূঃ ১।২।৪ ; ১।২।৯] অন্যতম হেত্বাভাস বা দুষ্টহেতু। ১। যেস্থলে সাধনীয় অর্থের একদেশ কালাত্যয়ের দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্মের অভাব নির্ণয় হওয়ায় সাধ্যসংশয়ের কাল অতীত হইলে হেতুরূপে প্রযুক্ত তাহাই কালাতীত। যথা, শব্দ নিত্য যেহেতু (রূপের ন্যায়) উহা সংযোগের দ্বারা ব্যঙ্গ্য। (রূপ স্থায়ী হইয়াও যেমন প্রদীপ সংযোগের ব্যঙ্গ্য, শব্দও সেইরূপ ভেরীদণ্ড-সংযোগের ব্যঙ্গ বলিয়া স্থায়ী) এইহেতু দুষ্ট, যেহেতু শব্দ ভেরীদণ্ড সংযোগের পরেও শোনা যায়, অতএব উহা রূপব্যঞ্জক আলোক-সংযোগের ন্যায় ব্যঞ্জক নহে ; (শব্দের উৎপত্তির নিমিত্তকারণ)। ২। কালাত্যয়ে—অর্থাৎ সাধনকালের অত্যয়ে অভাবে, অপদিষ্ট অর্থাৎ প্রযুক্ত যে হেতু তাহাই অতীতকাল বা কালাতীত। অর্থাৎ সাধ্যাভাবের প্রমাকালে সাধ্যের সাধনে প্রযুক্ত হেতু। ইহাই নব্যন্যায়ে বাধিতসাধ্যক বা বাধিত বলিয়া অভিহিত। যথা বহ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু উহা কার্য। (বিঃ বৃঃ)

কালিকসম্বন্ধ—প্রত্যেক বস্তুর সহিত কালের যে সম্বন্ধ। কাল কালিকসম্বন্ধে নিখিলবস্তুর আধার। [কালো হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে। বিভু পদার্থ ব্যতিরিক্ত যে কোন বস্তুই কালিক-সম্বন্ধে জন্যপদার্থে ও মহাকালে থাকে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বিভিন্নকালীন বস্তুর আধারাধেয়ভাব স্বীকার করা হয় না।

কালোপাধি—কালের ভেদক উপাধি। কাল স্বরূপতঃ অখণ্ড (এক), তথাপি উপাধিদ্বারা কালের ভেদব্যবহার (ক্ষণ, দণ্ড, মুহূর্ত, দিন, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ ইত্যাদি খণ্ড খণ্ডরূপে ব্যবহার) হইয়া থাকে। (যাহা স্বসম্বন্ধী বস্তুতে নিজধর্মের আধান করে তাহাকে উপাধি বলা হয়) জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রই কালের উপাধি। (জন্যমাত্রস্য কালোপাধিত্বম্) যাহারা কালোপাধি তাহারাই ক্ষণ দিনাদি ব্যবহারের বিষয় হয়, অখণ্ড মহাকাল ঐরূপ ব্যবহারের বিষয় নহে। (দিনঃ পৃঃ ১৪৮)।

কুব্জশক্তি—জাতি ও ব্যক্তি উভয়েই পদের শক্তি থাকিলেও জাত্যংশে শক্তি জ্ঞাত হইয়া পদার্থোপস্থিতির কারণ হয়, কিন্তু ব্যক্ত্যংশে শক্তি অজ্ঞাতভাবেই (স্বরূপতঃই) পদার্থোপস্থিতির কারণ। অর্থাৎ জাতিশক্তির জ্ঞান আবশ্যক হইলেও ব্যক্তিশক্তির জ্ঞান আবশ্যক নহে। এই ব্যক্তিশক্তিকে কুব্জশক্তি বলা হয়। ইহা প্রভাকর মীমাংসকের মত। "এবঞ্চ জাতিব্যক্তিজ্ঞানজনকত্বাদুভয়ত্রাপি শব্দশক্তিঃ। জাত্যংশে সা জ্ঞাতা ব্যক্ত্যংশে স্বরূপসতী হেতুর্লাঘবাদিতি কুব্জশক্তিবাদঃ।" (তত্ত্বচিঃ শব্দখণ্ড পৃঃ ৫৬৭) কোন কোন নৈয়ায়িকও সম্বন্ধাংশে কুব্জশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

কুর্বদ্রূপত্ব—[আঃ বিঃ ১ ; পৃঃ ২৫ চৌঃ] কারণে অবস্থিত কার্যের জনকতার অবচ্ছেদক (জনকতার নির্ণায়ক) জাতিবিশেষ। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধ অঙ্কুরোৎপাদক ক্ষণিক বীজব্যক্তিতে (অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্বক্ষণের বীজে) কুর্বদ্রূপত্বনামক বীজত্ব-ব্যাপ্য জাতি বা ধর্মবিশেষ স্বীকার করেন। তাহা কুশূলস্থ বীজে থাকে না। ন্যায়মতে স্থায়ী বীজে সহকারিসমবধানের দ্বারাই উহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐরূপ 'কুর্বদ্রূপত্ব' স্বীকার অযৌক্তিক।

কূট—১। সমূহ [অপেক্ষাবুদ্ধিবিশেষবিষয়ত্বরূপং কূটত্বম্। পক্ষতা—জাঃ. পৃঃ ৬৫৯] যেমন—"যদ্‌যদিচ্ছাব্যক্তিসত্ত্বে সিদ্ধিসত্ত্বে অনুমিতিঃ প্রামাণিকী তত্তদিচ্ছাবিরহকূটবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা" ইত্যাদিস্থলে। ২। দোষযুক্ত (দুষ্ট)। যেমন—'কূটলিঙ্গক পরামর্শ', 'কূটলিঙ্গক অনুমিতি'

ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে।

কূটলিঙ্গ—কূট = দুষ্ট, লিঙ্গ = হেতু। যাহা আপাততঃ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় কিন্তু হেত্বাভাসদোষে দুষ্ট, এইরূপ হেতুকে 'কূটলিঙ্গ' বলা হয়। যেমন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ হ্রদত্বাৎ ইত্যাদিস্থলে হ্রদত্বাদি হেতু।

কূটলিঙ্গকানুমিতি—(কূট = অসৎ, অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা পক্ষধর্মতা রহিত। লিঙ্গ = হেতু) যেস্থলে পরামর্শ ভ্রমাত্মক হইলেও অনুমিতি প্রমা হয়, সেইস্থলীয় অনুমিতিকে কূটলিঙ্গক অনুমিতি বলা হয় এবং তৎস্থলীয় পরামর্শকে কূটলিঙ্গক পরামর্শ বলা হয়। যথা—'বহ্নিব্যাপ্যধূলিপটলবান্ পর্বতঃ' অথবা 'বহ্নিব্যাপ্য মহানসত্ববান্ পর্বতঃ' এইরূপ পরামর্শ হইতে উৎপন্ন 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতি। উক্ত স্থলদ্বয়ে যথাক্রমে ব্যাপ্তিঅংশে ও পক্ষধর্মতাঅংশে পরামর্শ ভ্রমাত্মক হইয়াছে, কিন্তু 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতি 'তদ্বতি তৎপ্রকারক' হওয়ায় প্রমা।

কৃতিবর্তমানত্বন্যায়—শাব্দবোধস্থলে সাধারণতঃ একপদোপস্থাপিত অর্থে অপরপদোপস্থাপিত অর্থের অন্বয় হয়। যেমন—'ঘটম্' এইস্থলে অম্পদের দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্ব অর্থে ঘটপদের দ্বারা উপস্থাপিত ঘটের নিষ্ঠত্বসম্বন্ধে অন্বয় হইতেছে। একপদোপস্থাপিত অর্থদ্বয়ের পরস্পর অন্বয় স্বীকার করিলে 'হরি' শব্দের অর্থ যে অশ্ব ও সূর্য, তাহাদের পরস্পরের অন্বয়ের আপত্তি হয়। কিন্তু স্থলবিশেষে ব্যুৎপত্তিবৈচিত্র্যবশতঃ একই পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থদ্বয়ের মধ্যে একটিতে অপরটির অন্বয় হয়। যেমন—একই পঙ্কজপদের দ্বারা উপস্থাপিত যোগার্থ (পঙ্কজাত) ও রূঢ়ার্থের (পদ্মের) অভেদান্বয় হইতেছে। ইহাকে কৃতিবর্তমানত্বন্যায়ে অন্বয় বলা হয়। 'পচতি' ইত্যাদিস্থলে 'তি' এই আখ্যাত প্রত্যয়ের তিনটি অর্থ—কৃতি, বর্তমানকাল ও সংখ্যা, তাহাদের মধ্যে সংখ্যার অন্বয় কর্তাতে হয় এবং একপদোপস্থাপিত কৃতিতে বর্তমানকালের অন্বয় হয় (অতএব 'চৈত্রঃ পচতি' এইস্থলে 'পাকানুকূলবর্তমানকালীন-কৃতিমান্ একত্ববাংশ্চ চৈত্রঃ'—এইরূপ অর্থবোধ হইবে)।

কৃত্বাচিন্তা—অভ্যুপগমবাদ। প্রৌঢ়িবাদ। আপাততঃ কোনও বিষয় স্বীকার করিয়া সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হইলে বলা হয় যে—'কৃত্বাচিন্তয়া উচ্যতে',—অর্থাৎ আপাততঃ অন্যের মত স্বীকার করিয়াই বলা হইতেছে। (অনুঃ চিঃ, বিধিবাদ পৃঃ ২২৫)

কেবলব্যতিরেকী—ত্রিবিধ অনুমানের মধ্যে অন্যতম। যাঁহারা সহচারভেদে অনুমানের ভেদ স্বীকার করেন, (উদয়নাচার্য প্রভৃতি) তাঁহাদের মতে সর্বত্র অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতেই অনুমিতি হয়, এই অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান ক্বচিৎ অন্বয়সহচার জ্ঞান হইতে ক্বচিৎ ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান হইতে এবং ক্বচিৎ ঐ উভয় সহচারজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে, এইভাবে সহচারের ভেদ নিবন্ধন কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ইত্যাদি অনুমানের ভেদ হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভেদে অনুমানের ভেদ নহে। তাঁহাদের মতে যে হেতুতে কেবল ব্যতিরেক সহচার জ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কেবলব্যতিরেকী। যাঁহারা ব্যাপ্তিভেদে অনুমানের ভেদ স্বীকার করেন (চিন্তামণিকার গঙ্গেশ প্রভৃতি) তাঁহাদের মতে কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অনুমিতির করণই কেবলব্যতিরেকী। যেমন—পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ ইত্যাদি স্থলে কেবল 'ইতরত্বব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগী গন্ধঃ' এই ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ায় এইরূপস্থলীয় ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কেবলব্যতিরেকি-অনুমান বলা হয়। (কেবঃ, জাঃ, ৮৭।৮৮)

কেবলান্বয়ী—১। যাহা সর্ববস্তুতে বর্তমান (যাহার অভাব কোথাও নাই)। (যাহার কেবল অন্বয় অর্থাৎ সর্বত্র সত্তা আছে, তাহা কেবলান্বয়ী। যেমন—পদার্থত্বধর্ম কেবলান্বয়ী, যেহেতু তাহা বস্তুমাত্রেই আছে। এইভাবে জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, বস্তুত্ব ইত্যাদি ধর্মও কেবলান্বয়ী। সংযোগাভাবও কেবলান্বয়ী যেহেতু, তাহা গুণাদি ছয়টি পদার্থে তো আছেই, এমন কি দ্রব্যেও সংযোগের অভাব

আছে, কেন না সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি।

কেবলান্বয়ীর লক্ষণ — বৃত্তিমদত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বম্। বৃত্তিমান্ (বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে বর্তমান) যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগী নহে এমন যে বস্তু, তাহাই কেবলান্বয়ী। যেমন—পদার্থত্ব নিখিলপদার্থের ধর্ম, তাহা সর্বত্র থাকায় তাহার অভাব কুত্রাপি নাই, অতএব অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী না হওয়ায় তাহা কেবলান্বয়ী। ন্যায়মতে আত্মা, আকাশ, প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যকে অবৃত্তিপদার্থ বলা হয়, কেন না ইহারা সংযোগাদি বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধে কোথাও বর্তমান নহে। অতএব সর্বত্র তাহাদের অভাব থাকায় আকাশাভাব প্রভৃতি কেবলান্বয়ী। যদি 'অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বম্' এইমাত্র কেবলান্বয়ীর লক্ষণ হয় তাহা হইলে 'আকাশাভাব' প্রভৃতিতে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে, যেহেতু তাহা আকাশাভাবাভাবরূপ-অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে। এইজন্য 'বৃত্তিমান্' এই অত্যন্তাভাবের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলে ঐ স্থলে অব্যাপ্তি হইবে না। আকাশাভাব যে—অত্যন্তাভাবের (আকাশাভাবাভাবের) প্রতিযোগী, তাহা আকাশস্বরূপ হওয়ায় বৃত্তিমান্ নহে। অতএব বৃত্তিমান্ যে অত্যন্তাভাব (ঘটাভাবাদি) তাহার অপ্রতিযোগী হওয়ায় আকাশাভাব কেবলান্বয়ী হইতে পারিল। ২। ত্রিবিধ অনুমানের মধ্যে অন্যতম। 'তচ্চানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়িকেবলব্যতিরেক্যন্বয়ব্যতিরেকিভেদাৎ' -- [তত্ত্বচিন্তামণি, অনুমান খণ্ড]

কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমিতি--যে অনুমিতিতে কেবলান্বয়ীপদার্থ সাধ্য হয়। যেমন, ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ ইত্যাদি। এইস্থলে 'জ্ঞেয়ত্ব' হেতু দ্বারা 'ইদম্'রূপ পক্ষে বাচ্যত্বরূপ সাধ্যের অনুমান করা হইতেছে। বাচ্যত্ব (ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়ত্ব) এমন একটি ধর্ম, যাহা সমস্ত পদার্থেই আছে, অতএব তাহা কেবলান্বয়ী। এইভাবে যে যে অনুমিতিতে বাচ্যত্ব, অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব ইত্যাদি কেবলান্বয়ী পদার্থ সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি।

কোটি—১। সংশয়ের প্রকারীভূত দুইটি বিষয় (ভাব ও অভাব)। যেমন পর্বতঃ বহ্নিমান্ ন বা' (পর্বত বহ্নিযুক্ত অথবা বহ্ন্যভাবযুক্ত?) এই সংশয়ে দুইটি কোটি আছে—বহ্নিকোটি ও বহ্ন্যভাবকোটি। (সংপ্রঃ গাঃ) ২। স্বরূপ ('শরীর'ও বলা হয়) যেমন 'জনকতাবচ্ছেদককোটিপ্রবিষ্ট বিষয়তা' (অবঃ গাঃ)।

ক্রম—(ক্রম+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।১৮] পৌর্বাপর্যের নিয়ম ; একটি আগে, আর একটি পরে—এইরূপ যে নিয়ম বা ব্যবস্থা। পাতঞ্জলে—প্রতিক্ষণের সহিত সম্বন্ধী ক্রম পরিণামের শেষের দ্বারা জ্ঞেয়। যথা, পরিপক্ক ফল দেখিয়া বুঝা যায় প্রতিক্ষণে ক্রমে তাহা পরিপক্ক হইয়াছে (সহসা নহে)। মীমাংসায় কর্মানুষ্ঠানের ক্রম বা পৌর্বাপর্য। পৌর্বাপর্যের বা ক্রমের নিয়ামক ষড়্‌বিধ প্রমাণ—শ্রুতি, অর্থ, পাঠ, স্থান, মুখ্য, ও প্রবৃত্তি।

ক্রমযৌগপদ্যব্যাবৃত্তি—[ন্যাঃ কঃপৃঃ১৮০] ক্রমিক কার্যোৎপত্তি ও যুগপৎকার্যোৎপত্তির অভাব। ...সকল পদার্থের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধগণ বলেন যে ভাব অর্থাৎ ভাবপদার্থ ক্ষণিক না হইলে তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বের অভাবহেতু সত্ত্বই সিদ্ধ হয় না। কোনও পদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্ব —অর্থাৎ প্রয়োজননিষ্পত্তি—অর্থাৎ কার্যজনকত্ব —হয় ক্রমিক হইবে, অথবা যুগপৎ হইবে। অক্ষণিক (স্থায়ী) পদার্থের কার্যজনকত্ব ক্রমশঃ হইতে পারে না, কারণ, সে ক্রমশঃ যে সকল কার্য জন্মাইবে তাহাতে যদি সে সমর্থ হয়, তবে সে কার্য জন্মাইতে বিলম্ব করিবে কেন? প্রথম ক্ষণেই সকল কার্য জন্মাইবে না কেন? সমর্থের বিলম্বে কোনও কারণ থাকিতে পারে না (সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ)। আবার যুগপৎ সকল কার্যোৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে পরে সেই পদার্থ হইতে কোনও কার্যোৎপত্তি হইবে না, কারণ সকল কার্যই উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের আবার উৎপত্তি সম্ভব নহে।

সুতরাং পরে তাহার কোনও কার্যোৎপত্তি না থাকাতে সত্ত্বও সিদ্ধ হয় না, কারণ, কার্যোৎপত্তি বা অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব। সুতরাং অক্ষণিক ভাবের (পদার্থের) ক্রমিক কার্যোৎপত্তি ও যুগপৎ কার্যোৎপত্তি দুইয়ের অসম্ভব বশতঃ সকল ভাবের ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হয়। (ন্যায়মতে ক্রমশঃ সহকারিকারণের যোগে স্থায়ী [অক্ষণিক] পদার্থের ক্রমশঃ কার্যোৎপত্তি হইয়া থাকে।)

ক্রমবৃত্তিত্ব—[ন্যাঃ সূঃ ৩।২।৬] ক্রমে ব্যাপারবিশিষ্ট হওয়ার ধর্ম। ইন্দ্রিয়সমূহের যে ক্রমিক জ্ঞানরূপ ব্যাপার তাহাকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। যথা, চক্ষুর্বিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান ইত্যাদি। জ্ঞানাত্মক এই সকল বৃত্তি নানা। (বাৎঃ ভাঃ) উহারা যুগপৎ হয় না, ক্রমেই হয়।

ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত—[ন্যাঃ ভাঃ ৫।১।২] ক্রিয়ার কারণ হয় যে গুণ সেই গুণবিশিষ্ট (লোষ্টাদি)। ...লোষ্টস্থলে তাদৃশ গুণ স্পর্শবিশিষ্ট ও বেগবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগ। (আত্মাতেও তাদৃশ ক্রিয়ার হেতু গুণ 'প্রযত্ন' বা 'অদৃষ্ট' রহিয়াছে [ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য] বলিয়া আত্মাও ক্রিয়াবান্ হউক—এইরূপ আপত্তির কথা বাৎস্যায়নভাষ্যে আলোচিত হইয়াছে।)

ক্রোধ—দ্বেষ; নেত্রলৌহিত্যাদির হেতু দোষ বিশেষ। (সাংখ্য) চিত্তের জ্বলনাত্মক পরিণাম বিশেষ। রজোগুণের কার্য। কাম কোনও কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। (আলংকারিক) রৌদ্ররসের জনক স্থায়িভাব ক্রোধ।

ক্লেশ—(ক্লিশ + ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ—৪।১।৫৯, ন্যায়-কুঃ ১।২]—যাহা সাংসারিক বিবিধ দুঃখের হেতু হইয়া পুরুষকে ক্লিষ্ট করে; রাগ, দ্বেষ, মোহ (বাৎঃ ভাঃ ৪।১।৬৪)। পাতঞ্জলে—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ। (অস্মিতা=অহংভাব; অভিনিবেশ= মরণত্রাস)

ক্ষণিক—১। যাহা দ্বিক্ষণমাত্রস্থায়ী। [তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং ক্ষণিকত্বম্ (সিঃ মুঃ ২৭ কাঃ)] অর্থাৎ যাহা উৎপত্তিক্ষণ ও তাহার পরক্ষণে থাকিয়া তৃতীয়ক্ষণে নাশ প্রাপ্ত হয় তাহাকে 'ক্ষণিক' বলা হয়। বিভুপদার্থের (আত্মা ও আকাশের) যোগ্য বিশেষগুণমাত্রই (জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও শব্দ) ক্ষণিক। ২। কোনো কোনো স্থলে এককক্ষণমাত্রস্থায়ী বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াও 'ক্ষণিক' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। [বিভাগানুৎপাদ্যবিভাগপ্রাগভাব সম্বন্ধকর্মাবচ্ছিন্নঃ কালঃ ক্ষণঃ, তন্মাত্রস্থায়ি ক্ষণিকম্। —সঃ পঃ পৃঃ ৬৯] বৌদ্ধমতে উৎপত্তির পরক্ষণেই যাহার নাশ হয় তাহাই ক্ষণিক। লক্ষণ—স্বোৎপত্ত্যব্যবহিতোত্তরক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং ক্ষণিকত্বম্।

খ

খণ্ড প্রলয়—জন্যদ্রব্যের অনধিকরণ কাল। যে কালে কোনও জন্য-দ্রব্য থাকে না সেই কালকে খণ্ডপ্রলয়কাল বলা হয়। এই প্রলয় খণ্ড খণ্ডভাবে হয়, যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হয় তখনও অন্য ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি অব্যাহত থাকে। খণ্ডপ্রলয়কালে কোনও জন্য দ্রব্য না থাকিলেও জন্য গুণ থাকিতে পারে, যেমন ঐ সময়ে আত্মাতে ভাবনাখ্য সংস্কার ও অদৃষ্ট থাকে।

খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধি—খণ্ডশঃ = খণ্ড খণ্ডভাবে, প্রসিদ্ধি—জ্ঞান। (তত্ত্ব-চিঃ অনুমান খণ্ড, পৃঃ ৬৬৩) কোন কোন স্থলে অখণ্ডভাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পদার্থের প্রসিদ্ধি সম্ভব না হইলেও খণ্ড খণ্ডভাবে প্রসিদ্ধি হইতে পারে। যেমন—'শশশৃঙ্গ' রূপ অখণ্ড একটি পদার্থের প্রসিদ্ধি না থাকিলেও শশ ও শৃঙ্গের খণ্ড খণ্ডভাবে (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) প্রসিদ্ধি আছে। বাচ্যত্বাভাববদবৃত্তিত্বরূপ যে বাচ্যত্বের ব্যাপ্তি, তাহার (তাদৃশ অখণ্ড ব্যাপ্তি পদার্থের) প্রসিদ্ধি না থাকিলেও বাচ্যত্ব, অভাব, অধিকরণ ইত্যাদি ব্যাপ্তিঘটকীভূত তত্তৎ পদার্থের খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধি আছে।

খলে কপোতন্যায়—যেমন বিভিন্নবয়স্ক বহু কপোতপক্ষী খলে (যেস্থানে ধান্য শুকানো হয় সেইস্থানে) যুগপৎ পতিত হয়, সেইরূপ ক্রিয়া

কারকাদি বিভিন্নপদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থ সমূহ একইকালে ক্রিয়া-কারকভাবে পরস্পর অন্বিত হয়, ইহাই খলে কপোতন্যায়। "বৃদ্ধা যুবানঃ শিশবঃ কপোতাঃ খলে যথামী যুগপৎ পতন্তি। তথৈব সর্বে যুগপৎ পদার্থাঃ পরস্পরেণান্বয়িনো ভবন্তি ॥" (সিঃ মুঃ কারিকা ৬১)।

গ

গন্ধ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। গন্ধ দ্বিবিধ—সুরভি ও অসুরভি। গন্ধমাত্রই অনিত্য ও ব্যাপ্য-বৃত্তি। (ভাঃ পঃ ৫৩ কা) [গন্ধত্বজাতিযোগী ঘ্রাণগ্রাহ্যো গুণো গন্ধঃ—সঃ পঃ পৃঃ ৫৬]।

গমক—যে হেতুদ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমান করা হয় সেইহেতুতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব এই পাঁচটি ধর্ম থাকিলে তাহাকে গমক হেতু বলা হয়। ['পঞ্চ-রূপোপপন্নহেতুর্গমকঃ'] পক্ষসত্ত্ব = পক্ষে থাকা। সপক্ষসত্ত্ব = সপক্ষে থাকা। বিপক্ষাসত্ত্ব = বিপক্ষে না থাকা। অবাধিতত্ব = বাধদোষরাহিত্য। অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব = সৎপ্রতিপক্ষদোষরাহিত্য। যেমন = পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এইস্থলে ধূম-হেতুকে গমক হেতু বলা যায়, যেহেতু, তাহা পক্ষে পর্বতে আছে, সপক্ষ মহানসাদিতেও আছে, বিপক্ষ জলহ্রদাদিতে নাই, এবং বাধ ও সৎপ্রতি-পক্ষরূপহেত্বাভাসদ্বয়শূন্য। অন্বয়ব্যতিরেকিহেতুতে এই পাঁচটি ধর্ম থাকে। কিন্তু কেবলান্বয়িহেতুক-স্থলে 'বিপক্ষাসত্ত্ব' ব্যতীত অবশিষ্ট চারিটি ধর্ম এবং কেবলব্যতিরেকিহেতুকস্থলে 'সপক্ষসত্ত্ব' ব্যতীত অবশিষ্ট চারিটি ধর্ম থাকিলে তাহা গমক হয়। ২। যে পদ নিত্যসাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ নিয়ত অন্য পদকে অপেক্ষা করে তাহাকেও গমক বলা হয়, এইরূপ গমকত্ব থাকিলে সাপেক্ষস্থলেও সমাস হয়। ব্যাকরণে এইরূপ নিয়ম আছে যে 'ন সাপেক্ষে কৃত্তদ্ধিতসমাসাঃ'। যেমন 'ঋদ্ধস্য রাজ-মাতঙ্গাঃ'—এইরূপ প্রয়োগ হইবে না, যেহেতু 'রাজ্ঞঃ মাতঙ্গাঃ' (রাজার হস্তিসমূহ) এই অর্থে 'রাজমাতঙ্গাঃ' এইস্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইতে পারে না, কারণ সমাসের অন্তর্গত রাজপদ সমাস-বহির্ভূত 'ঋদ্ধস্য' এই পদকে অপেক্ষা করিতেছে (অর্থাৎ তাহার সহিত অন্বিত হইতেছে)। অতএব এইস্থলে সাপেক্ষতা থাকায় সমাস হইবে না, কিন্তু 'চৈত্রস্য দাসভার্যা' 'মৈত্রস্য গুরুকুলম্' ইত্যাদিস্থলে দাসপদ চৈত্রপদসাপেক্ষ এবং গুরুপদ মৈত্রপদসাপেক্ষ হইলেও সমাস হইতেছে, যেহেতু ঐ ঐ পদে নিত্যসাকাঙ্ক্ষত্বরূপ গমকত্ব আছে। ভার্যাপদ ও গুরুপদ যাহার ভার্যা, যাহার গুরু; তাহার বোধক পদকে সর্বদাই অপেক্ষা করে অতএব তাহাতে নিত্যসাকাঙ্ক্ষত্বরূপ গমকত্ব আছে।

গুণ—[ন্যাঃ ভাঃ—২।১।৩২] বৈশেষিকদর্শনে ও নব্যন্যায়ে স্বীকৃত ছয়প্রকার ভাবপদার্থের অন্যতম পদার্থ। গুণ ন্যায়বৈশেষিকমতে চতুর্বিংশতি প্রকার; যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপ-রত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, কৃতি, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার। তন্মধ্যে সংখ্যা, পরিণাম, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, এবং সংস্কারের অন্তর্গত বেগ ও স্থিতিস্থাপক = এইগুলি সামান্যগুণ। অপরগুলি বিশেষগুণ। দ্রব্য ও কর্ম হইতে ভিন্ন হইয়া যাহা জাতিবিশিষ্ট তাহাই গুণ—এইরূপ গুণের লক্ষণ করা হয়। জাতি বা সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। সুতরাং দ্রব্য ও কর্ম ব্যতিরেকে যাহা জাতিমান্ তাহাই গুণ। অথবা যাহা গুণত্বজাতি-মান্ তাহাই গুণ। গুণ শব্দটি ন্যায়-বৈশেষিকের পরিভাষা। বৈশেষিকসূত্রে "রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ" এইভাবে ১৭ প্রকার গুণের কথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে এবং 'চ' শব্দের দ্বারা সূত্রে অনুক্ত গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ; এই ৭ প্রকার গুণকে গ্রহণ করিতে হইবে ইহা ভাষ্যকারের অভিমত। অতএব গুণ ২৪ প্রকার। নব্যনৈয়ায়িকগণও ঐ চতুর্বিংশতিগুণবাদ গ্রহণ

করিয়াছেন। তবে তাঁহারা ২৬ বা ২৮ প্রকার গুণের কথাও বলিয়াছেন। দৈশিক ও কালিক পরত্ব এবং অপরত্বকে পৃথক্ পৃথক্ গুণ স্বীকার করা উচিত; যেহেতু উভয়সাধারণ পরত্বত্ব ও অপরত্বত্ব জাতি স্বীকারের পক্ষে কোনও কারণ নাই। ইহাদিগকে পৃথকভাবে গণ্য করিলে গুণ ২৬ প্রকার হয়। আর যদি বলা যায়—বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক এই ত্রিতয়সাধারণ একটি সংস্কারত্ব জাতি স্বীকারের কোনও যুক্তি নাই, তাহাহইলে ঐ তিনটিকে পৃথক্ পৃথক্ গুণরূপে স্বীকার করা উচিত, এইভাবে গুণ ২৮ প্রকার। (অনু: চিঃ অসিদ্ধি. দী জা.)

গুণবিভাজকজাতি—যাহা গুণত্বের ব্যাপ্য অথচ গুণত্বের ব্যাপ্যের ব্যাপ্য নহে এইরূপ জাতি। যেমন—রূপত্ব, রসত্ব ইত্যাদি। ইহারা গুণত্বের ব্যাপ্য (যেহেতু গুণত্ব না থাকিলে রূপত্বাদি থাকিতে পারে না) অথচ গুণত্বের ব্যাপ্য যে নীলত্ব, পীতত্বাদি অথবা অম্লত্ব, মধুরত্বাদি তাহাদের ব্যাপ্য হয় নাই। (তত্ত্বচি : অনুমান-সিদ্ধান্ত-লক্ষণ জাগদীশী)।

গুণাতীত—যাহাতে সমবায়সম্বন্ধে কোনও গুণ নাই। [সমবায়সম্বন্ধেন গুণসামান্যাভাববান্] (তত্ত্বচি : প্রত্যক্ষখণ্ডমাথুরী, পৃঃ ১) এইস্থলে 'গুণ' বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটি গুণ ন্যায়মতে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উৎপাদক অদৃষ্টবিশেষ। এইরূপ অদৃষ্ট জীবেই আছে, ঈশ্বরে নাই, এইহেতু ঈশ্বরকে গুণাতীত বলা হয়।

গুণানুবিধায়িত্ব—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ১৭] গুণের অনুবর্তনকারীর ভাব; যেখানে গুণ থাকে সেখানেই মাত্র থাকার ধর্ম। গুণব্যাপ্যতা। (ইহা কর্মে আছে বলিয়া গুণের পরে কর্মের উদ্দেশ ও নিরূপণ করা হইয়াছে)।

গুড়জিহ্বিকা—যেমন, তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ জিহ্বাতে গুড়াদি মধুরদ্রব্য প্রদান করা হয়, সেইরূপ, অন্য কোনও অনীপ্সিত বিষয় গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ কোনও সিদ্ধান্ত স্বীকার করানো হইলে ঐস্থলে গুড়জিহ্বিকা ন্যায়ের উল্লেখ করা হয়।

গুরুত্ব—আদ্যপতনের অসমবায়িকারণ গুণবিশেষ। [গুরুত্বং তু গুণো হেতুরাদ্যে পতনকর্মণি—ভাঃ রঃ পৃঃ ১৪৬] কোনও বস্তুর প্রাথমিক পতনের কারণ যে গুণবিশেষ তাহাই গুরুত্ব। যেমন—কোনও বৃক্ষ হইতে পত্র পতিত হইতেছে, এইস্থলে বৃক্ষ হইতে পত্রের প্রাথমিক পতনক্রিয়ার কারণ পত্রগত গুরুত্ব। এই পতনক্রিয়ার প্রতি পত্র সমবায়িকারণ এবং পত্রে যে গুরুত্ব গুণ আছে তাহা অসমবায়িকারণ। (দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি বেগই অসমবায়িকারণ, এইজন্য আদ্যপতনের প্রতি গুরুত্বকে অসমবায়িকারণ বলা হয়) গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, পতনক্রিয়ার দ্বারা তাহার অনুমান করা হয়। এই গুরুত্বগুণ একমাত্র পৃথিবী ও জলে আছে, অন্য দ্রব্যে নাই। ইহা ঘটাদি অনিত্যদ্রব্যে অনিত্য, এবং পরমাণুতে নিত্য। (ভাঃ পঃ ১৫৩ কাঃ)।

গুরুধর্ম—১। অব্যাবর্তকপদার্থঘটিত ধর্ম। যে পদ ইতরব্যাবর্তক নহে সেইরূপ পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে ধর্ম। যেমন প্রমেয়ঘটত্ব। যেহেতু জগতে সকলবস্তুই প্রমেয়, সেইহেতু প্রমেয় ঘটব্যতিরিক্ত (অর্থাৎ অপ্রমেয়) ঘটের সম্ভাবনা না থাকায় ঘটাংশে প্রমেয়বিশেষণটি কাহারও ব্যাবর্তক (ব্যবচ্ছেদক, বারক) না হওয়ায় তাহা ব্যর্থ; অতএব ঘটত্ব অপেক্ষা প্রমেয়ঘটত্ব গুরুধর্ম। ২। অপ্রযোজক পদার্থঘটিত ধর্ম। যেমন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ এইস্থলে নীলধূমত্ব গুরুধর্ম। ধূমত্বাবচ্ছিন্নে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকায় কেবল ধূমের দ্বারাই বহ্নির অনুমান হইতে পারে, নীলত্ব-বিশেষণের ব্যাপ্তিজ্ঞানে উপযোগিতা না থাকায় তাহা অপ্রযোজক। অতএব এই অপ্রযোজক পদার্থঘটিত 'নীলধূমত্ব' গুরুধর্ম। ৩। লঘুধর্ম সম্ভব হইলে (অর্থাৎ লঘুধর্মে কোন দোষ না থাকিলে) গুরুধর্ম অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না। 'সম্ভবতি লঘৌ ধর্মে গুরৌ তদভাবাৎ' (অবচ্ছেদকত্ব-নিঃ, দীঃ) যেমন—কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি, প্রমেয়ধূমঃ নাস্তি, ঘ্রাণগ্রাহ্যগুণঃ নাস্তি

ইত্যাদি অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যথাক্রমে ঘটত্ব, ধূমত্ব ও গন্ধত্ব ইত্যাদি হইবে, কিন্তু কম্বুগ্রীবাদিমত্ব, প্রমেয়ধূমত্ব, ঘ্রাণগ্রাহ্যগুণত্ব ইত্যাদি হইবে না।

গোতম—ন্যায়সূত্রের রচয়িতা। নামান্তর—গৌতম। অক্ষপাদ। মেধাতিথি। গৌর্বাক্ তয়ৈব তময়ন্ পরান্ গোতম উচ্যতে। গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ॥ (দেবী পুঃ শুম্ভনিশুম্ভমথনপাদ ১৩ অঃ) মেধাতিথির্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি স্থিতঃ। বিমৃশ্য তেন কালেন পত্ন্যাঃ সংস্থাব্যতিক্রমম্॥ (মহা ভাঃ শান্তিঃ ২৬৫ অঃ) "………বার্হস্পত্যমর্থশাস্ত্রং মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ" (প্রতিমা-নাঃ ৫ম অঙ্ক)

গোবলীবর্দন্যায়—'গো'শব্দে গরুমাত্রেরই বোধ হয় এবং বলীবর্দশব্দে কেবল বৃষের বোধ হয়, প্রথমটি সামান্যবাচক এবং দ্বিতীয়টি বিশেষবাচক। কোনওস্থলে এই দুইটি শব্দের একত্র ব্যবহার হইলে ('গোবলীবর্দ' এইভাবে প্রয়োগ করিলে) গোশব্দে কেবল গাভীকেই বুঝিতে হইবে। যে স্থলে সামান্যবাচক পদের সান্নিধ্যে বিশেষবাচক পদের প্রয়োগ করা হয়, সেইস্থলে সামান্যবাচক শব্দ বিশেষাতিরিক্ত অর্থের বোধক হয়, ইহাই 'গোবলীবর্দন্যায়'।

গৌণ - ১। অমুখ্য, অপ্রধান। যথা, গৌণ প্রয়োজন, ইত্যাদি। ২। গৌণীবৃত্তির দ্বারা অর্থের বোধক পদ। গৌণীবৃত্তি লক্ষণার অন্তর্গত, অতিরিক্ত নহে। গুণাদিপ্রযুক্ত সাদৃশ্য থাকায় এক অর্থের বোধক পদকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করিলে সেইপদকে 'গৌণ' বলা হয়। যেমন—'অগ্নির্মানবকঃ' 'গৌর্বাহীকঃ' ইত্যাদিস্থলে—'অগ্নি'পদ ও 'গো'পদ গৌণ, যেহেতু অগ্নির সহিত মানবকের তেজস্বিতাদিধর্মপ্রযুক্ত সাদৃশ্য আছে এবং গরুর সহিত বাহীকদেশবাসীর ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচাররাহিত্যপ্রযুক্ত অথবা বুদ্ধিমান্দ্যাদিপ্রযুক্ত সাদৃশ্য আছে। ৩। পদের গৌণীবৃত্তির দ্বারা লব্ধ অর্থ।

গৌণপ্রয়োজন—[বৈঃ সূঃ ৬।২।১] যাহা সুখের অথবা দুঃখাভাবের সাধন (উপায়) তাহাই গৌণ প্রয়োজন। ইহা দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে দুই প্রকার। কৃষিবাণিজ্যাদি দৃষ্ট গৌণপ্রয়োজন, কারণ ইহার স্বরূপ ও ফল (সুখাদি) উভয়ই দৃষ্ট। যাগ, যজ্ঞ, প্রভৃতি অদৃষ্ট গৌণ প্রয়োজন; ইহারা স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ হইলেও ইহাদের ফল অদৃষ্ট (অপূর্ব) বা স্বর্গাদি অপ্রত্যক্ষ।

ঘ

ঘটক—কোনও পদার্থ অপরপদার্থের অন্তর্গত হইলে তাহাকে তাহার ঘটক বলা হয়। যেমন—'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব'কে ব্যাপ্তি বলিলে সাধ্য, অভাব, বৃত্তিত্ব ইত্যাদিপদার্থ ব্যাপ্তির ঘটক হইবে। ['তদ্‌বিষয়িতাব্যাপকবিষয়িতাকত্বং ঘটকত্বম্'। অর্থাৎ তদ্‌বিষয়িতার ব্যাপক যে বিষয়িতা সেই বিষয়িতার নিরূপক যে বিষয় তাহা তাহার ঘটক। যেমন—ব্যাপ্তিবিষয়িতার ব্যাপক যে সাধ্যবিষয়িতা, অভাববিষয়িতা ইত্যাদি (যে জ্ঞান ব্যাপ্তিবিষয়ক হয় সেইজ্ঞান অবশ্যই সাধ্যাদিবিষয়ক-হয়) তাহার নিরূপক যে সাধ্য, অভাব ইত্যাদিবিষয় তাহারা ব্যাপ্তিপদার্থের ঘটক।

ঘটিত—যাহা যদ্ অবিষয়ক-জ্ঞানের বিষয় হয়না তাহা তদ্‌ঘটিত। [তদবিষয়কপ্রতীত্যবিষয়ত্বং তদ্‌ঘটিতত্বম্] যেমন—'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' এই ব্যাপ্তি সাধ্যঘটিত। যে প্রতীতি (জ্ঞান) সাধ্যকে বিষয় করেনা সেই প্রতীতি ব্যাপ্তিবিষয়ক হইতে পারেনা। ব্যাপ্তি সাধ্যাবিষয়ক প্রতীতির অবিষয় হওয়ায় তাহাতে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

চ

চক্রক—১। (স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্ব)। আত্মাশ্রয় ও অন্যোন্যাশ্রয়ের ন্যায় 'চক্রক'ও একটি দোষ, ইহা বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। যেমন—ব্যাপ্তি কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল যে, সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি। কিন্তু সাধ্যের স্বরূপ না জানিলে এইরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে পারেনা, অতএব প্রশ্ন হইল—সাধ্য কাহাকে বলে? উত্তরে বলা হইল—

অনুমিতিতে যাহা বিধেয় হয় তাহাই সাধ্য (অনুমিতিবিধেয়ত্বং সাধ্যত্বম্)। কিন্তু অনুমিতির স্বরূপ না জানিলে এইরূপ সাধ্যের জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব প্রশ্ন হইল—অনুমিতি কাহাকে বলে? উত্তরে বলা হইল—'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানম্ অনুমিতিঃ' কিন্তু ব্যাপ্তির স্বরূপ না জানিলে এইরূপ অনুমিতির জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব পুনঃ সেই প্রথম প্রশ্নই আসিতেছে—ব্যাপ্তি কাহাকে বলে? এইভাবে ব্যাপ্তির জ্ঞান সাধ্যজ্ঞানসাপেক্ষ, সাধ্যের জ্ঞান অনুমিতিজ্ঞানসাপেক্ষ, অনুমিতির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় চক্রের মত সেই প্রশ্নগুলিই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হওয়ায় 'ব্যাপ্তি'র স্বরূপ কি তাহা জানা যায় না। স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেগ্রহকত্বং চক্রকঃ। এই লক্ষণের অর্থ—(গ্রহ= জ্ঞান) স্বশব্দে কোন একটি বস্তুকে ধরা হইল, তাহার জ্ঞানসাপেক্ষ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানসাপেক্ষ যে জ্ঞান, সেইজ্ঞানসাপেক্ষ যে জ্ঞান তাহার বিষয় যদি স্ব হয়, তাহা হইলে চক্রকদোষ হইবে। যেমন—স্ব=ব্যাপ্তি। তাহার জ্ঞানসাপেক্ষ অনুমিতিজ্ঞান, সেই অনুমিতিজ্ঞানসাপেক্ষ সাধ্যজ্ঞান, সেই সাধ্যজ্ঞানসাপেক্ষ ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহার বিষয় ব্যাপ্তি। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ বা পরবর্তি কোনও স্তরে পুনঃ প্রথম প্রশ্নই ফিরিয়া আসিলে চক্রক দোষ হয়। ২। পঞ্চবিধ তর্কের অন্যতম। ('তর্ক' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

চিকীর্ষা—কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছা। 'ইহা আমার কৃতির (যত্নের) দ্বারা সাধিত হউক' (ইদং মৎকৃত্যা সাধ্যতাম্)—এইরূপ ইচ্ছাকে চিকীর্ষা বলা হয়। ইহা প্রবৃত্তির প্রতি অন্যতম কারণ। চিকীর্ষার প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান কারণ। 'ইহাদ্বারা আমার ইষ্ট হইবে' এবং 'ইহা আমার কৃতিসাধ্য' এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে চিকীর্ষা হয় না। (বৃষ্টি ইত্যাদি কার্যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকিলেও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান না থাকায় এবং চৈত্যবন্দনাদিতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান থাকিলেও ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকায় চিকীর্ষা হয় না। (ভাঃ পঃ ১৪৭ কা)।

চিত্তপ্রণিধি—[আঃ বিঃ ৪; পৃঃ ৪৪৭] ১। এইস্থলে (ন্যায়মতে) চিত্তের নিরিন্দ্রিয়প্রদেশে প্রণিধান অর্থাৎ অবস্থান (অবধান)।…২। চিত্তের প্রণিধান; মনের একাগ্রতা, মনোযোগ।

চিত্ররূপ—[ন্যাঃ কঃ ৭৫] যে স্থলে শুক্ল, পীত, হরিতাদি নানারূপবিশিষ্ট নানা অবয়বের দ্বারা একটি অবয়বী উৎপন্ন হয়, সে স্থলে অবয়বীর রূপ চিত্ররূপ। যেহেতু বৈশেষিকমতে ও প্রাচীনন্যায়মতে রূপ ব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষগুণ সুতরাং অবয়বীটি শুক্লাদি নানারূপবিশিষ্ট বলা চলে না। কেননা তাহা হইলে 'রূপ' অব্যাপ্যবৃত্তি বলিতে হয়। সুতরাং ব্যাপ্যবৃত্তি চিত্ররূপ মানিতে হইবে।

চেতিতা—[কুঃ ১।১৪] চেতন (আত্মা); ন্যায়মতে যে কর্তা (কৃতিমান্) সে-ই চেতন।

চেষ্টা—প্রযত্নের ফলে দেহে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেই দৈহিক ক্রিয়া। (একমাত্র জীবিতদেহে যে প্রযত্নজনিত ক্রিয়া হয় তাহাকেই চেষ্টা বলা হয়। এইজন্যই 'চেষ্টাশ্রয়ত্বং শরীরত্বম্' এইভাবে শরীরের লক্ষণ করা হইয়াছে। মৃত শরীর বস্তুতঃ শরীর নহে, কেননা তাহাতে ঐ ব্যক্তির প্রযত্নজনিত ক্রিয়া সম্ভব নহে। জীবদ্দেহের সাদৃশ্যবশতঃ ভূতপূর্ব অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া মৃত শরীরে শরীরত্ব ব্যবহার হয়।)

চৈত্য - ১। বৌদ্ধ মন্দির। [চৈত্যং নাম বৌদ্ধানাং দেবস্থানম্। সঃ পঃ টিঃ পৃঃ ৪। 'চৈত্যমায়তনে বুদ্ধবিম্বেঽপ্যুদ্দেশ্য পাদপে'। ইতি রুদ্রঃ] ২। গ্রামস্থ পত্রফলান্বিত একমাত্র (অদ্বিতীয়) বৃক্ষ। [একো বৃক্ষো হি যো গ্রামে ভবেৎ পর্ণফলান্বিতঃ। চৈত্যো ভবতি নির্জ্ঞাতিরর্চনীয়ঃ সুপূজিতঃ॥ —মহা ভাঃ আদি ১৫১।৩৩]

ছ

ছল—(ছল+অচ) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১; ১।২।১০] গৌতমের উদ্দিষ্ট ষোড়শপদার্থের চতুর্দশ পদার্থ। বক্তার অভিপ্রেত অর্থের বিরুদ্ধার্থকল্পনারূপ উপপত্তি বা যুক্তির দ্বারা তাহার বাক্যের ব্যাঘাত

করা। ছল ত্রিবিধ (১) বাক্‌ছল, (২) সামান্য-ছল ও (৩) উপচারছল। যথা, 'এই বালক নব-কম্বলবিশিষ্ট'– নূতন কম্বল অর্থে এই কথা বলা হইলে যদি প্রতিবাদ করিয়া কেহ বলে 'ইহার তো একখানামাত্র কম্বল, নয়টি কম্বল কোথায়?' ইহা বাক্‌ছলের দৃষ্টান্ত। 'ব্রাহ্মণের বিদ্যাচারসম্পন্ন হওয়া সম্ভব'– এইরূপ কথা কেহ বলিলে যদি প্রতিবাদে বলা হয় – 'যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যা-চারসম্পন্ন হয় তবে ব্রাত্য ব্রাহ্মণও বিদ্যাচারসম্পন্ন হউক!'—তবে ইহা ব্রাহ্মণত্বজাতি বা সামান্যকে অবলম্বন করিয়া সামান্যছল। লাক্ষণিক অর্থে কেহ 'মঞ্চসকল রোদন করিতেছে' (মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি) —এইরূপ বলিলে যদি প্রতিবাদে তাহার নিষেধ করা হয়, অর্থাৎ বলা হয় যে - 'মঞ্চ রোদন করিতে পারে না' তবে ইহা উপচারছল। এস্থলে মঞ্চস্থ পুরুষগণ রোদন করিতেছে এইরূপ গৌণ বা উপচরিত অর্থে প্রযুক্ত বাক্যের অর্থ-সদ্‌ভাব (মঞ্চশব্দের মুখ্যার্থের সম্ভাব) কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ বা ব্যাঘাত (দোষারোপ) করা হইয়াছে।

জ

জন্ম—(জন+মনিন্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১; ১।১।১৯] ১। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির শরীরবিশিষ্টপ্রাদুর্ভাব; বিশিষ্ট শরীরসম্বন্ধ (বাৎঃ ভাঃ)। ২। আদ্য-ক্ষণসম্বন্ধ। আরম্ভ। উৎপত্তি। 'আদ্যক্ষণ' বলিতে স্বাধিকরণক্ষণধ্বংসের অনধিকরণ ক্ষণকে বুঝিতে হইবে। যখন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় সেই প্রথম-ক্ষণকে যদি ঐবস্তুর স্বাধিকরণক্ষণ বলিয়া ধরা হয় তবে তাহার পরক্ষণ হইবে স্বাধিকরণক্ষণের ধ্বংসা-ধিকরণ ক্ষণ, এবং প্রথমক্ষণটি হইবে স্বাধিকরণক্ষণ-ধ্বংসের অনধিকরণ ক্ষণ, সেই ক্ষণের সহিত বস্তুর সম্বন্ধই সেইবস্তুর জন্ম বা উৎপত্তি। (স্বাধিকরণ-ক্ষণধ্বংসানধিকরণক্ষণসম্বন্ধঃ উৎপত্তিঃ)।

জল্প–(জল্প+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১; ১।২।২] (১) যে কথাতে হেত্বাভাস এবং ছল, জাতি, নিগ্রহস্থানের দ্বারাও পরপক্ষের খণ্ডন, এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করা হয় এরূপ পঞ্চাবয়বযুক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহরূপ কথা। (২) উভয়পক্ষের স্থাপনাবিশিষ্ট বিজিগীষুর কথা।

জহৎস্বার্থলক্ষণা—যে লক্ষণাতে শব্দের স্বার্থকে (শক্তিলভ্য অর্থকে) পরিত্যাগ করা হয়। [শক্যা-বৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নলক্ষণা জহৎস্বার্থা। [শঃ প্রঃ টীঃ পৃঃ ১৫৫] শক্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া শক্যার্থ-সম্বন্ধী অন্য অর্থের বোধক হইলে ঐরূপ লক্ষণাকে জহৎস্বার্থা বা জহল্লক্ষণা বলা হয়। যেমন— 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' (গঙ্গার তীরে আভীরপল্লী) এইস্থলে 'গঙ্গা'শব্দ শক্যার্থ জলপ্রবাহবিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা তীর অর্থের বোধক হইয়াছে।

জাতি (জন্+ক্তি) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১; ১।২।১৮] (১) ন্যায়সূত্রোক্ত পঞ্চদশ পদার্থ। এস্থলে পারিভাষিক অর্থে জায়মানপদার্থবিশেষকে জাতি বলা হইয়াছে। বাদী হেতু বা হেত্বাভাসের প্রয়োগ করিলে ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করিয়া সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের দ্বারা যে প্রত্যবস্থান বা প্রতি-ষেধ জন্মে তাহাই জাতি। যথা, ঘটের সাধর্ম্য সংযোগ আছে বলিয়া আত্মা অনিত্য হউক; অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য শ্রাব্যতা আছে বলিয়া শব্দ নিত্য হউক! ইত্যাদি। অসদুত্তর। জাতি চব্বিশ প্রকার প্রসিদ্ধ আছে। (২) সূত্রান্তরে গোত্বাশ্বত্বাদি-সামান্যকেও জাতি বলা হইয়াছে। [ন্যাঃ সূঃ —২।২।৬১, ৬৮, ৭১ দ্রষ্টব্য] বহুপদার্থে সমান বুদ্ধিপ্রসবের যাহা নিমিত্ত (ন্যাঃ সূঃ) যথা, গোত্বাদি। যে পদার্থ অনেকত্র (একরূপ) প্রত্য-য়ের অনুবৃত্তির নিমিত্ত হয় তাহা সামান্য বা জাতি (বাৎঃ ভাঃ)। বৈশেষিক ও নব্যন্যায়সম্মত সপ্ত-পদার্থের অন্যতম 'সামান্য'। (৩) নিত্য হইয়া যে অনেক পদার্থে সমবায়সম্বন্ধে থাকে তাহাই সামান্য বা জাতি। নব্য ন্যায়মতে 'সত্তা'পরা জাতি, দ্রব্য, গুণ, ও কর্মে থাকে। তদপেক্ষায় সকল জাতি অপরা। ব্যক্তির অভেদ, তুল্যতা সাংকর্য, অনবস্থা, স্বরূপহানি ও অসম্বন্ধ (সমবায় সম্বন্ধের অভাব)—এই ছয়টি জাতির বাধক হয়।

জাতিবাধক—(জাতির বাধক অর্থাৎ জাতিত্বাভাবসাধক) যে যে কারণে কোন কোন ধর্মকে 'জাতি' স্বীকার করা হয় না। [ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ॥ — কিরণাবলী] এই ছয়টি জাতির বাধক। উদাহরণ (ক) ব্যক্তির অভেদ। ধর্মের আশ্রয়ীভূত ব্যক্তি এক হইলে সেই ধর্ম জাতি হয় না। যেমন—আকাশত্ব (ইহা অনুগতপ্রতীতির নির্বাহক নহে এবং অনেক সমবেত নহে) (খ) তুল্যত্ব তুল্যাশ্রয়ত্ব। যাহা কোন জাতির সমানাশ্রয় অর্থাৎ সমনিয়ত, তাহা সেই জাতি হইতে অতিরিক্ত জাতি নহে। যেমন—ঘটত্বজাতির সমনিয়ত কলসত্ব স্বতন্ত্র জাতি নহে। (একটি জাতিদ্বারাই অনুগত প্রতীতির নির্বাহ হওয়ায় জাত্যন্তর কল্পনা অনাবশ্যক) (গ) সঙ্কর=পরস্পরকে পরিহার করিয়া থাকা অথচ পরস্পরের সমানাধিকরণ হওয়া। যেমন—ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব এই দুইটি ধর্ম পরস্পরকে পরিহার করিয়া থাকে (আকাশে মূর্ত্তত্ব নাই কিন্তু ভূতত্ব আছে, মনে ভূতত্ব নাই কিন্তু মূর্ত্তত্ব আছে) এবং পরস্পরের সমানাধিকরণ (ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি দ্রব্যে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব উভয়ই আছে) এইভাবে সঙ্কর হওয়ায় তাহারা জাতি নহে। ('সঙ্কর' শব্দ দ্রষ্টব্য) (অনবস্থিতি =অনবস্থাপ্রসক্তিও জাতিবাধক। যেমন—সত্তাতে সত্তাজাতি স্বীকার করিলে তাহাতেও পুনঃ সত্তাজাতি স্বীকার করিতে হয়, এইভাবে অনবস্থা দোষ হয়, অতএব সত্তাগত সত্তাজাতি স্বীকার করা হয় না। এইভাবে 'সামান্যত্ব'ও জাতি নহে। যেহেতু তাহাকে জাতি বলিয়া স্বীকার করিলে সামান্যত্বকেও জাতিরূপে স্বীকার করিতে হয়। (ঙ) রূপহানি=যাহাকে জাতিরূপে স্বীকার করিলে বস্তুর স্বরূপের (স্বভাবের) হানি হয় তাহা 'জাতি' নহে। যেমন বিশেষগত ধর্ম বিশেষত্বকে জাতি স্বীকার করিলে বিশেষের স্বতোব্যাবৃত্তত্বস্বভাবের হানি হয়, অতএব তাহা জাতি নহে। অথবা 'রূপহানি'=জাতির স্বরূপ যে নিত্যতা, তাহার হানি অর্থাৎ অভাব। যেমন—দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ইত্যাদি জাতি নহে, যেহেতু তাহাতে নিত্যতা নাই। (চ) অসম্বন্ধ = সমবায়সম্বন্ধে না থাকা। যেমন সমবায়ত্ব, অভাবত্ব ইত্যাদি জাতি নহে, যেহেতু তাহারা সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। [অথবা প্রতিযোগিত্বানুযোগিত্বান্যতরসম্বন্ধেন জাত্যতিরিক্তপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসমবায়াভাবঃ অসম্বন্ধঃ। অত্র রূপাদৌ ব্যভিচারবারণায় প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধস্য, গগনাদৌ ব্যভিচারবারণায় চ অনুযোগিত্বসম্বন্ধস্য নিবেশঃ। —ভাঃ পঃ রামরু : পৃঃ ৫৯]

জাতিসঙ্কর—কোনধর্মে কোন জাতির অব্যাপকতা, ব্যভিচারিতা ও সামানাধিকরণ্য থাকিলে তাহাকে জাতিসঙ্কর বলা হয়। ইহা জাতিবাধকের মধ্যে অন্যতম। = তজ্জাত্যব্যাপকত্বে সতি তজ্জাতিব্যভিচারিত্বে সতি তজ্জাতিসামানাধিকরণ্যং সঙ্করঃ (তত্ত্বচিন্তামণি, অনুমান খণ্ড, অনুমিতিগাদাধরী) যেমন — উপেক্ষাত্ব একটি ধর্ম উপেক্ষাত্মকজ্ঞানে থাকে, কিন্তু তাহা জাতি নহে। যেহেতু, তাহা চাক্ষুষত্ব জাতির অব্যাপক, চাক্ষুষত্বজাতির ব্যভিচারী ও চাক্ষুষত্ব জাতির সমানাধিকরণ হইয়াছে। (চাক্ষুষত্বজাতি অনুপেক্ষাত্মক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে আছে তাহাতে উপেক্ষাত্ব নাই; অতএব চাক্ষুষত্বজাতির অব্যাপক। যাহাতে চাক্ষুষত্ব জাতি নাই এমন যে উপেক্ষাত্মক শ্রাবণপ্রত্যক্ষ, তাহাতে উপেক্ষাত্ব ধর্ম আছে—অতএব তাহা চাক্ষুষত্ব জাতির ব্যভিচারী। উপেক্ষাত্মক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে চাক্ষুষত্ব ও উপেক্ষাত্ব উভয়ই আছে, অতএব তাহা চাক্ষুষত্বজাতির সমানাধিকরণ।) এই জাতিসাঙ্কর্যদোষের ভয়েই অনেকে ঘটত্ব জাতিকে নানা স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীত্ব বা তেজস্ত্বাদির সহিত সাঙ্কর্য্য হওয়ায় ঘটত্বের জাতিত্ব স্বীকার করা যায় না। পৃথিবীত্ব পটাদিতেও আছে কিন্তু তাহাতে ঘটত্ব নাই, অতএব ঘটত্ব পৃথিবীত্বের অব্যাপক। পৃথিবীত্ব নাই এমন বস্তুতেও ঘটত্ব আছে, যেমন স্বর্ণনির্মিত ঘটে।

অতএব তাহা পৃথিবীত্বের ব্যভিচারী। মৃন্ময় ঘটে পৃথিবীত্ব ও ঘটত্ব উভয়ই আছে, অতএব ঘটত্ব পৃথিবীত্বের সমানাধিকরণ। মৃন্ময় ও স্বর্ণময় ঘটে পৃথক্ পৃথক্ ঘটত্বজাতি স্বীকার করিলে জাতিসঙ্কর দোষ হয়না। [সাঙ্কর্যের জাতি-বাধকতা] স্বসামানাধিকরণ্য স্বাভাবসামানাধিকরণ্য এই উভয় সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্টজাতিত্বাবচ্ছেদে স্বসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকে না, ইহাই নিয়ম। যেমন পৃথিবীত্বজাতিতে ঘটত্বের সামানাধিকরণ্য ও ঘটত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য আছে, অতএব ঐ উভয়সম্বন্ধে ঘটত্ব জাতিবিশিষ্ট পৃথিবীত্বজাতি হইয়াছে তাহাতে ঘটত্ব সমানাধিকরণ যে অভাব (পৃথিবীত্বাভাব নহে) তাহার প্রতিযোগিতা নাই। সাঙ্কর্যস্থলে জাতি স্বীকার করিলে ঐ নিয়মের হানি হয়। এইজন্য সেইস্থলে জাতি স্বীকার করা হয় না।

জীবন—[ন্যাঃ ভাঃ ৩।২।২৭] প্রাণধারণ ; বিপচ্যমান (ফলপ্রদানকারী) কর্মাশয়ের সহিত দেহযুক্ত আত্মার মনের সহিত যে সংযোগবিশেষ। (বাৎঃ ভাঃ)

জীবন্মুক্তি—[ন্যাঃ কুঃ হঃ টীঃ ১।২] আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ভোগব্যতিরেকে প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় হয় না বলিয়া আত্মজ্ঞানীকেও প্রারব্ধক্ষয়ের নিমিত্ত যতকাল জীবিত থাকিতে হয়, ততকাল সে জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকে; তাহার যে মুক্তি তাহাই জীবন্মুক্তি। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয় হইলে আত্মজ্ঞানীর দেহপাতানন্তর যে মুক্তি হয় তাহা পরমমুক্তি বা পরামুক্তি।

জ্ঞান—১। আত্মার গুণবিশেষ। বুদ্ধি, উপলব্ধি, চেতনা, চৈতন্য ইত্যাদি জ্ঞানেরই নামান্তর। 'জানামি' এই অনুগত অনুব্যবসায়ের দ্বারা সিদ্ধ যে জ্ঞানত্ব জাতি তাহাই জ্ঞানের লক্ষণ। "বুদ্ধিত্ব সামান্যবতী আত্মাশ্রয়ঃ প্রকাশো বুদ্ধিঃ"—সঃ পঃ পৃঃ ৫৯। "বুদ্ধিরর্থপ্রকাশনম্"—তাঃ রঃ পৃঃ ১২৪। জ্ঞান দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ও ব্যাপ্যবৃত্তি এবং জীবের জ্ঞান অনিত্য ও অব্যাপ্যবৃত্তি। প্রকারান্তরে জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। যে জ্ঞানে প্রকারতা ও বিশেষ্যতা ভাসে (অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাববিষয়ক জ্ঞান) তাহা সবিকল্পক, যে জ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেষ্যতা ভাসে না অর্থাৎ যে জ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্নরূপে বস্তুকে গ্রহণ করে না, সেই জ্ঞান নির্বিকল্পক। নির্বিকল্পকজ্ঞান একমাত্র প্রত্যক্ষাত্মকই হয়। প্রকারান্তরে জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভব ও স্মৃতি। অনুভব চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ। প্রকারান্তরে জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যাহা জ্ঞানাকরণক (জ্ঞান যাহার করণ নহে) তাহা প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ। যাহা জ্ঞানকরণক (জ্ঞান যাহার করণ) সেই জ্ঞান পরোক্ষ, যেমন—অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দবোধ, স্মৃতি। প্রকারান্তরে জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রমা ও অপ্রমা। "তদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা"—যাহাতে যে বস্তু আছে তাহাতে তৎপ্রকারক জ্ঞান (নিশ্চয়) হইলে তাহা প্রমা। তদ্‌ভিন্ন জ্ঞান—অপ্রমা। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে জ্ঞান দ্বিবিধ—অবিদ্যা ও বিদ্যা। অবিদ্যা চতুর্বিধ—সংশয়, বিপর্যয়, স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়। বিদ্যা ও চতুর্বিধ - প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, স্মৃতি ও আর্ষ। আর্ষজ্ঞানের নামান্তর—প্রাতিভজ্ঞান। অর্থের প্রকাশ। সকল ব্যবহারের অসাধারণ কারণ যে গুণ। অনুব্যবসায়নামক মানসপ্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞান হয়। ২। (সাংখ্য, পাতঞ্জল) বুদ্ধির বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ। ইহাই মুখ্য প্রমাণ। পুরুষের অনুরূপসংবেদনই বোধ বা প্রমিতি। পুরুষের বোধ বা জ্ঞান আভিমানিক, বুদ্ধির জ্ঞান তাত্ত্বিক। সাক্ষী পুরুষের দ্বারাই চিত্তবৃত্তিরূপ জ্ঞান সদা জ্ঞাত হয়। ৩। (বেদান্ত) চৈতন্যই প্রকাশ করে বলিয়া চৈতন্যবিশেষই মুখ্যজ্ঞান। তবে বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যই প্রকাশ করে বলিয়া চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক বুদ্ধিবৃত্তিতে জ্ঞানত্বের উপচার হয়, অর্থাৎ গৌণরূপে বুদ্ধিবৃত্তিকেও জ্ঞান বলা হয়। বৃত্তির দ্বারা বিষয়ের আকার আসে ও অজ্ঞান নাশ হয়, এবং চৈতন্য

বা চিদাভাসের দ্বারা বিষয়ের স্ফুরণ হয়।

জ্ঞাপ্য—১। জ্ঞানজন্য জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ যাহার জ্ঞান অন্য বিষয়ক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় তাহা তাহার জ্ঞাপ্য। যেমন, ধূমজ্ঞাপ্য—বহ্নি; কেননা বহ্নির জ্ঞান ধূমের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। ২। তজ্জন্য জ্ঞানের বিষয়। যাহা যজ্জন্য জ্ঞানের বিষয় তাহাকেও তাহার জ্ঞাপ্য বলা হয় যেমন—ধূমজ্ঞানজ্ঞাপ্য বহ্নি।

জ্ঞানলক্ষণা—(জ্ঞানংলক্ষণং স্বরূপং যস্যাঃপ্রত্যাসত্তেঃ) জ্ঞানস্বরূপ অলৌকিকপ্রত্যাসত্তি (সন্নিকর্ষ)। 'সোঽয়ং ঘটঃ' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে 'সঃ' এই তত্তাংশের ভান, 'ঘটঃ নাস্তি' ইত্যাদি অভাবের প্রত্যক্ষস্থলে অভাবাংশে প্রতিযোগি ঘটাদির ভান, 'সুরভিচন্দনম্' ইত্যাদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে সৌরভাদির ভান, 'ঘটমহং জানামি' ইত্যাদি অনুব্যবসায়স্থলে (জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ স্থলে) ঘটাদির ভান লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা সম্ভব নহে, যেহেতু, প্রথমস্থলে তত্তাংশের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি লৌকিক সন্নিকর্ষ নাই। দ্বিতীয়স্থলে অভাবের সহিত বিশেষণতা সন্নিকর্ষ থাকিলেও প্রতিযোগীর সহিত সন্নিকর্ষ নাই। তৃতীয়স্থলে সৌরভ গ্রহণে চক্ষুর যোগ্যতা নাই। চতুর্থস্থলে মনের বাহ্যবস্তুগ্রহণে সামর্থ্য নাই। এই কারণে ঐ ঐ বিষয়ের প্রত্যক্ষতা নির্বাহের জন্য জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিতে চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষস্থলে 'স্বসংযুক্ত-মনঃসংযুক্ত-আত্মসমবেতজ্ঞান' বা তাদৃশজ্ঞান-বিষয়ত্বকে বুঝিতে হইবে। মানসস্থলে 'স্বসংযুক্ত আত্মসমবেতজ্ঞানবিষয়ত্ব'ই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। উদাহরণ—'সুরভি চন্দনম্' এই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষস্থলে প্রথমতঃ চন্দনের সহিত চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষ হয় এবং কালান্তরে অনুভূত সৌরভের স্মৃতি হয় (এই স্মৃতিই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ), তাহার পর ঐ লৌকিক ও অলৌকিক সন্নিকর্ষের ফলে 'সুরভি চন্দনম্' এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ চন্দনাংশে লৌকিক ও সৌরভাংশে অলৌকিক। এই জ্ঞানলক্ষণাকে 'উপনয়' এবং তজ্জনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষকে উপনীতভান বলা হয়। প্রাচীনমতে সপ্রকারক (সবিকল্পক) জ্ঞানই সন্নিকর্ষ হয়। অতএব নির্বিকল্পকজ্ঞান সন্নিকর্ষ হয়না। নব্যমতে জ্ঞানমাত্রই (সপ্রকারক বা নিষ্প্রকারক) সন্নিকর্ষ হইতে পারে। দীধিতিকারের মতে 'জ্ঞানলক্ষণ' বলিতে সবিষয়ক মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। অতএব তদ্‌বিষয়ক উপনীতভানের প্রতি তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, সংস্কার—ইহারা সকলেই সন্নিকর্ষ হইতে পারে। এইরূপ একটি নিয়ম আছে—'উপনীতং বিশেষণতয়ৈব ভাসতে' উপনীত অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষবলে প্রাপ্ত যে বিষয় তাহা বিশেষণরূপেই ভাসে, যেমন—পূর্বস্থলে চন্দনের বিশেষণরূপে সৌরভের ভান হইয়াছে। কিন্তু মানস প্রত্যক্ষস্থলে (অর্থাৎ মানস উপনীতভান-স্থলে ঐ নিয়ম নাই। যেমন 'ঘটমহং জানামি' এই অনুব্যবসায়ে জ্ঞানের বিশেষণরূপে ঘটের ভান হইলেও 'ঘটঃ ময়া জ্ঞায়তে' এইস্থলে বিশেষ্যরূপে ঘটের ভান হয়।

জ্ঞাপক—জ্ঞানজনক জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ যাহার জ্ঞান অন্যবিষয়কজ্ঞানের জনক তাহাকে জ্ঞাপক বলা হয়। যেমন—ধূম বহ্নির জ্ঞাপক, কেননা, বহ্নিজ্ঞানের জনক ধূমজ্ঞান, তাহার বিষয় ধূম।

জ্ঞেয়ত্ব—জ্ঞানবিষয়তা। জগতে সকলপদার্থই জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় জ্ঞেয়ত্ব সকল পদার্থের ধর্ম, অতএব কেবলান্বয়ী। [সপ্তানামপি সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে। ভাষা পঃ]

জ্যায়ঃ—গ্রন্থকারের অভিপ্রেত অর্থ। (জ্যায়স্থং মূলকৃদভিপ্রায়ানুসারিত্বম্ — রামরুদ্রী পৃঃ ৫৯) [পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্তেতি তু জ্যায়ঃ।—সিঃ জাঃ পৃঃ ৪৭]

টীকাকার—ন্যায়শাস্ত্রে অনেকস্থলে প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্রকে 'টীকাকার' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি গোতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রের বার্ত্তিকের উপর 'তাৎপর্যটীকা' রচনা করিয়াছেন। বহুদর্শনের উপর টীকা রচনা করিয়া ইনি দার্শনিক-সমাজে 'টীকাকার' নামে প্রসিদ্ধ হন।

ত

উদাসীন—(উদাসীন) (অনুঃ চিঃ মাঃ শব্দখণ্ড বিধিবাদ পৃঃ ১৯) প্রকৃতপূর্বপক্ষী ও উত্তরপক্ষি-ভিন্ন উপস্থিত শ্রোতা।

তত্ত্ব—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১] সংপদার্থের যে সদ্ভাব, এবং অসতের যে অসদ্ভাব তাহাই তত্ত্ব। যথার্থভাবে অবিপরীতরূপে সদ্রূপে গৃহ্যমাণ হয় যে সৎ তাহাই তত্ত্ব। আবার যথার্থভাবে অবিপরীতরূপে অস-দ্রূপে (অভাবরূপে) গৃহ্যমাণ হয় যে অসৎ (অভাব) তাহাও তত্ত্ব। (বাংঃভাঃ) প্রাচীন ন্যায়মতে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থই তত্ত্ব। সাংখ্যমতে পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, প্রভৃতি পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্ব। পাতঞ্জলমতে—ঈশ্বরসহিত সাং-খ্যের পঞ্চবিংশতি—এই ষড়বিংতিতত্ত্ব। অদ্বৈত বেদান্তমতে—চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব। জৈন-মতে—জীব ও অজীব—এই দুইটিতত্ত্ব, অথবা জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ—এই সাতটিতত্ত্ব। বৌদ্ধ—বিজ্ঞানবাদিমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানই তত্ত্ব। শূন্যবাদিমতে সদসৎপ্রভৃতি চতু-ষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যই তত্ত্ব। চার্বাকমতে—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চতুর্ভূতই তত্ত্ব।

তত্ত্বচিন্তামণি—শ্রীমদ্ গঙ্গেশোপাধ্যায়রচিত নব্য-ন্যায়ের প্রখ্যাত গ্রন্থ। ইহাতে প্রভাকরের মত বিশেষভাবে খণ্ডিত। এই একটিমাত্র গ্রন্থকে অব-লম্বন করিয়া শতাধিক টীকা টীপ্পনী রচিত হইয়াছে এবং তর্কশাস্ত্রের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এইগ্রন্থ বৈশেষিকগণের সপ্তপদার্থবাদ ও নৈয়ায়িক-গণের চতুর্বিধপ্রমাণবাদ অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থ চারিটি খণ্ডে বিভক্ত এবং ঐ খণ্ডগুলি প্রত্যক্ষ চিন্তামণি, অনুমানচিন্তামণি, উপ-মানচিন্তামণি ও শব্দচিন্তামণিনামে খ্যাত। (১) প্রত্যক্ষখণ্ডে এই বিষয়গুলি আছে—মঙ্গলবাদ। প্রামাণ্যবাদ। অন্যথাখ্যাতিবাদ। সন্নিকর্ষবাদ। সমবায়বাদ। অভাববাদ। প্রত্যক্ষকারণবাদ। মনোঽণুত্ববাদ। অনুব্যবসায়বাদ। নির্বিকল্পকবাদ। সবিকল্পকবাদ। (২) অনুমানখণ্ডে—অনুমিতি। ব্যাপ্তিপঞ্চক। সিংহব্যাঘ্রলক্ষণদ্বয়। ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্নাভাব। পূর্বপক্ষ। সিদ্ধান্তলক্ষণ। (অব-চ্ছেদকত্বনিরুক্তি)। সামান্যাভাব। বিশেষব্যাপ্তি। অতএব চতুষ্টয়। ব্যাপ্তিগ্রহোপায়। তর্ক। ব্যাপ্ত্যনুগম। সামান্যলক্ষণা। উপাধি। পক্ষতা। পরামর্শ। কেবলান্বয়ি। কেবলব্যতিরেকি। অর্থাপত্তি। অবয়ব। সামান্যনিরুক্তি। সব্যভিচার। সাধারণ। অসাধারণ। অনুপসংহারী। বিরুদ্ধ। সৎপ্রতি-পক্ষ। অসিদ্ধি। বাধ। অসাধকতাসাধকত্ব। ঈশ্বরানুমান। (৩) উপমানখণ্ড (৪) শব্দখণ্ডে বিধিবাদ। অপূর্ববাদ। শক্তিবাদ। সমাসবাদ। আখ্যাতবাদ। ধাতুবাদ। উপসর্গবাদ। প্রমাণ চতুষ্টয়প্রামাণ্যবাদ। আকাঙ্ক্ষাবাদ। আসত্তিবাদ। তাৎপর্যবাদ। যোগ্যতাবাদ। লৌকিকশব্দা-প্রামাণ্যবাদ। বর্ণানিত্যতাবাদ। বেদপৌরুষেয়ত্ব-বাদ। শব্দাপ্রামাণ্যবাদ। উচ্ছন্নপ্রচ্ছন্নবাদ।

তত্ত্বজ্ঞান—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।১] তত্ত্বের অর্থাৎ যথার্থ-স্বরূপের জ্ঞান; সত্যের জ্ঞান। শাস্ত্রভেদে তত্ত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান যথাশাস্ত্র ভিন্নপ্রকার বুঝিতে হইবে। ন্যায়শাস্ত্রে (গৌতমসূত্রে) ষোড়শপদার্থের যথার্থ-স্বরূপ এবং প্রধানতঃ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়ের তত্ত্ব জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে।

তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ—[ন্যাঃ বিঃ বৃঃ ১।১।৪০] তর্ক পঞ্চবিধ বলা হয়। যথা,—আত্মাশ্রয়, অন্যো-ন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, ও তদন্যবাধিতার্থ-প্রসঙ্গ - অর্থাৎ আত্মাশ্রয়াদি চারিটি ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও প্রকার বাধিত-অর্থের আপত্তি বা অনিষ্টের প্রসঙ্গ। যথা, ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হইত তবে বহ্নির জন্য (কার্য) হইত না।...এই-রূপ তর্ক ব্যাপ্তিগ্রাহক হইয়া থাকে।

তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান—এক প্রকার বহুব্রীহি সমাস। বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহবাক্যে যাহা বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, সমাসেও তাহা বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হইলে ঐরূপ বহুব্রীহিসমাসকে 'তদ্‌-গুণসংবিজ্ঞান' বলা হয়। [তস্য স্বার্থগুণীভূতস্য সম্যক্ বিশেষ্যবিধয়া বিজ্ঞানং যস্মাৎ এই ব্যুৎ-পত্তি অনুসারে বহুব্রীহি সমাসের অর্থে যাহা গুণী-ভূত (অপ্রধান), তাহারই বিশেষ্যরূপে জ্ঞান হয়

যাহা হইতে, তাহা তদ্গুণসংবিজ্ঞান] যেমন—ঘটস্বরূপঃ পদার্থঃ। এইস্থলে (ঘটঃ স্বরূপং যস্য) 'ঘট স্বরূপ যাহার' এই বিগ্রহবাক্যে যে ঘট বিশেষ্য, সেই ঘটই সমাসেও বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে (কেননা, ঘট স্বরূপ যাহার তাহাতো ঘটই।) অতএব 'ঘটস্বরূপ' এই শব্দটি তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। (শঃ প্রঃ পৃঃ ২৫৭) প্রাচীনমতে - বহুব্রীহি সমাসলভ্য অর্থের যাহাতে অন্বয় হয় তাহাতে বহুব্রীহির অন্তর্গত পদের অর্থও অন্বিত হইলে তাহা তদ্গুণসংবিজ্ঞান। যেমন, 'লম্বকর্ণম্ আনয়' (লম্ব কর্ণ যাহার তাহাকে আন) এইস্থলে দ্বিতীয়াবিভক্তির অর্থ কর্মতাতে লম্বকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় লম্বকর্ণেরও অন্বয় হয়, অতএব 'লম্বকর্ণ' তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। ইহাভিন্ন বহুব্রীহিসমাসকে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন—দৃষ্টসাগরমানয় (যে সমুদ্র দর্শন করিয়াছে তাহাকে আন) এইস্থলে (দৃষ্টঃ সাগরঃ যেন) যে সাগর দর্শন করিয়াছে তাহাই আনয়নের কর্মরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, সাগর কর্মরূপে প্রতীয়মান হইতেছে না। অতএব 'দৃষ্টসাগর' শব্দটি অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। (শঃ প্রঃ পৃঃ ২৫৮)

তদ্ঘটক—তদ্বিষয়িতাব্যাপকবিষয়িতাক। —অর্থাৎ যদ্বিষয়িতা যদ্বিষয়িতার ব্যাপক তাহা তাহার ঘটক। যেমন—'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' রূপ ব্যাপ্তির ঘটক—সাধ্য, অভাব, অধিকরণ ও বৃত্তিত্ব। যে যে জ্ঞানে ব্যাপ্তিবিষয়িতা আছে (যে যে জ্ঞান ব্যাপ্তিবিষয়ক হইয়াছে) সেই সেই জ্ঞানে সাধ্যবিষয়িতা, অভাববিষয়িতা ইত্যাদি অবশ্যই আছে। অতএব ব্যাপ্তিবিষয়িতার ব্যাপক যে বিষয়িতা, সেই বিষয়িতার নিরূপক হওয়ায় সাধ্য, অভাব ইত্যাদিকে ব্যাপ্তির ঘটক বলা হয়।

তদ্ঘটিত—তদ্বিষয়িতাব্যাপ্যবিষয়িতাক। অর্থাৎ যদ্বিষয়িতা যদ্বিষয়িতার ব্যাপ্য তাহা তদ্ঘটিত। যেমন - সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তি সাধ্যাদি পদার্থঘটিত। যে যে জ্ঞানে সাধ্যবিষয়িতা অভাববিষয়িতা ইত্যাদি নাই সেই সেই জ্ঞানে ব্যাপ্তিবিষয়িতাও নাই, (অর্থাৎ যে জ্ঞান সাধ্যাদিবিষয়ক হয় না তাহা ব্যাপ্তিবিষয়ক হয় না) অতএব ব্যাপ্তি সাধ্যাদিঘটিত। সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবরূপ যে পক্ষতা তাহা সিষাধয়িষা, সিদ্ধি ইত্যাদি পদার্থঘটিত।

তর্ক—(তর্ক+অচ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১ ; ১।১।৪০] প্রাচীনন্যায়ে ১। অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিত ঊহস্তর্কঃ। (১।১।৪০) ঊহ = সম্ভাবনাজ্ঞান ; ইহা এই প্রকার হওয়াই সম্ভব'—এই সম্ভাবনাপ্রত্যয়। যে পদার্থের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, সেই অর্থে কারণোপপত্তিবশতঃ—অর্থাৎ হেতু বা প্রমাণসম্ভাবনার দ্বারা যে ঊহ অর্থাৎ পক্ষবিশেষের অনুজ্ঞা বা সমর্থন)। ২। অথবা, ব্যাপ্য যে কারণ (ধূমাভাবের কারণ বহ্নির অভাব) তাহার উপপত্তি অর্থাৎ আহার্যারোপের দ্বারা ব্যাপক যে ধূমাভাব তাহার যে ঊহ=আহার্যারোপ তাহাই তর্ক। যথা, যদি বহ্নি না থাকিত (বহ্নির অভাব থাকিত) তবে ধূম থাকিত না (ধূমেরও অভাব থাকিত)। তর্ক নিজে আহার্যারোপ (ইচ্ছাপ্রযোজ্যভ্রম), সুতরাং অযথার্থ জ্ঞান হইলেও ব্যভিচারের শঙ্কা দূর করিয়া তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল হয়। সুতরাং ইহা প্রমাণের সহকারী। (ইহা প্রাচীনসূত্রের নব্য ব্যাখ্যা) (বৃঃ বৃঃ) ১।১।৪০ ।৩। নব্যন্যায়ে—ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা ব্যাপকের আরোপ হইলে তাহাকে তর্ক বলা হয়। ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ। যেমন—(ধূমঃ যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ বহ্নিজন্যঃ ন স্যাৎ) 'ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় তাহা হইলে বহ্নিজন্য হইতে পারে না' এইরূপ জ্ঞান তর্ক। ইহাকে আপত্তিও বলা হয়। যাহাতে আপত্তি করা হয় তাহা আপত্তির বিশেষ্য বা ধর্মী। যেমন এইস্থলে ধূম। যাহার আপত্তি করা হয় তাহা আপাদ্য, যেমন—এইস্থলে বহ্নিজন্যত্বাভাব, কেননা ধূমে বহ্নিজন্যত্বাভাবের (বহ্নিজন্যঃ ন স্যাৎ) আপত্তি করা হইতেছে। যাহার দ্বারা আপত্তি করা হয় তাহাই আপত্তির হেতু বা আপাদক। এইস্থলে

বহ্নিব্যভিচারিত্ব আপাদক, কেননা তাহার দ্বারাই ধূমে বহ্নিজন্যত্বাভাবের আপত্তি করা হইতেছে। আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্যব্যাপকভাব থাকা চাই। আপাদক—ব্যাপ্য এবং আপাদ্য—ব্যাপক। পূর্বোক্ত তর্কস্থলে বহ্নিব্যভিচারিত্ব রূপ ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা বহ্নিজন্যত্বাভাবরূপ ব্যাপকের আরোপ হইতেছে। 'তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞান' অর্থাৎ যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহার জ্ঞানই আরোপ। ভ্রমস্থলেও এতাদৃশ আরোপ আছে কিন্তু পার্থক্য এই যে, বাধনিশ্চয় (বিপরীত নিশ্চয়) থাকিলে ভ্রমাত্মক আরোপ হয় না। 'ইহা সর্প নহে' এইরূপ বাধনিশ্চয় থাকিলে রজ্জুতে সর্পের আরোপ হইতে পারে না, কিন্তু তর্কাত্মক যে আরোপ তাহা বাধনিশ্চয় থাকিলেই হয়, অন্যত্র হয় না। যেহেতু তর্কাত্মক যে আরোপ তাহা আহার্য, অতএব বাধজ্ঞান তাহার অনুকূল। যে স্থলে বহ্নিজন্যত্বাভাবরূপ আপাদ্যের বাধনিশ্চয় (অর্থাৎ বহ্নিজন্যত্ব নিশ্চয়) আছে সেইস্থলেই ঐরূপ তর্কের অবতারণা হইতে পারে। তর্কের দ্বারা ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি হয়। 'তর্কঃ কচিৎ শঙ্কানিবর্তকঃ' (ভাষা-পরিচ্ছেদ) পূর্বোক্ত তর্কের দ্বারা 'ধূমঃ বহ্নি-ব্যভিচারী নবা' এইরূপ ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেননা আপাদ্যাভাবের দ্বারা আপাদকাভাবের অনুমানই তর্কের ফল। প্রকৃত-স্থলে বহ্নিজন্যত্বরূপ আপাদ্যাভাবের দ্বারা বহ্নি-ব্যভিচারিত্বাভাবরূপ আপাদকাভাবের অনুমান হইতেছে, অতএব 'ধূমঃ বহ্নিব্যভিচারী নবা' এই সংশয়ের বিষয়ীভূত একতরকোটির বিঘটক হওয়ায় শঙ্কানিবর্তক হইয়াছে। ৪। অনিষ্ট প্রসঙ্গ —(অনিষ্ট যাহা বাদী ও প্রতিবাদী কাহারও ইষ্ট নহে। প্রসঙ্গ আপত্তি বা আরোপ) ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা ব্যাপক অনিষ্টের আরোপই তর্ক। ['তর্কোঽনিষ্ট প্রসঙ্গঃ স্যাৎ'—তাঃ রঃ ১৮৫ পৃঃ] যেমন—ধূমঃ যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ বহ্নিজন্যঃ ন স্যাৎ এইস্থলে বহ্নিব্যভিচারিত্বরূপ ব্যাপ্যের (আপাদকের) আরোপের দ্বারা বহ্নি-জন্যত্বাভাবরূপ ব্যাপকের (আপাদ্যের) আপত্তি করা হইতেছে। ধূমের বহ্নিজন্যত্বাভাব কাহারও (প্রতিবাদীরও) ইষ্ট নহে, পরন্তু অনিষ্টই। [……অনিষ্টং দ্বিবিধং মতম্। প্রামাণিক পরি-ত্যাগ স্তথেতর পরিগ্রহঃ ॥ (তাঃ রঃ ১৮৫ পৃঃ)] এই অনিষ্ট দ্বিবিধ—প্রামাণিকের পরিত্যাগ ও অপ্রামাণিকের গ্রহণ। ইহাদের মধ্যে যে কোনও অনিষ্টের আপত্তিকে তর্ক বলা হয়। যেমন—'যদি উদকং পীতং পিপাসাং ন শময়েৎ তর্হি পিপাসুনা ন পীয়েত' (পীত জল যদি পিপাসার উপশম না করিত তাহা হইলে পিপাসুব্যক্তি তাহা পান করিত না) এইরূপ তর্কে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পানের নিষেধ করায় প্রামাণিকের পরিত্যাগ হইয়াছে। 'যদি উদকং পীতং পরমন্তরধক্ষ্যৎ তদবিশিষ্টং মামপি দহেৎ' (পীত জল যদি অন্যের শরীরের অভ্যন্তরভাগ দগ্ধ করিত তাহা হইলে মৎকর্তৃক পীত জল আমাকেও দগ্ধ করিত) এইরূপ তর্কে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অন্তর্দাহকত্ব স্বীকার করায় অপ্রামাণিকের গ্রহণ করা হইয়াছে। তর্কের অঙ্গ পাঁচ প্রকার—ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতি-রবসানং বিপর্যয়ে। অনিষ্টানমুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গ পঞ্চকম্ ॥ (১) ব্যাপ্তি—আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি। (২) তর্কাপ্রতিহতি—বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা প্রতিহত না হওয়া। (৩) বিপর্যয়ে অবসান —আপাদ্যের অভাবে পর্যবসান। (৪) অনিষ্ট = প্রামাণিকের পরিত্যাগ বা অপ্রামাণিকের পরিগ্রহ। ৫) অননুকূলত্ব = প্রতিবাদীর অনুকূল না হওয়া। তক পাঁচ প্রকার—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও তদন্যবাধিতার্থ প্রসঙ্গ। [আত্মাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ। অঙ্গপঞ্চকসম্পন্নস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে ॥ —তাঃ রঃ ১৮৬ পৃঃ] তন্মধ্যে তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ (অনিষ্ট প্রসঙ্গ) দুই প্রকার—বিষয় পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক। (বিষয়স্য ব্যভিচারশঙ্কানিবৃত্তি-দ্বারা নিশ্চায়কত্বেন পরিশোধকত্বম্)। বিষয় পরিশোধক = পর্বতঃ যদি নির্বহ্নিঃ স্যাৎ নির্ধূমঃ স্যাৎ। ব্যাপ্তিগ্রাহক-ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী

স্যাৎ বহ্নিজন্যঃ ন স্যাৎ ইত্যাদি। প্রাচীনমত-বিশেষে – বিনিগমনাবিরহ, লাঘব, গৌরব প্রভৃতি যোগে তর্ক একাদশবিধ। কিন্তু ঐগুলি প্রসঙ্গাত্মক নহে বলিয়া নব্যমতে তর্ক নহে। ৫। তর্কশাস্ত্র; ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাভাস—যাহা আপাততঃ তর্কের ন্যায় প্রতীয়মান হয় অথচ প্রকৃত তর্ক নহে তাহা তর্কাভাস বা অসৎতর্ক। যে ব্যাপ্তির মূলে প্রকৃততর্ক (সৎতর্ক) থাকে সেই ব্যাপ্তির জ্ঞানই প্রমা। কিন্তু ব্যাপ্তির মূলে অসৎতর্ক (তর্কাভাস) থাকিলে তাহার জ্ঞান অপ্রমা অর্থাৎ ভ্রমাত্মক হয়। ['সৎ-তর্কাদ্‌ব্যাপ্তিপ্রমা তদাভাসাদপ্রমা'।। ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্যয়ে। অনিষ্টানমুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্॥ ('তর্ক' শব্দ দ্রষ্টব্য) [তাঃ রঃ পৃঃ ১৮৭] এই পাঁচপ্রকার অঙ্গযুক্ত তর্কই সৎতর্ক। ঐ পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে যে কোনো অঙ্গের হানি হইলে তাহাকে তর্কাভাস বা অসৎ তর্ক বলা হয়। [অঙ্গান্যতমবৈকল্যে তর্কস্যাভাসতা ভবেৎ।—তাঃ রঃ পৃঃ ১৮৮] অতএব তত্তৎঅঙ্গের বৈকল্যনিবন্ধন তর্কাভাস পাঁচপ্রকার। উদাহরণ—(১) ব্যাপ্তিবৈকল্যপ্রযুক্ত তর্কাভাস—'যদি ইদং পানীয়ং পিপাসোর্দুঃখং নাশময়িষ্যৎ তর্হি রূপবদপি নাভবিষ্যৎ' (এই পানীয় যদি পিপাসুর দুঃখের উপশম না করিত তাহা হইলে রূপবান্ হইত না, যেমন—আকাশ রূপবান্ নয় এবং পিপাসুর দুঃখের উপশম করে না) এইরূপ তর্কে আপাদ্য ও আপাদকের (রূপাভাব ও দুঃখোপশমকারিত্বাভাবের) ব্যাপ্তি না থাকায় ইহা তর্কাভাস। (২) তর্কাপ্রতিহতির বৈকল্যপ্রযুক্ত তর্কাভাস—'মনঃ যদি মূর্তং স্যাৎ তর্হি স্পর্শবৎ স্যাৎ' (মন যদি মূর্ত হইত তাহা হইলে স্পর্শবান্ হইত) এইস্থলে 'মনের মূর্তত্ব স্বীকার না করিলে ধর্মিগ্রাহক প্রমাণের বাধ হয়' এইরূপ প্রতিকূলতর্কের দ্বারা পরাহত হওয়ায় ইহা তর্কাভাস। (৩) বিপর্যয়ে পর্যবসানবৈকল্যপ্রযুক্ত তর্কাভাস - 'যদি শব্দো নিত্যো ন স্যাৎ তদা ন প্রত্যভিজ্ঞায়েত' (শব্দ যদি নিত্য না হইত তাহা হইলে 'সোঽয়ং গকারঃ' ইত্যাদিরূপে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইত না, অথচ তাহা ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয়) এইরূপ মীমাংসকপ্রযুক্ত তর্কে বিপর্যয়ে পর্যবসান নাই। যেহেতু দীপশিখার একত্বপ্রত্যভিজ্ঞার ন্যায় 'সোঽয়ং গকারঃ' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাও সাদৃশ্যমূলক ভ্রান্তিমাত্র। (৪) অনিষ্টত্বরূপ অঙ্গ-বৈকল্যপ্রযুক্ত তর্কাভাসের উদাহরণরূপে পূর্বোক্ত স্থলেরই উল্লেখ করা যায়। (৫) অননুকূলত্বরূপ অঙ্গবৈকল্যপ্রযুক্ত তর্কাভাস—'শব্দো যদি নিত্যো ন স্যাৎ তদা কৃতকো ন স্যাৎ' এইরূপ তর্কে অননুকূলত্ব নাই অর্থাৎ তাহা প্রতিবাদীর অনুকূলই। যেহেতু বাদী যে কৃতকত্বহেতুর দ্বারা নিত্যতার সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই হেতু প্রতিবাদীর অনুকূল অনিত্যতার সাধক হইয়াছে। অতএব ইহা তর্কাভাস।

তাৎপর্য—বক্তার অভিপ্রায়। 'উদ্দেশ এব তাৎপর্যম্' (ন্যাঃ কুঃ ৫।৬) 'বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্যম্' (ভাঃ পঃ ৮৪ কা) লৌকিকবাক্যস্থলে অস্মদাদি-বক্তার অভিপ্রায় এবং বৈদিকবাক্যস্থলে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই তাৎপর্য। অথবা—তত্তৎ অর্থবোধের ইচ্ছায় উচ্চরিতত্বই তাৎপর্য। কোনও বাক্য শ্রবণের পর 'এই বাক্যটি বক্তা এইরূপ অর্থবোধের ইচ্ছায় উচ্চারণ করিয়াছেন'—এইরূপ জ্ঞানকে তাৎপর্যজ্ঞান বলা হয়। তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের অন্যতম কারণ। যেমন—'সৈন্ধব' শব্দের অর্থ—লবণ ও অশ্ব দুইই হয়, কিন্তু ভোজনকালে কেহ 'সৈন্ধবম্ আনয়' এইরূপ বলিলে সৈন্ধব শব্দে লবণেরই বোধ হইবে, অশ্বের বোধ হইবে না, যেহেতু ভোজনপ্রসঙ্গে ঐ বাক্য উচ্চারিত হওয়ায় শ্রোতার 'এইবাক্যটি লবণ আনয়ন অর্থেই উচ্চারিত' এইরূপ তাৎপর্যজ্ঞান হয়। অনেকে শাব্দবোধের প্রতি তাৎপর্যজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন না। (শব্দঃ প্রঃ পৃঃ ২৬)।

তাদাত্ম্য—সম্বন্ধবিশেষ। (স এব আত্মা= তদাত্মা, তস্য ভাবঃ=তাদাত্ম্যম্। তদাত্মতা বা তৎস্বরূপতা।) যে বস্তু যদাত্মক তাহাতে তাহার তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে। (স্বস্মিন্ স্বনিয়ামকসম্বন্ধঃ

তাদাত্ম্যম্) নিজের সহিত নিজের যে সম্বন্ধ তাহাই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ।

তান্ত্রিক—তন্ত্র=শাস্ত্র। তান্ত্রিক=শাস্ত্রজ্ঞ বা শাস্ত্রকার। তন্যতে ব্যুৎপাদ্যতে অলোকসিদ্ধবিষয়ঃ অনেন ইতি তন্ত্রম্। যাহাদ্বারা লৌকিকপ্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ বিষয় ব্যুৎপাদিত (প্রতিপাদিত) হয় তাহা তন্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্র। তন্ত্রকে যিনি জানেন তিনি তান্ত্রিক অর্থাৎ শাস্ত্রকার। (বিধিবাদ মাথুরী, পৃঃ ৩৮)

তায়ী—তত্ত্বজ্ঞানরক্ষণপটু সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ['অক্ষপাদায় তায়িনে'—তাৎপর্যটীকা, ন্যাঃ সূঃ মঙ্গলাচরণ] 'তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণক্ষমসম্প্রদায়প্রবর্তকঃ তায়ী। ন্যায়পরিশুদ্ধি।

তুলাপ্রামাণ্যবৎ—[ন্যাঃ সূঃ ২।১।১৬] তুলার অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লার প্রামাণ্যের ন্যায় (যাহা প্রমাণ তাহাই আবার প্রমেয় হয়)। ভাবার্থ—গুরুত্বের পরিমাণ বা তারতম্যজ্ঞানের সাধন বা উপায় 'তুলা' একটি 'প্রমাণ'-রূপে ব্যবহৃত হয়। সেস্থলে গুরুদ্রব্য স্বর্ণই প্রমেয়। আবার সেই ওজন করা স্বর্ণের সাহায্যে যখন অপর একটি তুলা যন্ত্রের প্রামাণ্য (ঠিক ওজন হয় কিনা) ব্যবস্থাপিত হয় তখন ঐ স্বর্ণই প্রমাণ, 'তুলা' প্রমেয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণ আবার প্রমেয়ও হইয়া থাকে।

তুল্যযোগক্ষেমত্ব—[আঃ বিঃ ১ ; পৃঃ ১০৩ চৌঃ] সমানরূপে প্রমাণসিদ্ধ হওয়া। তুল্য মণ্ডন ও খণ্ডন বিশিষ্ট হওয়া। প্রমাণসিদ্ধ হওয়া রূপ 'যোগ', এবং পরমতনিরসনপূর্বক প্রমাণসিদ্ধের রক্ষণরূপ 'ক্ষেম'—তুল্য রূপে এই উভয়বিশিষ্ট হওয়া। তুল্যরূপে স্বপক্ষমণ্ডন ও পরপক্ষ খণ্ডনরূপ প্রমাণবিশিষ্ট হওয়া।

তুল্যবিত্তিবেদ্য—(তুল্য= সমান, বিত্তি জ্ঞান, বেদ্য=জ্ঞেয়=একজ্ঞানজ্ঞেয়।) যাহাদের মধ্যে একটির জ্ঞান হইলেই অপরটির জ্ঞান হয় তাহারা 'তুল্যবিত্তিবেদ্য'। যেমন—ব্যক্তিকে বর্জন করিয়া জাতির জ্ঞান হয় না, বা জাতিকে বর্জন করিয়া ব্যক্তির জ্ঞান হয় না, অতএব জাতি ও ব্যক্তি তুল্যবিত্তিবেদ্য। যে জ্ঞানে ভূতলনিরূপিত ঘটনিষ্ঠ আধেয়তা প্রকাশ পায় সেইজ্ঞানেই তুল্যভাবে ঘটনিরূপিত ভূতলনিষ্ঠ আধারতাও প্রকাশ পায়, অতএব আধারতা ও আধেয়তা তুল্যবিত্তিবেদ্য। (অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ৮৫)। প্রতিযোগী নিয়ত অভাবজ্ঞানের বিষয় হয়, অতএব প্রতিযোগী অভাবের তুল্যবিত্তিবেদ্য।(প্রত্যক্ষ-চিঃ পৃঃ ৭০৭)।

তৃণারণিমণিন্যায়—(তত্ত্ব চিন্তামণিঃ দীধিতি, পৃঃ ৭০০) তৃণ, অরণি ও মণিস্থলে যে রীতি অনুসরণ করা হয় সেই রীতি। বহ্নির প্রতি তৃণ, অরণিকাষ্ঠ ও মণি এই তিনটিকে কারণ স্বীকার করা হয়। ইহাদের সাহায্যে বহ্নি উৎপন্ন হয়, অতএব ইহাদের প্রত্যেকটিতেই বহ্নির কারণতা আছে। ইহাতে ব্যতিরেকব্যভিচারের আপত্তি হইতে পারে (অথচ ব্যতিরেকব্যভিচার কারণতার বিঘটক), যেহেতু যে স্থলে তৃণাদি তিনটির মধ্যে যে কোন একটি হইতে বহ্নির উৎপত্তি হয় সেইস্থলে অপর দুইটি কারণ না থাকিয়াও কার্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহার ফলে কারণের অসত্ত্বে কার্যসত্তারূপ ব্যতিরেক ব্যভিচার হওয়ায় ইহারা কারণ হইতে পারে না। এই দোষ বারণের জন্য কার্যতাবচ্ছেদকে বৈজাত্য নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের (বহ্নিসামান্যের প্রতি) তৃণাদির কারণতা স্বীকার না করিয়া তার্ণ (তৃণজাত) বহ্নির প্রতি তৃণের কারণতা, এইভাবে বিভিন্ন জাতীয় বহ্নির প্রতি স্বতন্ত্রভাবে তৃণাদির কারণতা স্বীকার করিলে ব্যতিরেকব্যভিচার দোষ হইবে না। কেননা, তার্ণ বহ্নির প্রতি অরণি বা মণির কারণতা না থাকায় ঐ বহ্নির উৎপত্তিস্থলে অরণি বা মণি না থাকিলেও ক্ষতি নাই। যে স্থলে কার্যের বিভিন্নজাতীয়তা স্বীকার করিয়া কার্যকারণভাবের ভেদ কল্পিত হয়, সেইস্থলে তৃণারণিমণিন্যায়ের অবতারণা করা হয়।

তৈমিরিক—(তিমির+ঠক্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।২।১১] যাহার চক্ষু 'তিমির' নামক দোষ বা ব্যাধিযুক্ত ;

তৈমিরিক সূক্ষ্মদ্রব্য (যথা একটি কেশ) দেখিতে পায় না।

ত্রসরেণু—তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়। নামান্তর—ত্র্যণুক। ক্রটি। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥ (মনুঃ ৮।১৩২)। (ত্রিভিঃ সহিতো রেণুস্ত্রসরেণুঃ, হিতলোপ আর্ষঃ। অথবা ত্রসরেণুপদং মণ্ডপাদিপদবৎ কেবলরূঢ়মেব। (ভাষা-পঃ রামরুদ্রী ৩৭ কাঃ)। রঘুনাথশিরোমণির মতে পরমাণু ও দ্ব্যণুক স্বীকার করা হয়না, ত্রসরেণুই চরমসূক্ষ্ম। কেহ কেহ বলেন—ত্রসরেণুর অবয়বই পরমাণু। দ্ব্যণুক স্বীকারের প্রয়োজন নাই। অথবা পরমসূক্ষ্মতা ত্রসরেণুতেই বিশ্রান্ত। (ন্যাঃ সূঃ বৃঃ ৪।২।১৫)। মতবিশেষে তিনটি পরমাণুর দ্বারা ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। রন্ধ্রপথে সূর্যকিরণ গৃহে আসিলে তাহার মধ্যে সে অতিসূক্ষ্ম কণা দৃষ্ট হয়, তাহাই ত্রসরেণু। ইহাতে মহত্ত্বপরিমাণ থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। দ্ব্যণুক ও পরমাণুতে মহত্ত্ব না থাকাতে তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না।

ত্রিগুণসচিব—তিনটি গুণ যাহার সচিব অর্থাৎ সহকারী। জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি সহকারে যিনি নিখিলকার্যের কারণ, সেই ঈশ্বরকে 'ত্রিগুণসচিব' বলা হয়। [তত্ত্বচিঃ প্রত্যক্ষ মাথুরী পৃঃ ২]

ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষতাবাদ - (প্রভাকরের মতবিশেষ) (ত্রয়াণাং পুটানাং সমাহারঃ ত্রিপুটী) যাহারা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটিকেই নিখিল প্রত্যক্ষের বিষয় স্বীকার করেন তাঁহাদের মত। ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞান যেরূপ ঘটাদিকে বিষয় করে, সেইরূপ নিজকে এবং জ্ঞাতা আত্মাকেও বিষয় করে, অতএব সকল জ্ঞানেরই আকার—'ঘটমহং জানামি' ইত্যাদি রূপ। [অয়ংঘট ইতি জ্ঞানং যথা ঘটাদিকং বিষয়ীকরোতি তথা স্বাত্মানং স্বস্যাধিকরণং আত্মানং চ বিষয়ী করোতি, সর্বমেব জ্ঞানং ঘটমহং জানামীত্যাকারমেব। সর্বস্য ব্যবসায়স্যানুব্যবসায়াত্মকত্বাং জ্ঞানস্য মিতিমাতৃমেয়বিষয়কত্বেন ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষতা ইতি প্রবাদঃ। (প্রত্যক্ষ-চিঃ পৃঃ ৭৮৮)] প্রভাকরের মত এই যে—যেমন পাত্রস্থপ্রদীপ নিজকে, নিজের আশ্রয়পাত্রকে এবং অন্যান্যবস্তুকে প্রকাশিত করে; সেইরূপ জ্ঞান (অনুভব ও স্মৃতি উভয়ই) স্বপ্রকাশতাহেতু নিজকে, নিজের আশ্রয় আত্মাকে এবং বিষয়রূপে অন্যান্যবস্তুকে প্রকাশিত করে। (তাঃ রঃ মল্লিনাথ টীঃ পৃঃ ২১)

ত্রুটি—(ত্রুট+ইন্) ! ন্যাঃ সূঃ ৪।৩।১৫ । দ্ব্যণুক অথবা ত্র্যণুক, দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক, এবং তিনটি দ্ব্যণুক মিলিয়া ত্রসরেণু, বা ত্র্যণুক হয়,—ইহাই সিদ্ধান্ত। গবাক্ষরন্ধ্রে গৃহাভ্যন্তরে আগত সূর্যকিরণে যে সূক্ষ্ম ধূলিকণা দেখা যায় তাহাই ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু - এইরূপ বলা হয়। এই ত্র্যণুক অথবা দ্ব্যণুককে ত্রুটি বলা হইয়াছে। সুতরাং ত্রুটির (দ্ব্যণুকের) অবয়ব পরমাণু, অথবা ত্রুটির (ত্র্যণুকের) অবয়বের অবয়ব পরমাণু। (বিঃ বৃঃ)।

ত্রৈকাল্যব্যক্তি—[ন্যাঃ ভাঃ ৩।২।১] অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের প্রত্যেকটিতে প্রকাশ বা উৎপত্তি। ইহা থাকিলে অনিত্যতা সিদ্ধ হয়। যথা, জানিয়াছিলাম (অজ্ঞাসিষম্), জানি (জানামি), জানিব (জ্ঞাস্যামি)—এই প্রকারে বুদ্ধি (জ্ঞান) তিনকালেই অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হয় বলিয়া বুদ্ধি অনিত্য।

দ

দর্শন—(দৃশ্+ভাবে ল্যুট্) (১) চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যেমন—ঘটদর্শন, সূর্যদর্শন ইত্যাদি। (২) মানস প্রত্যক্ষ। যেমন—আত্মদর্শন (আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ)। (৩) [দৃশ্যতে অনেন দৃশ্+ল্যুট্ (করণে)] তত্ত্বজ্ঞানসাধন শাস্ত্র। যেমন—ন্যায়দর্শন ইত্যাদি। সাধারণতঃ আস্তিকদর্শন ৬ প্রকার এবং নাস্তিকদর্শন ৬ প্রকার বলা হয়। ১। ন্যায়দর্শন (গোতম প্রণীত) ২। বৈশেষিকদর্শন (কণাদ প্রণীত) ৩। সাংখ্যদর্শন (কপিলপ্রণীত) ৪। যোগদর্শন (পতঞ্জলিপ্রণীত) ৫। মীমাংসাদর্শন (জৈমিনিপ্রণীত) ৬। বেদান্তদর্শন (ব্যাসপ্রণীত) এই ছয়টিকে আস্তিকদর্শন বলা

হয়, যেহেতু ইহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। ১। চার্বাকদর্শন (বৃহস্পতিপ্রণীত) ২। সৌত্রান্তিক (বৌদ্ধদর্শন) ৩। বৈভাষিক (বৌদ্ধদর্শন) ৪। যোগাচার (বৌদ্ধদর্শন) ৫। মাধ্যমিক (বৌদ্ধদর্শন) ৬। আর্হত বা জৈনদর্শন এই ছয়টিকে নাস্তিকদর্শন বলা হয়, ইহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

দার্ষ্টান্তিক—যাহার জন্য, বা যাহার সদৃশ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তাহাই দার্ষ্টান্তিক।

দিক্—দূরত্ব ও নিকটত্ববুদ্ধির অসাধারণকারণ। (সিঃ মুঃ, ৪৬ কাঃ) সূর্যসংযোগের দ্বারা অপুংপাদ্য অথবা মূর্তসংযোগের দ্বারা উৎপাদ্য যে পরত্ব ও অপরত্ব (দূরত্ব ও নিকটত্ব) তাহার অসমবায়িকারণের (সংযোগের) আশ্রয়কে 'দিক্' বলা হয়। (সঃ পঃ পৃঃ ৫৩) বস্তুতঃ দিক্ এক হইলেও উপাধিভেদে প্রাচী (পূর্ব), প্রতীচী (পশ্চিম), উদীচী (উত্তর), অবাচী (দক্ষিণ) নৈঋতী (নৈঋতকোণ), বায়বী (বায়ুকোণ), ঐশানী (ঈশানকোণ), আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) ঊর্ধ্ব ও অধঃ,—এই দশপ্রকারে ব্যবহার হয়। 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থে 'রৌদ্রী' নামে আরও একটি দিক্ স্বীকৃত হইয়াছে। দশদিকের মধ্যভাগকে রৌদ্রী দিক্ বলা হয়।

দিগুপাধি—(দিক্+উপাধি) মূর্তবস্তুমাত্রকেই (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যকে) দিগুপাধি বলা হয়। পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি দিক্‌সম্বন্ধীয় ব্যবহার মূর্তবস্তুদ্বারাই হইয়া থাকে, অমূর্তবস্তুদ্বারা হয় না।

দীর্ঘত্ব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ ; পৃঃ ১১২] (বিঃ বিঃ প্রেস) হ্রস্বত্ব বিলক্ষণ পরিমাণ বিশেষ, যাহা ইক্ষু-বংশাদিতে থাকে। হ্রস্বত্ব দ্ব্যণুকে ও পরমহ্রস্বত্ব পরমাণুতে থাকে। দীর্ঘ ইক্ষুদণ্ডেও বংশ অপেক্ষা ভাক্ত অর্থাৎ উপচরিত হ্রস্বত্ব ব্যবহার হয়। আকাশাদিতে নিত্য পরমদীর্ঘত্ব স্বীকার করা যায়। তেমনি পরমাণুতে নিত্য পরমহ্রস্বত্ব।

দুষ্টহেতু- দোষযুক্তহেতু (হেত্বাভাস)। ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ; এই পাঁচটি হেতুর দোষ (তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য)। যেস্থলে ইহাদের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক দোষ আছে, সেইস্থলীয় হেতুকে দুষ্টহেতু বলা হয়। তাহা পাঁচপ্রকার—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত। যদিও বাধ, সংপ্রতিপক্ষ, আশ্রয়াসিদ্ধি,সাধ্যাসিদ্ধি এইদোষগুলি সাক্ষাৎভাবে হেতুতে থাকে না (যেহেতু 'সাধ্যাভাববৎপক্ষ'রূপ বাধ, 'সাধ্যাভাবব্যাপ্যবৎপক্ষরূপ সংপ্রতিপক্ষ, পক্ষতাবচ্ছেদকাভাববৎপক্ষরূপ আশ্রয়াসিদ্ধি, সাধ্যতাবচ্ছেদকাভাববৎসাধ্যরূপ সাধ্যাসিদ্ধি,—ইহারা হেতুঘটিত নহে) তথাপি 'স্বজ্ঞানবিষয়প্রকৃতহেতুতাবচ্ছেদকবত্তা' সম্বন্ধে ঐ দোষগুলি হেতুতে থাকায় হেতুতে দুষ্টত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। ['যেন কেনাপি সম্বন্ধেন তদ্বাংশ্চ প্রকৃতোহেতুর্দুষ্টঃ' —সাঃ নিঃ দীঃ পৃঃ ১০১২]

দুঃখ—(দুঃখ+অচ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।২ ; ১।১।২১] ১। অধর্মহেতু আত্মাতে উৎপন্ন একপ্রকার বিশেষগুণ। বাধনা অর্থাৎ পীড়া যাহার লক্ষণ তাহাই দুঃখ (ন্যাঃসূঃ ১।১।২১) ২। অনিষ্টোপলব্ধি হইতে উৎপন্ন অধর্মজন্য উপঘাতরূপ গুণবিশেষ (বৈশেষিক) ৩। সকলেরই প্রতিকূলবেদনীয় যে গুণ (নব্যন্যায়) ৪। রজোগুণের কার্য বুদ্ধির পরিণাম বা ধর্মবিশেষ (সাংখ্যপাতঞ্জল)। পরিণামাদিদুঃখসংযোগবশতঃ বিবেকীর নিকট সবই (সুখভোগও) দুঃখ। দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। মতবিশেষে একবিংশতি প্রকার—শরীর, ষড়িন্দ্রিয়, ষড়্‌বিষয়, ষড়বিধ প্রত্যক্ষ, সুখ ও দুঃখ। ৫। দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখনিরোধ ও মার্গ—এই আর্যসত্যচতুষ্টয়ের প্রথম আর্যসত্য (বৌদ্ধ)।

দৃষ্টদ্বারক—যাহা দৃষ্ট অর্থাৎ লোকসিদ্ধ বস্তুর মাধ্যমে কার্যের জনক হয়। কারণ কোন কোন স্থলে দৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে (দৃষ্ট বস্তু দ্বারা) কার্যের জনক হয় এবং কোন কোন স্থলে অদৃষ্টকে দ্বার (মাধ্যম) করিয়া কার্যের জনক হয়। যেমন—পাকে যে ভোজনসাধনতা আছে তাহা অন্নরূপ দৃষ্টবস্তুকে দ্বার করিয়া। অতএব পাকের ভোজন-

সাধনতা দৃষ্টদ্বারক। অল্পকালস্থায়ী যাগাদি অদৃষ্টকে দ্বার করিয়া দীর্ঘকালপরবর্তী স্বর্গাদিফলের জনক হয়। অতএব যাগাদিতে যে স্বর্গাদি সাধনতা আছে তাহা অদৃষ্টদ্বারক।

দৃষ্টসাফল্য—[ন্যাঃ কঃ ৩৩৯] সকল দৃষ্ট কারণের উপস্থিতি। ইহা অদৃষ্টের ফলরূপে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দৃষ্টসাফল্যে অদৃষ্টের বৈগুণ্য অর্থাৎ অভাব বা বিলম্ব হইতে পারে না।

দৃষ্টান্ত—[ন্যাঃ সুঃ ১।১।১ ; ১।১।২৫] যে পদার্থে সাধারণ মানুষ (লৌকিক) ও শাস্ত্রজ্ঞপুরুষের (পরীক্ষক) বুদ্ধির সাম্য অর্থাৎ অবিরোধ হইয়া থাকে। ন্যায়প্রয়োগে অর্থাৎ পরার্থানুমিতির জন্য প্রযুক্ত পঞ্চাবয়ববাক্যে উদাহরণনামক অবয়বে দৃষ্টান্তের উল্লেখ আবশ্যক। যথা, যেখানে সেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা মহানস (রন্ধনশালা)। এস্থলে মহানস ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত। ইহা ন্যায়সূত্রে উদ্দিষ্ট পঞ্চম পদার্থ।

দেহলীদীপন্যায়—যেমন দেহলীতে (দরজার চৌকাঠে) অবস্থিত প্রদীপ গৃহের অভ্যন্তরভাগ ও বহির্ভাগ উভয়কেই সমানভাবে প্রকাশ করে, সেইরূপ কোনও মধ্যবর্তি পদের সহিত পূর্ববর্তী ওপরবর্তী উভয়পদের অন্বয় হইলে ঐ স্থলে দেহলীদীপন্যায়ের অবতারণা করা হয়। [সিঃ মুঃ দিনঃ ৮১ কারিকা ২৭৫ ছঃ]।

দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাসন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধান—[ন্যাঃ সুঃ ভাঃ ১।১।২] দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখদুঃখজ্ঞানসমূহের বিনাশ ও উৎপত্তি। ঐ সকলের একটি সমষ্টির নাশ হইয়া তজ্জাতীয় আর একটি সমষ্টির উৎপত্তি। (নিত্য আত্মা থাকাতেই তাদৃশ সমষ্টির উচ্ছেদ হইয়া পুনরায় তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে)।

দোষ—(দুষ+ঘঞ্) ১। রাগ, দ্বেষ ও মোহ ; এই তিনটিকে দোষ বলা হয়। এই ত্রিবিধদোষ প্রবৃত্তির কারণ। (ন্যায়-সুঃ ৪।১।৩) ২। অপ্রমার অসাধারণ কারণ। (অপ্রমা=সংশয় ও ভ্রম) ('দোষো প্রমায়া জনকঃ'—ভাষা পঃ ১৩১) পিত্ত, দূরত্বাদিভেদে দোষ নানা প্রকার যেমন—'পীতঃ শঙ্খঃ' এই ভ্রমের প্রতি নয়নগত পিত্ত দোষ, এবং চন্দ্রমণ্ডলাদিতে যে ক্ষুদ্রতার (স্বল্পপরিমাণ) বোধ হয় তাহার প্রতি দূরত্বদোষ কারণ ৩। অনুমিতির প্রতিবন্ধকীভূতজ্ঞানের বিষয়। ইহা 'হেত্বাভাস' নামে প্রসিদ্ধ। এই দোষ ৫ প্রকার—ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ। হেতুর জ্ঞান ভ্রমাত্মক হইলে তাহাও অনুমিতি স্থলে 'দোষ'। উপমিতিস্থলে—অশক্যে সাদৃশ্যবুদ্ধি 'দোষ'। শাব্দবোধস্থলে—অশক্যপদার্থে শক্তিজ্ঞান এবং ভ্রমাত্মক তাৎপর্যজ্ঞানাদি 'দোষ'। ৪। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব—এই তিনটি লক্ষণের দোষ।

দ্রবত্ব – তরলতা। ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে অন্যতম। ইহা স্যন্দনের (ক্ষরণ বা প্রস্রবণের) অসমবায়ি কারণ। দ্রবত্ব দ্বিবিধ, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। জলে যে দ্রবত্ব গুণ আছে তাহা সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক। পৃথিবীতে (ঘৃতাদিতে) ও সুবর্ণাদি তৈজসবস্তুতে যে দ্রবত্ব আছে তাহা নৈমিত্তিক (অগ্নিসংযোগ রূপ নিমিত্তে উৎপন্ন)। জলীয় পরমাণুতে যে দ্রবত্ব আছে তাহা নিত্য। অন্যত্র (পার্থিব পরমাণু ও পার্থিব দ্ব্যণুকাদিতে এবং জলীয়দ্ব্যণুকাদিতে যে দ্রবত্ব থাকে তাহা) অনিত্য। (ভাষা পঃ ১৫৪।১৫৫) অর্থাৎ সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব নিত্য - অনিত্যভেদে দ্বিবিধ, কিন্তু নৈমিত্তিকদ্রবত্ব অনিত্য। দ্রবত্বযুক্ত দ্রব্যকে দ্রবদ্রব্য বলা হয়। যেমন—জল, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি।

দ্রব্য—সাতপ্রকার পদার্থের মধ্যে অন্যতম। দ্রব্যের কয়েকটি লক্ষণ—১। গুণাশ্রয়ত্বং দ্রব্যত্বম্। যাহা ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে যে কোন গুণের আশ্রয়, তাহাই দ্রব্য। ২। গুণাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বম্। যাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না তাহা দ্রব্য। ৩। গুণসমানাধিকরণসত্তাভিন্ন জাতিমত্বম্। গুণের সমানাধিকরণ অথচ সত্তাভিন্ন যে জাতি (দ্রব্যত্ব), সেই জাতি যাহাতে আছে তাহা দ্রব্য। ৪। দ্রব্যত্বজাতিমত্বম্—দ্রব্যত্বজাতিবিশিষ্ট যে বস্তু তাহাই দ্রব্য। ৫। কার্য-

সমবায়িকারণত্বম্—যাহা কার্যের সমবায়িকারণ তাহাই দ্রব্য। ৬। সমবেতসমবেতসমবেতত্বম্। (সমবেত = সমবায়সম্বন্ধে স্থিত)—সমবেত (গুণত্বাদি) সমবেত হইয়াছে যাহাতে, তাহা 'সমবেত-সমবেত' (গুণাদি); তাহা সমবেত হইয়াছে যাহাতে, তাহাই দ্রব্য। (লক্ষণাবলী) [দ্রব্যং তু দ্রব্যত্বসামান্যযোগি গুণবৎ সমবায়িকারণং চেতি। —সপ্তপদার্থী পৃঃ ৪৮] দ্রব্য ৯ প্রকার, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। দ্রব্য ভিন্ন কোনও পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। একমাত্র দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়। উক্ত ৯ প্রকার দ্রব্যের মধ্যে—কতকগুলি নিত্য ও কতকগুলি অনিত্য। ক্ষিত্যাদি চতুর্বিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন ইহারা নিত্য ও নিরবয়ব। অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্য (দ্ব্যণুকাদি) সাবয়ব ও অনিত্য।

দ্রব্যত্ব—পৃথিব্যাদি নবদ্রব্যানুগত জাতিবিশেষ। ঘটত্ব, গোত্ব ইত্যাদি জাতির ন্যায় দ্রব্যত্বও একটি জাতি; ইহা পৃথিবী, জল, তেজ প্রভৃতি নয় প্রকার দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গোত্বাদির ন্যায় নবদ্রব্যানুগত দ্রব্যত্ব জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। [কার্যসমবায়ি-কারণতাবচ্ছেদকতয়া সংযোগস্য বিভাগস্য বা সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া দ্রব্যত্বজাতিসিদ্ধেঃ। —সিঃ মুঃ, কারিকা ৩] (ক) কার্যত্বাবচ্ছিন্নকার্যতা-নিরূপিত-সমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণ-তাত্বাৎ। (খ) সংযোগত্বাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিত-সমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ। (গ) বিভাগত্বাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিত-সমবায়ি-কারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ। —দ্রব্যত্ব জাতির সাধকরূপে এই তিন প্রকার অনুমান প্রদর্শিত হয়।

দ্রব্যাশ্রয়ী—[বৈঃ দঃ ১।১।১৬] দ্রব্যে আশ্রিত, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে বিদ্যমান। দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রয়ী।

দ্বেষ—(দ্বিষ + ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১০] বিদ্বেষ, ক্রোধ; অমর্ষরূপ দোষ। যাহা উৎপন্ন হইলে নিজেকে প্রজ্বলিতের মত মনে হয়। দ্বেষত্বসামান্য-বিশিষ্ট আত্মার বিশেষগুণ। যে জাতীয় অর্থের সন্নিকর্ষে মানুষ দুঃখ অনুভব করে সেই জাতীয় অর্থ পুনরায় দেখিলে সেই অর্থের দুঃখসাধনতা স্মরণ বা অনুমান করিয়া সেই অর্থকে দ্বেষ করে।...হিংসা, মন্যু, ঈর্ষ্যা, দ্রোহ, ঘৃণা প্রভৃতি দ্বেষেরই প্রকার-ভেদ। দুঃখে দ্বেষ স্বতঃ অর্থাৎ দুঃখত্বজ্ঞান হইতেই জন্মে। দুঃখের সাধনে দ্বেষ দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান অর্থাৎ দুঃখসাধনতাজ্ঞান হইতে জন্মে। দ্বেষ সবিষয়ক ও মানস প্রত্যক্ষগম্য। ২। দুঃখজ্ঞান-জন্য বা দুঃখসাধনতাজ্ঞানজন্য চিত্তবৃত্তিবিশেষ। ইহা অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির ধর্ম, আত্মার নহে (সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত)।

দ্ব্যণুক—দুইটি পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন দ্রব্য। দ্ব্যণুককে আদ্যাবয়বী বলা যায়, যেহেতু জগৎ-সৃষ্টিতে দ্ব্যণুকই প্রথম উৎপন্ন অবয়বী। অণু-পরিমাণ হওয়ায় প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। অনুমানের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

ধ

ধর্ম—(ধৃ + মন্) [বৈঃ সূঃ ভাঃ পৃঃ ৩৫২] ১। বেদাদিবিহিত কর্মানুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন আত্মার গুণবিশেষ। ইহা আত্মার বিশেষগুণ, কিন্তু স্থায়ী এবং লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষের অযোগ্য। ইহা পুরুষের (জীবাত্মার) প্রিয় (সুখ), হিত, এবং মোক্ষের হেতু হয়। ইহা অন্ত্য যে সুখ তাহার এবং তত্ত্বজ্ঞানের নাশ্য হইয়া থাকে। যে ধর্মের ফলে যত সুখের ভোগ হইবার, তাহার অন্ত্য অর্থাৎ শেষ সুখের ভোগ হইয়া গেলেই সেই ধর্ম বিনষ্ট হয়। ধর্ম শুদ্ধ অভিসন্ধি লইয়া অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিহিত নানা সাধন হইতে উৎপন্ন হয়।...... বৈশেষিক দর্শনে ও নব্যন্যায়ে এই ধর্ম অদৃষ্টবিশেষ বলিয়া অভিহিত হয়। 'ধর্মাধর্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ ধর্মঃ স্বর্গাদিসাধনম্।' (ভাষা পং ১৬১)। ২। যাহা অন্যত্র (কোনও আশ্রয়ে) ধৃত। সাধারণতঃ ভাবার্থে বিহিত 'ত্ব' প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ের দ্বারা যাহার উল্লেখ করা হয় তাহাকে ধর্ম বলা হয়

যেমন—মনুষ্যত্ব, বৃক্ষত্ব, আকাশত্ব, সমবায়ত্ব পটুতা, হেতুতা, প্রতিযোগিতা, সামানাধিকরণ্য, বৈয়ধিকরণ্য ইত্যাদি। আছে (অর্থাৎ বৃত্তিমান্) এইরূপ পদার্থমাত্রই 'ধর্ম'। যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে সে ধর্মী এবং যে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে সে 'ধর্ম'। অতএব 'ঘটবৎভূতল' স্থলে ভূতল ধর্মী, ঘট ধর্ম। বনমালা ধর্ম, বনমালী ধর্মী। এইভাবে সর্বত্র। আকাশাদি নিত্য-দ্রব্যকে 'ধর্ম' বলা যায় না, যেহেতু তাহারা অবৃত্তি পদার্থ (কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকে না)। 'অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে'।—(ভাষা পরিচ্ছেদ)।

ধর্মিগ্রাহকমানবাধিত—যে প্রমাণের দ্বারা ধর্মীর অর্থাৎ পক্ষের জ্ঞান হয় সেই প্রমাণের দ্বারা যদি সাধ্যের বাধ (অভাব নিশ্চয়) হয়, তাহা হইলে ঐ সাধ্যের অনুমানকে 'ধর্মিগ্রাহক মানবাধিত' বলা হয়। যেমন—'বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ' এই অনুমিতি-স্থলে অনুমিতির পূর্বে পক্ষের (বহ্নির) জ্ঞান আবশ্যক, নতুবা কোথায় অনুষ্ণত্বের অনুমান হইবে? অথচ যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা বহ্নির জ্ঞান হইবে সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বহ্নির উষ্ণত্বেরও জ্ঞান হওয়ায় তাহার দ্বারা অনুষ্ণত্ব বাধিত হইবে। অথবা—ঈশ্বরঃ ন কর্তা (শরীর-প্রয়োজনাভিসন্ধানয়োরভাবাৎ) এই অনুমান স্থলে (ঈশ্বর পক্ষ, কর্তৃত্বাভাব সাধ্য), যে ধর্মীতে (ঈশ্বরে) কর্তৃত্বের অভাব সাধন করা হইয়াছে সেই ধর্মীটি অবশ্যই অনুমানের পূর্বে প্রমাণসিদ্ধ হওয়া চাই, অথচ যে প্রমাণের দ্বারা (ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ ইত্যাদি অনুমানপ্রমাণের দ্বারা) ধর্মীর (ঈশ্বরের) সাধন করা হইবে সেই ধর্মীর গ্রাহক প্রমাণের দ্বারাই তাহার কর্তৃত্বও সিদ্ধ হওয়ায় 'ঈশ্বরঃ ন কর্তা' এই অনুমানটি ধর্মিগ্রাহক-মানবাধিত।

ধ্বংস—যে অভাবের উৎপত্তি আছে। প্রধ্বংস। নাশ। বিনাশ। [সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসাভাবঃ। সঃ পঃ পৃঃ ৬৩] প্রাগভাবের ন্যায় ধ্বংসও প্রতি-যোগীর সমবায়ীতে থাকে, যেমন ঘটের ধ্বংস কপালে থাকে। প্রাগভাবের ধ্বংস প্রতিযোগীর যে প্রতিযোগী তাহার সমবায়ীতে থাকে, যেমন—ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংস কপালকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এবং প্রতিযোগীর নাশ হইলে কালে থাকে। ধ্বংসের ধ্বংস হয় না, অতএব ধ্বংস ধ্বংসের প্রতিযোগী নহে। [পূর্বৈকাবধিরভাবঃ প্রধ্বংসাভাবঃ।—লঃ, পৃঃ ২৩] কোনও সামান্যধর্ম ধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না, অতএব সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক না হওয়ায় ধ্বংস সামান্যাভাব হয়না। ধ্বংসের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধ নাই।

ন

নঞর্থ—নঞ্ (ন) এই নিপাতের অর্থ। এই অর্থ ছয়প্রকার—[তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ॥ তত্ত্ব চিঃ নঞ্বাদ গাঃ পৃঃ ১০১০] সাদৃশ্য, অভাব (অত্যন্তাভাব), অন্যত্ব (ভেদ), অল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ। উদাহরণ—অনিক্ষুঃ শরঃ (ইক্ষুসদৃশ)। অত্র ঘটঃ নাস্তি (ঘটাভাব)। অঘটঃ (ঘটভিন্ন)। অনুদরা কন্যা (অল্প অর্থাৎ কৃশ উদর যাহার) অব্রাহ্মণঃ বার্দ্ধুষিকঃ (অপ্রশস্ত ব্রাহ্মণ)। অসুরঃ—(সুরবিরোধী)। ইহাদের মধ্যে অভাব ও ভেদ এই দুইটি নঞের মুখ্যার্থ এবং সাদৃশ্য প্রভৃতি লক্ষ্যার্থ। যেস্থলে প্রতি-যোগিবাচক ও অনুযোগিবাচক পদের উত্তর প্রথমাবিভক্তি থাকে সেইস্থলে নঞের দ্বারা ভেদের (অন্যোন্যাভাবের) বোধ হয়। যেমন—অয়ং ন ঘটঃ। এইস্থলে 'অয়ম্' অনুযোগী এবং 'ঘটঃ' প্রতি-যোগী, উভয়ের উত্তর প্রথমাবিভক্তি আছে। যেস্থলে প্রতিযোগিবাচক পদের উত্তর প্রথমাবিভক্তি এবং অনুযোগিবাচক পদের উত্তর সপ্তমীবিভক্তি থাকে সেইস্থলে নঞের দ্বারা অত্যন্তাভাবের বোধ হয়। যেমন—ভূতলে ঘটঃ ন অস্তি। একটি নিয়ম আছে যে—'প্রতিযোগ্যভাবান্বয়ৌ তুল্যযোগক্ষেমৌ' ইহার অর্থ—নঞ্ অসত্ত্বে (নঞ্ না থাকিলে) যে পদার্থে প্রতিযোগীর যে সম্বন্ধে অন্বয় হয়, নঞ্ সত্ত্বে সেই

পদার্থে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবের অন্বয় হয়। যেমন—'চৈত্রঃ পচতি'—এইস্থলে চৈত্রে পাকানুকূলকৃতির সমবায় সম্বন্ধে অন্বয় হইয়া থাকে, অতএব 'চৈত্রঃ ন পচতি' এইস্থলে 'সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপাকানুকূল -কৃত্যভাববান্ চৈত্রঃ' এইরূপ বোধ হইবে। (তত্ত্বচিঃ নঞ্‌বাদ পৃঃ ১০৩৩) ২। প্রকারান্তরে 'নঞ্' এই নিপাতের অর্থ দুই প্রকার—পর্যুদাস ও প্রসজ্য। (ঐ ঐ শব্দ দ্রষ্টব্য)।

নমস্কার—স্বাপকর্ষবোধানুকূল ব্যাপারবিশেষ। যাহাদ্বারা নিজের অপকৃষ্টতাবোধ (ন্যূনতাবোধ) প্রকাশ পায় এইরূপ ব্যাপারকে (যেমন—কর-ললাট সংযোগাদি) নমস্কার বলা হয়। অথবা—নিজ অপেক্ষা অপরের উৎকৃষ্টতা জ্ঞাপনই নমস্কার। "নমঃ পদং স্বাপকর্ষবোধকপ্রযোক্তৃব্যাপারার্থকম্। বস্তুতস্তু স্বাবধিকোৎকর্ষবত্তয়া জ্ঞাপনং নমস্কারঃ।" (অনুঃ চিঃ গাদাধরী, পৃঃ ৩)।

নয়—১। মত, সিদ্ধান্ত। 'নৈয়ায়িকানাং তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতে।' (—ভাঃ পঃ) 'এবং ন্যায়-নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বম্।' [—ভাঃ পঃ] ২। নীতি।

নাগৃহীতবিশেষণা ন্যায়—'নাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধি র্বিশেষ্যে চোপজায়তে' এই ন্যায়। যে জ্ঞান বিশেষণকে গ্রহণ করে না তাহা বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যকেও গ্রহণ করিতে পারে না। যেমন—দণ্ড জ্ঞানের বিষয় না হইলে দণ্ডী জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। (তত্ত্ব-চিঃ প্রত্যক্ষ খণ্ড, পৃঃ ৮৯)।

নানার্থকশব্দ- অনেকার্থের বোধক শব্দ। যে শব্দের নানাধর্মাবচ্ছিন্ন নানাধর্মীতে নানা শক্তি স্বীকার করা হয়। যেমন 'হরি' শব্দ বিষ্ণু, চন্দ্র, ইন্দ্র, ভেক ইত্যাদি অনেক অর্থের বাচক হওয়ায় এবং 'গো' শব্দ দিক্, দীপ্তি, পৃথিবী, গো ইত্যাদি অনেক অর্থের বাচক হওয়ায় নানার্থক। এইভাবে অন্যান্য নানার্থক শব্দস্থলে জ্ঞাতব্য। যে কোন শব্দই শক্তি ও লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অনেক অর্থের বোধক হইতে পারে; কিন্তু যে শব্দ একমাত্র শক্তিদ্বারাই অনেক অর্থের বোধ জন্মায়, তাহাকেই নানার্থক শব্দ বলা হয়।

নান্তরীয়ক—১। তদভাবে তদভাবরূপ ব্যাপ্তি; (ন+অন্তরা+ঈয় (ভব)+স্বার্থে ক) যাহা ব্যতিরেকে যাহা হয় না, তাহা তাহার নান্তরীয়ক। তৎসত্তার নিয়ত সত্তাবিশিষ্ট। অবশ্যসহভাবী। যথা,—সংসারনান্তরীয়ক দুঃখ। (দুঃখ ব্যতিরেকে সংসার হয় না, অতএব দুঃখ সংসারনান্তরীয়ক।) অথবা, প্রমাণনান্তরীয়ক প্রমাতা (প্রমাণের অবশ্য সহভাবী প্রমাতা)। ২। যাহার সহিত যাহার কার্যকারণভাব না থাকিলেও কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কার্যের অধিকরণে যাহা বর্তমান থাকে তাহাকে তাহার নান্তরীয়ক বলা হয়। যেমন, 'বহ্নিনান্তরীয়ক ঘট' বলিলে যে ঘটের কারণ বহ্নি নহে, অথচ ঘটের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে ঘটের অধিকরণে দৈবাৎ বহ্নির সমাবেশ ঘটে তাহাকে বুঝাইবে। স্বোৎপত্ত্যর্থমনপেক্ষিতোঽপি দৈবাৎ স্বাব্যবহিতপ্রাক্‌ক্ষণে স্বাশ্রয়বৃত্তির্বহ্নির্যস্য স নান্তরীয়কবহ্নিকো ঘটঃ। (তত্ত্ব-চিঃ অনুমান, গাদাধরী পৃঃ ৮৮৯) নান্তরীয়কঘটবিশেষাদৌ মূলশৈথিল্যতাদবস্থ্যাং যাবদিতি। (তর্কপ্রকরণ, মাথুরী)।

নাম—যে শব্দের উত্তর সুপ্‌বিভক্তি হয় তাহা। নামান্তর—প্রাতিপদিক। জগদীশের মতে লক্ষণ—যে শব্দের উত্তর প্রথমাবিভক্তি থাকিলেই তদর্থ-মুখ্যবিশেষ্যক শাব্দবোধ হইতে পারে তাহাকে 'নাম' বলা হয়। (শব্দ-প্রঃ, পৃঃ ৬৯)। নাম চতুর্বিধ রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ ও যৌগিক। (তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ 'রূঢযৌগিক' নামক অতিরিক্ত নাম স্বীকার করেন।

নাশ—ধ্বংস। বিনাশ। ভাব পদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ ও কর্মেরই নাশ হইতে পারে। অভাব পদার্থের মধ্যে কেবল প্রাগভাবের নাশ হয়। ১। সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণের নাশ হইলে দ্রব্যের নাশ হয়। যেমন তন্তুনাশে পটের নাশ। পরমাণুসংযোগের নাশে দ্ব্যণুকের নাশ। ২। কচিৎ সমবায়িকারণের নাশ হইলে, কচিৎ নিমিত্ত কারণের নাশ হইলে, কচিৎ বিরোধি

গুণান্তরের উৎপত্তি হইলে গুণের নাশ হয়। উদাহরণ যথাক্রমে—(ক) ঘটনাশ হইতে ঘটরূপের নাশ। (খ) আদ্যসংযোগ ও বিভাগরূপ অসমবায়িকারণের নাশ হইতে সংযোগজসংযোগ ও বিভাগজবিভাগের নাশ। (গ) অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইতে দ্বিত্বাদি সংখ্যার নাশ। (ঘ) উত্তরবর্তিজ্ঞানাদিদ্বারা পূর্ববর্তিজ্ঞানের নাশ। ৩। কচিৎ সমবায়িকারণের নাশ হইতে কর্মের নাশ হয়, যেমন—বিনশ্যদবস্থ দ্রব্যগত কর্মের নাশ। কচিৎ অসমবায়িকারণের নাশ হইতে কর্মের নাশ হয়। যেমন শরগত বেগের নাশ হইতে শরগত কর্মের নাশ। কচিৎ উত্তরসংযোগের দ্বারা কর্মের নাশ হয়। যেমন শরাদির অভিঘাতসংযোগের ফলে তদ্গত কর্মের নাশ। ৪। প্রতিযোগীর উৎপাদক সামগ্রীর দ্বারা প্রাগভাবের নাশ হয়। (অতএব বস্তুর উৎপত্তিক্ষণ ও প্রাগভাবের নাশ ক্ষণ একই।)

নিকায়—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।২, ১৯] শরীরবিশেষ, যোনি ; ধর্মাধর্মজন্য যোনিবিশেষ। (জন্ম= শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধির নিকায়বিশেষবিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব।)

নিগমন—(নি - গম+করণে ল্যুট্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩২, ৩৯] ১। পঞ্চম ন্যায়াবয়ব ; হেতুর উল্লেখ পূর্বক প্রতিজ্ঞার পুনর্বচন ; যথা, উৎপত্তিধর্মকত্বহেতু শব্দ অনিত্য। নিগমিত হয়—অর্থাৎ সম্বদ্ধ হয় প্রতিজ্ঞা-হেতুদাহরণোপনয় ইহা দ্বারা—এই অর্থে করণে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা নিগমনশব্দ নিষ্পন্ন। (বাৎঃ ভাঃ)। ২। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম হেতুর কথনপূর্বক প্রতিজ্ঞাতার্থের অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের বোধক যে ন্যায়াবয়ব ; যথা, বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-ধূমবিশিষ্ট বলিয়া পর্বত বহ্নিমান্। (বিঃবৃঃ)

নিগ্রহস্থান- (নিগ্রহ+স্থান) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১ ; ১।২।১৯] ন্যায়সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থ। কথাতে পরাজয়ের হেতুভূত বাক্য। যেরূপ বাক্যের দ্বারা বক্তার বিপ্রতিপত্তি (বিপরীত জ্ঞান) এবং অপ্রতিপত্তি (অজ্ঞতা) প্রকাশ পায় তাহা নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত, হেত্বাভাস—এই বাইশপ্রকার নিগ্রহস্থান।

নিত্য—(নি+ত্যপ্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২৮, ২৯] উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না ; যথা, পরমসূক্ষ্ম ভূতগণ—অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন, এবং তাহাদের কতকগুলি গুণ, এবং সামান্য, বিশেষ, সমবায়—এইগুলি নিত্য পদার্থ।...যাহা সৎ হইয়া—অর্থাৎ অলীক না হইয়া, কারণ রহিত অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন নহে (বৈঃ সূঃ ৪।১।১)। নব্যন্যায়ে—ধ্বংসপ্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্ অর্থাৎ যাহা ধ্বংস ও প্রাগভাবের প্রতিযোগী নহে তাহা নিত্য। কেহ কেহ বলেন—ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্ = যাহার ধ্বংস নাই তাহা নিত্য। ইহাদের মতে ধ্বংসের ধ্বংস না থাকায় ধ্বংসও নিত্যপদার্থের অন্তর্গত। (তর্ক-সঃ দীঃ) (ন্যাঃ সূঃ ২।২।১৪)।

নিত্যসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ- ৫।১।৩৫] শব্দ অনিত্য - এই সিদ্ধান্ত করা হইলে যদি এইরূপ প্রত্যবস্থান বা বিরোধ করা হয় যে,- শব্দে এই অনিত্যত্ব নিত্য অর্থাৎ সর্বদা স্থিত, অথবা অনিত্য অর্থাৎ সর্বদা থাকে না। যদি অনিত্যত্ব সর্বদা স্থিত (নিত্য) হয় তবে ধর্ম নিত্য বলিয়া ধর্মী যে শব্দ তাহাও নিত্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে যদি অনিত্যত্ব ধর্ম অনিত্য হয় অর্থাৎ সর্বদা ধর্মীতে স্থিত না হয়, তবে অনিত্যত্বের অভাব হেতু শব্দ নিত্য হইয়া পড়ে,—তবে এইরূপ প্রত্যবস্থান নিত্যসমা জাতি।

নিত্যসমাস—যে সমাসের অন্তর্গত নাম সমূহে কেবল বিভক্তির যোগ করিলে সমাসলভ্য-অর্থের বোধ হয় না। যেমন 'কৃষ্ণসর্প' ইত্যাদি। ইহার অন্তর্গত কৃষ্ণশব্দ ও সর্পশব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলেও (কৃষ্ণঃ সর্পঃ) সমাসলভ্য যে 'তীব্র-

বিষধর বিজাতীয়সর্পরূপ অর্থ, তাহার বোধ হয় না (কেবল কৃষ্ণবর্ণ সর্পের বোধ হয়)। অতএব এইশব্দ নিত্যসমাস। পক্ষান্তরে 'রাজপুত্র' 'নীলোৎপল' ইত্যাদি সমাসের অন্তর্গত শব্দে বিভক্তি যোগ করিলে ('রাজ্ঞঃ পুত্রঃ' 'নীলম্ উৎপলম্' এইভাবে বিভক্তিযুক্ত করিলে) সমাসার্থের (রাজার পুত্র, নীলপদ্ম ইত্যাদি অর্থের) বোধ হয়, অতএব তাহারা নিত্যসমাস নহে। (শঃ প্রঃ পৃঃ ১৯৬) এইজন্যই বলা হয়—'নিত্যসমাসে স্বপদবিগ্রহো নাস্তি'। অর্থাৎ নিত্যসমাসে কেবল সমাসের অন্তর্গত পদের দ্বারা বিগ্রহবাক্য রচনা করা যায় না। যেহেতু সমাসের অর্থ প্রকাশ করাই বিগ্রহবাক্যের উদ্দেশ্য, নিত্যসমাসস্থলে তাহা সম্ভব নহে। বহুব্রীহিসমাসমাত্রই নিত্যসমাসের অন্তর্গত। যেহেতু, কেবল বহুব্রীহিসমাসের অন্তর্গত শব্দ সমূহে বিভক্তি যোগ করিলেও সমাসার্থের বোধ হয় না। যেমন—'পীতাম্বর' এই বহুব্রীহিসমাসে 'পীতম্ অম্বরম্' এইভাবে কেবল বিভক্তি যোগ করিলে অর্থের (পীত অম্বর যাহার, তাহার) বোধ হয় না।

নিদান—[আঃ বিঃ—৪ ; পৃঃ ৩৭৫ চৌঃ] হেতু ; প্রয়োজক। যথা, মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান।

নিদর্শন - দৃষ্টান্ত। উদাহরণ। নিদর্শনাভাস—দৃষ্টান্তরূপে প্রতীয়মান, কিন্তু বস্তুতঃ দৃষ্টান্ত নহে। যথা—যাহা অমূর্ত তাহা নিত্য, যথা, পরমাণু। ইহা দ্বিবিধ—সাধর্ম্যের দ্বারা নিদর্শনাভাস, ও বৈধর্ম্যের দ্বারা নিদর্শনাভাস।

নিপাত—যাহা প্রত্যয় নহে এবং যাহার নিজ অর্থে অন্যপদার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্বয় হয় না এইরূপ শব্দ। যেমন—চ, বা, তু ইত্যাদি।

নিবন্ধ—(নি - বন্ধ + ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ - ৩।২।৪২] ১। একই গ্রন্থে উল্লেখ বা লিপিবদ্ধ হওয়া। একই গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়সমূহ একটি আর একটির স্মারক হইয়া থাকে। যথা, প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের স্মরণ হয়।…উক্ত সূত্রে কথিত বহু স্মৃতির নিমিত্ত বা উদ্বোধকের অন্যতম - নিবন্ধ। ২। গ্রন্থ, রচনাবিশেষ।

নিমিত্তকারণ—সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন যে কারণ। (অর্থাৎ যাহা সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণ নহে অথচ কারণ, তাহাকে নিমিত্তকারণ বলা হয়। যেমন ঘটকার্যের প্রতি দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। যদিও যাহা এককার্যের প্রতি নিমিত্তকারণ, তাহা অন্যকার্যের প্রতি সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণ হইতে পারে, অতএব সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন না হওয়ায় ঐরূপ নিমিত্তকারণেসামান্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, তথাপি সমবায়িকারণতা ও অসমবায়িকারণতা হইতে ভিন্ন যে কারণতা তাহা নিমিত্তকারণতা— এইভাবে লক্ষণ করিলে ঐ দোষ হইবে না। অন্য কারণ হইতে নিমিত্তকারণের বৈশিষ্ট্য এই যে, সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ কার্যের উৎপাদন করিয়া তাহার পরও কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে, কিন্তু নিমিত্তকারণ কার্য উৎপাদন করিলে পর তাহার সহিত কার্যের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। এই জন্যই সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণের বিকল্প নাই, কিন্তু নিমিত্তকারণের বিকল্প আছে, যেমন ঘটকার্যের প্রতি দণ্ড নিমিত্তকারণ, কিন্তু স্বজন্যভ্রমিমত্তা সম্বন্ধে দণ্ডের স্থলে হস্তের কারণতাও সম্ভব।

নিমিত্তমাত্রগুণ—(লক্ষণাবলী) যে-গুণ অসমবায়িকারণ না হইয়া কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হয় ; যথা—আত্মার বিশেষগুণসকল জ্ঞান, সুখ, দুঃখাদি কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণই হয়, অসমবায়িকারণ হয় না।

নিয়ত— অব্যভিচরিত, অর্থাৎ ব্যভিচার বা ব্যতিক্রমরহিত। যথা—নিয়তসাহচর্যকে ব্যাপ্তি কহে ; কারণ নিয়তপূর্ববর্তী হইয়া থাকে।

নিয়তপূর্ববর্তী—কার্যের অব্যবহিতপূর্বে যাহার সত্তা নিয়ত আবশ্যক। [কার্যাব্যবহিতপ্রাক্‌ক্ষণাবচ্ছেদেন কার্যসমানাধিকরণাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্মবত্বং নিয়তপূর্ববর্তিত্বম্] কার্যের উৎপত্তির অব্যবহিতপূর্বক্ষণে কার্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্যের অধিকরণে যে অভাব আছে সেই

অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় নাই এমন যে ধর্ম সেই ধর্মবিশিষ্ট বস্তুকে নিয়তপূর্ববর্তী বলা হয়। যেমন, বিষয়তাসম্বন্ধে চাক্ষুষদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি সংযোগ সম্বন্ধে চক্ষুরিন্দ্রিয় কারণ। এইস্থলে কার্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বিষয়তা এবং কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ। বিষয়তাসম্বন্ধে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অধিকরণ ঘটাদিবিষয়, তাহাতে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে সংযোগসম্বন্ধে চক্ষুর অভাব নাই (যেহেতু ঐ সময়ে বিষয়ের সহিত চক্ষুর সংযোগ আছে), অন্যবস্তুর অভাব আছে, সেই অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্ম—চক্ষুষ্ট্ব (চক্ষুরিন্দ্রিয়ত্ব), তাহা চক্ষুতে আছে, অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের নিয়তপূর্ববর্তী। অন্য উদাহরণ=সমবায়সম্বন্ধে ঘটকার্যের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কপাল কারণ, এইস্থলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটকার্যের অধিকরণ যে কপাল, তাহাতে ঐ কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কপালের অভাব ('কপালং ন' এই অন্যোন্যাভাব) নাই, অন্য অভাব ('ঘটঃ ন', 'পটঃ ন'—ইত্যাদি) আছে, তাহাদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব পটত্বাদি, এবং প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক—কপালত্ব; এই কপালত্ব ধর্ম কপালে আছে; অতএব তাহা ঘটকার্যের নিয়তপূর্ববর্তী।

নিয়তবিষয়—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ—১।১।৩০] নির্দিষ্ট আছে বিষয় যাহার (ইন্দ্রিয়সকল)। যথা, চক্ষুর রূপ, শ্রোত্রের শব্দ, ইত্যাদি।

নিয়ন্ত্রিতার্থ—(নিয়ন্ত্রিত=নিয়মিত, অর্থ=বিষয় যাহার) যাহা পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থকেই বিষয় করে (পদের দ্বারা অনুপস্থাপিত পদার্থকে বিষয় করে না), অর্থাৎ শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ। [সোঽয়ং নিয়ন্ত্রিতার্থত্বান্ন প্রত্যক্ষং ন চানুমা।—শব্দঃ প্রঃ পৃঃ ৯]

নিয়ম—(নি-যম+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ—৪।২।৪৪] ১। যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট দ্বিতীয় যোগাঙ্গ; শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান - এই কয়টিকে নিয়ম কহে। (বাৎঃ ভাঃ) ২। ব্যাপ্তি। অব্যভিচার। 'যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিঃ'—যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি অবশ্যই আছে, বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না—এই যে অব্যভিচার, ইহাই নিয়ম। 'যাহা যাহা উৎপত্তিশীল তাহাই বিনাশী' এইরূপ নিয়ম ন্যায়মতে স্বীকার করা যায় না, যেহেতু ধ্বংসে ব্যভিচার আছে (ধ্বংসের উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নাই)। ['তদ্বদন্যাবৃত্তিত্বরূপনিয়মস্য তত্র ঘটকত্বাৎ। এবং নিয়মান্তরস্যাত্র প্রবেশেঽপি ন ক্ষতিঃ।'—সিঃ লঃ দীঃ] কোনো কোনো স্থলে 'নিয়ম' শব্দস্থলে 'সাহচর্যনিয়ম' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। ('সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ—তর্কসং, গুণগ্রন্থ)।

নিয়োগপর্যনুযোগানর্হ — নিয়োগ ও পর্যনুযোগের অযোগ্য। 'ইহা এইরূপ কর' (ইদমেবং ক্রিয়তাম্) এইরূপ আদেশকে নিয়োগ এবং 'ইহা কেন এইরূপ করা হইল না' (ইদম্ এবং কথং ন কৃতম্) এইরূপ অনুযোগকে পর্যনুযোগ বলা হয়। ['স্বতন্ত্রেচ্ছস্য নিয়োগপর্যনুযোগানর্হত্বাৎ'– অনুঃ চিঃ সব্যভিঃ] যাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহারা ঐরূপ নিয়োগ ও পর্যনুযোগের পাত্র হন্‌না। অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতিপাদ্যবিষয়ের প্রতিপাদনে কোনও বৈকল্পিক পদ্ধতি থাকিলেও তাহা অনুসরণ না করায় তাঁহারা দোষভাগী হন না।

নিয়োগপ্রতিষেধানুপপত্তি—[ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৫০] প্রমাণ তত্ত্বকেই বিষয় করে বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ অর্থবিষয়ে কোনপ্রকার নিয়োগ অর্থাৎ বিধান বা নিষেধ চলে না। যথা, রূপের ন্যায় গন্ধও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হউক—এইরূপ নিয়োগ বা বিধান চলে না; আবার, গন্ধের ন্যায় রূপও চাক্ষুষ না হউক—এইরূপ নিষেধও উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয় না।

নিরনুযোজ্যানুযোগ—[ন্যাঃ সূঃ ৫।২।২৩] অন্যতম নিগ্রহস্থান। নিগ্রহস্থানের লক্ষণের মিথ্যা নিশ্চয় করিয়া যেস্থলে বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নাই সেখানেও—'নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছ'—এইরূপ অনুযোগ করিলে তাহা নিরনুযোজ্যানুযোগ

নিগ্রহস্থান।

নিরভিধেয়—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২০৭] অভিধেয়রহিত, বাচ্যার্থশূন্য।

নিরর্থক—[ন্যাঃ সূঃ ৫।২।৮] অন্যতম নিগ্রহ-স্থান। অবাচকপদ বা বর্ণক্রমের প্রয়োগ। যথা, শব্দ নিত্য যেহেতু উহা জবগডদশ, ঝভঞ্‌ঘঢধষের ন্যায়,—ইত্যাদি অর্থহীন পদের প্রয়োগ নিরর্থক নিগ্রহস্থান।

নিরবচ্ছিন্ন—যাহা কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। প্রকারতা, বিশেষ্যতা, অবচ্ছেদকতা ইত্যাদির অবচ্ছেদকরূপে কোন ধর্মের ভান না হইলে তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রকারতা, নিরবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যতা ইত্যাদি বলা হয়। যেমন 'ভূতলং ঘটবৎ' এই জ্ঞানস্থলে ভূতলে বিশেষ্যতা ও ঘটে প্রকারতা আছে তাহা নিরবচ্ছিন্ন নহে, কেননা তাহা ভূতলত্ব ও ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতভূতলত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্য-তাশালী জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু ঐস্থলে ভূত-লত্বরূপে ভূতলের এবং ঘটত্বরূপে ঘটের জ্ঞান হওয়ায় তাহাকে ভূতলত্বনিষ্ঠ প্রকারতানিরূপিত ভূতলনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী এবং ঘটত্বনিষ্ঠপ্রকারতা-নিরূপিত ঘটনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালীও বলা যায়। এইভাবে ঘটত্ব ও ভূতলত্বে যেমন প্রকারতা আছে তেমনি যথাক্রমে প্রকারতাবচ্ছেদকতা এবং বিশেষ্যতাবচ্ছেদকতাও আছে, যেহেতু তাহা ঘটনিষ্ঠপ্রকারতার অবচ্ছেদক ও ভূতলনিষ্ঠবিশেষ্য-তার অবচ্ছেদক হইয়াছে। এই যে ভূতলনিষ্ঠ-বিশেষ্যতানিরূপিত ভূতলত্বনিষ্ঠপ্রকারতা, ঘটনিষ্ঠ-বিশেষ্যতানিরূপিত ঘটত্বনিষ্ঠপ্রকারতা, ঘটত্বনিষ্ঠ-প্রকারতানিরূপিত ঘটনিষ্ঠবিশেষ্যতা, ঘটত্বনিষ্ঠ প্রকারতাবচ্ছেদকতা এবং পর্বতত্বনিষ্ঠবিশেষ্যতা-বচ্ছেদকতা ইহারা নিরবচ্ছিন্ন। যেমন—'ঘটঃ' এই জ্ঞানে ঘটত্বে প্রকারতা ও ঘটে বিশেষ্যতা থাকায় এই জ্ঞানকে ঘটত্বনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত ঘটনিষ্ঠ বিশেষ্যতাশালী বলা হয়—এই যে ঘটত্বনিষ্ঠ-প্রকারতা তাহা নিরবচ্ছিন্ন। 'অনুল্লিখ্যমানজাতির স্বরূপতঃ ভান হয়' এইরূপ নিয়ম থাকায় ঐস্থলে ঘটত্বরূপে ঘটের জ্ঞান হইলেও ঐ ঘটত্বের শব্দতঃ উল্লেখ না থাকায় তাহার জ্ঞান ঘটত্বত্ব রূপে না হইয়া স্বরূপতঃ হইয়াছে; অতএব ঐ ঘটত্বনিষ্ঠ যে প্রকারতা তাহা নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু অয়ং ঘটত্ববান্ এইস্থলে ঘটত্বের উল্লেখ থাকায় এই ঘটত্বনিষ্ঠপ্রকারতা ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতএব তাহা নিরবচ্ছিন্ন নহে।

নিরাবরণ—[কুঃ হঃ টীঃ ১।২] আবরণরহিত; ক্লেশরহিত - অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশবর্জিত।

নিরুদ্ধবৃত্তি (কর্ম)—[ন্যাঃ লীঃ পৃঃ ২৩৫] (চৌঃ সং) নিরুদ্ধ হইয়াছে বৃত্তি, অর্থাৎ ফল-জনকত্ব যাহার। (প্রলয়কালে সকল কর্মের অর্থাৎ অদৃষ্টের নিরোধ হয়, অর্থাৎ অদৃষ্টসকলের ফলা-জনকত্ব হইয়া থাকে, অদৃষ্টের ফলভোগ হয় না)।

নিরুপাখ্য—নিঃস্বরূপ, তুচ্ছ, অলীক। যথা,—শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি।

নিরুপাধি—(নিঃ+উপাধি) [আঃ বিঃ—১ পৃঃ ১ চৌঃ] নিরুপাধিক অর্থাৎ উপাধিনিরপেক্ষ। অপর প্রয়োজনসিদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া। (যথা, ঈশ্বরের জীবের প্রতি কৃপা অর্থাৎ জীবাত্ম-সমূহের দুঃখবিনাশের ইচ্ছা উপাধিনিরপেক্ষ, অর্থাৎ অপর কোনও প্রয়োজনসিদ্ধিরূপ উপাধিকে অপেক্ষা না করিয়াই হইয়া থাকে। আবার দুঃখ নিরুপাধিক প্রতিকূলস্বভাব।) (বেদান্তে) আত্মার প্রতি প্রেম নিরুপাধি বা নিরুপাধিক—অর্থাৎ আত্মারই জন্য, অপর কিছুর জন্য নহে।

নিরূঢ়লক্ষণা—যে শব্দের যে অর্থে শক্তি নাই অথচ লক্ষণাদ্বারা অনাদিকাল হইতে ঐ শব্দ হইতে ঐ অর্থের বোধ হইতেছে, এইরূপ লক্ষণাকে 'নিরূঢ়লক্ষণা' বলা হয়। [অনাদিতাৎপর্যমূলক-তদ্ধর্মপ্রকারকশাব্দবোধ-জনিকা লক্ষণা তদ্ধর্মা-বচ্ছিন্নে নিরূঢ়া।—শঃ প্রঃ টীঃ ১৫৫ পৃঃ] যেমন —শুক্ল, নীল ইত্যাদি শব্দ গুণবাচক হইলেও অনাদিকাল হইতে গুণী অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। যথা—'নীলঃ ঘটঃ' এইস্থলে নীলরূপবিশিষ্ট অর্থে নীল শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'তৈল' শব্দ তিল-

তৈলের বাচক হইলেও অনাদিকাল হইতে সার্ষপাদিতেও (সর্ষপাদির নির্যাসেও) তৈল শব্দের প্রয়োগ হইতেছে (সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল ইত্যাদি), ইহা নিরূঢ়লক্ষণা। কোন কোন গ্রন্থে 'নিরূঢ়িলক্ষণা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (তত্ত্বচিঃ আখ্যাত-শক্তিবাদ, পৃঃ ৮৮১)। যে স্থলে লঘু অর্থে এবং গুরু অর্থে অনাদিতাৎপর্য ও অনাদি প্রয়োগ তুল্য, সেইস্থলে লঘু অর্থে শক্তি ও গুরু অর্থে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকার্য। (আখ্যাত শক্তিবাদ, টীপ্পনী পৃঃ ৮৮০)।

নিরূপক—যাহার দ্বারা যাহার নিরূপণ হয় তাহা তাহার নিরূপক। ইহাকে জ্ঞাপকও বলা যায়। যেমন, বিশেষ্যতার নিরূপক প্রকারতা বা প্রকারতার নিরূপক বিশেষ্যতা হয়। কোনও বস্তুতে প্রকারতার ভান না হইলে অপর কোনও বস্তুতে বিশেষ্যতার ভান হইতে পারে না, বা কোনও বস্তুতে বিশেষ্যতার ভান না হইলে অপর কোনও বস্তুতে প্রকারতার ভান হইতে পারে না। এইজন্য প্রকারতাকে বিশেষ্যতার নিরূপক বা বিশেষ্যতাকে প্রকারতার নিরূপক বলা যায়। এইভাবে অধিকরণতার নিরূপক আধেয়তা বা আধেয়তার নিরূপক অধিকরণতা ইত্যাদি স্থলেও পরস্পর নিরূপ্য নিরূপকভাব আছে। ('নিরূপিত'শব্দ দ্রষ্টব্য)।

নিরূপণ—বস্তুর স্বরূপনির্ণয়ের অনুকূল বাক্য-প্রয়োগাদি ব্যাপারবিশেষ। 'ব্যাপ্তিস্বরূপনিরূপণমারভতে'—(অনুমানচিন্তামণি, দীধিতি, পৃঃ ১১৩) 'পরমতনিরাকরণপূর্বকস্বসিদ্ধান্তকথনং নিরূপণম্' (ঐ গাদাধরী)।

নিরূপিত, নিরূপ্য—যাহার নিরূপণ যাহা দ্বারা হয় অর্থাৎ যাহা যাহাকে নিয়ত অপেক্ষা করে, তাহা তৎনিরূপিত বা তৎনিরূপ্য। যেমন—প্রকারতা ও বিশেষ্যতা, অধিকরণতা ও আধেয়তা জনকতা ও জন্যতা, স্বত্ব ও স্বামিত্ব ইত্যাদি পদার্থের পরস্পর নিরূপ্যনিরূপকভাব আছে। প্রকারতাকে বিশেষ্যতানিরূপিত এবং বিশেষ্যতাকে প্রকারতানিরূপিত বলা হয়। কোনও বস্তুতে প্রকারতা (বিশেষণতা) থাকিলেই অপর কোনও বস্তুতে বিশেষ্যতা থাকিতে পারে, বা কোনও বস্তুতে বিশেষ্যতা থাকিলেই অপর কোনও বস্তুতে প্রকারতা (বিশেষণতা) থাকিতে পারে; অতএব ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় বিশেষ্যতাকে প্রকারতানিরূপিত এবং প্রকারতাকে বিশেষ্যতা-নিরূপিত বলা যায়। এই জন্যই 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানকে বহ্নিনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিতপর্বত-নিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী, বা পর্বতনিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিতবহ্নিনিষ্ঠপ্রকারতাশালী বলা হয়। 'ভূতলে ঘটঃ' এইজ্ঞানে ভূতলনিষ্ঠ-অধিকরণতানিরূপিত-ঘটনিষ্ঠ-আধেয়তা, বা ঘটনিষ্ঠ-আধেয়তানিরূপিত-ভূতলনিষ্ঠ-অধিকরণতা প্রতীয়মান হয়। এইভাবেই, জন্যতা নিরূপিত জনকতা বা জনকতানিরূপিত জন্যতা (দণ্ডনিষ্ঠ কারণতানিরূপিত ঘটনিষ্ঠকার্যতা বা ঘটনিষ্ঠকার্যতানিরূপিত দণ্ডনিষ্ঠকারণতা), প্রতিবন্ধকতানিরূপিত প্রতিবধ্যতা, বা প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতা, (মণিনিষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা নিরূপিত দাহনিষ্ঠ প্রতিবধ্যতা, বা দাহনিষ্ঠ প্রতিবধ্যতানিরূপিত মণিনিষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা), স্বত্বনিরূপিত স্বামিত্ব বা স্বামিত্বনিরূপিত স্বত্ব ইত্যাদি বোধ হইয়া থাকে।

নিরূপ্যনিরূপকভাব — একবিষয়তার নিরূপণ অন্য বিষয়তাকেঅপেক্ষা করিলে তাহাদের পরস্পর নিরূপ্যনিরূপকভাব স্বীকার করা হয়। যেমন আধারতাব্যতীত আধেয়তার নিরূপণ করা যায় না, বা আধেয়তাব্যতীত আধারতার নিরূপণ করা যায় না; অতএব আধারতা ও আধেয়তার পরস্পর নিরূপ্যনিরূপকভাব আছে (আধারতা-নিরূপিত আধেয়তা বা আধেয়তানিরূপিত আধারতা)। এইভাবে প্রকারতা ও বিশেষ্যতার, জন্যতা ও জনকতার, উদ্দেশ্যতা ও বিধেয়তার পরস্পর নিরূপ্যনিরূপকভাব আছে। এইভাবে অন্যত্র।

নির্ণয়- (নিঃ- নী+অচ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১; ১।১।৪১] প্রমাণের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান। পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বিচার—অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা স্ব-পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষের খণ্ডন করিয়া তর্কিত

বা সন্দিগ্ধ পদার্থের যে অবধারণ বা নিশ্চয়।

নির্দেশ—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১] উপদেশ, শব্দপ্রয়োগ, যৎকিঞ্চিৎ অর্থের প্রতিপাদক শব্দ। আজ্ঞা। বেতন।

নির্ধর্মিতাবচ্ছেদকক জ্ঞান— যে জ্ঞানে ধর্মিতাবচ্ছেদকের ভান হয় না, যেমন, 'বহ্নিমান্' এইরূপ জ্ঞান বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত বিশেষ্যতাশালী হইয়াছে। এইস্থলে বিশেষ্য বা ধর্মীর ভান হইলেও ধর্মিতাবচ্ছেদকরূপে কাহারও ভান না হওয়ায় এইজ্ঞান নির্ধর্মিতাবচ্ছেদকক। পক্ষান্তরে, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানে প্রকারতাবচ্ছেদকরূপে বহ্নিত্বের এবং ধর্মিতাবচ্ছেদকরূপে (বিশেষ্যতাবচ্ছেদকরূপে) পর্বতত্বের ভান হওয়ায় ঐ জ্ঞান বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতপর্বতত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাশালী হওয়ায় তাহা সধর্মিতাবচ্ছেদকক।

নির্মাণ-কায়—[কুঃ হঃ টীঃ ১।২] ১। জগৎ নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছামাত্রনির্মিত (ঈশ্বরের) শরীর বিশেষ। ২। দ্রুত প্রারব্ধ ক্ষয়ের নিমিত্ত যোগিগণকর্তৃক যোগশক্তির দ্বারা নির্মিত পৃথক্ শরীরবিশেষ।

নির্বাহকত্ব, নির্বাহকৈক্য—একপ্রকার সঙ্গতি বা সম্বন্ধ। 'অসঙ্গত বা অসম্বদ্ধ কথা বলিবে না' এই নিয়মানুসারে সাধারণতঃ ছয় প্রকার সঙ্গতি বলা হয়। যথা, প্রসঙ্গ, উপোদ্ঘাত, হেতুতা, অবসর, নির্বাহকৈক্য ও কার্যৈক্য। যেস্থলে দুইটি পদার্থ বা বক্তব্যবিষয় একই প্রয়োজকের প্রযোজ্য বা একই কারণের কার্য, সেইস্থলে একটির নিরূপণের পরে অপরটির নিরূপণে নির্বাহকৈক্য সঙ্গতি হইয়া থাকে।

নির্বিকল্পক জ্ঞান—(বিকল্প=প্রকার) নিষ্প্রকারক জ্ঞান। বিশেষণবিশেষ্যভাবানবগাহী জ্ঞান। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হওয়ামাত্র প্রথমে জাত্যাদি বিশেষপরিচয়রহিত যে জ্ঞান জন্মে (বিশেষ্যবিশেষণ ভাবাপন্ন না হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ রহিত কেবল ধর্মও ধর্মীর যে জ্ঞান হয়) তাহাকে নির্বিকল্পকজ্ঞান বলা হয়। প্রথম 'ঘট ঘটত্ব' এই বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য কেবল ঘটও ঘটত্বের (ধর্মী ও ধর্মের) নির্বিকল্পক জ্ঞান হইলে পর তাহার পরক্ষণে 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটবিষয়ক সবিকল্পকজ্ঞান হয়। নির্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না অর্থাৎ অনুব্যবসায় হয় না, তাহা অনুমেয়, সবিকল্পকজ্ঞানের দ্বারা তাহার অনুমান করা হয়। প্রত্যক্ষব্যতিরিক্ত অন্য কোনও জ্ঞান নির্বিকল্পক হয় না। 'বস্তুস্বরূপমাত্রগ্রহণং নির্বিকল্পকম্' (—সঃ পঃ পৃঃ ৮২)। 'নামজাত্যাদিযোজনারহিতং বৈশিষ্ট্যানবগাহি নিষ্প্রকারকং নির্বিকল্পকম্' (– তত্ত্ব-চিঃ, প্রত্যক্ষঃ পৃঃ ৮০৯)।

নির্বিশেষ (স্নেহ…)—[ন্যাঃ কঃ ৯৩] নিরুপাধিক, অন্য কিছুকে সঙ্গে না লইয়া। এইরূপ নির্বিশেষ স্নেহ জলের অসাধারণ ধর্ম। ঘৃতাদিতে স্নেহ—এইরূপ নির্বিশেষ নহে; উহা জলোপাধিকৃত, বা জলকে সঙ্গে লইয়া থাকে।

নিবৃত্তি—(নি – বৃত+ক্তিন্) [ন্যাঃ সূঃ ৩।২।৩৫] দুঃখের সাধনকে (কারণকে) পরিহার করিতে ইচ্ছুক জনের (আত্মার) সেই দুঃখের সাধনকে পরিহার করিবার ইচ্ছাহেতু যে সেই সাধনকে পরিবর্জন তাহাই নিবৃত্তি।…এই আরম্ভ ও নিবৃত্তি জ্ঞানবান্ আত্মারই ধর্ম। এই দুইটিকে কৃতি বা প্রযত্ন বলা হয়।

নিশ্চয়—জ্ঞানবিশেষ। সংশয়ভিন্ন যে সবিকল্পক জ্ঞান। যে জ্ঞান প্রকাররূপে (বিশেষণরূপে) কোনও বস্তুকে বিষয় করিয়াছে অথচ সেই বস্তুর বিরোধী অভাবকে প্রকাররূপে বিষয় করে নাই সেই জ্ঞানকে নিশ্চয় বলা হয়। যেমন—'ঘটঃ' এইজ্ঞান ঘটত্বপ্রকারক ঘটবিশেষ্যক হইয়াছে, ইহা প্রকাররূপে (বিশেষণরূপে) ঘটত্বকে বিষয় করিয়াছে এবং ঘটত্বাভাবকে প্রকাররূপে বিষয় করে নাই, অতএব ইহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। এইভাবে 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানকেও নিশ্চয় বলা যায়, যেহেতু এইজ্ঞানে প্রকাররূপে বহ্নি বিষয় হইয়াছে এবং বহ্নির অভাব বিষয় হয় নাই। পক্ষান্তরে 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ন বা' (পর্বত বহ্নিবিশিষ্ট কি না) এই জ্ঞানে পর্বতাংশে বহ্নি ও তাহার অভাব (বহ্ন্যভাব) প্রকাররূপে বিষয় হওয়ায় ইহাকে

'নিশ্চয়' বলা যায় না। [তদভাবাপ্রকারা ধীস্তৎ-প্রকারা তু নিশ্চয়ঃ —ভাঃ পঃ ১২৯ কা]

নিসর্গপ্রতিকূলস্বভাব- [আঃ বিঃ –১ পৃঃ ৩ চৌঃ] নিসর্গ হইতে অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ বা অনাদিকাল হইতে যাহার স্বভাব সকলের প্রতিকূল, অর্থাৎ স্বতঃ দ্বেষের বিষয়, দুঃখই এইরূপ পদার্থ। শত্রু, বা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি কিছু অপকার বা পীড়া উৎপাদন করিয়া প্রতিকূল হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখ কেবলমাত্র সত্তার দ্বারাই সর্বজনের প্রতিকূল হইয়া থাকে।

নিঃশ্রেয়স—[ন্যাঃ সূত্র ১।১।১] অপবর্গ; জন্মপ্রবাহ দূর হইয়া দুঃখের অপায় হইলে যে আত্যন্তিক অপবর্গ হয় তাহাই নিঃশ্রেয়স। (বাংঃ ভাঃ)। অদৃষ্টের অভাব হইলে দেহপ্রবাহের সহিত সম্বন্ধের উচ্ছেদ (বৈঃ সূঃ), আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। স্বসমানাধিকরণ-দুঃখের প্রাগভাবের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস। পরম কল্যাণ; মোক্ষ; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। একই আত্মাতে বিদ্যমান দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস। ন্যায়বার্তিক-মতে—দ্বিবিধ—দৃষ্টনিঃশ্রেয়স ও অদৃষ্টনিঃশ্রেয়স। প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হয়; আত্মাদিপ্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান হইতে অদৃষ্টনিশ্রেয়স অর্থাৎ অপবর্গ বা মোক্ষলাভ হয়।

নৃসিংহাকার জ্ঞা- — 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাদি প্রত্যক্ষস্থলে পূর্বক্ষণে ঘটত্বের নির্বিকল্পকজ্ঞান থাকায় ঘটত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষ হইতে পারে, কিন্তু 'ঘটমহং জানামি' ইত্যাদি অনুব্যবসায়ের পূর্বে ঘটবিষয়ক জ্ঞান ('অয়ং ঘটঃ') থাকিলেও জ্ঞানত্বের জ্ঞান নাই [প্রথমক্ষণে ঘটের জ্ঞান ও দ্বিতীয়ক্ষণে ঘটজ্ঞানত্বের জ্ঞান (বিশেষণজ্ঞান) স্বীকার করিলে তৃতীয়ক্ষণে ঘটজ্ঞানরূপ বিষয় না থাকায় অনুব্যবসায় হইতে পারে না] অতএব ঐ জ্ঞানের প্রত্যক্ষকে (অনুব্যবসায়কে) জ্ঞানত্ব-প্রকারক বলা যায় না। এইজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সবিষয়কত্বাংশে সবিকল্পক হইলেও জ্ঞানত্বাংশে নির্বিকল্পক হওয়ায় এইজ্ঞানকে নৃসিংহাকার জ্ঞান বলা হয়। নৃসিংহে যেমন নরত্ব ও সিংহত্বরূপ বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম আছে, সেইরূপ জ্ঞান ও ইচ্ছাদির অনুব্যবসায়স্থলে একাংশে সবিকল্পকত্ব ও অপরাংশে নির্বিকল্পকত্ব থাকায় এইরূপ অনুব্যবসায়কে নৃসিং-হাকার জ্ঞান বলা হয়। [তত্ত্বচিঃ, প্রত্যক্ষঃ পৃঃ ৮০৭]।

নৈয়ায়িক—ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ। [ন্যায়ং বেত্তি অধীতে বা। ন্যায়+ঠক্] নামান্তর– যৌগ। আক্ষপাদ। গোতমীয়। (ষড্‌দর্শনসমুচ্চয়, গুণরত্নটী : পৃঃ ৪৯।৫১) নৈয়ায়িকসম্প্রদায় শৈব। [নৈয়ায়ি-কানান্তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতে।—ভাঃ পঃ ১০৬ কাঃ]।

নৈরাত্ম্য (বাদ) [আঃ বিঃ—৩; পৃঃ ৩৩০ চৌঃ] কোনও নিত্য বা স্থায়ী চেতন আত্মা নাই—বৌদ্ধগণের এই মতবাদ। তন্মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান বা ক্ষণিক চিত্তই আত্মস্থানীয়. চেতন জ্ঞাতা, নিত্য চেতন আত্মা বলিয়া কিছু নাই।

নোদন—[বৈঃ দঃ] যে সংযোগবিশেষ শব্দের হেতু হয় না। যে সংযোগ শব্দের হেতু হয় তাহাকে অভিঘাত বলে। নোদন ও অভিঘাত—দ্বিবিধ সংযোগ।

ন্যায়—(নি-ই + ঘঞ্। নি-ঈয়তে=প্রাপ্যতে বিব-ক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেন ইতি ন্যায়ঃ।) ১। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি বাক্য একই ব্যক্তিকর্তৃক যথাক্রমে উচ্চারিত হইলে এই পাঁচটি বাক্যের সমষ্টিকে 'ন্যায়' বলাহয়। [উচিতানুপূর্বীক-প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চসমুদায়ত্বং ন্যায়ত্বম্ =অবয়ব দীঃ পৃঃ ১] ২। মতান্তরে পঞ্চ-রূপোপপন্নলিঙ্গপ্রতিপাদকবাক্যং ন্যায়ঃ।—অর্থাৎ পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব এই পঞ্চধর্মবিশিষ্ট হেতুর প্রতিপাদক বাক্য—ন্যায়। তন্মধ্যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্যবিষয়ের উপস্থাপন করা হয়। হেতুবাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সাধক হেতুর উপস্থাপন করা হয়। উদাহরণাদি তিনটি বাক্যে ঐ হেতুর সদ্ধেতুতা অর্থাৎ পক্ষসত্ত্বাদি-পঞ্চরূপবিশিষ্টতা প্রতিপাদন করা হয়; তাহার মধ্যে উদাহরণ বাক্যের দ্বারা সপক্ষসত্ত্ব

ও বিপক্ষাসত্ত্ব, উপনয়ের দ্বারা পক্ষসত্ত্ব, নিগমন-বাক্যের দ্বারা অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্বের বোধ হয়। ৩। প্রমাণৈরর্থাবধারণং ন্যায়ঃ। ৪। রীতি। যেমন—সূচীকটাহন্যায় ইত্যাদি। ৫। ন্যায়প্রতিপাদক শাস্ত্রকেও ন্যায় বলা হয়। যেমন — পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ॥ ৬। মীমাংসাদর্শনে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটি অবয়বের সমষ্টিকে 'ন্যায়' (বা অধিকরণ) বলা হয়।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি—উদয়নাচার্যকৃত ন্যায়শাস্ত্রের প্রকরণগ্রন্থ। নামান্তর-- ন্যায়প্রসূনাঞ্জলি বা কুসুমাঞ্জলি। এই গ্রন্থে পাঁচটি স্তবক বা পরিচ্ছেদ আছে। প্রথমস্তবকে চার্বাকের মত, দ্বিতীয়স্তবকে মীমাংসকের মত, তৃতীয়স্তবকে বৌদ্ধের মত, চতুর্থস্তবকে জৈনের মত এবং পঞ্চমস্তবকে সাংখ্যের মত খণ্ডিত হইয়াছে। বিভিন্ন নাস্তিকমত নিরাসপূর্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধনই এইগ্রন্থের লক্ষ্য।

ন্যায়সূত্র--গোতমকর্তৃক সূত্রাকারে রচিত ন্যায়-দর্শন। ইহাকে 'গোতমসূত্র' ও বলা হয়। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। সূত্রসংখ্যা ও সূত্রের পাঠ বিষয়ে এত মতভেদ অন্য দর্শনে দেখা যায় না। এইরূপ পাঠবিপ্লব দূর করিবার জন্য বাচস্পতি মিশ্র 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' রচনা করেন। কিন্তু ইহাতেও সূত্রসংখ্যার বৈমত্য দূরীভূত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। বহু পরবর্তী বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন কৃত 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' এবং শান্তিপুর নিবাসী বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ রাধামোহন গোস্বামীর ন্যায়-সূত্রবৃত্তিই তাহার প্রমাণ। ন্যায়সূত্র পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি আহ্নিক আছে।

'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' মতে মোট সূত্রসংখ্যা			৫২৮
'ন্যায়সূত্রোদ্ধার' মতে	...	...	৫৩১
'বৃত্তিকার' মতে	...	...	৫২৫
'ন্যায়বার্তিক' মতে	...	...	৫৩৩
মুদ্রিতভাষ্যসম্মত	...	...	৫৩৮

ন্যায়সূত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান—এই ষোড়শ পদার্থের নিরূপণ করা হইয়াছে।

ন্যূন—[ন্যাঃ সূঃ—৫।২।১২] অন্যতম নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চ অবয়বের যে কোনও একটি কথিত না হইলে তাহাই ন্যূন নিগ্রহস্থান। সাধনের ন্যূনতা বা অভাব হইলে সাধ্যেরও সিদ্ধি হইবে না; পরাজয় হইবে।

ন্যূনতা—গ্রন্থে যেস্থলে যাহা বলা উচিত তাহা না বলিলে গ্রন্থকারের তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞতা এবং গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়। ইহাই ন্যূনতা। [শঃ প্রঃ পৃঃ ১৬২] [তদকথনানুমিতাবোধক-তাবৎপুরুষত্বং গ্রন্থকারস্য ন্যূনত্বম্। তদকথন-জ্ঞাপ্যতদজ্ঞানবৎপুরুষোচ্চরিতত্বং গ্রন্থস্য ন্যূনত্বম্।]

ন্যূনবৃত্তি— ন্যূন = অল্পদেশে, বৃত্তি = বর্তমান। যাহা যদপেক্ষা অল্পদেশে বর্তমান তাহা তাহার ন্যূনবৃত্তি। (স্বসমানাধিকরণভেদপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকত্বে সতি স্বসামানাধিকরণ্যং স্বন্যূনবৃত্তি-ত্বম্।) যাহা যাহার সমানাধিকরণীভূতভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যাহার সমানাধি-করণ হয় তাহা তাহার ন্যূনবৃত্তি। যেমন, পৃথিবীত্বের ন্যূনবৃত্তি ঘটত্ব। পৃথিবীত্বের সমানা-ধিকরণ যে ভেদ (পৃথিবীত্বের অধিকরণ পটাদিতে 'ঘটঃ ন' এই ভেদ আছে) তাহার প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ঘটত্ব, এবং এই ঘটত্ব পৃথিবীত্বের সমানা-ধিকরণও হইয়াছে, কেননা ঘটে পৃথিবীত্ব ও ঘটত্ব দুইটি ধর্মই আছে। এইভাবে, ধূম বহ্নির ন্যূনবৃত্তি হইয়াছে। যেহেতু বহ্নিসমানাধিকরণ যে ভেদ (অয়োগোলকে 'ধূমবান্ ন' এই ভেদ আছে) তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধূম। এই ধূম বহ্নির সমানাধিকরণও বটে, যেহেতু মহানসাদিতে বহ্নি ও ধূম উভয়ই আছে। [সিঃ লঃ পৃঃ ১১]

প

পক্ষ—[ন্যাঃ সূঃ ১।২।১] ১। বিপ্রতিপত্তির বা বিরুদ্ধমতের একটি কোটি বা অংশ। যথা,

ন্যায়সূত্রে পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহকে বাদ বলা হইয়াছে। ২। যাহা অনুমিতিতে উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ এই অনুমিতিতে পর্বত উদ্দেশ্যরূপে এবং বহ্নি বিধেয়-রূপে প্রতীয়মান হয়, অতএব পর্বত পক্ষ। কেহ কেহ বলেন—'সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ'—অর্থাৎ যে ধর্মীতে সাধ্যের সংশয় আছে তাহা পক্ষ। (সপ্তঃ পঃ পৃঃ ৭৮), তর্কসংগ্রহ (অনুমানখণ্ড), তত্ত্ব-চিঃ, (পক্ষতাঃ), অন্যেরা বলেন—সাধ্যের সহিত অন্বিত যে ধর্মী তাহাই পক্ষ, "পক্ষঃ সাধ্যান্বিতো ধর্মী"—(তাঃ রঃ পৃঃ ৭৯) কাহারো মতে—'সিষাধয়িষিতসাধ্যধর্মাধর্মী পক্ষঃ', অর্থাৎ যে ধর্মীতে সাধ্য সাধনের ইচ্ছা হয় তাহাই পক্ষ। নব্য মতে—সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব যাহাতে আছে তাহা পক্ষ। (তত্ত্ব চিঃ পক্ষতা) (পক্ষতা শব্দ দ্রষ্টব্য). (ভাষা পঃ ৭০ কাঃ)।

পক্ষতা—অনুমিতির অন্যতম কারণ। ব্যাপ্তি-জ্ঞান ও পরামর্শের ন্যায় পক্ষতাকেও অনুমিতির প্রতি কারণ স্বীকার করা হয়। প্রাচীননৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ 'সাধ্যসংশয়'কেই পক্ষতা বলিতেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় বা সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকিলে অনুমিতি হয় না।—ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। সাধ্যসংশয়কে অনুমিতির কারণ স্বীকার করিলে ঐ উভয়স্থলে অনুমিতির বারণ হইতে পারে, অতএব তাহাই পক্ষতা। অন্যেরা বলেন যে—সিষাধয়িষা অর্থাৎ অনুমিৎসাই পক্ষতা, তাঁহাদের মতে অনুমিৎসা (অনুমিতির ইচ্ছা) না থাকিলে অনুমিতি হয় না। নব্যেরা বলেন যে, ঐ দুইটি মতই অসঙ্গত, যেহেতু —সাধ্যসংশয়াদি না থাকিলেও মেঘগর্জনাদি দ্বারা মেঘের অনুমান হইয়া থাকে। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদিশ্রুতিতে শ্রবণ অর্থাৎ শাব্দাত্মকসিদ্ধি যাহার আছে তাহার প্রতিও মননাত্মক অনুমানের বিধান করা হইয়াছে। আরও দোষ এইযে প্রথমতঃ পক্ষে সাধ্যের সংশয়, তাহার পর হেতু-দর্শন, তাহার পর ব্যাপ্তি-স্মরণ,তাহার পর পরামর্শ, তাহার পর অনুমিতি। এইভাবে অনুমিতি হইলে ব্যাপ্তি-স্মরণ ক্ষণেই সাধ্যসংশয়ের বিনাশ হওয়ায় পক্ষতাকে অনুমিতির কারণ বলা যায়না। অতএব সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা। [সিষাধয়িষা=অনুমিতির ইচ্ছা। বিরহ =অভাব। সিদ্ধি=সাধ্যের নিশ্চয়। মুখ্যতঃ সিদ্ধিসত্ত্বে অনুমিতির বারণের জন্যই পক্ষতাকে অনুমিতির কারণ বলা হয়, অতএব সিদ্ধির অভাবই (সিদ্ধ্যভাব) পক্ষতা। কিন্তু সিষাধয়িষা (অনুমিতির ইচ্ছা) থাকিলে সিদ্ধিসত্ত্বেও অনু-মিতি হয়, অর্থাৎ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট যে সিদ্ধি তাহাই অনুমিতির প্রতিবন্ধক এবং তাহার অভাব অনুমিতির কারণ, এই অভাবই পক্ষতা। সিষাধয়িষার অভাবকালীন যে সিদ্ধি তাহার অভাবকে পক্ষতা স্বীকার করায় ইহা সিদ্ধ হই-তেছে যে—যে স্থলে সিদ্ধি ও সিষাধয়িষা উভয়ই আছে, অথবা সিদ্ধি ও সিষাধয়িষা উভয়ই নাই, অথবা যে স্থলে কেবল সিষাধয়িষা আছে, সিদ্ধি নাই সেই সেই স্থলে পক্ষতা থাকায় অনুমিতি হইতে পারে। যদিও 'সাধ্যসংশয়' ইত্যাদি সকল প্রকার পক্ষতাই আত্মনিষ্ঠ ধর্ম, তথাপি সাধ্যসংশয় ও সিষাধয়িষারূপ পক্ষতা বিশেষ্যতা সম্বন্ধে পর্বতাদিতে থাকায় এবং সিষাধয়িষাবিরহ-বিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবরূপ পক্ষতা স্বপ্রতিযোগিতাব-চ্ছেদককোটিপ্রবিষ্টবিশেষ্যতাবচ্ছেদকবত্তা সম্বন্ধে পর্বতাদিতে থাকায় তাহাতে 'পক্ষ' ব্যবহার হয়। (অনুচিঃ, গাঃ, পৃঃ ১১৬৭)।

পক্ষধর্মতা ১। পক্ষে বর্তমানতা। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে ধূমহেতুতে পক্ষ-ধর্মতা আছে, কেননা তাহা পক্ষে (পর্বতে) বর্ত-মান। 'হ্রদঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে ধূমে পক্ষ-ধর্মতা নাই, কেননা তাহা পক্ষে বর্তমান নহে। 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানমনুমিতিঃ ।' (তত্ত্বচিঃ অনুমান,) ২। পক্ষতা (পক্ষে ধর্মত্বং যস্যাঃ—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, অথবা পক্ষস্য ধর্মত্বং ধর্মবিশেষঃ—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে।) এই ধর্ম কাহারো মতে সন্দিগ্ধসাধ্যবত্তা, কাহারো মতে সিষাধয়িষিতসাধ্যবত্তা, কাহারো মতে সিষাধয়িষা-

বিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাববত্তা। 'ব্যাপ্ত্যনন্তরং পক্ষধর্মতা নিরূপ্যতে'। (তত্ত্বচিঃ অনুমান, পক্ষতা-প্রকরণ) ৩। পক্ষানুযোগিকহেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। (অনুঃ চিঃ, গাদাধরী পৃঃ ২২), 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এইস্থলে ধূমে পর্বতানুযোগিক সংযোগ সম্বন্ধের প্রতিযোগিতা থাকায় পক্ষধর্মতা আছে।

পক্ষপ্রতিপক্ষ—[ন্যাঃ সূঃ—১৷১৷৪১] কোনও বক্তব্য বিষয়ের স্থাপনাকে সাধন বলা হয়, এবং কোনও বিষয়ের প্রতিষেধ বা খণ্ডনকে উপালম্ভ বলা হয়। পক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া যদি এই সাধন ও উপালম্ভ পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত বা প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই এই সূত্রে 'পক্ষপ্রতিপক্ষ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উভয়পক্ষের স্থাপনা ও খণ্ডন। (তাহাদ্বারা দুইটি বিরুদ্ধ বিষয়ের একটির নিবৃত্তি হইয়া অপরটির অবস্থান বা অবধারণ অবশ্যম্ভাবী)।

পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ—[ন্যাঃ সূঃ ১৷২৷১] একই অধিকরণে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় (উপস্থাপিত হইলে) তাহাই পক্ষ-প্রতিপক্ষ। ভিন্ন অধিকরণে বিরুদ্ধ ধর্ম পক্ষ-প্রতিপক্ষ নহে ; যথা—আত্মা নিত্য, বুদ্ধি (জ্ঞান) অনিত্য—ইহা পক্ষ-প্রতিপক্ষ নহে। এইরূপ পক্ষ-প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ—অর্থাৎ অভ্যুপগম বা গ্রহণের ব্যবস্থা। (তাহাই বাদ প্রভৃতি কথাতে বিদ্যমান)।

পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতি—যে অনুমিতিতে পক্ষ বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' 'এই অনুমিতিতে পক্ষ (পর্বত) বিশেষ্যরূপে এবং বহ্নি (সাধ্য) প্রকাররূপে অনুমিতির বিষয় হইয়াছে। এইরূপ অনুমিতিকে পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতি বলা হয়। 'বহ্নিঃ পর্বতে' ইত্যাকার অনুমিতি হইলে তাহাতে পক্ষের পরিবর্তে সাধ্যই (বহ্নি) বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব তাহাকে পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতি বলা যাইবে না। ('অনুমিতি'শব্দ দ্রষ্টব্য)।

পক্ষবৃত্তিত্ব বা পক্ষবৃত্তিতা—পক্ষে বর্তমানতা। [ব্যাপ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে] (ভাঃ পঃ) হেতুতে পক্ষবৃত্তিতা না থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধিদোষ হয়। সাধ্যে পক্ষবৃত্তিতা না থাকিলে বাধদোষ হয়। পক্ষতাবচ্ছেদকে পক্ষবৃত্তিতা না থাকিলে আশ্রয়াসিদ্ধিদোষ হয়।

পক্ষসম—যাহা প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিষয় নহে অথচ পক্ষের ন্যায় সন্দিগ্ধসাধ্যবান্। (প্রতিজ্ঞাবাক্যাবিষয়ত্বে সতি সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বম্ পক্ষসমত্বম্। 'নহি পক্ষে পক্ষসমে বা ব্যভিচারো দোষঃ') অর্থাৎ পক্ষ বা পক্ষসম অন্তর্ভাবে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারনিশ্চয় থাকিলেও তাহা দোষাবহ হইবে না।

পক্ষিল (স্বামী)—গোতমের ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের অপর নাম।

পঞ্চরূপোপপন্নলিঙ্গ—যে লিঙ্গ (অর্থাৎ অনুমাপক হেতু) পঞ্চরূপ বিশিষ্ট (পাঁচটি ধর্মের দ্বারা যুক্ত)। পঞ্চরূপ বলিতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষিতত্ব এই পাঁচটি ধর্ম। ('সদ্ধেতু' শব্দ দ্রষ্টব্য) [অবয়ব দীঃ]।

পঞ্চবিধ স্থূলঘাতী বিরুদ্ধধর্মাধ্যাস—[আঃ বিঃ—২ ; পৃঃ ২৫৮ চৌঃ] বৌদ্ধদর্শনে স্থূল এক অবয়বী ঘট, বৃক্ষ প্রভৃতি স্বীকৃত হয় না। উহারা পরমাণুর পুঞ্জমাত্র। তন্মাতে স্থূল অবয়বী স্বীকার করিলে তাহাতে পঞ্চবিধ বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস—অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশের আপত্তি হইয়া পড়ে। যথা, (১) এক পটরূপ অবয়বী মানিলে তাহার কোনও ভাগের গ্রহণ (জ্ঞান), কোনও ভাগের অগ্রহণ হওয়াতে গ্রহণাগ্রহণ বিরোধ হয়। (২) সেই পটেরই কোনও অংশ আবৃত কোনও অংশ অনাবৃত—ইহাই আবরণানাবরণ বিরোধ। (৩) একটিই অবয়বী বৃক্ষ চলৎ (চঞ্চল) শাখার আশ্রয়রূপে কম্পমান, আবার অচলৎ (অচঞ্চল) শাখার আশ্রয়রূপে অকম্পমান,—ইহা কম্পাকম্পবিরোধ (৪) একই অবয়বী পট কোথাও কোথাও রক্ত (লাল), কোথাও অরক্ত (লাল নহে)—ইহা রক্তারক্ত বিরোধ। (৫) একই

অবয়বী অংশতঃ বিনষ্ট হওয়াতে তাহা অবশিষ্ট অবয়বে অবিদ্যমান, অপর অংশে অবয়বী সেই অবয়বে বিদ্যমান—ইহা তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্ব বিরোধ। —এই পঞ্চবিধ বিরোধহেতু বৌদ্ধমতে দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবয়বীর অসিদ্ধি হয়।

পণ্ডাপূর্ব—পণ্ড অর্থাৎ নিষ্ফল যে অপূর্ব। প্রভাকর মতে এইরূপ অপূর্ব স্বীকার করা হয়। তাঁহার মতে নিত্যকর্মের কোনও ফল নাই, অতএব নিত্যকর্ম হইতে যে অপূর্ব উৎপন্ন হয় তাহা পণ্ডাপূর্ব।

পদ—অর্থবোধক শব্দ। 'বৃত্তিমত্ত্বং পদত্বম্'। যাহা শক্তি বা লক্ষণা বৃত্তিদ্বারা অর্থের বোধক হয় তাহাই পদ। যেমন—ঘট, বৃক্ষ ইত্যাদি নাম; ভূ, স্থা ইত্যাদি ধাতু; সু, ঔ, জস্, তি, তস্, অন্তি, সন্, ষঞ্, তব্য, অনীয়, ষ্ণ ইত্যাদি প্রত্যয়; ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি পদ। ব্যাকরণ মতে সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দকে পদ বলা হয়, যেমন ঘটঃ, ঘটম্, গচ্ছতি, ভবতি ইত্যাদ। কিন্তু ন্যায়মতে ইহারা এক একটি বাক্য। ঐরূপ বাক্যের অন্তর্গত ঘট ও সু, ঘট ও অম্, গম্ ও তি, ভূ ও তি—ইহারাই পদ।

পদাধ্যাহার—অশ্রুত পদের কল্পনা। কোনও পদবিশেষ শ্রবণ করিলেও সম্পূর্ণ অর্থের বোধ না হওয়ায় যদি অন্য কোনও পদের কল্পনা করা হয় তাহাকে পদাধ্যাহার বলে। যেমন—কোনও বক্তা 'গাম্' এইমাত্র উচ্চারণ করিলে শ্রোতার কেবল 'গরুকে' এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু ক্রিয়াপদ না থাকায় ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য 'আনয়' ইত্যাদি পদের কল্পনা করা হয়। এইভাবে কেবল 'আনয়' পদ শ্রবণ করিলেও কর্মকারকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য 'গাম্' ইত্যাদি কর্মপদের কল্পনা করা হয়। অনেকে (প্রভাকর মীমাংসক) এইরূপ স্থলে পদের অধ্যাহার না করিয়া তত্তৎ পদার্থের অধ্যাহার করেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন,,'শাব্দী আকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব প্রপূর্যতে'—অর্থাৎ কোনও পদের দ্বারা উত্থাপিত যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার নিবৃত্তি অন্য একটি পদের দ্বারাই হইতে পারে, অতএব তত্তৎ পদেরই অধ্যাহার কর্তব্য।

পদার্থ— ১। জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে কোনও বস্তু। [প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ—সপ্তপদার্থী পৃঃ ১৪] [পদার্থত্বং দ্রব্যাদিসপ্তোপাধ্যন্যতমত্বম্]। পদার্থ সাত প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব। (ক) দ্রব্য সকল পদার্থের আধার এবং কার্যমাত্রের সমবায়িকারণ,—এইভাবে তাহার প্রাধান্য থাকায় প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। (খ) গুণ সকল-দ্রব্যে বর্তমান এবং উৎপন্নদ্রব্যের পরক্ষণেই দ্রব্যে উৎপন্ন হয়—এইভাবে দ্রব্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় দ্রব্যের পর গুণের উল্লেখ। (গ) দ্রব্য ও গুণের ন্যায় কর্মও সামান্যের (জাতির) আশ্রয়, কিন্তু তাহা গুণের ন্যায় সকলদ্রব্যে থাকে না এই কারণে গুণের পর কর্মের উল্লেখ। (ঘ) সামান্য (জাতি) দ্রব্য, গুণ ও কর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং বহু ব্যক্তিতে অনুগত, এই কারণে দ্রব্যাদি তিনটির পর সামান্যের উল্লেখ। (ঙ) বিশেষ পদার্থ দ্রব্যাদি চারিটির ন্যায় সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এই কারণে তাহাদের পর বিশেষের উল্লেখ। (চ) পূর্বোক্ত পাঁচটি পদার্থই সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এই কারণে তাহাদের পর সমবায়ের উল্লেখ। (ছ) অভাবমাত্রই ভাবপদার্থের নিষেধস্বরূপ হওয়ায় অভাবের নিরূপণ ভাবরূপ প্রতিযোগিনিরূপণের অধীন। এই কারণে ছয়প্রকার ভাব পদার্থের পর অভাব পদার্থের উল্লেখ। মীমাংসকগণের মতে 'শক্তি' এবং আলঙ্কারিকগণের মতে 'সাদৃশ্য' অতিরিক্ত পদার্থ, ইহারা সপ্তপদার্থের অন্তর্গত নহে। ২। পদের অর্থ। কোনও পদের (অর্থাৎ শব্দের) শক্তি বা লক্ষণারূপ বৃত্তিজ্ঞান থাকিলে যে অর্থের (বস্তুর) স্মরণ হয় তাহাকেও পদার্থ বলা হয়। [বৃত্ত্যা পদপ্রতিপাদ্য এব পদার্থ ইত্যভিধীয়তে।—শক্তিবাদ] যেমন—'ঘটম্ আনয়'—এই বাক্যে ৪টি পদ আছে—ঘট, অম্, আ-নী ও হি। এই স্থলে 'ঘট' পদ হইতে ঘটত্বাবচ্ছিন্নের বোধ হয়, যেহেতু ঘট-পদের ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি। এইভাবে 'অম্'

পদ হইতে কর্মতার, আপূর্বক নী ধাতু হইতে আনয়নের এবং 'হি' পদ হইতে কৃতি ইত্যাদির বোধ (স্মৃত্যাত্মক জ্ঞান) হয়; অতএব ঘট, কর্মতা, আনয়ন ও কৃতি—ইহারা পদার্থ। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাপদ হইতে তীরের বোধ হয়, অতএব ঐস্থলে গঙ্গাপদার্থ—তীর।

পদার্থধর্ম—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ১] পদার্থের সাধারণ ও অসাধারণ স্বভাব।

পরকৃতি—[ন্যাঃ সূঃ—২।১।৬৫] ১। একপ্রকার অর্থবাদ; অন্য পুরুষবিশেষের দ্বারা বিধির বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের কথন। যথা, অগ্রে বপার অভিঘারণের পরে পৃষদাজ্যের অভিঘারণের বিধি থাকা সত্ত্বেও 'চরকাধ্বর্যুগণ অগ্রে পৃষদাজ্য অভিঘারণ করিয়াছিলেন' — ইত্যাদি কথন। (অভিঘারণ=বৈদিক অনুষ্ঠানবিশেষ; চরকাধ্বর্যু =কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ঋত্বিক্) (বাং ভাঃ) ২। এক জন কর্তার সম্বন্ধী উপাখ্যান = পরকৃতি।

পরত্ব—'এই ব্যক্তি অপেক্ষা এই ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ' এবং 'এইস্থান অপেক্ষা এইস্থান দূরবর্তী' - এইরূপ জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণবিশেষ। পরত্ব দ্বিবিধ – দৈশিক ও কালিক। দৈশিক পরত্ব দূরত্ব। কালিক পরত্ব—জ্যেষ্ঠত্ব। সমকালীন দুইব্যক্তির মধ্যে যাহার জন্ম পূর্বে হয় তাহাতে 'জ্যেষ্ঠত্ব' ব্যবহার হয় [লৌকিক ব্যবহারে চেতন বস্তুতেই জ্যেষ্ঠত্ব (ও কনিষ্ঠত্ব) ব্যবহার দেখা যায়] । দুইটি বস্তুর মধ্যে দৈশিক ব্যবধান অনুসারে দূরত্ব (ও নিকটত্ব) ব্যবহার হয়। কালিক পরত্ব (জ্যেষ্ঠত্ব) অনিত্য দ্রব্যমাত্রে এবং দৈশিক পরত্ব (দূরত্ব) কেবল মূর্তদ্রব্যে থাকে।

পরমাণু—(পরম-অণু = চরম সূক্ষ্ম।) সাবয়ব বস্তুর অবিভাজ্য চরম সূক্ষ্ম অংশসমূহকে পরমাণু বলা হয়। পরমাণু চতুর্বিধ—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। ন্যায় বৈশেষিকমতে চতুর্বিধ পরমাণু জগতের উপাদান (সমবায়িকারণ)। পরমাণু নিত্য ও নিরবয়ব। (উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, অতএব নিত্য। সাবয়ব বস্তুর চরম অংশ হওয়ায় তাহার আর অবয়ব নাই, অতএব নিরবয়ব)। দুই দুইটি পরমাণুর সংযোগে এক-একটি দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, এবং তিন-তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে এক-একটি ত্রসরেণু বা ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। অতএব একটি ত্রসরেণুর ছয়ভাগের একভাগ একটি পরমাণু। [জালান্তরগতে ভানৌ সূক্ষ্মং যৎ দৃশ্যতে রজঃ। ভাগস্তস্য তু ষষ্ঠো যঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে ॥] ত্রসরেণু পর্যন্ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, দ্ব্যণুক ও পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু তাহারা অণু (সূক্ষ্ম)। প্রত্যক্ষযোগ্য না হইলেও 'ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ' 'ত্রসরেণোরবয়বাঃ সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ কপালবৎ'—ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা যথাক্রমে দ্ব্যণুক ও পরমাণুর সিদ্ধি হয়।

পরমেশ্বরশক্তি—[ন্যাঃ লীঃ পৃঃ ২৮২] পরমেশ্বরস্বরূপ যে শক্তি; অথবা পরমেশ্বরসংযোগরূপ যে শক্তি। ন্যায়বৈশেষিকমতে—শক্তি বলিয়া কোনও পৃথক্ পদার্থ নাই, প্রত্যেক পদার্থের যে কোনও কার্যের প্রতি কারণত্ব তাহাই তাহার শক্তি। ঈশ্বরেরও জগতের প্রতি নিমিত্তকারণতাই শক্তি, তদ্‌ব্যতিরিক্ত কোনও শক্তি নাই।

পরম্পরাসম্বন্ধ - যে সম্বন্ধ সাক্ষাৎভাবে না হইয়া অন্যের মাধ্যমে হয়। সংযোগ, সমবায়, স্বরূপ, কালিক ইত্যাদি সম্বন্ধকে সাক্ষাৎসম্বন্ধ বলা হয়। কেননা এইরূপ সম্বন্ধ সাক্ষাৎভাবে দুইটি বস্তুকে মিলিত (সম্বদ্ধ) করে। যেমন ভূতলের সহিত ঘটের সংযোগসম্বন্ধ। কপালের সহিত ঘটের সমবায় সম্বন্ধ। কালের সহিত ঘটের কালিকসম্বন্ধ ইত্যাদি। স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব, স্বসংযুক্তসমবায়, স্বসংযুক্তসমবেতসমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধকে পরম্পরা সম্বন্ধ বলা হয়। যেমন—দণ্ডের সহিত দণ্ডত্বের সাক্ষাৎ (সমবায়) সম্বন্ধ, কিন্তু দণ্ডীর সহিত দণ্ডত্বের স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধ (স্ব = দণ্ডত্ব, তাহার আশ্রয় = দণ্ড, তাহার আশ্রয় = দণ্ডী)। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্মুখস্থ ঘটাদি বস্তুর সংযোগসম্বন্ধ থাকায় তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, কিন্তু ঘটগত রূপাদির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 'স্বসংযুক্তসমবায়'-

রূপ পরম্পরা সম্বন্ধ (স্ব=চক্ষু, তৎসংযুক্ত=ঘট, তাহার সমবায় রূপে)।

পরস্পরপ্রত্যাকলিতার্থানুসন্ধানবন্ধ—[আঃ বিঃ ৪ ; পৃঃ ৩৫৫ চৌঃ] প্রত্যেকের দ্বারা গৃহীত বা অবগত অর্থের পরস্পরকর্তৃক অনুসন্ধানের বা প্রত্যভিজ্ঞানের নিয়ম। যথা, 'যে ঘট আমি দেখিয়াছিলাম সেই ঘট আমি স্পর্শ করিতেছি'—এইরূপ জ্ঞানে 'আমি' দুইটি যদি অভিন্ন না হইয়া ভিন্ন, স্বতন্ত্র হইত তবে উভয়ের অবগত অর্থেও প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিত না। বস্তুতঃ ঐ অর্থের প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে।

পরস্পর-বিরোধ—[কুঃ ৩৮] পরস্পরাভাব-স্বরূপতা। বিরোধ দুই প্রকার—১। অসামানাধি-করণ্যরূপ সাধারণ বিরোধ, এবং ২। পরস্পরা-ভাবরূপ অত্যন্তবিরোধ;—ইহাকেই পরস্পর-বিরোধ বলা হইয়াছে। এইরূপ বিরোধস্থলে একটি না থাকিলেই (বা না হইলেই) অপরটি থাকিবে (বা হইবে)। অনুভয়াত্মক অর্থাৎ দুইটি হইতেই ভিন্ন তৃতীয় কোনও প্রকারে স্থিতি হইতে পারে না। যথা—ভাব ও অভাব—ইহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ বা অত্যন্তবিরুদ্ধ। কোনও পদার্থ 'ভাব' না হইলে তাহাকে 'অভাব' হইতেই হইবে, আবার 'অভাব' না হইলে তাহাকে 'ভাব' হইতেই হইবে। 'ভাব'ও নহে, আবার 'অভাব'ও নহে (উভয়াত্মক নহে) এইরূপ তৃতীয় কোনও প্রকার সম্ভব নহে। অসামানাধিকরণ্যরূপ সাধারণ বিরোধে অনুভয়াত্মক তৃতীয়প্রকার থাকিবে। যথা—গোত্ব ও অশ্বত্বের অসামানাধিকরণ্যহেতু বিরোধ আছে। যেখানে গোত্ব বা অশ্বত্ব থাকে, সেখানে যথাক্রমে অশ্বত্ব বা গোত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু, গোত্ব না থাকিলেই অশ্বত্ব থাকিতে হইবে—এরূপ নহে! গজে গোত্ব এবং অশ্বত্ব—এই উভয়াত্মক নহে এমন গজত্ব রহিয়াছে। এইস্থলে তৃতীয় প্রকারান্তরের স্থিতি আছে।

পরস্পরোপশ্লেষাবগাহী জ্ঞান—(উপশ্লেষ= সম্বন্ধ) কোনও স্থলে অখণ্ড পদার্থের প্রসিদ্ধি না থাকিলে (অপ্রসিদ্ধি হইলে) খণ্ড খণ্ডভাবে নিবেশ করিয়া অর্থের সমন্বয় করা হয়। যেমন—ব্যাপ্তি-প্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানকে (পরা-মর্শজন্যজ্ঞানকে) অনুমিতি বলা হয়। এইস্থলে 'ব্যাপ্তি' বলিতে যদি 'সিদ্ধান্তলক্ষণ' প্রকরণে উক্ত ব্যাপ্তিকে (স্বব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য) গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে যেস্থলে 'ইন্ধনসমানাধি-করণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকবহ্নিত্বাব-চ্ছিন্নসামানাধিকরণেন্ধনবান্ পর্বতঃ' এইরূপ ভ্রমাত্মক পরামর্শ হইতে 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতি হইতেছে, সেইস্থলে ইন্ধন হইতে সামানাধি-করণ্য পর্যন্ত বিশেষণবিশেষ্যভাবাপন্ন তত্তৎ পদার্থ-সমূহরূপ একটি অখণ্ড ব্যাপ্তি পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। কোনও স্থলে পদার্থের প্রসিদ্ধি থাকিলে অন্যত্র তাহার (অন্ততঃ) ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু যাহা সর্বথা অপ্রসিদ্ধ (কুত্রাপি যাহার সত্তা নাই) তাহার জ্ঞান হইতে পারে না; অতএব ঐস্থলে অখণ্ডব্যাপ্তির প্রসিদ্ধি না থাকায় ব্যাপ্তিপ্রকারক জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় ঐস্থলে অনুমিতির লক্ষণ সমন্বয় হয় না। অতএব ঐ লক্ষণে ব্যাপ্তির অন্তর্গত পদার্থসমূহের খণ্ড খণ্ডভাবে নিবেশ করিতে হইবে। যথা—হেতু-বিষয়তানিরূপিত যে অধিকরণবিষয়তা, তন্নিরূপিত যে বৃত্তিত্ববিষয়তা, তন্নিরূপিত যে অত্যন্তাভাব-বিষয়তা, তন্নিরূপিত যে প্রতিযোগিত্ববিষয়তা, তন্নিরূপিত যে অবচ্ছেদকত্ববিষয়তা, তন্নিরূপিত যে ভেদবিষয়তা, তন্নিরূপিত যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-বিষয়তা, তন্নিরূপিত যে অবচ্ছিন্নবিষয়তা, তন্নি-রূপিত যে অধিকরণবিষয়তা তন্নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব-বিষয়তা,—এইভাবে পরস্পর নিরূপ্যনিরূপকভাবা-পন্নবিষয়তাশালিজ্ঞানকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিলে পূর্বোক্ত অপ্রসিদ্ধি হইবে না, যেহেতু 'ইন্ধনসমানাধি-করণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক বহ্নিত্বা-বচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্য'রূপ অখণ্ডব্যাপ্তির অপ্র-সিদ্ধি হইলেও ইন্ধন, অধিকরণ, বৃত্তিত্ব, অত্যন্তা-ভাব ইত্যাদি ব্যাপ্তির অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের খণ্ড খণ্ডভাবে (স্বতন্ত্রভাবে) প্রসিদ্ধি থাকায় তাহাদের জ্ঞান (প্রমা বা ভ্রম) হইতে পারে।

যেমন অখণ্ড 'শশবিষাণ' পদার্থের প্রসিদ্ধি না থাকিলেও শশবিষয়তানিরূপিত বিষাণবিষয়তা-শালিজ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) হইতে পারে, যেহেতু শশ ও বিষাণের স্বতন্ত্রভাবে প্রসিদ্ধি আছে।

পরাপরভাব—[আঃ বিঃ ১; পৃঃ ৯ চৌঃ] ব্যাপ্যব্যাপকভাব দুইটি ধর্ম বা সামান্যের একটি পর, অর্থাৎ ব্যাপক বা অধিকদেশবৃত্তি, এবং অপরটি অপর অর্থাৎ ন্যূনদেশবৃত্তি—এইরূপ হওয়া; যথা বৃক্ষত্ব ও শিংশপাত্ব।

পরামর্শ—সাধ্যব্যাপ্যহেতুর পক্ষে বর্তমানতা-জ্ঞান। ইহা অনুমিতির চরমকারণ। যে ব্যক্তির সহচারজ্ঞান থাকায় এবং ব্যভিচারজ্ঞান না থাকায় ('ব্যাপ্তিগ্রহোপায়' শব্দ দ্রষ্টব্য) পূর্বে মহা-নসাদিতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্যক্তি পরবর্তিকালে কদাচিৎ পর্বতাদিতে ধূম দেখিতে পাইলে 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' এইভাবে পূর্বে অনুভূত ব্যাপ্তিকে স্মরণ করে এবং তাহার পর 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ' ('বহ্নির সহিত ব্যাপ্তিসম্বন্ধযুক্ত ধূম এই পর্বতে আছে') এইরূপ জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানকেই বলা হয় 'পরামর্শ'। ইহাকে 'লিঙ্গপরামর্শ'ও বলা হয়। 'পরামর্শ' শব্দের মুখ্য অর্থ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রে 'পরামর্শ'শব্দ 'পক্ষধর্মিকসাধ্যব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান' অর্থে পারিভাষিক। নব্য-মতে অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞানকে করণ এবং পরামর্শকে ব্যাপার বলা হয়। প্রাচীনমতে পরামর্শই অনুমিতির করণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ-মাত্র। পরামর্শ দ্বিবিধ—পক্ষবিশেষ্যক ও ব্যাপ্য-বিশেষ্যক। যে পরামর্শে বিশেষ্যরূপে পক্ষের জ্ঞান হয় তাহা পক্ষবিশেষ্যক। যেমন—'বহ্নি-ব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ'। ব্যাপ্য অর্থাৎ হেতু বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হইলে তাহাকে ব্যাপ্য-বিশেষ্যক পরামর্শ বলা হয়। যেমন—'বহ্নি-ব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে'। পরামর্শ কোনস্থলে অন্বয়-ব্যাপ্তিবিষয়ক এবং কোন স্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি-বিষয়ক হয়। যেমন—'স্বব্যাপকবহ্নিসমানাধি-করণধূমবান্ পর্বতঃ'—ইহা অন্বয়ব্যাপ্তিবিষয়ক পরামর্শ। 'বহ্ন্যভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগি-ধূমবান্ পর্বতঃ' অথবা, 'ইতরত্বব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগি-গন্ধবতী পৃথিবী' ইত্যাদি পরামর্শ ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিষয়ক।

পরার্থানুমান—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩১] (বিঃ বিঃ প্রেস) ১। যে পঞ্চ অবয়ববাক্যের দ্বারা সংশয়গ্রস্ত, বিপর্যস্ত (ভ্রান্ত) বা অব্যুৎপন্ন (অজ্ঞ) পরকে নিজের নিশ্চিত অর্থের অনুমিতি করানো হয় তাহাই পরার্থানুমান। পঞ্চ অবয়ব বাক্য যথাক্রমে (১) প্রতিজ্ঞা, (২) অপদেশ (হেতুর উল্লেখ), (৩) নিদর্শন (উদাহরণ), (৪) অনুসন্ধান (উপনয়), (৫) প্রত্যাম্নায় (নিগমন)। ২। পরের 'অর্থ' অর্থাৎ প্রয়োজনসাধন যে অনু-মিতি, তাহার করণ। উভয় পক্ষের বিচার-কালে 'পর' অর্থাৎ মধ্যস্থের যে বিবাদবিষয়া-ভূত সাধ্যের নিশ্চয়রূপ (অনুমিতি) প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের বাধক যে অনুমান (লিঙ্গ-পরামর্শ) তাহা পরার্থানুমান। ৩। অথবা পরার্থ অর্থাৎ মধ্যস্থের সংশয়নিবৃত্তিরূপ প্রয়ো-জনের সাধন যে অনুমান অর্থাৎ অনুমিতি। (বিচারকালে বিরুদ্ধকোটিদ্বয়ের উপস্থাপক বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে মধ্যস্থের যে সংশয় হয়, ন্যায়বাক্যপ্রযোজ্য অনুমিতি দ্বারা সেই সংশয়ের নিবৃত্তি হয়)। ৪। অথবা—'পর'=প্রতিবাদী, 'অর্থ'=নিবর্ত্য। পর অর্থ হইয়াছে যাহার এমন যে অনুমিতি তাহা পরার্থানুমান। (অবঃ গাঃ পৃঃ ১) ৫। পরার্থানুমিতির প্রযোজক যে পঞ্চাবয়ববাক্য (ন্যায়বাক্য) তাহাকেও পরার্থানু-মান বলা হয়। (তর্ক-সঃ, নীলকণ্ঠী পৃঃ ৪৯)।

পরিকর—সহকারী। যেমন—অনুমাপক হেতুর সহকারী—ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা। ঐ দুইটি হেতুর পরিকর। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা সহকারে হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয়। [পরিকরঃ সহকারী, স চ ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাদিঃ। (অনুঃ চিঃ জাঃ সামান্যনিরুক্তি)।

পরিগ্রহবচন—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ—১।১।৩৩] (কোনও) অর্থের বোধক বাক্যের কথন।

পরিচ্ছিত্তি—[কুঃ টীঃ ৪।৫] অনুভব, নিশ্চয়।

পরিণাম—(পরি—নম+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ৩।২।১৬] অবস্থিত দ্রব্যের পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া অন্যধর্মের উৎপত্তি; অথবা, স্থিত দ্রব্যের পূর্বগুণের নিবৃত্তি হইয়া গুণান্তরের উৎপত্তি। যথা, ক্ষীরের দধিভাব (ইহা সাংখ্যমত)। ন্যায়মতে অম্লদ্রব্যসংযোগহেতু ক্ষীরের বিনাশ হইয়া দধির আরম্ভ বা উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পরিপাক—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।২।৪৭] ১। সংশয়ের নিরাকরণ, অজ্ঞাতবিষয়ের অববোধ বা জ্ঞান, এবং নিশ্চিতবিষয়ের সমর্থন। (তদ্বিদ্গণের অর্থাৎ জ্ঞানিগণের সহিত সংবাদ বা আলোচনা প্রজ্ঞার পরিপাকের হেতু হয়।) ২। বাসনা বা সংস্কারের কার্যোন্মুখ অবস্থা।

পরিভাষা—আধুনিকসঙ্কেত। শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ শাস্ত্রের প্রক্রিয়ারচনাকালে অনেকশব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের—'এইশব্দ এই অর্থের বোধক হউক'—এইরূপ ইচ্ছাকে আধুনিক সঙ্কেত বা 'পরিভাষা' বলা হয়। যেমন—ব্যাকরণমতে 'গুণ' বলিলে ইস্থানে এ, উস্থানে ও, ঋস্থানে অর্ বুঝিতে হইবে। ন্যায়বৈশেষিকমতে গুণ বলিলে রূপ, রস ইত্যাদি ২৪টি বস্তুকে বুঝিতে হইবে। সাংখ্যমতে গুণ বলিলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটিকে বুঝায়। মীমাংসকমতে প্রধানের উদ্দেশ্যে যাহা বিহিত তাহাই গুণ। যেমন—দ্রব্য, দেবতা ইত্যাদি।

পরিমণ্ডল (দ্রব্য)—[ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৪০] পরমাণুপরিমাণবিশিষ্ট অথবা দ্ব্যণুকপরিমাণবিশিষ্ট (দ্রব্য = পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু)। পারিমাণ্ডল্য = অণুপরিমাণ।

পরিমাণ · বস্তুর মান (মাপ) ব্যবহারের অসাধারণ কারণ গুণবিশেষ। [সঃ পঃ পৃঃ ৫৮, তাঃ রঃ পৃঃ ১৪৪, ভাঃ পঃ শ্লোঃ ১০৯] পরিমাণ চারিপ্রকার—অণু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। পরমাণু, দ্ব্যণুক ও মন—ইহাদের পরিমাণ অণুপরিমাণ। তদ্ভিন্ন সকল দ্রব্যের মহৎ পরিমাণ। আত্মা, আকাশ, কাল ও দিক এই চারিটির পরিমাণকে পরমমহৎ পরিমাণ বলা হয়, যেহেতু ইহাদের অপেক্ষা মহৎ কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ = দৈর্ঘ্য (লম্বা), হ্রস্ব = দৈর্ঘ্যের বিপরীত পরিমাণ। নিত্য বস্তুর পরিমাণ নিত্য এবং অনিত্যবস্তুর পরিমাণ অনিত্য। অনিত্য পরিমাণ তিন প্রকার—সংখ্যাজন্য, পরিমাণজন্য ও প্রচয়জন্য। দ্ব্যণুকাদির পরিমাণ—সংখ্যাজন্য। ঘটাদির পরিমাণ—পরিমাণজন্য (যেহেতু তাহা কপালের পরিমাণ হইতে উৎপন্ন)। তুলাদির পরিমাণ প্রচয়জন্য। শিথিল সংযোগকে "প্রচয়" বলা হয়। আশ্রয়ের নাশ হইতে পরিমাণের নাশ হয়। উদ্যোতকরের মতে পরিমাণ ছয়প্রকার = অণুত্ব, মহত্ত্ব, হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব, পরমাণুত্ব ও পরমহ্রস্বত্ব। (ন্যাঃ বাঃ) বাচস্পতিমতে পরিমাণ আটপ্রকার—পূর্বোক্ত ছয়টি এবং পরমমহত্ত্ব ও পরমদীর্ঘত্ব। (তাৎপর্য টীঃ)।

পরিশেষানুমান (পরিশেষ)—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৫] (প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাচ্ছিষ্যমানে সংপ্রত্যয়ঃ—ন্যাঃ ভাঃ ৩।১।৪০) যে যে বস্তুতে কোনও পদার্থের প্রসক্তি (সম্ভাবনা) থাকে সেই সেই বস্তুতে তাহা নিষিদ্ধ (নিরাকৃত) হইলে অবশিষ্ট অন্যবস্তুতে তাহার সত্তা অনুমিত হয়, ইহাই পরিশেষানুমান। যেমন শব্দ একটি গুণ, অতএব তাহা অবশ্যই একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, কিন্তু সেই দ্রব্যটি কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই কয়টি দ্রব্যের মধ্যে কাহাকেও আশ্রয় করিয়া শব্দ থাকিতে পারে না, যেহেতু অগ্নিসংযোগ তাহার অসমবায়িকারণ নহে, অথচ তাহা অকারণগুণপূর্বক এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দিক্, কাল ও মন এই তিনটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াও থাকিতে পারে না, যেহেতু শব্দ একটি বিশেষগুণ (ঐ তিনটিতে কোনও বিশেষগুণ থাকে না)। আত্মাকে আশ্রয় করিয়াও থাকিতে পারে না, যেহেতু শব্দ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। এইভাবে আটটি দ্রব্যে শব্দ নিষিদ্ধ হওয়ায় অবশিষ্ট নবম একটি দ্রব্যকেই তাহার আশ্রয়রূপে স্বীকার করিতে হইবে, তাহাই 'আকাশ'। অতএব শব্দঃ পৃথিব্যাদ্যষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যসমবেতঃ অষ্ট-

দ্রব্যানাশ্রিতত্বে সতি দ্রব্যাশ্রিতত্বাৎ'—এই পরিশেষানুমানবলে শব্দের আশ্রয়রূপে 'আকাশ'নামক নবম দ্রব্য সিদ্ধ হইল। [বিশেষাভাবসহকৃত-সামান্যহেতুকানুমানং পরিশেষানুমানম্— রামরুদ্রী, পৃঃ ১৪৩] ইহাকে 'পারিশেষ্যন্যায়'ও বলা হয়।

পরীক্ষা—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।২] শাস্ত্রের ত্রিবিধপ্রবৃত্তি—উদ্দেশ, লক্ষণ, ও পরীক্ষা। কোনও পদার্থের লক্ষণ করা হইলে তাহাতে লক্ষণের সমন্বয় হয় কিনা তাহার অবধারণই পরীক্ষা। প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা বস্তুতত্ত্বের অবধারণ। ২। (পরি =সম্যক্‌রূপে, ঈক্ষা = ঈক্ষণ বা আলোচনা) 'সমারব্ধানুমানপ্রামাণ্যপরীক্ষা……' (অনুমান চিন্তামণি : দীধিতি, পৃঃ ১১৩) 'পরমতনিরাকরণ পূর্বক স্বমতব্যবস্থাপনম্ পরীক্ষা' (ঐ গাদাধরী)। অর্থাৎ বিচারের সাহায্যে বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া স্বসম্মত সিদ্ধান্ত স্থাপন।

পর্যাপ্তি—সম্বন্ধবিশেষ। "পর্যাপ্তিশ্চায়মেক ইমৌ দ্বৌ ইত্যাদি প্রতীতিসাক্ষিকস্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ—(অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিদীধিতি) 'এক ঘটঃ','দ্বৌ ঘটৌ', 'একং রূপম্', 'দ্বে রূপে', 'ত্রীণি রূপাণি' ইত্যাদি-স্থলে ঘট ও রূপাদিতে যে একত্ব, দ্বিত্ব ও ত্রিত্বাদি সংখ্যা আছে তাহা পর্যাপ্তিসম্বন্ধে। সংখ্যা গুণ-বিশেষ, অতএব তাহা দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু রূপাদি গুণে সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। অতএব 'এক রূপম্', 'দ্বে রূপে' ইত্যাদি প্রতীতির অনুরোধে পর্যাপ্তিসম্বন্ধ স্বীকার্য। 'দ্বৌ' 'দ্বিত্ববান্' এই রূপ দ্বিবিধ প্রতীতির বৈলক্ষণ্যের অনুরোধেও, সমবায়াতিরিক্ত পর্যাপ্তিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। 'আকাশঃ দ্বৌ' এইরূপ প্রতীতি হয় না, অথচ 'আকাশঃ দ্বিত্ববান্' এইরূপ প্রতীতি হয়; 'দ্বৌ' এই প্রতীতি পর্যাপ্তিসম্বন্ধে দ্বিত্ববত্তা বিষয়ক এবং 'দ্বিত্ববান্' এই প্রতীতি সমবায়-সম্বন্ধে দ্বিত্ববত্তাবিষয়ক। পর্যাপ্তিসম্বন্ধে দ্বিত্ব উভয়াবচ্ছেদে থাকে। আকাশ এক, অতএব তাহাতে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে দ্বিত্ব না থাকায় 'দ্বৌ' এইরূপ প্রতীতি হয় না। সমবায়সম্বন্ধে দ্বিত্ব ঘট ও আকাশ উভয়ে থাকায় আকাশেও আছে; অতএব 'আকাশঃ দ্বিত্ববান্' এইরূপ প্রতীতি হইতে বাধা নাই। (ব্যুৎপত্তিবাদ দ্রষ্টব্য) নব্যনৈয়ায়িকগণ পর্যাপ্তিসম্বন্ধ নিবেশ করিয়া অনেকস্থলে আশঙ্কিত দোষের পরিহার করিয়াছেন। যেমন 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' এই ব্যাপ্তিলক্ষণে 'সাধ্যাভাব' পদে আপাততঃ সাধ্যপ্রতিযোগিক অভাব—এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে মহানসীয়বহ্নির অভাব বা বহ্নিঘট উভয়ের অভাবকেও সাধ্যা-ভাবরূপে গ্রহণ করা যাইবে এবং তাহার ফলে ঐ সাধ্যাভাবের অধিকরণ হইবে পর্বতাদি, তাহাতে ধূম বর্তমান থাকায়, ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকতাত্বা-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপর্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক - রূপবৃত্তির্যা প্রতিযোগিতা তাদৃশপ্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব তাহাই সাধ্যাভাবপদের অর্থ। বৃত্তিত্ব—স্বাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-তাকপর্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে সাধ্য = বহ্নি, সাধ্যতাবচ্ছেদক= বহ্নিত্ব, তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা আছে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে। অতএব পর্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রতিযোগী—সাধ্যতাবচ্ছেদকতা এবং অনুযোগীসাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ বহ্নিত্ব। বহ্নিত্বগত একত্বাবচ্ছেদে পর্যাপ্তি-সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা আছে। এই সাধ্যতা-বচ্ছেদকতাতে যে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে প্রতিযোগিতা আছে তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-তাক যে পর্যাপ্তিসম্বন্ধ তাহার অনুযোগিতা-বচ্ছেদক রূপ (ধর্ম)=বহ্নিত্ব গত একত্ব। এই অনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপে (বহ্নিত্বগত একত্বরূপ ধর্মে) যে অভাবের প্রতিযোগিতা আছে (স্বাব-চ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপর্যাপ্ত্যনুযোগি - তাবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে থাকা চাই) সেই অভাবই সাধ্যাভাব পদে ধর্তব্য। স্বপদে 'বহ্নির্নাস্তি' এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকতা পর্যাপ্তিসম্বন্ধে বহ্নিত্বে আছে।

অতএব ঐ পর্যাপ্তির প্রতিযোগী অবচ্ছেদকতা এবং অনুযোগী বহ্নিত্ব। পর্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক—অবচ্ছেদকতাত্ব এবং অনুযোগিতাবচ্ছেদক—বহ্নিত্বগত একত্ব। অতএব স্বাবচ্ছেদকতা-ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপর্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদ-কত্বসম্বন্ধে 'বহ্নির্নাস্তি' এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা বহ্নিত্বগত একত্বে আছে এবং তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদকাভাবত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক — পর্যাপ্ত্যনুযোগিতবচ্ছেদককরূপ। বহ্নিমান্ ধূমাৎ এইস্থলে মহানসীয় বহ্নির অভাবকে সাধ্যাভাব-রূপে ধরা চলিবে না, যেহেতু এইস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা ··· বচ্ছেদকরূপ — বহ্নিত্বগত একত্ব, কিন্তু 'মহানসীয়বহ্নির্নাস্তি' এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক পর্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ—মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্বগত দ্বিত্ব (যেহেতু ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা পর্যাপ্তি সম্বন্ধে ঐ দ্বিত্বাবচ্ছেদে মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব উভয়ে আছে)। অতএব 'মহানসীয়-বহ্নির্নাস্তি' এই প্রতিযোগিতা স্বাবচ্ছেদকতাত্বা-বচ্ছিন্ন······বচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে সাধ্যাবচ্ছেদকতাত্বা-বচ্ছিন্ন······বচ্ছেদকরূপে নাই। ইহাকে ন্যূন ও ইতর উভয়বারক পর্যাপ্তি বলা হয়। এইরূপ পর্যাপ্তিনিবেশের ফলে মহানসীয়বহ্নিসাধ্যক অনুমিতিস্থলে কেবল 'মহানসীয়ো নাস্তি' বা কেবল 'বহ্নির্নাস্তি' এইরূপ অভাবকে সাধ্যাভাবপদে গ্রহণ করা যাইবে না এবং বহ্নিসাধ্যকস্থলে 'মহানসীয়-বহ্নির্নাস্তি' ইত্যাদি অভাবকে সাধ্যাভাবপদে গ্রহণ করা যাইবে না।

কেবল ন্যূনবারক পর্যাপ্তি নিবেশ আবশ্যক হইলে এইভাবে নিবেশ করিতে হইবে সাধ্যতা-বচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকপর্যাপ্ত্যনুযো-গিতাবচ্ছেদকরূপ বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব-সাধ্যাভাব। রূপবৃত্তিত্ব — স্বাবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিকপর্যাপ্ত্য-নুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে। এইরূপ নিবেশের ফলে মহানসীয় বহ্নিসাধ্যক অনুমিতিস্থলে সাধ্যাভাব পদে বহ্ন্যভাবকে গ্রহণ করা যাইবে না। কেন না এইস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব উভয়ে আছে, সাধ্যতাবচ্ছেদকতা-ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক যে পর্যাপ্তি, সেই পর্যাপ্তির অনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ মহানসীয়ত্ব-বহ্নিত্বগত দ্বিত্ব, তাহাতে স্বাবচ্ছেদকতাপ্রতি-যোগিকপর্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে 'বহ্নির্নাস্তি' এই বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিতা নাই। (এই প্রতিযোগিতা ঐ সম্বন্ধে বহ্নিত্বগত একত্বেই আছে) কেবল ইতরবারকপর্যাপ্তিনিবেশ করিতে হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিকপর্যাপ্ত্য-নুযোগিতাবচ্ছেদকরূপবৃত্তি যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবই সাধ্যাভাব। রূপবৃত্তিত্ব — স্বাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-তাক পর্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধে। এই-রূপ নিবেশের ফলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে সাধ্যভাবপদে 'মহানসীয়বহ্নির্নাস্তি' এই অভাব ধরা যাইবে, না কেননা, সাধ্যতাবচ্ছেদকতাপ্রতি-যোগিকপর্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ — বহ্নিত্ব-গত একত্ব, তাহাতে স্বাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন··· বচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে 'মহানসীয়বহ্নির্নাস্তি'। —এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা নাই, কেননা ঐ সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা মহানসীয়ত্ব বহ্নিত্বগত দ্বিত্বেই আছে।

পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ — [ন্যাঃ সূঃ ৫।২।২২] অন্যতম নিগ্রহস্থান। কাহারও কথাতে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অপরপক্ষের উপেক্ষা, অর্থাৎ না বলা; 'তুমি নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছ' —এইরূপ অনুযোগ না করা 'পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ' নিগ্রহস্থান। অবশ্য এই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন মধ্যস্থই করিতে পারেন।

পর্যুদাস— ১। নঞ্‌'এর দ্বিবিধ অর্থ—পর্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ। তন্মধ্যে পর্যুদাসশব্দে নঞ্‌যুক্ত পদার্থের অন্যোন্যাভাব বা ভেদকে বুঝায়; যথা— ঘট পট নহে (ঘটো ন পটঃ); অমিত্রপদে মিত্র-ভিন্ন শত্রুকে বুঝায়। ২। 'নঞ্‌' নিপাতের এক প্রকার অর্থ। যে স্থলে বিধির প্রাধান্য ও নিষেধের অপ্রাধান্য থাকে (অর্থাৎ নিষেধপূর্বক

বিধির বোধ হয়) সেইস্থলে নঞ্-এর পর্যুদাস অর্থ স্বীকার করা হয়। যেমন—'রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্বীত'—এই বাক্যের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। (ক) রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। (খ) রাত্রিভিন্নকালে শ্রাদ্ধ করিবে। প্রথম অর্থটি নিষেধে পর্যবসিত হওয়ায়, ঐ নঞের অর্থ প্রসজ্যপ্রতিষেধ হইবে, কিন্তু এইস্থলে ঐরূপ অর্থ বিবক্ষিত নহে। দ্বিতীয় অর্থটি নিষেধপূর্বক বিধিতে পর্যবসিত হওয়ায় ঐ নঞের অর্থ—পর্যুদাস। এই অর্থই এইস্থলে বিবক্ষিত। 'প্রাধান্যং হি বিধের্যত্র নিষেধে চাপ্রধানতা। পর্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্ ॥

পাক—১। যাহার দ্বারা বস্তুর রূপের পরিবর্তন হয় তাদৃশ তেজঃসংযোগ। যেমন—পাকের দ্বারা ঘটাদিতে শ্যামরূপের নাশ হইয়া রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। একমাত্র পার্থিব বস্তুতেই পাক হয়। পাকের দ্বারা রূপের ন্যায় রস, গন্ধ এবং স্পর্শেরও পরিবর্তন হয়। বৈশেষিক মতে পরমাণুতেই পাক হয়, এইজন্য তাহাদিগকে পীলুপাকবাদী বলা হয়। ন্যায়মতে অবয়ব ও অবয়বীতে যুগপৎ পাক হইতে পারে, এইজন্য নৈয়ায়িকগণকে পিঠরপাকবাদী বলা হয়। ('পীলুপাক' ও 'পিঠরপাক' শব্দ দ্রষ্টব্য) ২। বিক্লিত্ত্যনুকূল ব্যাপার। (বিক্লিত্তি = নরম হওয়া) যেমন—'তণ্ডুলং পচতি'। অপক্ব অবস্থায় ঘটে শ্যামরূপ থাকে, পাকের দ্বারা অর্থাৎ অগ্নিসংযোগের ফলে তাহাতে রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। বৈশেষিকগণের মতে পাকের দ্বারা যে রূপের পরিবর্তন হয় তাহা প্রথমে পরমাণুতেই হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অগ্নিসংযোগের ফলে ঘটাদি দ্রব্যের আরম্ভক অবয়বগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাণুরূপতা প্রাপ্ত হয় (ঘটরূপ অন্ত্যাবয়বী হইতে দ্ব্যণুকরূপ আদ্যাবয়বী পর্যন্ত যতগুলি অবয়বী আছে তাহারা বিনষ্ট হয় এবং বিশ্লিষ্ট পরমাণুগুলি অবশিষ্ট থাকে), সেই পরমাণুতেই পাক হয় এবং পাকের ফলে পূর্বরূপের নাশ ও রূপান্তরের উৎপত্তি হয়, ইহা পাকজরূপ। এই পাকজরূপযুক্ত দুই দুইটি পরমাণু সংযুক্ত হইয়া পুনঃ দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদি ক্রমে মহাবয়বী ঘট উৎপন্ন হয়। এইভাবে অবয়ববিশ্লেষের দ্বারা ঘট নষ্ট হইয়া অন্য ঘটের উৎপত্তি হয়। এই অবয়ব বিভাগ ও সংযোগ এত দ্রুত হয় যে তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

পাকজগুণ [ন্যাঃ সূঃ ৩।২।৪৯] পাকের অর্থাৎ অগ্নিসংযোগাদির ফলে জাত যে রূপাদি গুণ। ঘটাদি দ্রব্যের শ্যামরূপ নিবৃত্ত হইয়া অগ্নিসংযোগের ফলে যে রক্তাদি রূপ উৎপন্ন হয়, অথবা অপক্ব ফলে তাপসংযোগের দ্বারা যে মধুরাদিরস উৎপন্ন হয়—তাহারাই পাকজগুণ। পাকজরূপ, পাকজরস, পাকজগন্ধ ও পাকজস্পর্শ একমাত্র পৃথিবীতেই থাকে। ['এতেষাং পাকজত্বং তু ক্ষিতৌ নান্যত্র কুত্রচিৎ'—ভাঃ পঃ ১০৫ কা]।

পাত্রচয়ান্ত (কর্ম)—[ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৬২] অগ্নিহোত্রকর্মের যে পাত্রসকল তাহাদের 'চয়'—অর্থাৎ যজমানের নির্দিষ্ট অঙ্গে স্থাপন = পাত্রচয় (যথা, মুখে ঘৃতপূর্ণ স্রুব ধারণ ইত্যাদি); তাহাতে অন্ত অর্থাৎ অবসান যাহার অর্থাৎ যে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের।

পারমার্থিক—(ন্যায়) যাহা প্রমার বিষয়; যথা ঘটপটাদি। (বেদান্ত) যাহা ত্রিকালাবাধ্য অর্থাৎ কোন কালেই বাধিত বা পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক। (সাংখ্য, পাতঞ্জল) যাহা কালত্রয়সম্বন্ধী; পুরুষ ও প্রধান (প্রকৃতি) দুইটিই পারমার্থিক। একটি অপরিণামী নিত্য, অপরটি পরিণামী হইয়াও নিত্য।

পারিভাষিক—পরিভাষা—আধুনিক সংকেত। পরিভাষা দ্বারা অর্থের বোধক যে পদ তাহা পারিভাষিক। ['আধুনিক-সঙ্কেতঃ পরিভাষা, তয়া অর্থবোধকং পদং পারিভাষিকম্'—'যদ্বাধুনিকসঙ্কেতশালি স্যাৎ পারিভাষিকম্'—শব্দশক্তি] যেমন ব্যাকরণশাস্ত্রে নদী, গুণ, বৃদ্ধি ইত্যাদি শব্দ পারিভাষিক। ন্যায়শাস্ত্রে—উপাধি, ব্যাপ্তি, পক্ষতা, সঙ্কর ইত্যাদি শব্দ পারিভাষিক।

পারিমাণ্ডল্য—মন ও পরমাণুর পরিমাণ। কোন

কোন স্থলে পারিমাণ্ডল্য ও পরিমণ্ডল শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, (বৈঃ সূঃ ৭।১।২০) ['নিত্যং পরমাণুমনঃসু তৎ পরিমাণ্ডল্যম্', 'কারণত্বং চান্যত্র পারিমাণ্ডল্যাদিভ্যঃ। (প্রঃ. ভাঃ. দ্রব্যগ্রন্থ)] অণুপরিমাণ কোনও কার্যের প্রতি কারণ হয় না, কেন না পরিমাণের স্বভাব এই যে তাহা স্বসজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক হয়। অণুপরিমাণকে কারণ স্বীকার করিলে এই দোষ হয় যে, মহৎ হইতে যেমন মহত্তর বস্তুর উৎপত্তি হয় সেইরূপ অণু হইতে অণুতর বস্তুর উৎপত্তির আপত্তি হয় অর্থাৎ পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু আরও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। অতএব পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ যেমন দ্ব্যণুক পরিমাণের কারণ হয় না, তুল্যযুক্তিতে দ্ব্যণুক পরিমাণও ত্রসরেণুপরিমাণের কারণ হয় না। [নৈয়ায়িকগণের মতে - "অণুপরিমাণং যদি পরিমাণত্বে সতি জনকং স্যাৎ তদা স্বসজাতীয়ত্ব-স্বজনকত্ব-স্বাবধিকাপকর্ষবত্ত্বৈতৎত্রিতয়সম্বন্ধেন স্ববিশিষ্টং স্যাৎ" অথবা "অণুপরিমাণং যদি পরিমাণত্বে সতি জনকং স্যাৎ তদা স্বসজাতীয়ত্ব-স্বাবধিকোৎকর্ষবত্ত্ব-এতদুভয়সম্বন্ধেন স্ববিশিষ্টপরিমাণজনকং স্যাৎ" ইহা আপত্তির আকার।]

পার্থিব—(পৃথিবী + অন্) [ন্যাঃ সূঃ—৩।১।২৮] পৃথিবীরূপ সমবায়িকারণবিশিষ্ট। মানুষশরীর 'পার্থিব'—ইহাই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত। বেদান্তাদি মতে মানুষাদিশরীর পাঞ্চভৌতিক। ন্যায়মতে শরীরে নিমিত্তকারণরূপে জল, তেজ প্রভৃতি থাকিলেও সমবায়িকারণ কেবলমাত্র পৃথিবী।

পিঠরপাকবাদী- (পিঠর=অবয়বী, পাক= রূপাদির পরিবর্তনকারী তেজঃ সংযোগ) যাঁহারা পিঠরে অর্থাৎ অবয়বীতেও পাক স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ পিঠরপাকবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, ঘটাদি অবয়বীমাত্রই সূক্ষ্মছিদ্রযুক্ত হওয়ায় সেই ছিদ্রদ্বারা অগ্নির সূক্ষ্ম তেজঃকণা অবয়বীর (ঘটাদির) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে রূপাদির পরিবর্তন হইতে পারে। বৈশেষিকগণের ন্যায় পূর্ব অবয়বীর বিনাশ ও নূতন অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ঐরূপ স্বীকার করিলে শ্যামঘট ও রক্তঘটের যে একত্ব—প্রত্যভিজ্ঞা (সোঽয়ং ঘটঃ) হয়, তাহার অনুপপত্তি হয়। ('পীলুপাকবাদী'শব্দ দ্রষ্টব্য)। [নৈয়ায়িকানাং তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতে' —ভাঃ পঃ ১০৬ কা]

পিণ্ডীভাব– চূর্ণাদির ধারণ ও আকর্ষণের কারণীভূত যে বিজাতীয়সংযোগ। চূর্ণীকৃত বস্তুর অতি ক্ষুদ্র অংশসমূহ জলাদি দ্বারা দৃঢ়সংযুক্ত না হইলে ধারণ বা আকর্ষণ করা যায় না। (চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুর্গুণঃ স্নেহঃ।—তর্কসংগ্রহ) অথবা মৃৎকারাদিহেতুক-দেশান্তরনির্গমপ্রতিবন্ধকঃ অবয়বানাং সংযোগবিশেষঃ পিণ্ডীভাবঃ। (—ন্যাঃ কোঃ)।

পীলুপাকবাদী—পীলু অর্থাৎ পরমাণুতেই পাক হয় এইরূপ মত যাহাদের। বৈশেষিকগণ পীলুপাকবাদী। পৃথিবীতে তেজঃ সংযোগের ফলে পূর্বরূপের নাশ ও রূপান্তরের উৎপত্তি হয় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন—কাঁচা (অপক্ক) অবস্থায় যে ঘট শ্যামবর্ণ থাকে, পাকের ফলে (তেজঃ সংযোগের ফলে) তাহার শ্যামরূপের নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় এই যে, ঘটাদিদ্রব্যের সকল অবয়বাবচ্ছেদে তেজঃসংযোগ হইলেই পূর্বরূপের নাশ হইতে পারে, কিন্তু অবয়বগুলি দৃঢ়সংযুক্ত থাকায় বাহ্য অবয়বে তেজঃসংযোগ সম্ভব হইলেও আন্তর অবয়বে তেজঃসংযোগ সম্ভব না হওয়ায় পূর্বরূপের নাশ হইতে পারে না। অতএব ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে, ঘটাদিদ্রব্যে তেজঃসংযোগ হইলে তাহাতে যে ক্রিয়া হয়, তাহার ফলে আদ্যাবয়বী দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বী ঘট পর্যন্ত সকল অবয়বীই বিনষ্ট হইয়া পরমাণুরূপতা প্রাপ্ত হয়; তখন ঐ বিশ্লিষ্ট পরমাণুসমূহে পাক হয় এবং তাহাতে শ্যামরূপের নাশ হইয়া রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। ঐ অবস্থায় অতিদ্রুত রূপান্তরপ্রাপ্ত পরমাণুগুলি সংযুক্ত হইয়া পুনঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমে পর পর মহাবয়বী ঘট পর্যন্ত উৎপন্ন হয়। এইভাবে পূর্বঘটের

নাশ ও দ্ব্যণুকাদিক্রমে পুনঃ ঘটের উৎপত্তি এত দ্রুত হয় যে তাহা আপাততঃ উপলব্ধি হয় না। [তত্রাপি পরমাণৌ স্যাৎ পাকো বৈশেষিকে নয়ে-- ভাঃ পঃ ১০৫ কাঃ]।

পুনরুক্ত— [ন্যাঃ সূঃ ৫।২।১৪] অনুবাদ- (ব্যাখ্যা) ব্যতিরিক্তস্থলে শব্দের অথবা অর্থের পুনরায় কথনকে পুনরুক্ত নিগ্রহস্থান বলা হয়। একই শব্দের পুনরায় কথন হইলে তাহা শব্দ-পুনরুক্ত। একই অর্থের ভিন্নশব্দের দ্বারা পুনরায় কথন হইলে তাহা অর্থপুনরুক্ত। যথা—'শব্দ নিত্য, শব্দ নিত্য'-- ইহা শব্দপুনরুক্ত। 'শব্দ অনিত্য ধ্বান (শব্দ) নিরোধধর্মবিশিষ্ট'—ইহা অর্থপুনরুক্ত। কিন্তু অনুবাদস্থলে পুনঃকথন সপ্রয়োজনক বলিয়া সেস্থলে পুনরুক্ত দোষের হইবে না। সেস্থলে শব্দের অভ্যাস বা পুনরুক্তির দ্বারা অন্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া পুনরুক্ত দোষ হইবে না। যেমন, ন্যায়শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে—হেতুর কথনের পর যে প্রতিজ্ঞার পুনরায় বচন তাহাই নিগমন। আবার অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে যদি শব্দের দ্বারা পুনরায় বলা হয়, তাহাও 'পুনরুক্ত' হইবে। যথা, উৎপত্তিধর্মবিশিষ্ট বলিয়া অনিত্য—এইরূপ বলিয়া আবার যদি বলা হয়—যাহা অনুৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মবিশিষ্ট নহে, তাহা নিত্য—তবে তাহা 'পুনরুক্ত' হইবে। (ন্যাঃ সূঃ ৫।২।১৬)।

পুরাকল্প—[ন্যাঃ সূঃ ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৬৫] ১। একপ্রকার অর্থবাদ। ঐতিহ্য বা প্রাচীন কাহিনীর দ্বারা সমর্থিত বা বর্ণিত বিধি। যথা—'অতএব ব্রাহ্মণগণ ইহার দ্বারা বহিষ্পবমান সামস্তোম পাঠ করিয়াছিলেন'—ইত্যাদি। (বাহিষ্পবমান সামস্তোম = সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষ) ২। একাধিক পুরুষকর্তৃক উপাখ্যান।

পুরুষার্থ—১। যাহা জ্ঞাত হইলে 'আমার হউক' বলিয়া অভিলষিত হয় ; যথা,—সুখ ও দুঃখাভাব। এই দুইটি স্বতঃ পুরুষার্থ বা মূল পুরুষার্থ। ২। পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন ; যথা,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তন্মধ্যে মোক্ষ পরম-পুরুষার্থ (পুরাণ, বেদান্ত)। ৩। (সাংখ্যমতে) ভোগ ও অপবর্গ অর্থাৎ বিবেকখ্যাতি (সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতি)—এই দুইটি পুরুষার্থ।

পুংদূষণ—[কুঃ ৩।১৫] পুরুষের সম্ভাবিত দোষসমূহ —ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনা) প্রভৃতি। অপৌরুষেয় অথবা ঈশ্বরোক্ত বেদবাক্যে এইসকল পুরুষদোষের আশঙ্কা না থাকাতে বেদবাক্যকে ব্যস্ত (নিরস্ত) পুংদূষণাশঙ্ক বলা হয়।

পূর্ণ- তৃপ্ত (যাহার অতৃপ্তি বা অভাববোধ নাই)। "অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে" (অনুঃ চিঃ দীধিতি পৃঃ ১)। তৃপ্তিশ্চ স্বীয়সুখেচ্ছাবদন্যত্বম্ (ঐ গাদাধরী পৃঃ ৪)। যাহাদের নিজের সুখকামনা আছে—এইরূপ ব্যক্তিভিন্ন ব্যক্তিকে তৃপ্ত বা পূর্ণ বলা হয়। এইরূপ তৃপ্ত বা পূর্ণ একমাত্র ঈশ্বরই।

পূর্বপক্ষ— ১। বিপ্রতিপত্তি বা বিবাদস্থলে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ যে কোটি বা পক্ষ তাহাই পূর্ব-পক্ষ ; অধিকরণের অবয়ববিশেষ। সঙ্গতি বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ (সিদ্ধান্ত)—এই পাঁচটি একটি অধিকরণের অবয়ব।

পূর্ববৎ (অনুমান)—(পূর্ব+মতুপ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৫] ১। কারণদর্শনে যেস্থলে কার্যের অনুমান হয়। যথা, মেঘের উন্নতিবিশেষদর্শনের দ্বারা 'বৃষ্টি হইবে'—এইরূপ অনুমান (বাৎঃ ভাঃ)। পূর্ব—অর্থাৎ কারণ, তদ্বৎ—অর্থাৎ তল্লিঙ্গক ; সুতরাং—পূর্ববৎ = কারণরূপলিঙ্গবিশিষ্ট (যে অনুমান)। (বিঃ বৃঃ) ২। (পূর্ব+বতি) পূর্বের সদৃশ, প্রত্যক্ষের বিষয় দুইটি পদার্থের একটিকে দর্শন করিয়া অপ্রত্যক্ষ অপরটির অনুমিতি ; যথা ধূমের দ্বারা অগ্নির (বাৎঃ ভাঃ)। ৩। পূর্ব অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ দৃষ্ট স্বলক্ষণ ও সামান্যবিশেষ যে অনুমিতিতে বিষয়রূপে আছে। যথা. ধূমহেতুর দ্বারা বহ্নিত্ব-সামান্যের পর্বতে অনুমিতিতে মহানসে বহ্নিত্ব-সামান্যের স্বলক্ষণ বহ্নিবিশেষ দৃষ্ট আছে। (সাংখ্য-মত, সাঃ কৌঃ ৫)। ৪। পূর্ব অর্থাৎ অন্বয়-ব্যাপ্তি যাহাতে আছে এইরূপ অনুমিতি—অর্থাৎ কেবলান্বয়ী অনুমিতি ; যথা, ইহা অভিধেয় যেহেতু প্রমেয় (অভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ ; বিঃ বৃঃ)।

পৃথক্ত্ব—'ইহা এইবস্তু হইতে পৃথক্'—এইরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ গুণবিশেষ। পৃথক্ত্ব অনেক প্রকার—একপৃথক্ত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব, ত্রিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি। অনেকেই (রঘুনাথশিরোমণি প্রভৃতি) 'পৃথক্ত্ব' নামক একটি অতিরিক্ত গুণ স্বীকার করেন না; 'ইহা ইহা হইতে পৃথক্' এইরূপ ব্যবহার অন্যোন্যাভাবের (ভেদের) দ্বারাই হইতে পারে। 'অয়ম্ অস্মাৎ পৃথক্' 'অয়ম্ অস্মাৎ ভিন্নঃ' এই দুইটি প্রতীতির মধ্যে বিষয়ের বৈলক্ষণ্য নাই।

পৃথক্প্রস্থান—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১] পৃথক্ প্রস্থান যাহার (বহুব্রীঃ); প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈলক্ষণ্য বিশিষ্ট। যাহা প্রকৃষ্টরূপে (জ্ঞাতব্য বিষয়রূপে) স্থাপিত হয়, বা অবস্থান করে তাহা প্রস্থান। যাহা পৃথক্ ভাবে জ্ঞাতব্যবিষয়বিশিষ্ট তাহাই পৃথক্ প্রস্থান। যথা, আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা বিদ্যা হইলেও দণ্ডনীতিরূপ বিদ্যা হইতে পৃথক্ প্রস্থান। সংশয়াদি পদার্থ প্রমেয়পদার্থের অন্তর্গত হইলেও পৃথক্প্রস্থান—অর্থাৎ পৃথক্ জ্ঞাতব্য বিষয় বিশিষ্ট।

পৃথিবী—নয়প্রকার দ্রব্যের অন্তর্গত-ক্ষিতি। সমবায়সম্বন্ধে গন্ধের আশ্রয় বা গন্ধের সমবায়িকারণকে 'পৃথিবী' বলা হয়। পৃথিবী দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুস্বরূপ পৃথিবী নিত্য এবং দ্ব্যণুকাদিস্বরূপ পৃথিবী অনিত্য। অনিত্য পৃথিবী ত্রিবিধ শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীরাত্মক পৃথিবী চতুর্বিধ—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্যাদির শরীর যোনিজ বা জরায়ুজ। পক্ষী প্রভৃতির শরীর অণ্ডজ। উকুন, ছারপোকা প্রভৃতির শরীর স্বেদজ। বৃক্ষ উদ্ভিজ্জ। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবী। শরীর ও ইন্দ্রিয়ভিন্ন সকল পার্থিববস্তুই বিষয়। পৃথিবীতে ১৪টি গুণ আছে—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ।

পৃথিবীত্বাভিসম্বন্ধ—(বৈঃ প্রঃ ভাঃ) পৃথিবীত্বরূপ জাতিবিশেষ বা সামান্যবিশেষের সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমানতা, ইহা পৃথিবীতে আছে—এবং পৃথিবীর লক্ষণ। অপ্ত্বাভিসম্বন্ধহেতু অপ্ অর্থাৎ জল সিদ্ধ হয়। তেজস্ত্বাভিসম্বন্ধহেতু তেজ সিদ্ধ হয়; ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীত্বজাতিমান্ পৃথিবী, জলত্বজাতিমান্ জল এইরূপে লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

পৌরুষেয়—(ন্যায়) সমানজাতীয় উচ্চারণ নিরপেক্ষ উচ্চারণের বিষয়। কোনও পুরুষকর্তৃক অভিনব রচিত। ন্যায়মতে বেদও মহাভারতাদির ন্যায় পৌরুষেয়, কিন্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বররচিত বলিয়া প্রমাণ। (মীমাংসাক মতে) বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ সজাতীয় উচ্চারণসাপেক্ষ উচ্চারণের বিষয়, কাহারও অভিনব রচনা নহে।

প্রকরণসম—[ন্যাঃ সূঃ ১।২।৪ ; ১।২।৭] অন্যতম হেত্বাভাস ১। অনিশ্চিত যে পক্ষপ্রতিপক্ষ তাহাই প্রকরণ; তাহার চিন্তা=নির্ণয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে সমীক্ষা বা জিজ্ঞাসা তাহা যে হেতু হইতে হয়, সেই হেতু যদি নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় তবে তাহা নির্ণয় জন্মাইতে অসমর্থ হওয়াতে প্রকরণসম হেত্বাভাস। ২। যে হেতু নিজের সাধ্যের বা পরের সাধ্যাভাবের নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত হয়, এবং যাহা হইতে প্রকরণচিন্তা অর্থাৎ সাধ্য ও তদভাববত্ত্বের চিন্তা অর্থাৎ জিজ্ঞাসা প্রবর্তিত হয়; তুল্যবল অপর হেতুদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়াই স্বহেতু নির্ণয় জন্মাইতে অসমর্থ হইয়া ঐরূপ চিন্তা জন্মায়। সৎপ্রতিপক্ষ হেতু। তুল্যবল বিরোধিপরামর্শকালীন পরামর্শের বিষয় যে হেতু; যথা, 'শব্দ অনিত্য যেহেতু উহা কার্য'—এইরূপ হেতু-পরামর্শকালে—'শব্দ নিত্য যেহেতু উহাতে শ্রাবণত্ব আছে' (শব্দত্বের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে)। এস্থলে উভয়পক্ষের হেতুই প্রতিপক্ষ থাকায় প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ। অবশ্য এই দুষ্টত্ব বা দোষ সাময়িক, দশাবিশেষে দোষ; বিরোধীপরামর্শকালে সদ্ধেতুও দুষ্ট হইয়া থাকে (বিঃ বৃঃ)।

প্রকরণসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ—৫।১।১৬] সাধ্য এবং সাধ্যাভাব—এই উভয়ের সাধর্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ উভয়ের সাধক সাধন বা হেতুর দ্বারা

পক্ষ প্রতিপক্ষের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ বিপরীত পক্ষের উপস্থাপনা। যথা, কৃতকত্বহেতু শব্দ (ঘটের ন্যায়) অনিত্য এইরূপ বলা হইলে, যদি বিরোধ করিয়া বলা হয় যে, তাহা নহে, যেহেতু শ্রাবণত্বহেতু শব্দ নিত্য (শব্দত্বের ন্যায়) তবে তাহা প্রকরণসমা জাতি। এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, ন্যায় মতে শব্দ ও শব্দত্ব এই দুইটিই 'শ্রাবণ'—অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। তন্মধ্যে শব্দত্ব সামান্য বলিয়া নিত্য। তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া শব্দকেও নিত্য বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে।

প্রকার—যাহাতে জ্ঞানের প্রকারতা আছে। যেমন- 'ঘটঃ' এই জ্ঞানীয় প্রকারতা ঘটত্বে আছে, অতএব ঘটত্ব প্রকার। এইজন্যই এই জ্ঞানকে ঘটত্বপ্রকারক বলা হয়। 'অয়ং ঘটবান্' এই জ্ঞানের প্রকারতা ঘটে আছে, অতএব এই স্থলে ঘটকেও প্রকার বলা হয়। (স্বব্যধিকরণ-প্রকারাবচ্ছিন্না যা যা বিশেষ্যতা…সাঃ নিঃ গাঃ)। 'তদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা'। প্রকার দ্বিবিধ—বিশেষণ ও উপলক্ষণ (তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য)(তত্ত্বচিঃ প্রত্যক্ষঃ পৃঃ ৮২৪)।

প্রকারতা— বিশেষণতার নামান্তর। তিনটি বস্তু বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় হয়,— বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ, অর্থাৎ এই তিনটিতে বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয়তা থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ্যে যে বিষয়তা আছে তাহা বিশেষ্যতা নামক বিষয়তা, বিশেষণে প্রকারতা নামক বিষয়তা এবং সম্বন্ধে সাংসর্গিক বিষয়তা থাকে। যেমন, 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধিস্থলে ঘটত্বে প্রকারতা, ঘটে বিশেষ্যতা এবং সমবায়ে সংসর্গতা বা সাংসর্গিকবিষয়তা আছে। প্রকারতামাত্রই কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু সংসর্গতা ও বিশেষ্যতা কোনও সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। অতএব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বিষয়তাই প্রকারতা। অথবা এইভাবেও বলা যায়— 'ভাসমানবৈশিষ্ট্য-প্রতিযোগিত্বং প্রকারত্বম্' অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধিতে ভাসে যে বৈশিষ্ট্য (সম্বন্ধ) তাহার প্রতিযোগিতাই প্রকারতা। 'অয়ং ঘটঃ' এই বুদ্ধিতে ভাসমান যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহার প্রতিযোগিতা ঘটত্বে আছে (অনুযোগিতা ঘটে আছে), এইভাবে ঘটত্বে প্রকারতা থাকিল।

প্রকৃত—অধিকৃত; আরব্ধ; প্রকরণপ্রাপ্ত; প্রতিজ্ঞার বিষয়।

প্রকৃতি—অন্য অর্থের দ্বারা অবিশেষিত স্বার্থবোধের প্রতি যাহা নিজের পরবর্তী কোনও শব্দকে অপেক্ষা করে। যেমন—নর, নদী, ফল ইত্যাদি নাম এবং ভূ, স্থা ইত্যাদি ধাতু। ইহারা এক একটি প্রকৃতি; যেহেতু ইহাদের পরে বিভক্তি ইত্যাদি না থাকিলে ইহারা স্বার্থের বোধ জন্মাইতে পারে না। প্রকৃতি দুই প্রকার—নাম ও ধাতু। (শব্দঃ প্রঃ পৃঃ ৩৩)।

প্রক্ষালনাদ্ধি ন্যায়—যদি পঙ্কের (কর্দম বা পাঁক) সংস্পর্শ পরিহারের কোনো উপায় থাকে তাহা হইলে শরীরকে পঙ্কে লিপ্ত করিয়া তাহাকে প্রক্ষালনকরা অপেক্ষা দূর হইতে ঐ পঙ্ককে পরিহার করাই বিধেয়। [প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্] সেইরূপ, লক্ষণের অন্তর্গত কোন পদের দ্বারা যদি কোন দোষ হয়, তাহা হইলে সেই দোষ বারণের জন্য অন্য একটি পদের নিবেশ করা অপেক্ষা ঐ পদকে (যে পদ থাকায় দোষ হইতেছে) বর্জন করাই সঙ্গত। (অনুমান-চিন্তামণি গাদাধরী পৃঃ ১১৪১)।

প্রচয়—শিথিল সংযোগ। অবয়ব সমূহের সংযোগ শিথিল হইলে (দৃঢ় না হইলে) সেই সংযোগকে 'প্রচয়' বলা হয়। (প্রচয় সংযোগের বিপরীতার্থক শব্দ—নিবিড়সংযোগ বা দৃঢ়সংযোগ)। [ভূয়োঽবয়বাবচ্ছেদেনাবয়বান্তরাসংযোগিন্যবয়বে বর্তমানঃ সংযোগঃ প্রচয়ঃ। অর্থাৎ অধিকতর অবয়বাবচ্ছেদে যদি অবয়বান্তরের সংযোগ না থাকে অথচ যৎকিঞ্চিৎ অবয়বাবচ্ছেদে সংযোগ থাকে তাহা হইলে ঐ সংযোগকে শিথিলসংযোগ বা প্রচয় বলা হয়]।

প্রণিধান—[ন্যাঃ সূঃ ৩।২।৪৪] স্মরণ করিবার উদ্দেশ্যে মনের ধারণ বা প্রযত্ন বিশেষ। বিষয়ান্তরে মনের সঞ্চারের নিবারণ। প্রণিধানের দ্বারা স্মৃতির বা সংস্কারের উদ্বোধ হইয়া থাকে।

(পাতঞ্জল) ভক্তিবিশেষ ; কর্মের অর্পণ ; কর্মের ফলত্যাগ।

প্রতিঘাত (প্রতীঘাত)— (প্রতি+হন্+ঘঞ্)। [ন্যাঃ ভাঃ—২।২।২৯ ; ৩।১।৩৭, ৩৮] ১। সংযোগ-বিশেষ ; (যথা—) বিবক্ষা অর্থাৎ বলিবার ইচ্ছা-জনিত প্রযত্নের দ্বারা কোষ্ঠগত বায়ু প্রেরিত হইয়া কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিস্থানের সহিত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া বর্ণের উচ্চারণ হইয়া থাকে ২। বাধা প্রাপ্তি ; যথা, কুড্যে (দেওয়ালে) নয়নরশ্মির। (অপ্রতিঘাত বাধা প্রাপ্ত না হওয়া ; যথা কাচ, অভ্র প্রভৃতির দ্বারা নয়নরশ্মির অপ্রতিঘাত=বাধা প্রাপ্ত না হওয়া)।

প্রতিজ্ঞা—১। অনন্তরকর্তব্যত্বপ্রকারক বোধানু-কূলব্যাপার। কোনও বিষয়ের নিরূপণের পূর্বে শ্রোতাগণের উদ্দেশ্যে 'আমি সম্প্রতি ইহা নিরূপণ করিব' এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করা হয়। ইহাকে বলা হয় 'প্রতিজ্ঞা'। তাহার ফলে শ্রোতাগণ ঐ বিষয়ে অবহিত হয়। প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ না করিয়া অকস্মাৎ কোনো বিষয়ের নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রোতৃগণের অন্যমনস্কতার ফলে নিরূপণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ২। পরার্থানুমানের উপযোগী ন্যায়বাক্যের অন্যতম অঙ্গ। (প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পাঁচটি ন্যায়ের অবয়ব বা অঙ্গ) 'সাধ্যবত্তয়া পক্ষবচনং প্রতিজ্ঞা'। যে বাক্যের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের নির্দেশ করা হয় তাহাকে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলা হয়। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই প্রতিজ্ঞাবাক্য। ৩। ব্যবহার শাস্ত্রে বিবাদকালে বিচারালয়ে অর্থী বা বাদীর উপস্থাপিত যে পূর্বপক্ষ অর্থাৎ অভিযোগ তাহাও প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞান্তর—[ন্যাঃ সূঃ ৫।২।১, ৩] দ্বাবিংশতি নিগ্রহস্থানের অন্যতম নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাত অর্থের প্রতিষেধ করা হইলে সেই দোষ উদ্ধারের নিমিত্ত ধর্ম-বিকল্পের দ্বারা অর্থাৎ অন্য বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া প্রতিজ্ঞাত অর্থের কথন। যথা, ঘটের ন্যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (ঐন্দ্রিয়ক) বলিয়া শব্দ অনিত্য—এইরূপ অনুমিতি করা হইলে—ইহার বিরোধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্য (ঘটত্ব) নিত্য বলিয়া হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়া যদি প্রতিজ্ঞাত অর্থের প্রতিষেধ করা হয়, তাহাতে আবার যদি ধর্মবিকল্প করিয়া অর্থাৎ সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও সর্বগত, কিন্তু ঘট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া অসর্বগত,—শব্দও ঘটের ন্যায় অসর্বগত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—সুতরাং ঘটবৎ অনিত্য—বাদী এইরূপ বলে তবে প্রতিজ্ঞাহানি হয়। পূর্বে—শব্দ অনিত্য—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, পরে, 'শব্দ অসর্বগত'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা হওয়াতে প্রতিজ্ঞান্তর। ইহা প্রতিজ্ঞার সাধক না হওয়াতে আনর্থক্যবশতঃ একটি নিগ্রহস্থান।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ—[ন্যাঃ সূঃ—৫।২।৪] অন্যতম নিগ্রহস্থান ; বাদ-প্রতিবাদরূপ কথার কালে নিজের প্রতিজ্ঞার বা হেতুর বিরোধ। যথা, 'দ্রব্য-গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি হেতুরূপে বলা হয় যে,—'যে হেতু রূপাদি হইতে অন্য কোনও পদার্থের উপলব্ধি হয় না', তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ হইল। কেননা, গুণব্যতিরিক্ত দ্রব্য থাকিলে, রূপাদি হইতে অন্য পদার্থের অনুপলব্ধি অসম্ভব ; সুতরাং হেতুটি প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ (বাৎঃ ভাঃ)। কথাতে নিজের কথার অর্থের বিরোধ। যথা—পর্বত কাঞ্চনময়-বহ্নিবিশিষ্ট যেহেতু তাহাতে ধূম আছে—ইত্যাদি। অথবা, পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু ধূম আছে ; যে যে ধূমবান্ হয় সে অগ্নিরহিত হয়—এইরূপ উদাহরণ বলিলে নিজের বচন বা প্রতিজ্ঞার বিরোধ হইল। (বিঃ বৃঃ)।

প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস [ন্যাঃ সূঃ ৫।২।৫] অন্যতম নিগ্রহস্থান। নিজের প্রতিজ্ঞাত অর্থের নিহ্নব বা অপলাপ ; যথা,—শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য—এইরূপ অনুমিতি করিবার পর প্রতিবাদী যদি বিরোধ করিয়া বলে,—সামান্য যে শব্দত্বাদি তাহাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু তাহা অনিত্য নহে। ইহার উত্তরে যদি বাদী আবার বলে যে,—'কে বলিয়াছে শব্দ অনিত্য ?' ইহাই নিজের প্রতিজ্ঞার সন্ন্যাস বা অপলাপ।

প্রতিজ্ঞাহানি—[ন্যাঃ সূঃ ৫।২।১, ২] ন্যায়-সূত্রে উদ্দিষ্ট দ্বাবিংশতি নিগ্রহস্থানের মধ্যে প্রথম উদ্দিষ্ট অন্যতম নিগ্রহস্থান। নিজের দৃষ্টান্তে প্রতি-দৃষ্টান্তের অর্থাৎ বিপরীতপক্ষের দৃষ্টান্তের ধর্মকে স্বীকার করিয়া নিজের মূল প্রতিজ্ঞা ত্যাগ। যথা,—ঘটের ন্যায় (ঘটবৎ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া শব্দ অনিত্য—এইরূপ বলা হইলে যদি প্রতিবাদী বিরোধ করিয়া বলে যে—'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব' নিত্য যে সামান্য (ঘটত্বাদি) তাহাতেও দেখা যায় বলিয়া শব্দ নিত্য হইবে না কেন ? তাহাতে বাদী যদি বলে যে,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া সামান্য (ঘটত্বাদি) যদি নিত্য হয়, তবে ঘটও নিত্য হউক ! এখানে নিজের দৃষ্টান্তে (ঘটে) পরপক্ষের দৃষ্টান্তের (প্রতিদৃষ্টান্তের) ধর্ম নিত্যত্বকে স্বীকার করিয়া নিজের পক্ষ যে শব্দ তাহার ত্যাগহেতু পক্ষাশ্রিত যে প্রতিজ্ঞা—শব্দের অনিত্যতা—তাহা ত্যাগ করায় ইহা প্রতিজ্ঞাহানি নিগ্রহস্থান (পরাজয়ের হেতু). (বাৎঃ ভাঃ)। এই প্রতিজ্ঞা-হানি পুনরায়—পক্ষহানি, হেতুহানি, দৃষ্টান্তহানি, সাধ্যহানি ও তদন্য-বিশেষণাদিহানি ভেদে পঞ্চ-বিধ হইতে পারে। (বিঃ বৃঃ)। কথাতে প্রথমতঃ যে পক্ষ, সাধ্য, হেতু, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নির্দিষ্ট হয়, পরে তাহা ত্যাগ করিলে প্রতিজ্ঞাহানি হইয়া থাকে।

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।২৯] ১। পর-তন্ত্রে অর্থাৎ অন্যশাস্ত্রে অসিদ্ধ এরূপ এক অর্থাৎ নিজের তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। যথা, অসতের সদ্ভাব হয়না, সতের নাশ হয় না, পুরুষের কর্মনিমিত্ত ভূতসৃষ্টি হয়, অসতের উৎপত্তি হয়—ইত্যাদি শাস্ত্রবিশেষের সিদ্ধান্ত। (বাৎ ঃ ভাঃ) ২। বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে একজনের স্বীকৃত যে সিদ্ধান্ত তাহা সেই একজনের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত; যথা, মীমাংসকের—শব্দের নিত্যতা। নৈয়ায়িকের শব্দানিত্যতা। (বিঃ বৃঃ)।

প্রতিদৃষ্টান্তসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ- ৫।১।৯] প্রতিদৃষ্টান্তের দ্বারা অর্থাৎ বিপরীত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রত্যবস্থান অর্থাৎ বিরোধ করিলে তাহাই প্রতি-দৃষ্টান্তসমা। যথা, ঘটের দৃষ্টান্তে শব্দ যদি অনিত্য হয়, তবে আকাশের দৃষ্টান্তে শব্দ নিত্য হউক—এইরূপ আপত্তি। ইহা অসদুত্তর বা জাতি।

প্রতিপক্ষ—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪১] বিরুদ্ধপক্ষ; বিরুদ্ধ অনুমান বা পরামর্শ।

প্রতিবধ্য—যাহার প্রতি কোনও বস্তু প্রতিবন্ধক হয় তাহাকে তাহার প্রতিবধ্য বলা হয়। যেমন—দাহের প্রতি মণি প্রতিবন্ধক, অতএব দাহ মণির প্রতিবধ্য, অর্থাৎ মণিনিষ্ঠপ্রতিবন্ধকতা-নিরূপিত দাহনিষ্ঠ প্রতিবধ্যতা। অনুমিতির প্রতি সিদ্ধি প্রতিবন্ধক, অতএব অনুমিতি সিদ্ধির প্রতিবধ্য। তদ্‌বত্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাববত্তাবুদ্ধি প্রতিবন্ধক, অতএব তদ্‌বত্তা বুদ্ধি তদভাববত্তা-বুদ্ধির প্রতিবধ্য (বহ্নিমত্তাবুদ্ধি বহ্ন্যভাববত্তাবুদ্ধির প্রতিবধ্য)। 'তৎপ্রযুক্তানুৎপাদপ্রতিযোগিত্বং প্রতিবধ্যত্বম্'। অর্থাৎ—যাহার অনুৎপত্তি যৎ-প্রযুক্ত, তাহা তাহার প্রতিবধ্য। দাহের অনুৎ-পত্তি মণিপ্রযুক্ত, অতএব দাহ মণির প্রতিবধ্য।

প্রতিবন্ধক— ১। যাহা থাকিলে কার্যের উৎপত্তি হয় না। যেমন, বাধজ্ঞান (বিপরীতনিশ্চয়) থাকিলে বিশিষ্টবুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, অতএব বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বাধবুদ্ধি প্রতিবন্ধক। 'কারণীভূতাভাব-প্রতিযোগিত্বং প্রতিবন্ধকত্বম্।' অর্থাৎ যাহা কারণীভূত-অভাবের প্রতিযোগী, তাহা প্রতিবন্ধক। যেমন -দাহকার্যের প্রতি মণির অভাব কারণ, অতএব সেই অভাবের প্রতিযোগী মণি দাহের প্রতিবন্ধক। নৈয়ায়িকগণ প্রতিবন্ধকের অভাবকে কার্যের অন্যতম কারণ বলেন। যেমন, দাহ-কার্যের প্রতি মণির অভাব কারণ, বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বাধজ্ঞানের অভাব কারণ, অনুমিতির প্রতি সিদ্ধির অভাব কারণ, ইত্যাদি সর্বত্র। কয়েকটি প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাবের উদাহরণ – (ক) তদ্বত্তা-বুদ্ধির প্রতি তদভাববত্তাবুদ্ধি প্রতিবন্ধক। যেমন ঘটবত্তাবুদ্ধির প্রতি ঘটাভাববত্তাবুদ্ধি প্রতিবন্ধক। কোনস্থানে ঘটাভাবের জ্ঞান থাকিলে সেইস্থানে ঘট জ্ঞান হয় না। (খ) তদ্বত্তাবুদ্ধির প্রতি তদভাব-ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান প্রতিবন্ধক। যেমন—যেস্থলে 'অয়ং

বহ্ন্যভাবব্যাপ্যজলবান্' এইভাবে বহ্ন্যভাবের ব্যাপ্যবত্তা জ্ঞান থাকিলে সেইস্থলে বহ্নিমত্তা জ্ঞান হয় না। (গ) জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞানত্বরূপেও (নিশ্চয়-বিশিষ্ট নিশ্চয়ত্বরূপে) প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করা হয়, যেমন 'জলবান্ বহ্ন্যভাববান্' এই নিশ্চয় সহ 'জলবান্ হ্রদঃ' এই নিশ্চয় থাকিলে 'হ্রদঃ বহ্নিমান্' এইরূপ বুদ্ধি হয়না, অতএব তাহাও তদ্বত্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধক। যদবচ্ছেদে যাহার অভাব নিশ্চয় আছে, কোনো অধিকরণে তাহার নিশ্চয় থাকিলে তাহার জ্ঞান হয় না। যাহার জলাবচ্ছেদে বহ্ন্য-ভাব নিশ্চয় আছে (অর্থাৎ জলের ব্যাপকতা বহ্ন্য-ভাবে নিশ্চয় আছে) তাহার কোথাও জলবত্তা নিশ্চয় থাকিলে তথায় বহ্নির জ্ঞান হইবে না। ইহাকেই সংক্ষেপে নিশ্চয়বিশিষ্টনিশ্চয়ত্বরূপে প্রতি-বন্ধকতা বলা হয়। জ্ঞানের প্রতি এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধকতাকে কৢপ্ত প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। ইহা ব্যতিরিক্ত অন্য প্রতিবন্ধকতাকে 'মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে' বা 'স্বাতন্ত্র্যেণ' (স্বতন্ত্রভাবে) প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। যেমন দাহের প্রতি মণি বা মন্ত্রাদির প্রতিবন্ধকতা। অনুমিতির প্রতি সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা। কামিনীজ্ঞান ভিন্ন নিখিল জ্ঞানের প্রতি কামিনীজিজ্ঞাসার প্রতিবন্ধকতা। ২। (কুঃ ১।১০)···উদয়নের মতে প্রতিবন্ধশব্দেই মণ্যাদিকে বুঝায়। মণ্যাদিতে প্রতিবন্ধকশব্দের ব্যবহার গৌণ; প্রতিবন্ধকশব্দের মুখ্যার্থ—প্রতিবন্ধ মণ্যাদির আনয়নকারী পুরুষ। তাহাতে যুক্তি এই যে অচেতন মণ্যাদিতে কর্তৃত্ব সম্ভব নহে বলিয়া কর্তৃত্ববোধক 'ণক' প্রত্যয় তাহাতে সঙ্গত নহে। চেতন পুরুষেই মুখ্যরূপে প্রতিবন্ধকশব্দের প্রয়োগ হইবে।

প্রতিবন্ধাসিদ্ধি—[আঃ বিঃ—১ পৃঃ ৬-৭, চৌঃ] প্রতিবন্ধ-ব্যাপ্তি, তাহার অসিদ্ধি। (এস্থলে 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং'—যেখানে যেখানে সত্ত্ব সেখানেই ক্ষণিকত্ব—এইরূপে পূর্বপক্ষোক্ত সত্ত্বে ক্ষণিকত্বের যে ব্যাপ্তি তাহার অসিদ্ধি। পূর্বপক্ষের দৃষ্টান্ত 'ঘটে'র ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ নয় বলিয়াই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়না—ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়।)।

প্রতিবন্দি (প্রতিবন্দী)—[কুঃ—৩।১] বাধক; প্রতিবন্ধক আপত্তিবিশেষ। প্রতিবাদীর মতের বাধক অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি।

প্রতিবোধ—(প্রতি—বুধ+ঘঞ্)। [ন্যাঃ সূঃ ৪।২।৩৩] জাগরণ, জাগ্রদবস্থা। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জনিত জ্ঞানের অবস্থা। স্থূল বিষয়ভোগের অবস্থা।

প্রতিভান—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৩৬] প্রকাশ, প্রতীতি।

প্রতিযত্ন—[বৈঃ দঃ ৫।২।৭] বিরুদ্ধ প্রযত্ন; ইহা পতনের প্রতিবন্ধক, যথা—উড্ডীন পক্ষীর।

প্রতিযোগিতা—প্রতিযোগীর ধর্ম। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ বা অতিরিক্ত পদার্থ। প্রতিযোগিতা দুই প্রকার—অভাবীয়প্রতিযোগিতা ও সাংসর্গিক প্রতিযোগিতা। (ক) যাহার অভাব প্রতীয়মান হয় তাহাতে সেই অভাবের প্রতিযোগিতা থাকে। যেমন—'ঘটঃ নাস্তি' এই ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটে আছে। 'অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা' (ন্যাঃ কুঃ ৩।২)— অভাবের অভাব যৎস্বরূপ তাহাতে সেই অভাবের প্রতি-যোগিতা থাকে (অর্থাৎ দ্বিতীয় অভাবটি যৎস্বরূপ হইবে তাহাই প্রথম অভাবের প্রতিযোগী হইবে), যেমন—ঘটাভাবের অভাব ঘটস্বরূপ, অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট। বস্তুতঃ—ঐ কারি-কায় 'বিরহ' পদের অর্থ—'জ্ঞানপ্রতিবন্ধক জ্ঞান-বিষয়'। (অনুঃ চিঃ দীঃ পূর্বপক্ষ প্রকরণ পৃঃ ২৮১)। অতএব 'স্বাভাবজ্ঞানপ্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্ব'ই—প্রতিযোগিতার লক্ষণ। ঘটাভাবজ্ঞানের প্রতি-বন্ধক ঘটজ্ঞান, সেইজ্ঞানের বিষয় যে ঘট তাহা ঘটাভাবের প্রতিযোগী। অন্যোন্যাভাব-স্থলে 'ঘটঃ ন' এই অন্যোন্যাভাব বিষয়কজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ জ্ঞান, সেইজ্ঞানের বিষয় ঘট ঘটান্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী। ('বিরহ' পদের ঐরূপ অর্থ না করিয়া যদি 'অভাব' অর্থ করা হয় তাহা হইলে 'অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হয়' এই নিয়ম অনু-সারে ঘটান্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক

ঘটত্বে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে এবং ঘটে অব্যাপ্তি হইবে।) (খ) যে যেসম্বন্ধে থাকে সে সেইসম্বন্ধের প্রতিযোগী, যেমন—সংযোগসম্বন্ধে ঘট ভূতলে আছে অতএব 'ঘটবৎ ভূতলম্' এই-স্থলে সংযোগসম্বন্ধের প্রতিযোগী ঘট। অর্থাৎ ঘটপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধে ঘট ভূতলে আছে। এইভাবে ঘটপ্রতিযোগিকসমবায়সম্বন্ধে ঘট কপালে আছে। সম্বন্ধমাত্রই সপ্রতিযোগিক। 'যৎপ্রতিযোগিক সম্বন্ধ যাহাতে থাকে তাহাতে সেই সম্বন্ধে সেই সম্বন্ধী থাকে' এইরূপ নিয়ম থাকায় সমবায়সম্বন্ধ (স্পর্শাদির সমবায়) বায়ুতে থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধে রূপ বায়ুতে থাকে না, যেহেতু রূপপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধ বায়ুতে নাই। [প্রতিযোগিত্বং ন বিরোধিত্বং সহানবস্থাননিয়মলক্ষণং, গোত্বাশ্বত্বয়োরতথাত্বাদন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিন্যসত্ত্বাচ্চ। কিন্তু যথাধিকরণাভাবয়োঃ স্বরূপবিশেষঃ সম্বন্ধঃ তথা প্রতিযোগিত্বমনুযোগিত্বমপি। (অনু: চিঃ পূর্বঃ পৃঃ ২৮০)]

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক—অভাবীয়প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষক। ধর্ম ও সম্বন্ধভেদে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দুই প্রকার। প্রতিযোগীতে বিশেষণরূপে ভাসে এমন যে ব্যাবর্তক ধর্ম তাহাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম বলা হয়। যেমন ঘটাভাবের (ঘটঃ নাস্তি) প্রতিযোগী ঘট, ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঘটত্ব। যেহেতু তাহা ঘটাংশে বিশেষণীভূত ও ইতরব্যাবর্তক। 'মহানসীয়বহ্নিঃ নাস্তি'— এই মহানসীয় বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয়বহ্নিতে আছে এবং সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক—মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব এই দুইটি ধর্ম। 'গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা নাস্তি'—এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক গুণকর্মান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব, এই দুইটি ধর্ম। 'ঘট-পটোভয়ং নাস্তি' ইত্যাদি উভয়াভাবস্থলে ঘটত্ব, পটত্ব ও উভয়ত্ব এই তিনটি ধর্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। অথবা কেবল ঘটপটোভয়পর্যাপ্ত উভয়ত্বই ঐ স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। যে ধর্ম প্রতিযোগীতে থাকে না এইরূপ ধর্মকেও কেহ কেহ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাববাদী বলা হয়। যেমন—'ঘটত্বেন পটঃ নাস্তি' (পটত্বরূপে পট থাকিলেও ঘটত্বরূপে পট নাই) এইস্থলে পটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক—ঘটত্ব। চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় এই মত স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে প্রতিযোগীতে অবর্তমান ধর্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। ('ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব' শব্দ দ্রষ্টব্য) প্রতিযোগী যে সম্বন্ধে অধিকরণে নাই বলিয়া জ্ঞান হইতেছে সেই সম্বন্ধকে অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলা হয়। যেমন 'অত্র সংযোগেন ঘটঃ নাস্তি' (এখানে সংযোগসম্বন্ধে ঘট নাই) এই-স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। 'মহানসে সমবায়েন বহ্নিঃ নাস্তি'—এইস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়। যে সম্বন্ধে প্রতিযোগী কোথাও থাকেনা সেই সম্বন্ধও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে। যেমন 'সংযোগেন গুণঃ নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ, এই সম্বন্ধে গুণ কোথাও থাকে না। ইহাকে 'ব্যধিকরণ সম্বন্ধ' বলা হয়। ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব সকলে স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব সকলেই স্বীকার করেন। ধ্বংস ও প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ নাই, কেননা 'এই সম্বন্ধে ঘট বিনষ্ট হইল' অথবা 'এই সম্বন্ধে ঘট উৎপন্ন হইবে' এইরূপ প্রতীতি হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাগভাব ও ধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ —যথাক্রমে উত্তরকাল ও পূর্বকাল। (সিঃ জাঃ টীঃ পৃঃ ২৬) নব্যমতে ধ্বংস প্রাগভাবের ন্যায় অন্যোন্যাভাবেরও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ নাই, যেহেতু 'ইহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘট' এইরূপ প্রতীতি হয় না। (সিঃ গাঃ)।

প্রতিযোগিব্যধিকরণ—যে অভাব প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ নহে। অর্থাৎ প্রতিযোগীর সহিত এক অধিকরণে থাকে না। যেমন, গুণাদিতে

যে সংযোগের অভাব আছে তাহা প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ, কেননা ঐ অভাবের প্রতিযোগী যে সংযোগ, তাহা গুণাদিতে নাই; দ্রব্যে যে সংযোগের অভাব আছে তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ নহে, সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় কোনো অধিকরণে ব্যাপিয়া থাকে না, একদেশাবচ্ছেদেই থাকে। যে দ্রব্যে সংযোগের অভাব থাকে তাহাতে অন্যদেশাবচ্ছেদে সংযোগও থাকে, অতএব দ্রব্যে যে সংযোগাভাব আছে তাহা প্রতিযোগীর সহিত একই অধিকরণে থাকায় প্রতিযোগি-সমানাধিকরণ।

প্রতিযোগী—যাহার অভাব, তাহাই প্রতিযোগী যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী—ঘট। এইজন্য ঘটাভাবকে 'ঘট প্রতিযোগিক অভাব' বলা হয়। অভাবের ন্যায় সম্বন্ধেরও প্রতিযোগী আছে। যে যে-সম্বন্ধে থাকে সে সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী। যেমন সংযোগসম্বন্ধে ঘট ভূতলে আছে, অতএব সেই সংযোগ সম্বন্ধের প্রতিযোগী—ঘট। অত্যন্তাভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ অর্থাৎ প্রথম অভাবের প্রতিযোগী ও দ্বিতীয় অভাব একই। যেমন ঘটাভাবের অভাব ঘটস্বরূপ। (অত্যন্তাভাবাভাবঃ প্রতিযোগিরূপঃ। অন্যোন্যাভাবাভাবঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপঃ)।

প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ—যাহা (অভাব) প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ নহে অর্থাৎ প্রতিযোগীর সহিত এক অধিকরণে থাকে না। ইহাকে প্রতিযোগিব্যধিকরণও বলা হয়। যেমন—দ্রব্যে যে সংযোগাভাব আছে তাহা প্রতিযোগিসমানাকরণ, যেহেতু যে দ্রব্যে সংযোগের অভাব আছে সেই দ্রব্যে সংযোগও আছে (কেননা সংযোগ-অব্যাপ্যবৃত্তি) কিন্তু গুণাদিতে যে সংযোগাভাব আছে তাহা প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ, যেহেতু প্রতিযোগী যে সংযোগ তাহা গুণাদিতে থাকে না।

প্রতিসন্ধান (প্রতিসন্ধি)—[ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৬৪] (আঃ বিঃ—৪; পৃঃ ৩৪৩ চৌঃ) ১। অদৃষ্টকারিত জন্মান্তরলাভ। অদৃষ্টনাশে পূর্বজন্মের পরে আর জন্মান্তর না হওয়া=অপ্রতিসন্ধান। ২। প্রত্যভিজ্ঞা; পূর্বাপর প্রত্যয়ে অহং-রূপে প্রত্যয়কারীর প্রতীতি।

প্রত্যক্ষ—(প্রতি+অক্ষ), চতুর্বিধ অনুভবের অন্যতম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ (সম্বন্ধ) হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ। (ন্যায়-সূঃ ১।১।৪) অথবা জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' (তর্কদীঃ প্রঃ) অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণ হইতে উৎপন্ন নহে তাহা প্রত্যক্ষ। অনুমিতির করণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতির করণ—সাদৃশ্যজ্ঞান, শাব্দবোধের করণ—পদজ্ঞান এবং স্মৃতির করণ—পূর্বানুভব। ইহারা সকলেই জ্ঞানরূপ করণ হইতে উৎপন্ন। জীবপ্রত্যক্ষের করণ—ইন্দ্রিয় এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নিত্য হওয়ায় কোনো করণ হইতে উৎপন্ন নহে, অতএব জ্ঞানরূপ করণ হইতে উৎপন্ন না হওয়ায় উভয় প্রত্যক্ষে লক্ষণ সমন্বয় হইল। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন শ্রাবণ, চাক্ষুস, ত্বাচ ও মানস। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহা ঘ্রাণজ। এইভাবে রসনাদি তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের নাম অনুসারে প্রত্যক্ষের নামকরণ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—জন্য ও নিত্য। জীবের প্রত্যক্ষই জন্য প্রত্যক্ষ, তাহা পূর্বোক্ত (ঘ্রাণজাদি) ছয় প্রকার। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য ও সর্ববিষয়ক। প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। সপ্রকারক অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাববিষয়ক প্রত্যক্ষ—সবিকল্পক। নিষ্প্রকারক অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ বিশেষ্যবিশেষণভাবকে বিষয় করে না তাহা নির্বিকল্পক। প্রত্যক্ষভিন্ন সকল জ্ঞান সবিকল্পকই হয়, নির্বিকল্পক হয় না। প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন প্রত্যক্ষকে লৌকিক, এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন প্রত্যক্ষকে অলৌকিক বলা হয়। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তদ্‌গত সামান্য, তাহার সমবায় এবং তাহার অভাব

সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। ২। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, অথবা (প্রাচীনমতে) ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ। ৩। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়। যথা, প্রত্যক্ষ ঘট।

প্রত্যনীকভাব—[ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৪] প্রত্যনীক - অর্থাৎ বিরোধী, তাহার ভাব অর্থাৎ বিরোধিত্ব।

প্রত্যভিজ্ঞা - (প্রতিগতা—অভিজ্ঞাম্) অতীতাবস্থাবচ্ছিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষ। বস্তুর প্রাথমিকজ্ঞানকে 'অভিজ্ঞা' বলা হয় এবং সেই অভিজ্ঞা-জনিত সংস্কার বলে কালান্তরে সেই বস্তুকে 'সোঽয়ম্' (ইহা সেই বস্তু) এইভাবে প্রত্যক্ষ করিলে তাহাকে 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলা হয়। সংস্কার ও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ উভয় মিলিত হইয়া যে জ্ঞান জন্মায় তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা। 'সোঽয়ম্' (সঃ+অয়ম্= ইহা সেই বস্তু)—এইস্থলে 'সঃ' এই তত্তাংশ সংস্কারের দ্বারা উপনীত এবং 'অয়ম্' এই ইদম্ অংশ ইন্দ্রিয়সান্নিকর্ষের দ্বারা বিষয়ীভূত। প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষের অন্তর্গত, এই প্রত্যক্ষ 'সঃ' এই অংশে অলৌকিক এবং 'অয়ম্' এই অংশে লৌকিক।

প্রত্যভিজ্ঞান— (প্রতি—অভি—জ্ঞা+ল্যুট্) [ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৭] ১। পূর্বের বিজ্ঞান ও পরবর্তী বিজ্ঞান এই দুই বিজ্ঞানের যে একটি বিষয়ে প্রতিসন্ধিজ্ঞান। যথা, আমি যে ঘট দেখিয়াছিলাম তাহাই এখন দেখিতেছি, বা স্পর্শ করিতেছি। পূর্বাপর বিজ্ঞানের অভিন্ন কর্তা হইলেই প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে; অপরের দৃষ্ট বিষয়ে অপরের প্রত্যভিজ্ঞা হয় না (বাঃ ভাঃ)। ২। বৌদ্ধমতে 'সোঽয়ং ঘটঃ'—ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাতে দুইটি ভিন্নজ্ঞান হইয়া থাকে। 'সঃ'—এইটি অতীত ঘট বিষয়ক স্মৃতি; আর 'অয়ং'—এইটি বর্তমান ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান। সংস্কার ও ইন্দ্রিয়—এই দুই বিজাতীয় কারণ হইতে একটি জ্ঞান (প্রত্যভিজ্ঞা) উৎপন্ন হইতে পারে না। সংস্কার হইতে স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়াই নিয়ম।

প্রত্যয়—[শঃ প্রঃ] ১। যাহা 'নিভ' ইত্যাদিশব্দ ও নিপাতশব্দ হইতে ভিন্ন এবং অন্যপদার্থের দ্বারা অবিশেষিত স্বীয় অর্থে (অর্থাৎ কেবল স্বার্থে) তিঙর্থের (আখ্যাতার্থের) বোধ জন্মাইতে অসমর্থ এইরূপ শব্দ। যেমন, 'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলে 'অম্' ইত্যাদি শব্দ এবং 'গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে 'তি' ইত্যাদি শব্দকে প্রত্যয় বলা হয়, যেহেতু তাহাদের অর্থ যে কর্মতা ও কৃতি ইত্যাদি, কেবল তাহাতে কদাচ তিঙর্থের অন্বয় হয়না। প্রত্যয় চারিপ্রকার, বিভক্তি, ধাত্বংশ, তদ্ধিত ও কৃৎ। বিভক্তি=সুপ্ ও তিঙ্। ধাত্বংশ=সন্, ক্যঙ্ ইত্যাদি। তদ্ধিত=অণ্, ইঞ্ ইত্যাদি। কৃৎ= তব্য, অনীয় ইত্যাদি। প্রাতিপদিকের (নামের) উত্তর সুপ্‌বিভক্তি, ক্যঙ্ ইত্যাদি কয়েকটি ধাত্বংশ ও তদ্ধিতপ্রত্যয় হইয়া থাকে। ধাতুর উত্তর তিঙ্‌বিভক্তি, সন্ ইত্যাদি ধাত্বংশ ও কৃৎপ্রত্যয় হইয়া থাকে। ২। জ্ঞান। প্রতীতি। ৩। বৌদ্ধমতে কারণকেও 'প্রত্যয়' বলা হয়। এই প্রত্যয় চতুর্বিধ—আলম্বন প্রত্যয়, সমনন্তর প্রত্যয়, অধিপতি প্রত্যয় ও সহকারি প্রত্যয়।

প্রত্যবস্থান—[ন্যাঃ ভাঃ ১।২।২৮] দূষণাভিধান, প্রতিষেধ, খণ্ডন; উপালম্ভ। প্রতিপক্ষরূপে অবস্থান।

প্রত্যাসত্তি—(প্রতীঘাতাবসানা) [ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৩৪] সান্নিধ্য; নিকটে অবস্থিতি। প্রতীঘাতে অবসান সমাপ্তি যাহার এরূপ প্রত্যাসত্তি—অর্থাৎ নিকটে অবস্থিতি বা সান্নিধ্য। ২। অন্যত্র—(ন্যাঃ ভাঃ ২।২।১৭) সন্নিকর্ষ; প্রত্যক্ষের হেতু সংযোগ, সমবায়, সংযুক্ত-সমবায় প্রভৃতি অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ।

প্রদেশবৃত্তিত্ব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ১৭২, বাঃ বিঃ প্রেস্] (আশ্রয়ের) একপ্রদেশে বা একাংশে বিদ্যমানতা; কতকগুলিগুণের ইহা সাধর্ম্য। ইহাকে অব্যাপ্যবৃত্তিত্বও বলে। সংযোগ, বিভাগ, শব্দ এবং আত্মার বিশেষগুণ বুদ্ধি প্রভৃতি প্রদেশবৃত্তি বা অব্যাপ্যবৃত্তি। দেহাবচ্ছেদেই আত্মাতে সুখাদি থাকে, সর্বত্র নহে। (রূপরসাদি অন্য

সকল গুণের সাধর্ম্য—আশ্রয়ব্যাপিত্ব বা ব্যাপ্য-বৃত্তিত্ব)।

প্রপঞ্চ—১। সংসার ২। প্রতারণা ৩। মিথ্যা-জ্ঞান ৪। বিস্তার। ['দেবোঽসৌ বিরতপ্রপঞ্চ-রচনাকল্লোলকোলাহলঃ।' —ন্যাঃ কুঃ ১।১৯ 'প্রপঞ্চঃ প্রতারণা মিথ্যজ্ঞানং বা'—ঐ রামভদ্রী টীঃ। 'প্রপঞ্চস্য মিথ্যাজ্ঞানাদেঃ'—ঐ হরিদাসী টীঃ]

প্রবন্ধ—[আঃ বিঃ ২ ; পৃঃ ৩১৮-১৯ চৌঃ] প্রবাহ ; সম্বন্ধ ; ব্যাপ্তি।

প্রমা—যথার্থজ্ঞান। (প্র—যথার্থ, মা—জ্ঞান)। 'তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞান' অর্থাৎ যাহাতে যে বস্তু আছে তাহাতে সেই বস্তুর জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ যথার্থজ্ঞান-মাত্রকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে 'যথার্থ অনুভবই প্রমা।' স্মৃতি যথার্থ হইলেও 'প্রমা' নহে। যেহেতু স্মৃতির যথার্থতা তাহার মূলীভূত অনুভবের যথার্থতাকে অপেক্ষা করে, সেই হেতু (নিরপেক্ষতা না থাকায়) স্মৃতি প্রমা নহে এবং এইজন্যই স্মৃতির করণ অনুভবকে 'প্রমাণ' বলা হয় না। [যথার্থানুভবো মানমনপেক্ষ-তয়েষ্যতে।—ন্যাঃ কুঃ ৪।১। 'যথার্থানুভবঃ প্রমা' —তাঃ রঃ পৃঃ ৬] গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মত এই যে, প্রমার লক্ষণে অনুভবপদ নিবেশের প্রয়োজন নাই, যথার্থতা না থাকাতেই স্মৃতি প্রমা নহে। জ্ঞানমাত্রই স্বকালবিশেষিত বস্তুকে গ্রহণ করে। স্মৃতি পূর্বানুভবকালীন বস্তুকে স্বসমানকালীনরূপে গ্রহণ করে, অতএব তাহা যথার্থ না হওয়ায় প্রমা নহে। উদয়নাচার্যও বলিয়াছেন—'স্মৃতে-র্যাথার্থ্যমপি কৃতঃ'।—তত্ত্ব চিঃ প্রত্যক্ষঃ পৃঃ ৮৪৫। কুসুমাঞ্জলির টীকাকার রামভদ্র বলেন—বস্তুতঃ যথার্থজ্ঞানই প্রমা, তথাপি নৈয়ায়িকগণ যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলিয়াছেন ইহা তাহাদের পরি-ভাষামাত্র। পূর্বাচার্যগণ স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই, এইজন্যই স্মৃতির প্রমাত্ববারণের জন্য এইরূপ পরিভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। [ন্যাঃ কুঃ ৪।১, রামভদ্রী] প্রামাণ্যবাদে দীধিতি-কারও বলিয়াছেন যে, 'প্রমা' শব্দ বিশ্লেষণ করিলে 'যথার্থজ্ঞান' অর্থই পাওয়া যায়, কিন্তু স্মৃতিকে প্রমা স্বীকার করিলে স্মৃতির করণকে প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়—এই ভয়ে শাস্ত্রকার-গণ স্মৃতির প্রমাত্ব স্বীকার করেন না। [প্রমাপদং হি প্রাত্বর্থতাবচ্ছেদকজ্ঞানত্বপুরস্কারেণৈব যথার্থ-জ্ঞানমভিধত্তে। স্মৃতিহেতোঃ প্রমাণান্তরতাপত্তেস্তু ভীতাস্তান্ত্রিকাঃ শাস্ত্রে প্রমাব্যবহারৌপয়িকং স্মৃতিব্যাবৃত্তং রূপমনুমন্যন্তে। —প্রামাণ্যবাদ-দীধিতি] প্রমা দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। ঈশ্বরীয় প্রমাজ্ঞান নিত্য ও জীবের প্রমাজ্ঞান অনিত্য।

প্রমাণ — [প্রমীয়তে অনেন=প্র-মা+ল্যুট্ (করণে)] ১। প্রমার (প্রমিতির) করণ। 'প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণম্' (বাৎঃ ভাঃ ১।১।১) প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হইয়া থাকে। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ—এই চতুর্বিধ প্রমার ভেদবশতঃ প্রমাণও চতুর্বিধ। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। [প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি' —ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩] বৈশেষিকমতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। তাঁহাদের মতে উপমান ও শব্দ অনুমানের অন্তর্গত। প্রমাণের সংখ্যাবিষয়ে মতভেদ—[প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ। অনুমানং চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে অপি। ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন। অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহ প্রভাকরঃ। অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা। সম্ভবৈ-তিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥ —মান-সোল্লাস ২।১৭-১৯।- তাঃ রঃ পৃঃ ৫৬]। প্রত্যক্ষ প্রমাণ- ইন্দ্রিয়। অনুমান প্রমাণ ব্যাপ্তিজ্ঞান (প্রাচীন মতে—পরামর্শ, প্রাচীন মতান্তরে—ব্যাপ্যরূপে জ্ঞায়মান হেতু।)। উপমান প্রমাণ—সাদৃশ্যজ্ঞান। শব্দ প্রমাণ—পদজ্ঞান। ২। প্রমা-জ্ঞানের আশ্রয়।— 'তন্মে প্রমাণং শিবঃ'—ন্যাঃ কুঃ ৪।৬। ৩। (প্র—মা+ভাবে ল্যুট্) প্রমা বা প্রমিতিরূপ যথার্থ জ্ঞান।

প্রমাতা—(প্র—মা+তৃচ্ = প্রমাতৃ) প্রমাজ্ঞানের আশ্রয়। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই সমবায়সম্বন্ধে প্রমাজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় প্রমাতা। 'যস্যেপ্সা-জিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা' (বাৎ ভাঃ ১।১।১) অর্থাৎ যাহার ঈপ্সা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) ও জিহাসা (ত্যাগের ইচ্ছা) হইতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয় তাহাকে 'প্রমাতা' বলে। - এইরূপ প্রমাতা একমাত্র জীবই হইতে পারে।

প্রমিতি—প্রমাজ্ঞান। প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুভব। প্রমিতি ৪ প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ।

প্রমাদ—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।১।৩] পূর্বে কর্তব্যরূপে নিশ্চিত থাকিলেও অকর্তব্য বলিয়া বুদ্ধি, অথবা পূর্বে অকর্তব্য বলিয়া নিশ্চিত থাকিলেও কর্তব্য বলিয়া বুদ্ধি। ঐরূপ বিপরীতবুদ্ধিবশতঃ কর্তব্যের অকরণ, অথবা অকর্তব্যের অনুষ্ঠান। অমনোযোগ; অনবধানতা।

প্রমুষ্টতত্তাংশ—(বা—প্রমুষ্টতত্তাক) [প্রত্যক্ষ চিঃ পৃঃ ৮৪০-৮৪৫] যে স্মৃতিতে (স্মরণে) তত্তাংশের প্রমোষ (অগ্রহ) ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ স্মৃত্যাত্মক জ্ঞানমাত্রেই বিষয়ের সহিত তত্তা-অংশের ভান হয়, যেমন—পূর্বে অনুভূত ঘটের কালান্তরে স্মরণ হইলে 'স ঘটঃ' এইভাবে তত্তাংশ সম্বলিত ঘটকে বিষয় করে। ভ্রমস্থলে যে শুক্তিকে (চাকচিক্যযুক্ত বস্তুকে) প্রত্যক্ষ করিয়া সাদৃশ্য-বশতঃ রজতের স্মৃতি হয় তাহাতে দোষবশতঃ তত্তা অংশের ভান হয় না ইহাই তত্তাংশের প্রমোষ। এইভাবে তত্তাংশ প্রমুষ্ট হওয়ায় 'তদ্ রজতম্' এইরূপে স্মরণ না হইয়া কেবল 'রজতম্' এইরূপে প্রমুষ্টতত্তাক স্মরণ হয়। ইহা অখ্যাতি-বাদী প্রভাকরের মত।

প্রমেয়—(প্র-মা+যৎ) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১; ১।১।৯] যথার্থজ্ঞানের বিষয়। প্রমাণের দ্বারা যে সকল পদার্থ সিদ্ধ হয়। প্রমাণসকলও যথার্থ-জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং প্রমেয়; তথাপি প্রমাণাতিরিক্ত প্রমেয়পদার্থকেই সাধারণতঃ দর্শনশাস্ত্রে প্রমেয় বলা হয়। ন্যায়দর্শনে গোতম প্রকৃষ্ট মেয় —এইরূপ বিশেষ পারিভাষিক অর্থে মোক্ষের হেতু যে তত্ত্বজ্ঞান তাহার বিষয় পদার্থসকলকেই 'প্রমেয়' সংজ্ঞা দিয়াছেন। গোতমের মতে—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ—এই দ্বাদশটি প্রমেয়। ইহা ন্যায়সূত্রে উদ্দিষ্ট ষোড়শ-পদার্থের দ্বিতীয় পদার্থ। [আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।— ন্যাঃ সূঃ ১।১।৯] ইহাদের মধ্যে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি ও মন ইহারা কারণরূপ প্রমেয়, এবং অবশিষ্ট ছয়টি কার্যরূপ প্রমেয়। শরীর হইতে দুঃখ পর্যন্ত ১০টি প্রমেয় হেয়, এবং আত্মা ও অপবর্গ এই দুইটি উপাদেয়।

প্রযত্ন—(যত্ন) [প্র—যত+নঙ্] কৃতি, উৎসাহ, উদ্যোগ ইত্যাদি যাহার নামান্তর, তাদৃশ সবিষয়ক আত্মগুণবিশেষ। চেষ্টা বা ক্রিয়াই প্রযত্নের বিষয়। [প্রযত্নস্ত্বাত্মধর্মঃ স্যাদুৎসাহো ভাবনা চ সঃ। —তাঃ রঃ পৃঃ ১৪৫, 'প্রযত্নত্বসামান্যবান্ প্রযত্ন-ব্যবহারাসাধারণকারণং প্রযত্নঃ।'- সঃ পঃ পৃঃ ৬০] প্রযত্ন তিন প্রকার- প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। যাহাতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকে তাহাতে প্রবৃত্তি হয়। যাহাতে অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকে তাহা হইতে নিবৃত্তি হয়। জীবমাত্রেই যাবজ্জীবন বর্তমান যে যত্ন তাহাকে জীবনযোনি যত্ন বলা হয়। এই যত্ন প্রাণিমাত্রেরই প্রাণসঞ্চারের অর্থাৎ অধিক শ্বাসাদির কারণ। দৌড়াইবার সময় বা অন্য বিশেষ কার্যের সময় শ্বাসাদি ক্রিয়ার যে উৎকর্ষ দেখা যায়, তাহার কারণ এই জীবনযোনি যত্ন।

প্রয়োগোপাধি—(যে উপাধি অর্থাৎ ধর্ম শব্দের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করে) যাহা কোনও একটি পদের শক্তির বিষয় নহে, অথচ স্বাশ্রয় ব্যতীত অন্য বস্তুতে তৎপদ জনিত শাব্দবোধবিষয়তার ব্যাবর্তক তাহা সেইপদের প্রয়োগোপাধি যেমন—ধেনুপদের প্রয়োগোপাধি—গোত্ব। ধেনুপদের ধানকর্মতাবিশিষ্ট পদার্থে শক্তি থাকায় 'ধেনু'পদ হইতে গাভীর ন্যায় মহিষী প্রভৃতিরও বোধ

হইতে পারে তাহা বারণের জন্য গোত্বকে ধেনু পদের প্রয়োগোপাধি স্বীকার করা হয়। গোত্ব ধেনুপদের শক্তির বিষয় নহে অথচ স্বাশ্রয় অর্থাৎ গোত্বের আশ্রয় যে গো তদ্‌ব্যতীত অন্যবস্তুতে (মহিষী প্রভৃতিতে) ধেনুপদজন্য শাব্দবোধের বিষয়তা বারণ করিতেছে। (বিধিবাদ মাথুরী—৪৮ পৃঃ)।

প্রযোজক [আঃ বিঃ—১ ; পৃঃ ৩৬,৩৭ চৌঃ] ১। কারণ ও কারণতাবচ্ছেদককে প্রযোজক বলা হয়। কারণমাত্রই প্রযোজক হইলেও প্রযোজক মাত্রই কারণ নহে। কারণও প্রযোজকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহা পঞ্চবিধ অন্যথাসিদ্ধিশূন্য, অথচ নিয়তপূর্ববর্তী তাহা কারণ, এবং যাহা কারণতাবচ্ছেদকভিন্ন চতুর্বিধ অন্যথাসিদ্ধিশূন্য অথচ নিয়ত পূর্ববর্তী তাহা প্রযোজক। যেমন—ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডত্ব (প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায়) কারণ না হইলেও প্রযোজক হইতে পারে। অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ, কারণতাবচ্ছেদক -ব্যাপ্তি। কারণতাবচ্ছেদকরূপ অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় ব্যাপ্তি অনুমিতির কারণ নহে, কিন্তু প্রযোজক হইতে পারে। [কারণতাবচ্ছেদক-ব্যাবৃত্তান্যথাসিদ্ধিচতুষ্টয়শূন্যত্বে সতি নিয়তপূর্ববর্তিত্বং প্রযোজকত্বম্] (বিধিবাদ মাথুরী, ২১ পৃঃ) ২। কারণতাবচ্ছেদক; যথা বীজত্ব অঙ্কুরের প্রতি ; বীজত্ব বীজের কারণতার অবচ্ছেদক (ব্যাবর্তক, নির্ণায়ক) বলিয়া অঙ্কুরের প্রয়োজক। ৩। কারণের কারণ, অথবা পরম্পরায় কারণ। যথা, কাশীমরণ মুক্তির প্রযোজক (তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ-কারণ) ৪। যে কর্তা অন্য কোনও কর্তাকে কার্য করায় ; হেতুকর্তা।

প্রয়োজন—(প্র—যুজ্+ল্যুট্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১ ; ১।১।২৪] ১। যাহা উদ্দেশ্য করিয়া মানুষ প্রবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তির হেতু ইচ্ছার বিষয়। প্রয়োজন দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ ; মুখ্য প্রয়োজন -সুখ ও দুঃখাভাব। সুখ ও দুঃখাভাবের ইচ্ছার অধীন সুখ ও দুঃখাভাবের সাধন পদার্থে যে ইচ্ছা তাহার বিষয় পদার্থসকল গৌণ প্রয়োজন (যথা-গৃহ-বিত্তাদি)। ন্যায়সূত্রে উদ্দিষ্ট চতুর্থ পদার্থ। ২। শাস্ত্রারম্ভের হেতু যে জ্ঞান তাহার বিষয় অনুবন্ধচতুষ্টয়ের অন্যতম।

প্রলয়—(প্র+লী+অচ্) [কুঃ—২।১] সকল জন্যপদার্থ বা উৎপন্ন পদার্থের যুগপৎ বিনাশ। ন্যায়মতে—প্রলয় দ্বিবিধ—খণ্ডপ্রলয় ও মহা-প্রলয় ; খণ্ডপ্রলয়ে সকল উৎপন্ন দ্রব্যের নাশ হয়। মহাপ্রলয়ে সকল উৎপন্ন ভাব কার্যপদার্থের বিনাশ হয়। পুরাণ ও বেদান্তমতে—প্রলয় চতুর্বিধ—নিত্যপ্রলয়—সুষুপ্তি ; নৈমিত্তিকপ্রলয়- কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসাননিমিত্ত তিনলোকের (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) মাত্র প্রলয়। প্রাকৃতপ্রলয়—কার্যব্রহ্মের বিনাশহেতু সকল কার্যপদার্থের প্রকৃতিতে লয় বা বিনাশ। চতুর্থ—আত্যন্তিক-প্রলয়—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞান (বা প্রকৃতি) নাশ হইয়া সকল কার্যের আত্যন্তিক বিনাশ ও সকল জীবের মোক্ষ। মীমাংসকমতে—সংসার বীজাঙ্কুরন্যায়ে প্রবাহরূপে অনাদি অনন্ত বলিয়া প্রলয়ে প্রমাণের অভাববশতঃ প্রলয় স্বীকৃত হয় না।

প্রলীনমনস্ক—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৪৩৬ (বাঃ বিঃ সং)] ক্লান্ত মন যখন বাহেন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিত আত্ম-প্রদেশে (মেধ্যানামক নাড়ীতে) নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে—তখনই পুরুষ প্রলীনমনস্ক হয় (ন্যায়কন্দলী)। অন্তরিন্দ্রিয়ানধিষ্ঠিত বাহেন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিতে না পারায় তখন ইন্দ্রিয়-সমূহও উপরত হয়।

প্রবৃত্তি—(প্র—বৃত+ক্তিন্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।২ ; ১।১।১৭, ৪।১।১] ১। ধর্ম ও অধর্মের জনক শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের শুভ ও অশুভ চেষ্টা (ন্যায়-সূত্রে) ; ধর্ম ও অধর্ম (বাৎঃ ভাঃ)। ২। উৎকট রাগজনিত আত্মার প্রযত্ন-বিশেষ। (প্রযত্ন ত্রিবিধ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি)। প্রবৃত্তির উৎপত্তিক্রম, যথা—প্রথমতঃ (সুখাদি) ফলের জ্ঞান হইতে ফলে ইচ্ছা জন্মে ; তদনন্তর সেই ফলের উপায়ে ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান জন্মে, তার পর উপায়ে ইচ্ছা বা চিকীর্ষা জন্মে। তদনন্তর সেই উপায়ে প্রযত্ন

বা কৃতি (প্রবৃত্তি) জন্মে। তাহা হইতে শরীরাদিতে চেষ্টা উৎপন্ন হয়। স্থলবিশেষে এই শরীরাদির চেষ্টাকেও প্রবৃত্তি বলা হয়। (প্রযত্নাত্মক প্রবৃত্তি তার্কিক ও মীমাংসকমতে আত্মার ধর্ম বা গুণ। সাংখ্যবেদান্তমতে বুদ্ধির ধর্ম।) ৩। ন্যায়সূত্রে ও ভাষ্যে শরীর, বাক্ ও মনের আরম্ভ বা চেষ্টাকে, অর্থাৎ দশবিধ পুণ্য ও পাপকে প্রবৃত্তি বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, ও মনের চেষ্টার অনুকূল আত্মসমবেত প্রযত্নকে বুঝাইয়াছে। ...এই প্রবৃত্তি দ্বিবিধ– কারণরূপ ও কার্যরূপ। যত্নত্বজাতিবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ সে প্রযত্ন বা কৃতি তাহাই কারণরূপ। ধর্মাধর্ম বা অদৃষ্টই কার্যরূপ প্রবৃত্তি (বিঃ বৃঃ ৪।১।১।) ।

প্রবৃত্তিসামানাধিকরণ্যনিয়ম—[আঃ বিঃ ১; পৃঃ ১৪৮ চৌঃ] প্রবৃত্তির সহিত সামানাধিকরণ্যের অর্থাৎ এক অধিকরণে বিদ্যমানতার নিয়ম। যেখানে যেখানে প্রবৃত্তি সেখানেই যাহা থাকে তাহার প্রবৃত্তির সহিত সামানাধিকরণ্যের নিয়ম আছে, বলা যায়। অথবা, প্রবৃত্তির নিয়ম এবং সামানাধিকরণ্যের নিয়ম। ভিন্নার্থক অনেক শব্দের যদি একই অর্থে (অধিকরণে) তাৎপর্য হয় তাহাকে সামানাধিকরণ্য বলা হয়; যথা, ইহা গরু (অয়ং গৌঃ) ইত্যাদি।

প্রবৃত্তিনিমিত্ত—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ৫৪] ১। শব্দের প্রবৃত্তির অর্থাৎ প্রয়োগের নিমিত্ত; যে ধর্ম থাকাতে কোনও পদার্থ বুঝাইতে শব্দবিশেষের প্রয়োগ হয়; ২। শক্যতাবচ্ছেদক। যথা ঘটপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত—ঘটত্ব। যেহেতু ঘটপদের ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকার করা হয় অতএব ঘটত্ব শক্যতবাচ্ছেদক। প্রবৃত্তিনিমিত্তের লক্ষণ—(শক্তিবাদ) বাচ্যত্বে সতি বাচ্যবৃত্তিত্বে সতি বাচ্যোপস্থিতিপ্রকারত্বম্ – যাহা পদবিশেষের বাচ্য অথচ বাচ্য অর্থে বর্তমান এবং বাচ্যার্থবিষয়ক উপস্থিতিতে প্রকারীভূত, তাহাই সেইপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। যেমন—ঘটত্ব ঘটপদের বাচ্য, (কেননা ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়সম্বন্ধ এই তিনটিতে ঘটপদের শক্তি স্বীকার করা হয়, অতএব এই তিনটি ঘটপদের বাচ্য বা শক্য।) অথচ ঘটপদবাচ্য যে ঘট তাহাতে বর্তমান (অতএব বাচ্যবৃত্তি) এবং ঘটপদ হইতে যে ঘটপদার্থের উপস্থিতি (স্মৃতি) হয় তাহা ঘটত্বরূপেই হয়; অতএব তাহা বাচ্যের উপস্থিতিতে প্রকারীভূত ধর্ম হইয়াছে। 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত' শব্দের বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় যে, যাহা প্রবৃত্তির অর্থাৎ তত্তৎপদব্যবহারের নিমিত্ত (প্রযোজক)। যদ্ধর্মবিশিষ্ট অর্থে যে পদের মুখ্য ব্যবহার হয় তাহা সেইপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত।

প্রসক্তি—১। অনুমিতি ২। আপত্তি (প্রসঙ্গ) ['প্রসক্তিরনুমিতিরাপত্তির্বা' সব্যঃ দীঃ পৃঃ ৭] ৩। প্রাপ্তি ('প্রসক্তং হি নিষিধ্যতে' ইত্যাদিস্থলে) ৪। ব্যাপকতা (অতিপ্রসক্তি = অতিব্যাপ্তি। অপ্রসক্তি = অব্যাপ্তি)(কেবঃ জাঃ পৃঃ ১৪)।

প্রসংখ্যান- [ন্যাঃ ভাঃ ৪।২।১, ২, ৪৬] তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ নির্ণয় (তাহার ফলে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ, অথবা রূপাদি বিষয়ে সঙ্কল্প ও অভিলাষ পরিত্যাগ হয়।) ।

প্রসঙ্গ—১। সম্ভাবনা, আপত্তি, যথা,—অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গ, ২। সঙ্গতিবিশেষ, স্মৃতপদার্থের উপেক্ষানর্হত্বই প্রসঙ্গসঙ্গতি। ৩। (২।১।৭) ন্যায়সূত্রে প্রকৃষ্ট সঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি এই বিশেষ অর্থে প্রসঙ্গ শব্দের ব্যবহার আছে।

প্রসঙ্গসমা (জাতি)– [ন্যাঃ সূঃ—৫।১।৯] দৃষ্টান্তে সাধ্যের সদ্ভাবে যে প্রমাণ তাহার অনভিধানহেতু (অর্থাৎ না বলাতে) প্রমাণাভাবের দোষারোপই প্রসঙ্গসমাজাতি। অথবা, হেতুর আবার হেতু বলা প্রয়োজন—এইরূপ আপত্তি প্রসঙ্গসমা। অথবা, দৃষ্টান্তের পুনরায় প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত, তাহাতে আবার প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে —এইরূপ আপত্তি (বাৎ : ভাঃ, বিঃ বৃঃ)।

প্রসঞ্জক—১। অনুমাপক ২। আপাদক [সাধ্য তদভাবপ্রসঞ্জক ইতি ন ত্রিতয়সাধারণং লক্ষণম্। একস্য উভয়ং প্রত্যহেতুত্বাদনাপাদকত্বাচ্চ। (অনুঃ চিঃ সব্যভিচার)]

প্রসজ্যপ্রতিষেধ—অত্যন্তাভাব। [প্রসজ্য—

প্রসক্তিং সম্পাদ্য (আরোপ্য) প্রতিষেধঃ নিষেধঃ যেমন—'বায়ৌ রূপং নাস্তি' এইস্থলে নঞ্‌এর অর্থ প্রসজ্যপ্রতিষেধ। যেহেতু বায়ুতে রূপের আরোপ করিয়াই পশ্চাৎ নঞের দ্বারা তাহার নিষেধ করা হইতেছে। অথবা—প্রসজ্য বিধায় বিহিতস্য প্রতিষেধঃ। "প্রসজ্য ক্রিয়াগুণৌ ততঃ পশ্চান্নিবৃত্তিং করোতি' ইতি মহাভাষ্য-প্রামাণ্যাৎ" (লঃ মঞ্জুষা) অর্থাৎ গুণ, ক্রিয়াদির বিধিপূর্বক নিষেধই প্রসজ্যপ্রতিষেধ। 'প্রসজ্য-প্রতিষেধ' একটি পদ হইলেও কোনো কোনো স্থলে কেবল 'প্রসজ্য' পদের ব্যবহার দেখা যায়, ইহা 'নামৈকদেশগ্রহণে নামগ্রহণম্' এই রীতি অনুসারে বুঝিতে হইবে। শাব্দিক সম্প্রদায় বলেন যে—অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র নিষেধে চ প্রধানতা। প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্‌॥ (বাক্যপদীয়)। যে স্থলে বিধি অপ্রধান ও নিষেধ প্রধান এবং ক্রিয়ার সহিত নঞের অন্বয় হয়, সেইস্থলে নঞের অর্থ—প্রসজ্যপ্রতিষেধ। যেমন —'সুরাং ন পিবেৎ'। প্রসজ্যপ্রতিষেধার্থক নঞ্‌এর যোগে তৎপুরুষসমাস হয় না, অব্যয়ী-ভাবসমাস হয়। যেমন—ঘটস্য অভাবঃ, অঘটম্। পক্ষধর মিশ্রের মতে ঐরূপস্থলে 'অঘটঃ' এইরূপ তৎপুরুষসমাসই হইবে, অব্যয়ীভাব হইবে না। (শব্দঃ প্রঃ পৃঃ ২০৩)। বস্তুতঃ অন্যরূপদস্পদের সহিত প্রসজ্যার্থক নঞের তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে, অন্যত্র হইবে না। এই জন্যই কিরণাবলী-গ্রন্থে 'বাদিনামবিবাদঃ' এইরূপ পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব প্রসজ্যার্থে 'অঘটঃ' এইরূপ প্রয়োগ হইবে না।

প্রসিদ্ধি—জ্ঞান। নিশ্চয়।

প্রস্থান—(প্র – স্থা + করণে ল্যুট্) ১। যাহার দ্বারা প্রস্থান (গমন) করা হয় ; মার্গ, পথ। যে উপদেশের সাহায্যে লক্ষ্যে (মোক্ষে) গমন করা হয়। 'মার্গে উপদেশে চ'। যথা, শ্রুতি, স্মৃতি, ও ন্যায়ের প্রদর্শক উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বেদান্তের প্রস্থানত্রয়। ২। বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয়। ৩। (প্র – স্থা + ভাবে ল্যুট্) গমন, যুদ্ধার্থে গমন।

প্রাগভাব—(প্রাক্ + অভাব।) উৎপত্তির পূর্বে বর্তমান যে অভাব। যে অভাব থাকিলে 'ভবিষ্যতি' (ইহা হইবে) এইরূপ ব্যবহার হয়। অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ। প্রাগভাবের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই, কিন্তু অন্ত অর্থাৎ বিনাশ আছে। যে বস্তু ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে অনাদি কাল হইতে উৎপত্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রাগ-ভাব থাকে, সেই বস্তুর উৎপত্তিক্ষণে তাহার প্রাগভাবের নাশ হয়। উৎপন্ন বস্তুর পুনরায় উৎপত্তি বারণের জন্য 'প্রাগভাব' নামক একটি স্বতন্ত্র অভাব স্বীকার করা হয়। কার্যমাত্রের প্রতি প্রাগভাব অন্যতম কারণ, অতএব কোনও বস্তু উৎপন্ন হইলে তখন তাহার প্রাগভাব না থাকায় (অন্য কারণ থাকিলেও) সেই বস্তুর পুনঃ উৎপত্তি হয় না। কিন্তু প্রাগভাবের সাধক ঐ যুক্তিকে সকলে স্বীকার করেন না, যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যের উৎপত্তির প্রতি সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করা হয়, অতএব যে কপালে (সমবায়িকারণে) পুনঃ ঘট উৎপন্ন হইবে, সেই কপালে সমবায়সম্বন্ধে ঘট থাকায় তাহাই উৎ-পত্তির প্রতিবন্ধক হইবে। অতএব উৎপন্নবস্তুর পুনরুৎপত্তি বারণের জন্য প্রাগভাব স্বীকার ব্যর্থ। এইজন্য অনেক প্রাগভাব স্বীকার করেন না। ['প্রাগভাবানঙ্গীকারে তদঘটিত……' অদ্বৈঃ চিঃ পঙ্‌ক্তো পৃঃ ১১৮৬] প্রাগভাব প্রতিযোগীর সম-বায়ীকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং প্রতিযোগীর উৎপত্তি কালে বিনষ্ট হয়। যেমন—ঘটের প্রাগ-ভাব কপালে থাকে, যেহেতু ঐ প্রাগভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহার সমবায়ী কপাল। অন্য সময়ে অর্থাৎ প্রতিযোগীর সমবায়ীর উৎপত্তির পূর্বে কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে। শব্দের প্রাগ-ভাব আকাশে এবং জ্ঞানাদির প্রাগভাব আত্মাতে থাকে। এইভাবে সর্বত্র জ্ঞাতব্য। ধ্বংসের প্রাগভাব প্রতিযোগীর যে প্রতিযোগী তাহার সমবায়ীতে থাকে। যেমন - ঘটধ্বংসের প্রাগভাব কপালে থাকে। কোনও সামান্যধর্ম প্রাগভাবের

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না। অতএব প্রাগভাবকে সামান্যাভাব বলা যায় না। প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও স্বীকার করা হয়না। প্রাচীনমতে ধ্বংস এবং প্রাগভাবকেও সামান্যাভাব বলা হয় এবং তাহাদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও স্বীকৃত হয়। [নহি তয়োঃ সামান্যাভাবত্ববাদিমতেঽপি···'—(সিঃ দীঃ পৃঃ ২৪), 'প্রাগভাবধ্বংসয়োরপি উত্তরকালপূর্বকালাবেব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধৌ···'—(সিঃ জাঃ পৃঃ ২৬)।

প্রাচী—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ১২৫] (বিঃ বিঃ প্রেস্) পূর্বদিক। প্র=প্রথমম্ অস্যাম্ অঞ্চতি সবিতা—ইতি প্রাচী। অর্থাৎ প্রথম এইদিকে সূর্য গমন করে—এইহেতু ইহা প্রাচী। প্রাচী প্রভৃতি দিকের নাম বা সংজ্ঞা অন্বর্থা,– অর্থাৎ অর্থ অনুযায়ী নাম বা সংজ্ঞা করা হইয়াছে। এইরূপ প্রতীপম্ অঞ্চতি ইতি প্রতীচী ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। দিক্ এক সর্বব্যাপী হইলেও উপাধিভেদে উপচরিতভাবে (ভক্ত্যা) দশ দিক্ স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রাতিভ—(প্রতিভা+অণ্) [ন্যাঃ সূঃ ৩।২।৩৫] ১। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি জ্ঞানের কারণ ব্যতিরেকেই যে বহির্বিষয়ক মানসপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রাতিভজ্ঞান কহে। যথা, 'আমার মন বলিতেছে—আমার ভ্রাতা আগামীকল্য আসিবে।' এইরূপ জ্ঞান সফল অর্থাৎ যথার্থ হইলে প্রত্যক্ষপ্রমা বলিয়া স্বীকৃত হয়।·· পুরুষের কর্মবিশেষই প্রাতিভজ্ঞানের হেতু। (বাৎঃ ভাঃ)। ২। শাস্ত্রকার ঋষিগণের গ্রন্থে কথিত বা অকথিত অতীন্দ্রিয় ধর্মাদিবিষয়ে ধর্মবিশেষজনিত যে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রাতিভজ্ঞান বা আর্ষজ্ঞান বলে। ইহা প্রায়শঃ দেবতা, ঋষিদেরই হইয়া থাকে। কখনো কখনো প্রাতিভজ্ঞান লৌকিকগণেরও হয়, যথা, আমার কন্যা বলিতেছে– 'আমার হৃদয় বলিতেছে যে আমার ভ্রাতা আগামী কল্য আসিবে।' ··· ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রমাণ ব্যতিরেকে যে জ্ঞান তাহাই প্রাতিভজ্ঞান (ন্যায়কন্দলী)।

প্রাতিস্বিক—একমাত্রগত বিশেষধর্ম। যাহা বস্তুর স্বগত ধর্ম। যেমন—তদ্‌ব্যক্তিত্ব, তদ্‌ঘটত্ব ইত্যাদি। 'প্রাতিস্বিকরূপেণ তাসাং নিবেশে তু নাপ্যভাবদ্বয়মিতি মূলাসঙ্গতিঃ'—(গঙ্গতা জাঃ)।

প্রাদেশিক - দৈশিক অব্যাপ্যবৃত্তি। যাহা নিজ অধিকরণে ব্যাপিয়া থাকে না। অর্থাৎ যাহা নিজ অধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না পরন্তু কিঞ্চিৎ দেশাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, বৃক্ষে শাখাবচ্ছেদে কপিসংযোগ আছে, মূলদেশাবচ্ছেদে নাই, অতএব তাহা দৈশিক অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় প্রাদেশিক। ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার, শব্দ, সংযোগ ও বিভাগ—ইহারা প্রাদেশিক। (ভাষা পঃ ৯৯ কা)।

প্রাপ্তিসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ– ৫।১।৭] প্রাপ্তিদ্বারা বিরোধ করিলে তাহা প্রাপ্তিসমা। অর্থাৎ—হেতু যদি সাধ্যের সহিত প্রাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ সম্বন্ধ হইয়া সাধ্যকে সাধন করে তবে সম্বন্ধটি পূর্ব হইতেই জ্ঞাত থাকায় হেতু ও সাধ্যের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব হইতে পারে না। সুতরাং হেতুটি সাধ্যের সাধক (জ্ঞাপক, অনুমাপক) হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি করিলে প্রাপ্তিসমা জাতি বা প্রাপ্তিসম প্রতিষেধ হইয়া থাকে।

প্রাপ্যকারিত্ব—বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিষয়কে গ্রহণ করা। প্রাপ্যকারিত্ব ইন্দ্রিয়ের ধর্ম। বিষয়ের সহিত সংযুক্ত (সম্বন্ধ) না হইয়া ইন্দ্রিয় বিষয়কে গ্রহণ করে না, এইজন্য ইন্দ্রিয়মাত্রই প্রাপ্যকারী, ইহা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও মীমাংসকগণের মত। বৌদ্ধমতে চক্ষু ও শ্রোত্র ভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী। জৈনমতে চক্ষুভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী। (ষড়্‌দঃ সমুঃ, গুণরত্ন পৃঃ ২৩৪)।

প্রামাণ্য—১। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগত ধর্মবিশেষ। প্রমাজ্ঞানের করণত্ব। প্রমাণত্ব। ২। প্রমাত্ব বা তদ্বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানত্ব। যথা প্রামাণ্যং পরস্ত উৎপদ্যতে জ্ঞায়তে চ' ইত্যাদি স্থলে যাহাতে যে বস্তু আছে তাহাতে তাহার জ্ঞান হইলে

সেই জ্ঞানে প্রমাত্ব বা প্রামাণ্য থাকে। এই জ্ঞানগত প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) জ্ঞানে স্বতঃই উৎপন্ন হয় (সামান্যতঃ জ্ঞানমাত্রের যে সামগ্রী তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়) এবং সে সামগ্রীবশতঃ জ্ঞানের জ্ঞান হয় সেই সামগ্রী বশতঃই জ্ঞানগত প্রামাণ্যের জ্ঞান হয়, ইহা মীমাংসকগণের মত। নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতঃ উৎপন্ন হয় না, জ্ঞানসামান্যের সামগ্রী হইতে অতিরিক্ত 'গুণ'কে অপেক্ষা করে। গুণজন্য হইলেই জ্ঞানে প্রমাত্ব থাকে অর্থাৎ জ্ঞান প্রমা হয়। এইভাবে প্রমাত্বের জ্ঞানও জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী হইতে অতিরিক্ত সামগ্রীকে অপেক্ষা করে (জ্ঞানের জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান অনুব্যবসায়গম্য হইলেও জ্ঞানগত প্রমাত্বের জ্ঞান অনুমানগম্য (ইদং জ্ঞানং প্রমা সংবাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ—এইরূপ অনুমিতি দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য জানা যায়)।

প্রায়ণ—(প্র—অয়+ল্যুট্) [স্থাঃ সূঃ ৩।২।৭১] কর্মফলের ভোগ সমাপ্ত হইলে কর্মাশয় (অদৃষ্ট) ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে শরীরের পতন।

প্রারব্ধ (কর্ম)—প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হইয়াছে স্বকার্য যাহা দ্বারা; যে সকল কর্মের অর্থাৎ অদৃষ্টের (ধর্মাধর্মের) ফল ভোগ করিবার জন্য দেহবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রারব্ধ (কর্ম)। কর্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। পূর্ব-পূর্ব জন্মের যে সকল কর্ম (অদৃষ্ট) প্রারব্ধ হয় না, তাহাই সঞ্চিত। আর বর্তমান জন্মে যাহা করা হইতেছে তাহা ক্রিয়মান। অপর সকল কর্ম আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ-ব্যতিরেকে ক্ষয় হয় না। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা প্রারব্ধ অধর্ম ক্ষয় হয়, যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত ভোগস্থানীয়।

প্রেক্ষাবান্—মোক্ষসাধনীভূততত্ত্বজ্ঞানচিকীর্ষা-বান্। (তত্ত্বচিঃ প্রত্যক্ষ: মাথুরী পৃঃ ১১৫) মোক্ষের কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রেক্ষাবান্ বলা হয়। অথবা—[প্রকর্ষেণ ঈক্ষণং প্রেক্ষা তদ্বন্তঃ। হেয়োপাদেয়বিবেকনিপুণধিষণাতিশয়বন্ত ইতি যাবৎ।] হেয় উপাদেয় বিষয়ে বিবেকসম্পন্ন প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ ব্যক্তি। অথবা—[যস্যামুৎপদ্যমানায়ামবিদ্যা নাশমর্হতি। বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে॥] যাহা উৎপন্ন হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় সেইরূপ আত্ম-অনাত্মবিবেককারিণী বুদ্ধিকে 'প্রেক্ষা' বলা হয়, তাদৃশপ্রেক্ষাশালী ব্যক্তি—প্রেক্ষাবান্।

প্রেত্যভাব—(প্রেত্য+ভাব) [স্থাঃ সূঃ ১।১।৯; ১।১।১৯] মৃত্যুর পর অস্তিত্ব; মরিয়া পুনর্জন্মলাভ। উৎপন্ন অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির সহিত সম্বদ্ধ প্রাণীর মৃত্যুপ্রাপ্তি হইয়া পুনরায় দেহাদির সহিত সম্বন্ধ। এই প্রেত্যভাব অর্থাৎ মরণ ও পুনর্জন্মের প্রবাহ অনাদি এবং অপবর্গান্ত।

প্রোক্ষণ—[কুঃ ১।১১] যাগাদিতে প্রসিদ্ধ ব্রীহি-প্রভৃতির উপর ঊর্ধ্বমুখ দক্ষিণহস্তদ্বারা জলের ক্ষেপণ। মীমাংসকমতে ইহাদ্বারা ব্রীহ্যাদি দ্রব্যে সংস্কার উৎপন্ন হয়। ন্যায়মতে লাঘববশতঃ পুরুষে অর্থাৎ আত্মাতেই সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। কারণ, দ্রব্যে সংস্কারোৎপত্তি মানিলে দ্রব্যের শক্তিবিশেষই স্বীকৃত হয়। ন্যায়মতে মীমাংসকের স্বীকৃত অতিরিক্ত 'শক্তি' পদার্থ স্বীকৃত হয় না।

প্রৌঢ়ি—[আঃ বিঃ ২; পৃঃ ১৯৫ চৌঃ] ১। স্বীকৃতি; সিদ্ধি। অভ্যুপগম; অপরের সিদ্ধান্তকে মানিয়া লওয়া। ২। বিরুদ্ধবাদীর মত স্বীকার করিয়াও স্বমতে দোষের পরিহার। নামান্তর—প্রৌঢ়বাদ। [প্রতিবাদিমতমভ্যুপেত্যাপি স্বমতে দোষপরিহারঃ প্রৌঢ়িবাদঃ]।

ফ

ফল—(ফল+অচ্) [স্থাঃ সূঃ ১।১।৯; ১।১।২০] ১। প্রবৃত্তি ও দোষের দ্বারা জনিত সুখ, দুঃখ ও উহাদের সাধন। সুখসংবেদন ও দুঃখসংবেদন। সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকার—মুখ্যফল; গৌণফল—সুখের সাধন ও দুঃখের সাধন দেহেন্দ্রিয়াদি সকল পদার্থ। ২। জন্য পদার্থমাত্রই ফল।

৩। সুখজনক কর্ম ও দুঃখজনক কর্ম (বাৎঃ ভাঃ)।
৪। সুখ, দুঃখাভাব ও তাহাদের সাধনরূপ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনও ফলের অন্তর্গত।

ফলমুখ গৌরব—(ফলং মুখং পূর্বকালীনং যস্য ; অথবা - ফলং কার্যকারণভাবগ্রহঃ তন্মুখং তদধীনং)। ফল (কার্যকারণভাবজ্ঞান) মুখ অর্থাৎ পূর্বকালীন হইয়াছে যাহার, তাদৃশ যে গৌরব অর্থাৎ গৌরব জ্ঞান। যদিও সাধারণতঃ গৌরবজ্ঞান কার্য-কারণভাবজ্ঞানের বিরোধী হওয়ায় দোষাবহ, তথাপি ফলমুখ গৌরবজ্ঞান দোষাবহ নহে। যেমন—প্রমাস্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বিশিষ্টবুদ্ধি কারণ এবং ভ্রমস্থলে প্রবৃত্তির প্রতি প্রভাকরসম্মত জ্ঞান-দ্বয় কারণ,—এইভাবে কারণতাদ্বয় কল্পনা করা অপেক্ষা লাঘবতঃ প্রমা ও ভ্রম সর্বত্র বিশিষ্টবুদ্ধির কারণতা স্বীকার করা উচিত। যদিও ইহার ফলে ভ্রমস্থলে বিশিষ্টবুদ্ধির উপপাদনের জন্য জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয় এবং ইহাতে গৌরব হয়, তথাপি এই গৌরব ফলমুখ হওয়ায় দোষাবহ নহে। অভিপ্রায় এইযে, গৌরবজ্ঞান কার্যকারণ-ভাবজ্ঞানের বিরোধী ইহা সত্য, কিন্তু এই গৌরব-জ্ঞান কার্যকারণভাবজ্ঞানের পরবর্তী হওয়ায় তাহা কার্যকারণভাবজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না। (সিঃ মুঃ দিনকরী পৃঃ ১৫৬।২১৭।৩০০।৪৮৮) [ফলমুখেতি বিত্থাপ্রযুক্তিকল্পনায়া রথকারস্থাধান-প্রাপ্তিঃ ফলম্। তথাচ তৎ ফলমাশ্রিত্য যদ্ গৌরবজ্ঞানং তৎ তজ্জ্ঞানমেব ন ব্যাহন্তি উপ-জীব্যবিরোধাদিত্যর্থঃ। — তত্ত্বচিঃ, মাঃ শব্দখণ্ড পৃঃ ৭১৪]।

ফলোপধায়ক—(ফল=কার্য। উপধায়ক= জনক।) যে কারণ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়াছে। [কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদেন কার্যসমানাধি-করণাভাবাপ্রতিযোগিত্বং ফলোপধায়কত্বম্। অথবা অব্যবহিতপূর্বত্বসম্বন্ধেন ফলবিশিষ্টকারণত্বম্।] অনেক কারণ আছে যাহাদের কার্য উৎপাদনের স্বরূপযোগ্যতা থাকিলেও কার্যের উৎপাদন করে নাই বা কখনও করিবে না ; তাহারা ফলোপধায়ক নহে, স্বরূপযোগ্যমাত্র।

ব

বহিরিন্দ্রিয়—অন্তরিন্দ্রিয় মন ভিন্ন আর পাঁচ ইন্দ্রিয় ; যথা,—চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ত্বক্, ঘ্রাণ ও রসন। ইহার মধ্যে কেবল চক্ষুঃ ও ত্বকের দ্বারা বহি-র্দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, আর তিনটির দ্বারা শুধু শব্দ, গন্ধ ও রস—এই সকল বিশেষগুণের প্রত্যক্ষ হয়, দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যব্যতিরেকে মন বহির্বিষয় গ্রহণ করে না।

বাধ—১। পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে অন্য-তম। পক্ষে সাধ্যের অভাব থাকিলে তাহাকে 'বাধ' বলা হয়। (সাধ্যশূন্যো যত্র পক্ষস্ত্বসৌ বাধ উদাহৃতঃ।—ভাঃ পঃ) যেমন—হ্রদঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ এইস্থলে হ্রদরূপ পক্ষে বহ্নি না থাকায় 'বহ্ন্যভাববদ্হ্রদ' বা 'হ্রদবৃত্তি বহ্ন্যভাব'রূপ বাধ-দোষ হইয়াছে। এইভাবে 'উৎপত্তিকালীনঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ' এইস্থলে উৎপত্তিকালীনঘটরূপ পক্ষে গন্ধরূপ সাধ্য না থাকায় বাধ দোষ হইয়াছে (উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে দ্রব্যে গুণ থাকে না), বাধ-দোষযুক্ত অর্থাৎ যেস্থলে 'বাধ দোষ আছে তৎ-স্থলীয় হেতুকে বাধিত বলা হয়। প্রাচীন মতে এই বাধ হেত্বাভাসকে 'কালাত্যয়াপদেশ' এবং বাধিত হেতুকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত বলা হয়। বাধ দশ প্রকার। তন্মধ্যে (ক) ধর্মিগ্রাহকমান-বাধ তিন প্রকার। যথা—ঘটঃ ব্যাপকঃ সত্ত্বাৎ— এই অনুমান প্রত্যক্ষরূপ ধর্মিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা বাধিত। পরমাণবঃ সাবয়বাঃ মূর্তত্বাৎ—এই অনু-মান অনুমানরূপ ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণের দ্বারা বাধিত। মেরুঃ পাষাণময়ঃ পর্বতত্বাৎ—এই অনুমান আগম-রূপ ধর্মিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা বাধিত। (খ) সাধ্য-গ্রাহকমানবাধ এক প্রকার। যথা—নরশিরঃকপালং শুচি প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ—এই অনুমান আগমরূপ সাধ্য-গ্রাহক প্রমাণের দ্বারা বাধিত। (গ) সাধ্য-প্রতিযোগিগ্রাহকমানবাধ তিন প্রকার। যথা— বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ কৃতকত্বাৎ—এই অনুমান প্রত্যক্ষরূপ সাধ্যপ্রতিযোগিগ্রাহকপ্রমাণের দ্বারা বাধিত। শব্দঃ অশ্রাবণঃ গুণত্বাৎ—এই অনুমান অনুমানরূপ সাধ্যপ্রতিযোগিগ্রাহক প্রমাণবাধিত। গবয়ত্বং

গবয়পদাপ্রবৃত্তিনিমিত্তং জাতিত্বাৎ এই অনুমান উপমানরূপ সাধ্যপ্রতিযোগিগ্রাহক প্রমাণবাধিত। (ঘ) হেতুগ্রাহকমানবাধ দুই প্রকার। যথা—জলানিলৌ উষ্ণৌ পৃথিবীত্বে৷ বিপরীতস্পর্শত্বাৎ তেজোবৎ—এই অনুমান প্রত্যক্ষরূপ হেতুগ্রাহক মানবাধিত। মনো বিভু জ্ঞানসমবায্যাধারত্বাৎ—এই অনুমান অনুমানরূপ হেতুগ্রাহকমানবাধিত। (ঙ) রাজসূয়ং ব্রাহ্মণকর্তব্যং স্বর্গসাধনত্বাৎ অগ্নিষ্টোমবৎ—এই অনুমান আগমবাধিত। ২। তদভাববত্তা। কোনো অধিকরণে কোনো বস্তুর অভাব থাকিলে তাহা সেই বস্তুর বাধ। বাধনিশ্চয় বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতিবন্ধক। যে স্থলে কোনও বস্তুবিশেষের অভাবনিশ্চয় (বাধনিশ্চয়) থাকে সেইস্থলে তদ্‌বিশিষ্টবুদ্ধি হয় না।

বাধক—(বাধ+নক) [আঃ বিঃ ১ পৃঃ ৫ চৌঃ] বাধের জনক; কোনও পদার্থের বা সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে যাহা বাধ (নিষেধ, অভাব) জন্মায়। যথা, স্থায়ী নিত্য আত্মার সিদ্ধিতে ক্ষণভঙ্গবাদ বা ক্ষণিকত্ববাদ বাধক হইয়া পড়ে।

বাধকমান— ১। বাধজ্ঞান (বাধকের দ্বারা জনিত যে মান অর্থাৎ জ্ঞান—এই অর্থে)। [অনুঃ চিঃ পক্ষতা] ২। বাধক যে প্রমাণ।

বাধিত—১। বাধদোষযুক্ত হেতু (হেত্বাভাস) যেমন—'হ্রদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে 'বহ্ন্যভাববদ্ হ্রদ' রূপ বাধ থাকায় ধূমহেতুকে বাধিত হেতু বলা হয়। ২। কোনও ধর্মীতে যাহার অভাব থাকে, তাহাকেও বাধিত বলা হয়। যেমন উক্তস্থলে হ্রদে বহ্নি বাধিত।

বাহ্য—[আঃ বিঃ ২; পৃঃ ১৮৯ চৌঃ] জ্ঞানবাহ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত। (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বাহ্যবস্তু অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন না)।

বুদ্ধি—(বুধ+ক্তিন্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৯; ১।১।১৫] ১। আত্মাশ্রিত অর্থপ্রকাশ, উপলব্ধি, জ্ঞান, চৈতন্য প্রভৃতি পর্যায়শব্দ। আত্মার আগন্তুক বিশেষগুণ (অন্তঃকরণবিশেষ বা চিত্তবৃত্তিবিশেষ নহে)। আত্মমনঃসংযোগ বুদ্ধি বা জ্ঞানের অসমবায়িকারণ। বুদ্ধি দ্বিবিধ—অনুভূতি ও স্মৃতি (ন্যায়)। ২। মহত্তত্ত্বনামক প্রকৃতির প্রথম পরিণাম; নিশ্চয়াত্মক অন্তকরণ (সাংখ্য-পাতঞ্জল)। ৩। নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণঃ; সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে বুদ্ধি ত্রিবিধ (অদ্বৈত-বেদান্ত)।

বুদ্ধিলক্ষণত্ব— [বৈঃ প্রঃ ভাঃ] কেবলমাত্র বুদ্ধিবিশেষই যাহাদের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ—তাহারা বুদ্ধিলক্ষণ। বুদ্ধিলক্ষণত্ব সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধারণ ধর্ম। কেন না, অনুবৃত্তিবুদ্ধিদ্বারা সামান্য, ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিদ্বারা বিশেষ, এবং 'ইহ' (এখানে) এই বুদ্ধির দ্বারা সমবায় প্রমাণিত হয়। বৈশেষিক মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না।

বুদ্ধ্যপেক্ষ—[প্রঃ ভাঃ পৃঃ ২৩৯] বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ নিমিত্তকারণ হইতে উৎপন্ন। দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা, দ্বিপৃথকত্বাদি গুণ, এবং পরত্ব, অপরত্ব—এই সকল গুণের উৎপত্তিতে অপেক্ষাবুদ্ধি নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মক্ষেমপ্রাপ্তি—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।২২] ব্রহ্মের সদৃশ শ্রেষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তি; ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) নিত্যসিদ্ধ যে দুঃখাত্যন্তাভাব তাহার ক্ষেম অর্থাৎ রক্ষণের দ্বারাই তাহার প্রাপ্তি (তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য)। (ক্ষেম=লব্ধ বা প্রাপ্তের রক্ষণ।) (পাঠান্তরে—) ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও মঙ্গলপ্রাপ্তিস্বরূপ।

ব্রহ্মবিবর্ত (বাদ)—[আঃ বিঃ ২; পৃঃ ২৯৭ চৌঃ] সকল জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা অবভাস। উপাদানের বিষমসত্তাবিশিষ্ট হইয়া যাহা অন্য প্রকারে প্রতীত হয় তাহাই বিবর্ত। যথা, রজ্জুতে প্রতীত সর্প বা রজ্জুসর্প রজ্জুর বিবর্ত; অথবা ব্রহ্মে প্রতীত জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। ইহা অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত। (ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিক—জগতের সত্তা ব্যাবহারিক অতএব বিষম; রজ্জুর সত্তা ব্যাবহারিক, রজ্জুসর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক—সুতরাং বিষমসত্তা হওয়াতে উহাও বিবর্ত)।

ভ

ভাক্ত—(ভক্তি+অন্) [ন্যাঃ সূঃ ২।২।১৬] উপ-

চরিত; গৌণ। ধ্বংসরূপ অভাবের নাশ হয় না বলিয়া তাহাকে যে নিত্য বলা হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ উপচরিত ব্যবহার। বস্তুতঃ ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি থাকাতে ত্রৈকালিকত্বরূপ নিত্যত্ব ধ্বংসাভাবে নাই।

ভাগাসিদ্ধি—পক্ষের অন্তর্গত কোনো ব্যক্তিতে হেতু না থাকিলে ভাগাসিদ্ধি দোষ হয়। ইহা 'স্বরূপাসিদ্ধি' নামক হেত্বাভাসের অন্তর্গত। যেমন—দ্রব্যং বিনাশি জন্যত্বাৎ—এইস্থলে পক্ষের অন্তর্গত ঘটাদিদ্রব্যে জন্যত্ব থাকিলেও আত্মাদিদ্রব্যে জন্যত্ব নাই, অতএব ভাগাসিদ্ধি দোষ হইয়াছে।

ভাব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৩৭৪ ৭৬, সিঃ বিঃ প্রেস] ১। সত্তা, দ্রব্য, গুণ কর্ম প্রভৃতিতে 'সৎ', 'সৎ' ইত্যাকারক প্রত্যয়ের হেতু যে 'সত্তা'-সামান্য। এই সত্তা দ্রব্য, গুণ, কর্মে সমবায় সম্বন্ধে, এবং সামান্য, বিশেষ, সমবায়ে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে থাকে বলিয়া এই ছয়টিকে ভাব বলা হয়। ২। শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নে পদের শক্তি, সেই ধর্মকে প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা ভাব বলা হয়। ভাব অর্থে শব্দের উত্তর 'ত্ব' 'তল্' ইত্যাদি প্রত্যয় হয়। যেমন 'ঘটস্য ভাবঃ' এই অর্থে ঘটত্ব। 'পশোঃ ভাবঃ' এই অর্থে পশুত্ব। ৩। ধাত্বর্থ (ধাতুর অর্থ)। যেমন—গম্ ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তি প্রত্যয় হইলে 'গতি' এইপদ নিষ্পন্ন হয়, ইহার অর্থ—গমন। যাহা ধাতুর অর্থ, ধাতুর উত্তর ভাব অর্থে কোন প্রত্যয় হইলেও তাহার সেই অর্থই হইবে। ['বৃত্তং বৃত্তির্ভাবে নিষ্ঠাপ্রত্যয়াৎ' ব্যাপ্তিপঞ্চকমাথুরী, ১ম লক্ষণ] ৪। অভাবভিন্ন পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাব পদার্থ। [ভাবো যথা তথাভাবঃ কারণং কার্যবন্মতঃ।—ন্যাঃ কুঃ]।

ভাবনা—জ্ঞানজনিত সংস্কার। যে বস্তু যেপ্রকারে অনুভূত হয়, কালান্তরে সেই প্রকারে তাহার স্মরণ হয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। জ্ঞানমাত্রই ক্ষিণমাত্রস্থায়ী, অতএব পূর্বের অনুভব তৃতীয়কালে নষ্ট হওয়ায় এমন একটি দীর্ঘকালস্থায়ী গুণ আত্মাতে উৎপন্ন হয় যাহাতে বহুকালপরেও সেই পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হইতে পারে, ইহাকেই বলা হয় ভাবনা। এই ভাবনা নামক সংস্কার জীবাত্মাতেই উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক নিত্য প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান থাকায় স্মৃতি বা স্মৃতির অনুরোধে ভাবনা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ইহা নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রায়। ২। [কুঃ ৫।১] কৃতি বা প্রযত্ন। প্রাচীন ন্যায়মতে ইহাই আখ্যাতের অর্থাৎ তি, তস্ প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তির অর্থ।

ভাষ্য—যে ব্যাখ্যানাত্মক সন্দর্ভে সূত্রের অর্থ সূত্রানুসারী পদসকলের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, আবার নিজের কথিত পদেরও ব্যাখ্যা করা হয় তাহাকে ভাষ্য কহে।—সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যেন পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥ যথা, বাৎস্যায়নের ন্যায়সূত্রভাষ্য; শংকরাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ইত্যাদি। (সূত্র=বহ্বর্থসূচক বাক্য)।

ভাসমান—বিষয়তার আশ্রয়। (ভাস্ ধাতুর অর্থ বিষয়তা। শানচ্ প্রত্যয়ের অর্থ আশ্রয়) যেমন 'ঘটঃ' এইজ্ঞানে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি ভাসমান অর্থাৎ ঘটজ্ঞানীয় বিষয়তার আশ্রয়।

ভিন্ন—যাহা ভেদের অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবের অনুযোগী। যেমন—ঘটের অন্যোন্যাভাব (ঘটঃ ন) পটাদিতে থাকায় তাহা (পটাদি) ঐ অন্যোন্যাভাবের অনুযোগী হইয়াছে, অতএব তাহা ঘটভিন্ন। [সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ ব্যাপ্তিঃ, ব্যাপ্তিপঞ্চক, ২য় লক্ষণ]

ভূত—১। আত্মাভিন্ন বিশেষগুণযুক্ত দ্রব্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটিকে 'ভূত' বলা হয়। [ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতানি—ভাষাপঃ, আত্মান্যত্বে সতি বিশেষগুণবত্বং ভূতত্বম্ সিঃ মুঃ] ২। সিদ্ধবস্তু (যে বস্তু বা ঘটনা পূর্ব হইতেই সিদ্ধ)। ৩। অতীতকালীন বস্তু (যাহা বর্তমান ধ্বংসের প্রতিযোগী)।

ভূতগুণবিশেষ—[ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৫৯] পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চভূতে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষগুণের অভিব্যক্তি দেখা যায়। যথা, পৃথিবীতে গন্ধের, জলে রসের, তেজে রূপের, বায়ুতে স্পর্শের ও আকাশে শব্দের অভিব্যক্তি। উহারাই ভূতবিশেষগুণ। (উহাদের অভিব্যক্তি হইতেই অনুমিত হয় যে ঐ সকল বিশেষগুণের গ্রাহক ইন্দ্রিয়গণও সেই সেই ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত)।

ভূতত্ব—[প্রঃ ভাঃ] বাহ্যেন্দ্রিয় চক্ষুরাদির গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্ব। ইহা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচ দ্রব্যে থাকে। বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষগুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ ভূতেই থাকে, কাল, দিক্, আত্মা ও মন—এই চারি দ্রব্যে থাকে না। আত্মার বিশেষ-গুণ—সুখ, দুঃখাদি অন্তরিন্দ্রিয় মনের গ্রাহ্য, বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

স্বাত্মসত্ত্ব—[প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ৪৯] দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের সত্ত্ব সত্তারূপ সামান্যের যোগে হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সত্ত্ব সত্তাসামান্য-যোগে হয় না, কারণ, তাহাদের সামান্য নাই। সুতরাং সামান্যাদির স্বরূপই সামান্যাদির সত্ত্ব, অতিরিক্ত সত্তার যোগ নাই। ইহাই সামান্যাদির স্বাত্মসত্ত্ব।

ভূতার্থপ্রতিপাদক (বাক্য)—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ৯] যাহা কোন ভূত অর্থাৎ সদ্ভাবযুক্ত পদার্থের প্রতি-পাদক তাহাই ভূতার্থপ্রতিপাদক, যথা—ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যসমূহ। · · যাহা পূর্ব্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা অধিগত অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থের প্রতিপাদক তাহাই অনুবাদক, যথা—বেদের 'অগ্নি হিমের ভেষজ' ইত্যাদি বাক্য। ভূতার্থপ্রতি-পাদক হইলেই তাহা অনুবাদক হইবে—এরূপ নহে। অনুবাদক বাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য বা প্রামাণ্য না থাকিলেও ভূতার্থপ্রতিপাদক বাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য থাকার কোনও বাধা নাই। অজ্ঞাতজ্ঞাপক হইলেই প্রামাণ্য থাকিবে।

ভূতি (ভূ+ক্তি) উৎপত্তি। জনন (হওয়া)। [হেতুভূতিনিষেধো ন······ন্যাঃ কুঃ ১।৫]

ভেদ—১। অন্যোন্যাভাব ২। বিশেষ। (নিমিত্ত-ভেদসংসর্গাদ্ভবানুভবাদয়ঃ। ন্যাঃ কুঃ ১।১২)। ৩। বৈলক্ষণ্য ('ব্যবহারভেদোপপত্তিঃ' ভাষা পঃ, দিনঃ ১৫৭)।

ভেদক—যাহাদ্বারা একটি বস্তু হইতে অন্যবস্তুর ভেদ জানা যায়। যেমন—'বিশেষ' পদার্থকে নিত্যদ্রব্যের পরস্পরভেদক বলা হয়। সাবয়ব পদার্থের স্ব স্ব অবয়বই ভেদক।

ভোগ—ন্যায়মতে দেহাবচ্ছেদে আত্মাতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখের মানস প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই ভোগ। নিজের আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি। 'স্বসমবেত-সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারো ভোগঃ' (সপ্তপদার্থী পৃঃ ৬৬)। যেহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সেইহেতু জীবগত সুখ দুঃখের প্রত্যক্ষ তাঁহারও হইতেছে, এইভাবে ঈশ্বরে ভোগের আপত্তি হয় তাহার বারণের জন্য স্বসমবেত এই বিশেষণ। ঘটাদি সাক্ষাৎকারে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সুখ-দুঃখান্যতর পদ।

ভোগায়তন—(ভোগের আয়তন) [ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৯] ভোগ=সুখ ও দুঃখের অনুভব। আয়তন - অবচ্ছেদক (অবলম্বন)। শরীরকে আত্মার ভোগায়তন বলা হয়। আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও তাহার ভোগ একমাত্র শরীরাবচ্ছেদেই হয় অর্থাৎ শরীরকে অবলম্বন করিয়াই হয়, অতএব শরীর ভোগায়তন। [আত্মনো ভোগায়তনং শরীরম্]।

ভ্রম—[ন্যাঃ সূঃ বৃঃ ৪।১।৩] অযথার্থনিশ্চয়, বিপ-র্য্যয়, মিথ্যাজ্ঞান—যে বস্তুতে যাহা নাই তাহাতে তাহার জ্ঞান অথবা যে যাহা নহে তাহাকে সেইরূপে জ্ঞান। নামান্তর—বিপর্য্যাস। যেমন—হ্রদে বহ্নির জ্ঞান (হ্রদঃ বহ্নিমান্)। শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞান (ইদং রজতম্)। [তদ-ভাববতি তৎপ্রকারকজ্ঞানং ভ্রমঃ—যাহাতে যে বস্তু নাই তাহাতে তৎপ্রকারকজ্ঞান। অর্থাৎ তদভাববদ্বিশেষ্যক তৎপ্রকারক জ্ঞান। যেমন 'হ্রদঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানে যে হ্রদে বহ্নি নাই

তাহা (অর্থাৎ বহ্ন্যভাববৎ) হ্রদ বিশেষ্য হইয়াছে এবং বহ্নি প্রকার হইয়াছে, অতএব বহ্ন্যভাববদ্‌-হ্রদবিশেষ্যক বহ্নিপ্রকারক হওয়ায় এই জ্ঞানকে ভ্রম বলা হয়। 'ইদং রজতম্' এই স্থলে যে শুক্তিতে (ইদম্ পদার্থতে) রজতত্ব নাই তাহা বিশেষ্য এবং রজতত্ব প্রকার হইয়াছে, অতএব এইজ্ঞান রজতত্বাভাববদ্‌বিশেষ্যকরজতত্ব প্রকারক হওয়ায় ভ্রম। নৈয়ায়িকগণ ভ্রমকে অন্যথাখ্যাতি বলেন। ('অন্যথাখ্যাতি' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

ভ্রমসামান্যভিন্ন – যে জ্ঞান কোনও অংশে ভ্রম নহে অর্থাৎ সর্বাংশে প্রমা। যেমন—'হ্রদঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানটি এক অংশে ভ্রম অন্য অংশে প্রমা। হ্রদে বহ্নি নাই, অথচ বহ্নির জ্ঞান হইতেছে, অতএব 'তদভাববতি তৎপ্রকারক' হওয়ায় এই অংশে জ্ঞানটি ভ্রম। কিন্তু হ্রদত্বরূপে যে হ্রদের জ্ঞান হইতেছে বা বহ্নিত্বরূপে যে বহ্নির জ্ঞান হইতেছে তাহা 'তদ্বতি তৎ প্রকারক' হওয়ায় ঐ ঐ অংশে জ্ঞানটি প্রমা। অতএব 'হ্রদঃ বহ্নিমান্' এই ভ্রমজ্ঞান কিঞ্চিদংশে প্রমা হইলেও তাহাকে ভ্রমসামান্যভিন্ন বলা যায় না। কিন্তু 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞান কোনও অংশে ভ্রম না হওয়ায় তাহাকে 'ভ্রমসামান্যভিন্ন' বলা যায়। লক্ষণ – স্বব্যধিকরণপ্রকারাবচ্ছিন্না যা যা বিশেষ্যতা তত্তদনিরূপকত্বং ভ্রমসামান্যভিন্নত্বম্। অথবা— নিত্যজ্ঞানাবৃত্তিবিষয়িতাশূন্যত্বম্। [অনুঃ চিঃ জাঃ, সামান্য নিরুক্তি। সামান্যনিরুক্তি-গাঃ]

ম

মণিমন্ত্রাদি ন্যায়ে পৃথক্ প্রতিবন্ধকতা – [অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ৪০] ভাবের সহিত অভাবের বিরোধ স্বাভাবিক, অতএব 'তদ্বত্তাবুদ্ধির প্রতি তদভাববত্তাবুদ্ধি প্রতিবন্ধক' – এইভাবে যে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করা হয়, তাহা ভাবাভাবের বিরোধিতাকে ভিত্তি করিয়াই। কিন্তু দাহাদি কার্যের প্রতি মণি বা মন্ত্রাদির যেমন প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করা হয়, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্যের প্রতি বিশেষ বিশেষ পদার্থ প্রতিবন্ধক হইলে ঐ প্রতিবন্ধকতাকে মণিমন্ত্রাদি ন্যায়ে পৃথক্ প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। পৃথক্ অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে (গ্রাহ্যাভাবানবগাহিরূপে)। 'মণিমন্ত্রাদি ন্যায়ঃ—স্বাতন্ত্র্যম্' (কেবলান্বয়ি জাঃ টীঃ পৃঃ ২৩২)। যেমন – 'সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচার জ্ঞানের প্রতি 'সাধ্যাভাববদ্ অবৃত্তিত্ব' জ্ঞান প্রতিবন্ধক। ব্যভিচার ও ব্যাপ্তি (পরস্পর) ভাবাভাবরূপ হওয়ায় তাহাদের প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব স্বাভাবিক। কিন্তু তাদৃশ ব্যভিচার-জ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিকভাবে স্বব্যাপকসাধ্য-সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কেন না তাহারা পরস্পরের অভাবস্বরূপ নহে। অতএব ঐরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞানকে ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতি প্রতিবন্ধক বলিলে তাহা স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ মণিমন্ত্রাদিন্যায়েই প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে। এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সর্বত্র স্বীকার করা হয় না। 'মণিমন্ত্রাদিন্যায়েন চ প্রতিবন্ধকতায়াং মানাভাবাৎ' (কেবলান্বয়ি দীধিতি পৃঃ ২৩০)।

মতানুজ্ঞা – [ন্যাঃ সূঃ ৫।২।২১] অন্যতম নিগ্রহস্থান। পরের দ্বারা উদ্ভাবিত দোষের উদ্ধার না করিয়াই—ফলতঃ সেই দোষ স্বীকার করিয়াই যদি পরপক্ষের দোষ দেখান হয়, তবে তাহা 'মতানুজ্ঞা' নিগ্রহস্থান। যাহা প্রতিষিদ্ধ না হয়, তাহা অনুমত (স্বীকৃত) হয়– এই নিয়মানুসারে পরের প্রদর্শিত দোষের স্বীকৃতি হইয়া পড়ে।

মন— [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪, ১।১।৮] (মনস্) (মন+অসুন্) ১। নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। যাহা স্পর্শরহিত অথচ ক্রিয়াশীল। অথবা যাহা স্পর্শরহিত অথচ মূর্তদ্রব্য বা অণুদ্রব্য (ন্যাঃ সূঃ বৃঃ ১।১।১৬)। মন নিত্য, নিরবয়ব ও অণুপরিমাণ। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও একই সময়ে বিভিন্নজ্ঞান উৎপন্ন হয় না ইহা অনুভবসিদ্ধ, অথচ বিভু আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সর্বদাই আছে। এইহেতু এমন একটি বস্তু

স্বীকার করা হয় যাহার সহিত আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকিলে প্রত্যক্ষ হয়, এবং না থাকিলে হয় না, ইহারই নাম 'মন'। মন অণুপরিমাণ হওয়ায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার যুগপৎ সংযোগ থাকে না। যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় তখন কেবল সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় (বাৎঃ ভাঃ ১।১।১৬)। মন স্বীকারের আর একটি যুক্তি এই যে, জন্যপ্রত্যক্ষমাত্রের প্রতিই ইন্দ্রিয় করণ, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের প্রতি যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, সেইরূপ সুখদুঃখাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতিও একটি ইন্দ্রিয়কে করণরূপে স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই মন। মন অণু-পরিমাণ ও নিত্য। ভট্টমীমাংসক ও পাতঞ্জল-মতে মন বিভু। (মানঃ পৃঃ ৮৯), (যোগ ভাঃ ৪।১০ সূঃ)। ২। অন্তরিন্দ্রিয়- যাহা স্মৃত্যাদির ও সুখাদিসাক্ষাৎকারের করণ; একমাত্র অন্তঃ-করণ (প্রাচীন ন্যায়)। ৩। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে জাত একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম—অন্ত-রিন্দ্রিয়; জ্ঞানকর্মোভয়েন্দ্রিয়। সঙ্কল্পাত্মক বা (মতভেদে) সংশয়াত্মক ব্যাপারবিশিষ্ট অন্যতম অন্তঃকরণ (সাংখ্য) ৪। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক (সংশয়া-ত্মক) বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ (অদ্বৈতবেদান্ত)। ৫। সর্বার্থগ্রাহিত্বনিবন্ধন অনিন্দ্রিয়, কিন্তু অন্তঃ-করণ (জৈন) ৬। অতীতানন্তর ক্ষণিক বিজ্ঞানই মন (বৌদ্ধ)।

মনস্কার–[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ১০৩] মনোবৃত্তি বা মনের ব্যাপার; ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ।

মনোগ্রাহ্যগুণ—যে সকল বিশেষগুণের মানস প্রত্যক্ষ হয়। যথা, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষ। মনোগ্রাহ্যশব্দে যে প্রত্যক্ষে মন করণ হয় সেই প্রত্যক্ষের বিষয়—অর্থাৎ মানস প্রত্য-ক্ষের বিষয় বুঝাইয়াছে। আত্মা ও আত্মার ঐ বিশেষগুণগুলি মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। মন সকল জ্ঞানেই 'কারণ' হইলেও, 'করণ' কেবলমাত্র মানসপ্রত্যক্ষেই হইয়া থাকে।

মন্ত্রার্থবাদ—[ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৫৯] মন্ত্রের উক্তি। মন্ত্রের সংবাদ বা সমর্থন।

মরণ—দেহবিশেষে আত্মার জীবনাদৃষ্টের বিনাশ; শরীরের সহিত প্রাণের সংযোগের ধ্বংস বা বিনাশ। শরীরের সহিত মনের বিভাগ।... গৃহীত জাতিবিশিষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয়, অহংকার, বুদ্ধি ও সুখদুঃখজ্ঞানের পরিত্যাগ (সাংখ্য)।

মর্যাদা—১। প্রকার। স্বরূপ। ২। সীমা। পর্যন্ত। স্থলবিশেষে 'যাবৎ' শব্দের অর্থ। যেমন— 'নদীং যাবৎ মম পুরম্' (নদীপর্যন্ত আমার নগর) এইস্থানে যাবৎ শব্দের অর্থ মর্যাদা অর্থাৎ সীমা। এই সীমা দ্বিবিধ দৈশিক ও কালিক। পূর্বোক্ত-স্থলে নদী দৈশিক সীমা। [আরভ্য তস্মাৎ দশমীং চ যাবৎ প্রপূজয়েৎ পর্বতরাজপুত্রীম্] 'দশমী পর্যন্ত দেবীর মহাপূজা করিবে'—এইস্থলে দশমী মহা-পূজার কালিক সীমা। যেস্থলে মর্যাদারূপ সীমার উল্লেখ করা হয় সেইস্থলে যাহাকে সীমারূপে গ্রহণ করা হয় তাহাকে বাদ দিয়া তাহার পূর্ববর্তী দেশ বা কালকে বুঝিতে হইবে। যেমন পূর্বোক্ত দুইটি উদাহরণে নদীকে বাদ দিয়া নদী যেস্থানে আরম্ভ তাহার পূর্ববর্তি স্থান এবং দশমীকে বাদ দিয়া তাহার পূর্বতিথি অর্থাৎ নবমী পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। (তেন বিনা মর্যাদা, তৎসহিতঃ অভিবিধিঃ)।

মহৎ– [ন্যাঃ সূঃ—৩।১।৩১] ১। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ত্রস-রেণুপরিমাণ; তাদৃশপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যকে এবং তদধিক পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যকেও মহৎ বলা হয়। ২। সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিকে 'মহৎ' বলা হয়।

মহত্ত্ব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ২১১] (বিঃ বিঃ প্রেস) পরিমাণবিশেষ; মহৎপরিমাণ; মহত্ত্ব দ্বিবিধ নিত্য ও অনিত্য। আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাসকলে নিত্য পরমমহৎ পরিমাণ। অনিত্য মহৎপরিমাণ বা মহত্ত্ব ত্র্যণুকাদি জন্যদ্রব্যে। আমলক প্রভৃতি মহৎ হইলেও বিল্ব অপেক্ষায় তাহাকে যে অণু (ক্ষুদ্র) বলা হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ উপচরিত বা গৌণ ব্যবহার। ...দ্ব্যণুকের

পরিমাণ নহে, তিনটি দ্ব্যণুকের ত্রিত্বসংখ্যাই ত্র্যণুকের মহৎ পরিমাণের কারণ হয়। কিন্তু ত্র্যণুকের মহৎ পরিমাণই ত্র্যণুকজন্য দ্রব্যের মহত্তর পরিমাণের কারণ হয়।

মহাপ্রলয়—জন্য-ভাবের অনধিকরণকাল। যে-কালে জন্য (উৎপত্তিশীল) কোনও ভাব পদার্থ থাকে না সেইকাল। (মহাপ্রলয়কালে আত্মা প্রভৃতি নিত্যবস্তু থাকায় 'জন্য' বলা হইল এবং ঐকালে ধ্বংসরূপ জন্য-অভাব থাকায় 'ভাব' বলা হইল)। প্রলয়ের পূর্বে ঈশ্বরেচ্ছা-(সৃষ্টিসংহরণের ইচ্ছা) বশতঃ প্রথমতঃ পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, ক্রিয়ার ফলে বিভাগ, বিভাগের ফলে পূর্ব-সংযোগের নাশ, তাহার পর উত্তরদেশসংযোগ ও দ্ব্যণুকের নাশ, তাহার পর ক্রিয়ার নাশ এবং ত্রসরেণুরূপ কার্যদ্রব্যের নাশ, আশ্রয়নাশের ফলে উত্তর সংযোগের নাশ এবং অদৃষ্টনাশ হয়। এই উত্তরসংযোগের নাশই মহাপ্রলয়। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না, যুগপৎ সমস্ত জীবের অদৃষ্টনাশ কল্পনা করা অসঙ্গত। যাঁহারা মহাপ্রলয় স্বীকার করেন, তাহাদের মতে ঐ সময়ে সমস্ত জীবের অদৃষ্টের নাশ হওয়ায় (কেননা অদৃষ্টও জন্য অথচ ভাব পদার্থ) পুনরায় আর সৃষ্টি হয় না।

মহাবাক্য—কতকগুলি বাক্য মিলিত হইয়া একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিলে তাহাকে 'মহাবাক্য' বলা হয়। যেমন—'রামঃ গঙ্গায়াং স্নাত্বা সূর্যায় অর্ঘ্যং দদাতি'—এইস্থলে ছয়টি বাক্য মিলিতভাবে একটি বিশিষ্ট অর্থ (গঙ্গাধিকরণকস্নানানন্তর্যবিশিষ্টসূর্যোদ্দেশ্যক-অর্ঘ্যকর্মক-দানানুকূলকৃতিমান রামঃ-এইরূপ) প্রকাশ করিতেছে. অতএব ইহা মহাবাক্য। বিশিষ্ট ঘটনার প্রকাশক সম্পূর্ণ গ্রন্থকেও একটি মহাবাক্য বলা যায়। (অন্ন দী পৃঃ ১১৪)।

মহোদয়—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ৬] অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স। বৈশেষিকমতে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি।

মান—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।১।৩] নিজেতে অবিদ্যমান যে গুণ তাহা আরোপ করিয়া নিজের উৎকর্ষ জ্ঞান; অভিমান।...অণু, মহৎ প্রভৃতি পরিমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ। (অলংকার)—প্রণয়েৰ্ষ্যা হইতে উৎপন্ন প্রণয়ের অঙ্গ। কোপবিশেষ।

মানস প্রত্যক্ষ—মনের সাহায্যে (অর্থাৎ মনোরূপ ইন্দ্রিয় হইতে) যে প্রত্যক্ষ হয়। সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষ—এই গুণগুলির এবং আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। (এই মানস প্রত্যক্ষ—অহং সুখী, অহং দুঃখী, অহং জানামি, অহম্ ইচ্ছামি, অহং করোমি, অহং দ্বেষ্মি—এইরূপে হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, সুখ-দুঃখাদি বিশেষগুণযুক্ত হইয়াই আত্মার (অহম্ এর) প্রত্যক্ষ হয়, কেবল আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না।

মায়া—[ন্যাঃ বিঃ বৃঃ ৪।১।৩] পরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা; ছলনা। ইন্দ্রজাল; যথা—মায়াবী শব্দে।...... ভগবানের ইচ্ছা। জীবের অদৃষ্ট। মায়া সহকারে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। (অদ্বৈতবেদান্ত)-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে নির্বচনীয় নহে, ব্রহ্মের এইরূপ শক্তি; মায়া জগতের বিকারী কারণ (মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ)।

মিথ্যা—অযথার্থ; যথা—মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা বাক্য। বাস্তববিরুদ্ধ। তার্কিকমতে জ্ঞানই মিথ্যা হইতে পারে, বস্তু মিথ্যা হইতে পারেনা; বাস্তব অর্থের অন্যথা যে জ্ঞান তাহাই মিথ্যা জ্ঞান। অদ্বৈতবেদান্তমতে—মিথ্যাপদ অপহ্নব বা অপলাপবাচী, এবং অনির্বচনীয়তাবাচী। অপহ্নব অর্থাৎ অভাব, অলীকত্ব বুঝায়, যথা—শশশৃঙ্গ প্রভৃতি মিথ্যা। আবার আরোপিত যে বস্তু বা অর্থ-যেমন রজ্জুসর্প প্রভৃতি তাহাও মিথ্যা, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ; বাধিত হয় বলিয়া সৎ-রূপে নির্বচনীয় নহে, প্রতীতি হয় বলিয়া অসৎ (অলীক)-রূপেও নির্বচনীয় নহে—সুতরাং অনির্বচনীয় বা মিথ্যা। অদ্বৈতমতে জ্ঞান ও বস্তু দুইই মিথ্যা হইতে পারে। জ্ঞানাধ্যাস হইলে জ্ঞান মিথ্যা, অর্থাধ্যাস (রজ্জুতে প্রতীয়-

মান সর্প) হইলে অর্থ মিথ্যা। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হইলে তাহার বিষয়টিও অনির্বচনীয় বা মিথ্যা।

মিথ্যাজ্ঞান—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।২] ১। বিপর্যয়; ভ্রম; অযথার্থজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বহুপ্রকার হইতে পারে; যথা—আত্মাতে নাস্তি জ্ঞান, অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান, অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, অত্রাণে ত্রাণজ্ঞান, সভয়ে অভয়জ্ঞান, ঘৃণ্যবস্তুতে অভিলষিতজ্ঞান, ত্যাজ্যে গ্রাহ্যজ্ঞান ইত্যাদি (বাৎঃ ভাঃ)। ২। তদভাববিশিষ্টে তৎপ্রকারকজ্ঞান, অর্থাৎ যাহাতে যে ধর্ম অবিদ্যমান তাহাতে সেই ধর্মের বা তদ্ধর্মপ্রকারক জ্ঞান; যথা, শুক্তিতে রজত জ্ঞান (নব্য ন্যায়)। ৩। অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মাতে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা (পাতঞ্জল)। ৪। অনাদ্যনির্বচনীয় অজ্ঞানজনিত জ্ঞানাধ্যাস। 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ' যাহা তাহা নহে, তাহাতে সেইবুদ্ধি। সত্য অধিষ্ঠানে অনির্বচনীয়ের প্রতীতি (অদ্বৈত-বেদান্ত)। ৫। শূন্যাধিষ্ঠানে বা নিরধিষ্ঠান সংবৃতি-(ভ্রমাত্মক) জ্ঞান যথা, শূন্যে কেশোণ্ডুকদর্শন (বৌদ্ধ)।

মুক্ত—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।১।২] তত্ত্বজ্ঞান হইয়া যাঁহার অহংকার নিবৃত্তি হইয়াছে; অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিতে অহং বলিয়া যে মিথ্যা অভিমান তাহা শরীরাদিকে অনাত্মরূপে জ্ঞান এবং আত্মাকে আত্মরূপে জ্ঞানের ফলে যাঁহার বিনষ্ট হইয়াছে তিনি জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত (জীবন্মুক্ত)। প্রারব্ধের সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলে দেহের বিনাশে তিনি বিদেহমুক্ত বা পরমমুক্ত হন।

মুক্তি—মোক্ষ। অপবর্গ। [স্বসমানাধিকরণদুঃখ-প্রাগভাবাসমানকালীনদুঃখধ্বংসঃ] স্বসমানাধিকরণ যে দুঃখপ্রাগভাব, তাহার অসমানকালীন দুঃখধ্বংসই মুক্তি। সুখদুঃখাদি আত্মবিশেষগুণ দ্বিক্ষণস্থায়ী, অতএব অহরহঃ দুঃখমাত্রেরই তৃতীয়-ক্ষণে ধ্বংস হইলেও তাহাকে মুক্তি বলা যায় না, যেহেতু তাহার পর আরও দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। পূর্বদুঃখের ধ্বংসকালে উত্তরদুঃখের প্রাগভাব থাকায় তাহা দুঃখপ্রাগভাবের সমানকালীন হইয়াছে। যে দুঃখ ধ্বংসের পর আর দুঃখ উৎপন্ন হইবে না সেই চরম দুঃখধ্বংসই মুক্তি। এই মুক্তি একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। মুক্তি দুইপ্রকার—জীবন্মুক্তি ও পরমমুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও প্রারব্ধকর্মবশতঃ দেহধারণ করাকে জীবন্মুক্তি বলা হয়। তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্মভোগের অবসানই পরমমুক্তি।

মুখ্যপ্রয়োজন—[বৈঃ সূঃ ১।১।১] স্বয়ং ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। ইহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দুই প্রকার হইতে পারে। আমাদের অনুভূয়মান সুখ ও দুঃখাভাব—দৃষ্ট মুখ্য প্রয়োজন। শাস্ত্রে উক্ত স্বর্গ (সুখবিশেষ) ও মোক্ষ (চরমদুঃখনিবৃত্তি) আমাদের অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অদৃষ্ট মুখ্য প্রয়োজন।

মুখ্যবিশেষ্যতা—প্রকারত্বানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা। যে বিশেষ্যতা প্রকারতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ প্রকারতার সমানাধিকরণ নহে। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত পর্বতত্ব ও বহ্নিত্বে কেবল প্রকারতা আছে, এবং পর্বতে কেবল বিশেষ্যতা আছে কিন্তু বহ্নিতে প্রকারতা ও বিশেষ্যতা দুইই আছে। বহ্নিত্ব নিরূপিত বিশেষ্যতা ও পর্বতনিরূপিত প্রকারতা থাকায় এই বিশেষ্যতা প্রকারতার সমানাধিকরণ হইয়াছে, এইজন্য তাহা মুখ্যবিশেষ্যতা নহে। কিন্তু পর্বতে যে বিশেষ্যতা আছে তাহা প্রকারতার সমানাধিকরণ না হওয়ায় মুখ্যবিশেষ্যতা। [সব্য. গা. ৬৩ পৃঃ]।

মুখ্যার্থ- পদের মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ শক্তিদ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়। যেমন—'ঘট'পদের মুখ্যার্থ—ঘটত্বাবচ্ছিন্ন। 'গঙ্গা'পদের মুখ্যার্থ—জলপ্রবাহ-বিশেষ। কিন্তু 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদিস্থলে লক্ষণা অর্থাৎ গৌণবৃত্তি দ্বারা গঙ্গাপদ হইতে তীর অর্থের বোধ হওয়ায় তাহা মুখ্যার্থ নহে পরন্তু লক্ষ্যার্থ। 'মুখ্যে হি শব্দস্বরসঃ—মুখ্য অর্থেই শব্দের স্বারসিক প্রয়োগ হয়।

মূর্ত (মূর্তত্ব)—যে পরিমাণের ইয়ত্তা (সীমা) আছে তাদৃশ পরিমাণযুক্ত দ্রব্য। অথবা এইরূপও

বলা যায় যে—যাহার পরিমাণ অন্য পরিমাণ হইতে অপকৃষ্ট তাহাই মূর্ত। যেমন—নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মন; এই পাঁচটি মূর্ত দ্রব্য, কিন্তু আত্মা, আকাশ, কাল ও দিক্,—এই চারিটি দ্রব্য মূর্ত নহে, যেহেতু তাহাদের পরিমাণ (পরমমহৎ পরিমাণ) অন্য পরিমাণ হইতে অপকৃষ্ট নহে। [ইয়ত্তাবচ্ছিন্নপরিমাণযোগিত্বং মূর্তত্বম্।—(সঃ পঃ পৃঃ ৮৬) অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্বং মূর্তত্বম্। (সিঃ মুঃ)।

মূর্তগুণ - যে গুণ কেবল মূর্তবস্তুতে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটিতে থাকে। [রূপং রসঃ স্পর্শগন্ধৌ পরত্বমপরত্বকম্। দ্রবো গুরুত্বং স্নেহশ্চ বেগো মূর্তগুণা অমী॥] (ভাঃ পঃ ৮৬)।

মূর্তামূর্তোভয়গুণ—যে গুণগুলি মূর্ত ও অমূর্ত উভয়েই থাকে। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ ইহারা মূর্তামূর্তোভয়গুণ। [ভাঃ পঃ ৮৮ কা]।

মূলশৈথিল্য—মূল=ব্যাপ্তি (অনুমানের মূলীভূত ব্যাপ্তি) শৈথিল্য=ব্যভিচার (ব্যতিক্রম)। বহু অধিকরণে সাধ্য ও হেতুর বা ঐ জাতীয় দুইটি বস্তুর সামানাধিকরণ্য (একত্র অবস্থিতি) জ্ঞান থাকায় আপাততঃ তাহাদের ব্যাপ্যব্যাপকভাব জ্ঞান হইলেও কোনস্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইবে না, যেমন, 'যত্র যত্র বহ্নিঃ তত্র তত্র ধূমঃ' ঐরূপ নিয়ম পর্বত বা মহানসাদি অন্তর্ভাবে সঙ্গত হইলেও অয়োগোলকে তাহার ব্যতিক্রম হওয়ায় মূলশৈথিল্য ঘটিয়াছে। অনুমিতির মূল—সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি। আপত্তির মূল—আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তি। (অনুমান চিন্তামণি, তর্কপ্রকরণ, মাথুরী টীকা……)।

মোহ (মুহ্+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৩] মিথ্যাপ্রতিপত্তি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান যাহার লক্ষণ বা স্বরূপ তাহা মোহ। ভ্রম, সংশয় (বিচিকিৎসা), মান (অভিমান - যথা, স্বপ্নে বিষয়াভিমান), প্রমাদ (ভুল)—এইগুলি মোহপক্ষ, অর্থাৎ মোহের অন্তর্গত।

মোক্ষ—[আঃ বিঃ ৪, পৃঃ ৪৩৭ চৌঃ] আত্মার দুঃখের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট দুঃখের ধ্বংস। আত্মার দুঃখের প্রাগভাবের অসমানকালীন — অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাব না থাকিয়া সকল দুঃখের ধ্বংস।

য

যথাশ্রুত—শব্দশ্রবণ করা মাত্রই শব্দ হইতে যে অর্থের বোধ হয় তাহাই শব্দের যথাশ্রুত অর্থ। লক্ষণ — 'শক্তিভ্রমাজন্যলক্ষণাগ্রহাজন্যশাব্দবোধবিষয়ত্বং যথাশ্রুতত্বম্।' [যে শাব্দবোধের মূলে শক্তিভ্রম বা লক্ষণাজ্ঞান নাই, তাদৃশ শাব্দবোধের বিষয় যে অর্থ (পদার্থ বা বাক্যার্থ) তাহাকে যথাশ্রুত অর্থ বলা হয়। [যথাশ্রুতমিদং হেতুদোষাণাং লক্ষণম্—অনুঃ চিঃ দীঃ সামান্যনিরুক্তি]।

যম—(যম+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।২।৪৪] যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট (প্রথম যোগাঙ্গ) সকল আশ্রমীর সাধারণ ধর্ম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। (বাৎ ভাঃ)।

যাচিতমণ্ডনন্যায়—যাচিতমণ্ডন = যাচ্ঞা দ্বারা সংগৃহীত বস্তুর দ্বারা অলংকরণ। উৎসবাদিতে ব্যবহারের উপযুক্ত নিজের বস্ত্র অলংকারাদি না থাকিলে অনেক সময় অন্যের নিকট হইতে সাময়িকভাবে তাহা চাহিয়া আনিয়া (ধার চাহিয়া) ব্যবহার করা হয়। এই রীতিই যাচিতমণ্ডন ন্যায়। সাধারণতঃ ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষ এই চারিটি গুণকে সবিষয়ক বলা হয়, কেন না বিষয়বিহীন কেবল জ্ঞানাদির উপলব্ধি হয় না। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত এই যে, একমাত্র জ্ঞানই স্বভাবতঃ সবিষয়ক। ইচ্ছাদিকে যে সবিষয়ক বলা হয় তাহা যাচিতমণ্ডন ন্যায়ে। ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষের প্রতি জ্ঞানের কারণতা থাকায় ইচ্ছাদির মূলীভূত জ্ঞানটি যদ্বিষয়ক, ইচ্ছাদিকেও তদ্বিষয়ক বলা হয়; অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ের দ্বারাই ইচ্ছাদি সবিষয়ক। ইচ্ছাদীনাং যাচিতমণ্ডনন্যায়েন জনকজ্ঞানবিষয়তয়ৈব সবিষয়কত্বম্, (অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ১৫)।

যাবদুক্তোপপন্ন—(কু ১।২) (ঈশ্বরসম্বন্ধে সর্বজ্ঞত্ব

প্রভৃতি) যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা উপপন্ন—অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। (যাবদুক্তেষু যৎউপপন্নম্)।

যাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব—[বৈঃপ্রঃ ভাঃ, পৃঃ ১৭৩] (বিঃ বিঃ প্রেস্) যতকাল আশ্রয় দ্রব্য থাকে ততকাল বিনষ্ট না হওয়া; ইহা বহু গুণের ধর্ম; যথা, অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এবং পরিমাণ, একত্ব-সংখ্যা, একপৃথকত্ব, সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ—এই সকল গুণ যাবদ্দ্রব্যভাবী। পক্ষান্তরে, আর সকল গুণ অর্থাৎ পাকজ রূপপ্রভৃতি, পাকজ-দ্রবত্ব, পরত্বাপরত্ব, দ্বিত্বাদিসংখ্যা, দ্বিপৃথকত্বাদি, শব্দ, এবং বুদ্ধি প্রভৃতি নয়টি আত্মবিশেষগুণ, সংযোগ ও বিভাগ—এই সকল গুণ অযাবদ্দ্রব্য-ভাবী।

যুগপদ্‌বৃত্তিদ্বয়বিরোধ— একটিপদ হইতে যুগপৎ শক্তিদ্বয় বা লক্ষণাদ্বয়ের দ্বারা, অথবা শক্তি ও লক্ষণারূপ দুইটি বৃত্তিদ্বারা দুইটি অর্থের (শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বোধ হয়না। যেমন—'গঙ্গায়াং ঘোষমৎস্যৌ স্তঃ' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে একই গঙ্গাপদের দ্বারা জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থ ও তীররূপ লক্ষ্যার্থের বোধ স্বীকার করিতে হয়। অতএব 'যুগপদ্‌বৃত্তিদ্বয়বিরোধ' হয় বলিয়া এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। কেহ কেহ বলেন যে, তাৎপর্য থাকিলে দুইটি বৃত্তিদ্বারা যুগপৎ অর্থদ্বয়ের বোধ হইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন যে একটি পদ হইতে সজাতীয় বৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা যুগপৎ অর্থ-দ্বয়ের বোধ হয় না। অতএব 'গঙ্গায়াং ঘোষমৎস্যৌ স্তঃ' ইত্যাদি স্থলে একই গঙ্গাপদের দ্বারা শক্যার্থ জলপ্রবাহ ও লক্ষ্যার্থ তীরের বোধ হইতে পারে। (রামরুদ্রী পৃঃ ২৮৮)।

যুতসিদ্ধি—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ২২৮ (বিঃ বিঃ প্রেস)] ১। দুইটি পদার্থের দুইটিরই অথবা একটির পৃথক্ গতিমত্ত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াসম্বন্ধ, অথবা পৃথক্ আশ্রয়ে আশ্রিত থাকা। যথা ঘট ও পট। এই-রূপ যুতসিদ্ধেরই সংযোগ হইতে পারে। যুত-সিদ্ধ নহে এরূপ তন্তু ও পটের (অথবা বিভুদ্বয়ের) সংযোগ হইতে পারে না। ২। ['যু মিশ্রণে অমিশ্রণে চ', যু+ক্ত যুত অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে, সিদ্ধি=বিদ্যমানতা।] সম্বন্ধ হইবার পূর্বেও দুইটি বস্তুর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমানতা। যেমন—বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ হইবার পূর্বেও তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, অতএব এইরূপ পৃথক্‌ভাবে থাকাই যুতসিদ্ধি। ঐরূপ দুইটি বস্তুকে যুতসিদ্ধ বলা হয়। [যুতসিদ্ধিঃ পৃথক্‌সিদ্ধিঃ সা চাসম্বন্ধয়োর্বিদ্যমানতা।—তাঃ রঃ পৃঃ ১৬৫]।

যোগ—[বৈঃ সূঃ ৫।২।১৬, ন্যাঃ ভাঃ ৪।২।৪৬] ১। মন আত্মনিষ্ঠ হইলে অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে বিযুক্ত হইলে মনের কর্মের অভাব হওয়াতে শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার দুঃখের অভাব ঘটে,—তাহাই যোগ; অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ মনের স্থির অবস্থাই যোগ। ২। পাতঞ্জলে- চিত্তের বৃত্তির নিরোধ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি- এই ৮টি যোগাঙ্গ। ৩। সম্বন্ধ, সংযোগ। ৪। সমুদায়শব্দের অবয়ব-শক্তি; শব্দের শক্তিবিশেষ; শক্তি নানাপ্রকার—যথা যোগশক্তি, রূঢ়শক্তি ইত্যাদি। ৫। অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি; যথা—যোগক্ষেম (ক্ষেম - প্রাপ্তের রক্ষণ)। ৬। তিথি, বার, নক্ষত্রের সম্বন্ধবিশেষ; যথা—সিদ্ধিযোগ, অর্ধোদয়যোগ।

যোগক্ষেমসাধারণকারণতা — যোগ=অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি। ক্ষেম = সিদ্ধবস্তুর সংরক্ষণ। কারণের দ্বারা কার্যের উৎপত্তি হইলে ঐ কার্যকে কারণের ফল বলা হয়। যেমন—ভোজনের ফল—তৃপ্তি। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের ফল—স্বর্গ ইত্যাদি। অতএব যাগাদিতে যে স্বর্গাদির কারণতা আছে তাহা যৌগিক কারণতা, যেহেতু তাহাদ্বারা অপ্রাপ্তফলের প্রাপ্তি হইতেছে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ফল—ভাবিদুঃখের অনুৎপত্তি, বা নিত্যকর্মের ফল—প্রত্যবায়ের অনুৎপত্তি। 'অনুৎপত্তি' বলিতে প্রাগভাবকে বুঝায়। অথচ প্রাগভাব অনাদি হওয়ায় তাহার প্রাপ্তিকে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ যোগ বলা যায় না। অতএব এই অনাদি প্রাগভাবের সংরক্ষণই (প্রতিপালন) নিত্যকর্ম ও প্রায়শ্চিত্তের ফল। (নিত্যকর্ম না

করিলে ঐ অনাদি 'প্রত্যবায়প্রাগভাব' নষ্ট হইয়া প্রত্যবায় উৎপন্ন হইবে)—এইজন্যই নিত্যকর্মাদিতে যে প্রত্যবায়প্রাগভাবের কারণতা আছে তাহা কৈমিক কারণতা, যৌগিক নহে। এই উভয় প্রকার কারণতাকে যোগক্ষেমসাধারণ কারণতা বলা হয়। (ভাঃ মুক্তাঃ পৃঃ ৫২৮)।

যোগজসন্নিকর্ষ—যোগাভ্যাসজনিত ধর্মবিশেষ। ইহা ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষের অন্যতম। অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠানের ফলে এমন একটি সামর্থ্য জন্মে—যাহার প্রভাবে যোগীর দেশান্তরীয়, কালান্তরীয়, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হয়। যোগী দ্বিবিধ—যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী। যোগীর দ্বৈবিধ্যবশতঃ যোগজসন্নিকর্ষও দ্বিবিধ।

যোগরূঢ়—যে শব্দ মিলিতভাবে যোগার্থ ও রূঢ়ার্থের বোধক হয়। শব্দের অবয়বশক্তিদ্বারা যে অর্থের বোধ হয় তাহা যোগার্থ এবং সমুদায়শক্তিদ্বারা যে অর্থের বোধ হয় তাহা রূঢ়ার্থ। যেমন 'পঙ্কজ' শব্দ। এই শব্দের পঙ্ক-জন্+ড এই তিনটি অবয়বের (অংশের) যে শক্তি, তাহার দ্বারা পঙ্কে জন্মগ্রহণকারীকে বুঝায়, ইহা (পঙ্ক-জন্মগ্রহণকর্তা) পঙ্কজ শব্দের যোগার্থ। সম্পূর্ণ পঙ্কজ শব্দের পদ্ম অর্থে শক্তি থাকায় তাহা রূঢ়ার্থ। এই যোগার্থও রূঢ়ার্থের মিলিতভাবে ('পংকে জাত পদ্ম' এইরূপ অর্থের) বোধ হইবে। কেবল যোগার্থের বোধক হইলে কুমুদাদির বোধ এবং কেবল রূঢ়ার্থের বোধক হইলে স্থলপদ্মের বোধ হইতে পারে, এইহেতু উভয় অর্থের বোধক বলা হইল। যোগরূঢ় শব্দ দুইপ্রকার=সামাসিক ও তদ্ধিতান্ত। সমাসনিষ্পন্ন যোগরূঢ় শব্দকে সামাসিক বলা হয়। যেমন—কৃষ্ণসর্প, পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দ। তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন যোগরূঢ় শব্দকে তদ্ধিতান্ত বলা হয়; যেমন বাসুদেব কাশ্যপ প্রভৃতি শব্দ।

যোগ্যতা [আঃ বিঃ পৃঃ ৭, চৌঃ] ১। বর্তমানে সহকারিবিশেষের অভাবহেতু কার্যের উৎপত্তি না হইলেও কালান্তরে উপযুক্ত সহকারিযোগে কার্যের উৎপাদনের যে সামর্থ্য। ২। এক পদার্থে অপর পদার্থসম্বন্ধ, অথবা বাধাভাবই যোগ্যতা। যোগ্যতাজ্ঞান শাব্দবোধের অন্যতম কারণ। 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' ইত্যাদি বাক্যস্থলে যোগ্যতাজ্ঞান না থাকায় (অর্থাৎ সিঞ্চনে বহ্নিকরণকত্বের জ্ঞান না থাকায়) শাব্দবোধ হইবে না। (ভাঃ পঃ মুঃ ৮৩ কাঃ)। নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন যে, যোগ্যতাজ্ঞানকে শাব্দবোধের প্রতি কারণ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রের প্রতি বাধজ্ঞানকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করা হয়। অতএব পূর্বোক্তস্থলে সিঞ্চনে বহ্নিকরণকত্বের বাধজ্ঞান থাকায় তাহা দ্বারাই শাব্দবোধ বারণ হইবে, অতএব অযোগ্যতানিশ্চয় অর্থাৎ বাধনিশ্চয় শাব্দবোধের প্রতিবন্ধক হওয়ায় বাধনিশ্চয়াভাবকে অবশ্যই কারণ বলিতে হইবে (প্রতিবন্ধকাভাবকে সর্বত্র কারণ স্বীকার করা হয়), অতএব বাধনিশ্চয়াভাবের দ্বারা যোগ্যতাজ্ঞান অন্যথাসিদ্ধ। (শব্দঃ প্রঃ পৃঃ ১১)।

যোগ্যাদৃষ্টি—(যোগ্য+অদৃষ্টি) [কুঃ ৩।১] যোগ্য অনুপলব্ধি; কোনও অভাবের (যথা ঘটাভাবের) প্রতিযোগীর (ঘটের) যে প্রকার অনুপলব্ধির দ্বারা সেই প্রতিযোগীর (ঘটের) অভাবের গ্রহ বা নিশ্চয় হয়, সেই অনুপলব্ধি যোগ্য অনুপলব্ধি, বা যোগ্যাদৃষ্টি। যথেষ্ট আলোকের মধ্যে ঘটের অনুপলব্ধিই ঘটাভাবের গ্রহের কারণ হয় সুতরাং যোগ্যাদৃষ্টি; অন্ধকারে ঘটানুপলব্ধি ঘটাভাবের নিশ্চয় জন্মায় না।

যোগ্যানুপলব্ধি—(যোগ্য+অনুপলব্ধি) অভাব প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ। অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি (উপলব্ধির অভাব) কারণ। এই অনুপলব্ধি যোগ্য অর্থাৎ যোগ্যতাবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। 'যোগ্যতা' বলিতে 'প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জনপ্রসঞ্জিতপ্রতিযোগিকত্ব' রূপ। অর্থাৎ যাহা অভাবের প্রতিযোগী, সেই প্রতিযোগীর সত্তার প্রসঞ্জন অর্থাৎ আরোপের দ্বারা প্রসঞ্জিত (আরোপিত) হইয়াছে প্রতিযোগী (উপলব্ধিরূপ প্রতিযোগী) যাহার—এইরূপ অনুপলব্ধিকে যোগ্যানু-

পলব্ধি বলা হয়। যেমন ঘটাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে প্রত্যক্ষের পূর্বে 'অত্র যদি ঘটঃ স্যাৎ তদা উপলভ্যেত' এইরূপ আরোপ হইয়া থাকে। ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহার সত্তার প্রসঞ্জনের (আরোপের) দ্বারা (অত্র যদি ঘটঃ স্যাৎ—এখানে যদি ঘট থাকিত) অনুপলব্ধির প্রতিযোগী যে উপলব্ধি তাহার আরোপ হইয়াছে —('তদা উপলভ্যেত'—তাহা হইলে উপলব্ধি হইত)। অতএব এইভাবে যোগ্যতাবিশিষ্ট অনুপলব্ধি থাকায় ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ২। অথবা অনুপলব্ধিকালে প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীর ব্যাপ্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি ব্যতিরিক্ত প্রত্যক্ষের যাবতীয় কারণ থাকাই যোগ্যতা। (যোগ্যতা চ প্রতিযোগিতদ্ব্যাপ্যেতরযাবদুপলম্ভকসামগ্রীসমবধানম্)। অন্ধকারাবৃত গৃহে প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি থাকিলেও ঘটভাবাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু ঐস্থলে প্রতিযোগিপ্রত্যক্ষের সামগ্রীর অন্তর্গত আলোক না থাকায় যাবৎকারণের সমবধান হয় নাই, অতএব ঐ অনুপলব্ধির যোগ্যতা নাই।

যৌগপদ্য—বহু বস্তুর একই সময়ে সমাবেশ। 'অনেকেষামেকক্ষণসম্বন্ধো যৌগপদ্যম্।' (সপ্ত পদার্থী পৃঃ ৬৯)।

যৌগিক—যে শব্দের (প্রাতিপদিক বা নামের) সম্পূর্ণ অংশের কোনও শক্তি না থাকিলেও শব্দের অন্তর্গত প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের শক্তির দ্বারা লব্ধ অর্থের বোধ হয় সেই শব্দ। যেমন—'পাচক' শব্দের স্বতন্ত্রভাবে কোনও অর্থে শক্তি নাই, পাচকশব্দের অন্তর্গত (পচ্+ণক) পচ্ধাতুর অর্থ=পাক, এবং ণক প্রত্যয়ের অর্থ=কর্তা; এই দুইটির মিলিতভাবে 'পাককর্তা' রূপ অর্থের বোধ হয়। অতএব ইহা 'যৌগিক' শব্দ। যৌগিক শব্দ তিন প্রকার—সমাস, তদ্ধিতান্ত ও কৃদন্ত। সমাস=নীলোৎপল, রাজপুরুষ ইত্যাদি। তদ্ধিতান্ত ভার্গব, দাশরথি ইত্যাদি। কৃদন্ত= পাচক, স্তন্যপায়ী ইত্যাদি।

যৌগিকরূঢ় বা রূঢ়যৌগিক—যে শব্দ হইতে ক্বচিৎ যোগার্থের ও ক্বচিৎ রূঢ়ার্থের বোধ হয়। যেমন—মণ্ডপ, মহারজত ইত্যাদি শব্দ। মণ্ডপ শব্দ হইতে কখনও (মণ্ডং পিবতি যঃ) 'মণ্ডপানকারী' এইরূপ যোগার্থের (অবয়বলব্ধ অর্থের) বোধ হয়, এবং কখনও 'গৃহ' রূপ রূঢ়ার্থের বোধ হয়। 'মহারজত' শব্দ হইতে কখনও রূঢ়ার্থের (স্বর্ণ) বোধ হয়, এবং কখনও যোগার্থের (বৃহৎরজতের) বোধ হয়। 'যোগরূঢ়' শব্দ হইতে যৌগিকরূঢ়ের পার্থক্য এই যে, যোগরূঢ় শব্দ সর্বদাই যোগার্থ ও রূঢ়ার্থের অর্থাৎ মিলিতভাবে উভয় অর্থের বোধক হয়। কিন্তু যৌগিকরূঢ়শব্দ কদাচিৎ যোগার্থের এবং কদাচিৎ রূঢ়ার্থের বোধক হয়। ইহার নামান্তর রূঢ়যৌগিক। এইভাবে যৌগিকরূঢ় বা রূঢ়যৌগিকনামে কোনও অতিরিক্ত প্রাতিপদিক শব্দ সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে 'মণ্ডপ' শব্দ 'মণ্ডপানকারী' অর্থে যৌগিক, এবং গৃহ অর্থে রূঢ়। মহারজতাদিশব্দও তত্তৎ অর্থে রূঢ় বা যৌগিকশব্দের অন্তর্গত। (শঃ শঃ পৃঃ ৭২)।

র

রাগ—(রনজ+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ৪।১।৩] ১। একপ্রকার দোষ; আসক্তিরূপ দোষ। রাগ, দ্বেষ ও মোহ—এই তিনটি দোষ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ—এইগুলি রাগপক্ষ, অর্থাৎ রাগেরই অন্তর্ভুক্ত (বাৎ ঃ ভাঃ)। (পাতঞ্জল)—কোনও বিষয়ভোগ করিয়া সুখের অভিজ্ঞতা হইলে পরে সেই সুখের অনুস্মরণ করিয়া সেই সুখসাধনে বা তজ্জাতীয় সুখসাধনে যে গর্ধ বা তৃষ্ণা। ২। (সঙ্গীত) স্বরবিশেষ; যথা—ভৈরব রাগ। ৩। রূপবিশেষ; যথা—অরুণরাগ, রক্তরাগ।

রূঢ়—যে নাম (অর্থাৎ প্রাতিপদিক শব্দ) সমুদায়শক্তিবলে অর্থের বোধক হয়। যেমন—গো, ঘট ইত্যাদি শব্দ। গো শব্দের গোত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি এবং ঘটশব্দের ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি। এইরূপ শক্তিজ্ঞান থাকিলে 'গো' শব্দ হইতে

গোত্বাবচ্ছিন্নের বোধ হয়। এইভাবে ঘটাদিশব্দ হইতেও ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি অর্থের বোধ হয়, অতএব তাহারা রূঢ়শব্দ। রূঢ়শব্দ তিনপ্রকার—নৈমিত্তিক, পারিভাষিক ও ঔপাধিক। যে সকল শব্দের জাত্যবচ্ছিন্নে শক্তি, তাহারা নৈমিত্তিক, যেমন—গো, ঘট ইত্যাদি শব্দের গোত্বঘটত্বাদি জাত্যবচ্ছিন্নে শক্তি থাকায় তাহারা নৈমিত্তিক শব্দ। যে শব্দের উভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নে (যে ধর্ম একাধিক পদার্থে অবর্তমান তাদৃশ ধর্মবিশিষ্টে) শক্তি তাহা পারিভাষিক। যেমন আকাশাদি শব্দ। আকাশশব্দের শব্দাবচ্ছিন্নে (শব্দাশ্রয়ে) শক্তি এবং শব্দ একমাত্র আকাশের ধর্ম হওয়ায় উভয়াবৃত্তি। অনুগত উপাধিবিশিষ্ট বস্তুতে যাহার শক্তি সেই শব্দকে ঔপাধিক বলা হয়। যেমন—ভূত, দূত ইত্যাদি শব্দ। ভূত শব্দের সচেতনাবৃত্তি-বিশেষগুণবত্ত্ব ও দূতশব্দের বার্তাহারকত্বরূপ উপাধিবিশিষ্টে শক্তি থাকায় এইরূপ শব্দকে ঔপাধিক বলা হয়। কাহারো মতে নাম চারি-প্রকার জাতিশব্দ, দ্রব্যশব্দ গুণশব্দ ও কর্মশব্দ। যাহাদের জাত্যবচ্ছিন্নে শক্তি তাহারা জাতিশব্দ। যেমন—ঘট, পট ইত্যাদি। যাহাদের দ্রব্যাব-চ্ছিন্নে শক্তি তাহারা দ্রব্যশব্দ। যেমন—পশু আঢ্য ইত্যাদি শব্দ। পশু শব্দের লাঙ্গুলাবচ্ছিন্নে, আঢ্য শব্দের ধনাবচ্ছিন্নে শক্তি। যাহাদের গুণাবচ্ছিন্নে শক্তি তাহারা গুণশব্দ, যেমন ধন্য ইত্যাদি শব্দ। পুণ্য-(ধর্ম) রূপ গুণাবচ্ছিন্নে 'ধন্য' শব্দের শক্তি। যাহাদের ক্রিয়াবচ্ছিন্নে শক্তি তাহারা কর্মশব্দ, যেমন—চপল, চঞ্চল, ইত্যাদি শব্দ।

রূপ—১। যে গুণ একমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। ['চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যো গুণো রূপম্'। সঃ পঃ পৃঃ ৫৭] রূপ সাত প্রকার - শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র। (নানারূপের সমাহার হইলে ঐ মিলিত রূপকে চিত্ররূপ বলা হয়)। কৃষ্ণরূপ নীলরূপের অন্তর্গত। 'সপ্ত-পদার্থীতে' নীলরূপস্থলে কৃষ্ণরূপের উল্লেখ আছে (পৃঃ ২৬)। পৃথিবীতে সাতপ্রকার রূপই থাকিতে পারে। জলে অভাস্বর শুক্লরূপ এবং তেজে ভাস্বর শুক্লরূপ আছে। জলীয়পরমাণু ও তৈজসপরমাণুতে যে রূপ আছে তাহা নিত্য, অন্য রূপমাত্রই অনিত্য। রূপ ব্যাপ্যবৃত্তি। ২। বস্তুর ধর্ম বুঝাইতেও 'রূপ' শব্দের ব্যবহার হয়। যথা—'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব ...' —সিঃ লঃ দীঃ পৃঃ ১। 'যদ্ যদ্রূপাবচ্ছিন্নস্য যস্য যস্য বিশিষ্টঘটকতা...' —সাঃ নিঃ গাঃ।

রূপসম্পত্তি—[আঃ বিঃ ১; পৃঃ ৮১ চৌঃ] হেতুর তিনটি রূপের বৈশিষ্ট্য। ত্রিরূপবিশিষ্ট হেতু সাধ্যের অনুমিতির জনক হইয়া থাকে। হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব অর্থাৎ পক্ষে বিদ্যমানতা, সপক্ষবৃত্তিত্ব অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যের অধিকরণে বিদ্যমানতা, এবং বিপক্ষাবৃত্তিত্ব অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যাভাবের অধিকরণে অবিদ্যমানতা,– এই তিনরূপ বিশিষ্ট হেতু অনুমাপক হয়।

রূপানুবিধায়ী (স্পর্শ)—বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ১৮১ (বিঃ বিঃ প্রেস্) রূপের অনুবর্তনকারী, রূপের ব্যাপক (স্পর্শ)। স্পর্শ রূপের ব্যাপক হইলে, স্পর্শ না থাকিলে রূপ থাকিতে পারে না; যথা—আকাশাদিতে। কিন্তু, রূপ স্পর্শের ব্যাপক নহে, রূপ না থাকিলেও স্পর্শ থাকিতে পারে; যথা—বায়ুতে।

ল

লক্ষক—যে শব্দ (নাম) লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা যে অর্থের (লক্ষ্যার্থের) বোধক হয়, তাহা সেই অর্থে লক্ষক। যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই স্থলে গঙ্গা-শব্দ 'গঙ্গাতীর' অর্থে লক্ষক। জহৎস্বার্থা, অজহৎ-স্বার্থা, নিরূঢ়া, আধুনিকী ও গৌণী—এইভাবে লক্ষণা বহুপ্রকার হওয়ায় 'লক্ষক' নামও বহুপ্রকার [অর্থাৎ জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ, নিরূঢ়, আধুনিক ও গৌণ (শঃ প্রঃ পৃঃ ১৫৪)]।

লক্ষণ – (লক্ষ+ল্যুট্) [ন্যাঃ কঃ পৃঃ ৬৯] প্রাচীনন্যায়) সজাতীয় এবং বিজাতীয় পদার্থ হইতে ব্যাবর্তক যে ধর্ম; যথা, গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ সজাতীয় (দ্রব্যরূপে) জলাদি হইতে,

এবং বিজাতীয় গুণকর্মাদি হইতে পৃথিবীর ব্যাবর্তক বা ভেদক। পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই লক্ষণের প্রয়োজন। ২। (নব্যন্যায়) কোনও বস্তুর মধ্যে যে ইতরব্যাবর্তক ধর্ম থাকে (যে ধর্মের দ্বারা কোনও বস্তুকে অন্যবস্তু হইতে ভিন্নরূপে জানা যায়) তাহাই লক্ষণ। যেমন—গলকম্বলবত্তা গো'র লক্ষণ। গলকম্বলবত্তা এমন একটি ধর্ম, যাহা সমস্ত 'গো'তে থাকে এবং তদ্ভিন্ন কোনবস্তুতে থাকে না। অতএব তাহা গোর লক্ষণ। গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। ['উদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্মঃ লক্ষণম্'—(বাৎস্যায়নভাষ্য ১।১।২) উদ্দিষ্ট অর্থাৎ লক্ষ্যীভূত পদার্থের ইতর ব্যাবর্তক যে ধর্ম তাহাই লক্ষণ। 'অসাধারণধর্মত্বাদ্ ব্যতিরেক্যেব লক্ষণম্'—(তাঃ রঃ পৃঃ ৭৫)—যেহেতু অসাধারণধর্মই লক্ষণ, সেই-হেতু লক্ষণমাত্রই কেবলব্যতিরেকী হেতু। যেস্থলে সপক্ষ বিপক্ষ নাই এবং থাকিলেও তাহাতে যে হেতু অবর্তমান, তাহাই কেবলব্যতিরেকী হেতু। অতএব লক্ষণমাত্রই অলক্ষ্যে (বিপক্ষে) না থাকায় এবং লক্ষ্যমাত্রে (পক্ষে) থাকায় কেবলব্যতিরেকী। "অসাধারণধর্মো লক্ষণম্। লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসম-নিয়তত্বম অসাধারণধর্মত্বম্"। (তর্কঃ দীপিকাঃ পৃঃ ৬)—যাহা লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের সমনিয়ত তাহাই লক্ষণ। যেমন লক্ষ্য = গো, লক্ষ্যতা-বচ্ছেদক ধর্ম = গোত্ব, তাহার সমনিয়ত (ব্যাপ্য ও ব্যাপক) 'গলকম্বলবত্ত্ব' গোর লক্ষণ। লক্ষ্য =পৃথিবী, লক্ষ্যতাবচ্ছেদক = পৃথিবীত্ব, তাহার সমনিয়ত হওয়ায় 'গন্ধবত্ত্ব' পৃথিবীর লক্ষণ। লক্ষ-ণের প্রয়োজন—ব্যাবৃত্তি ও ব্যবহার। 'ব্যাবৃত্তি' শব্দের অর্থ - ইতরভেদানুমিতি - কোনও বস্তুকে অন্যবস্তু হইতে ভিন্নরূপে অনুমান করা। যেমন ধূমাদিহেতুর দ্বারা পর্বতাদিতে বহ্ন্যাদির অনুমান করা হয়, সেইরূপ লক্ষণরূপহেতুদ্বারা লক্ষ্যে ইতর-ভেদের অনুমান করা হয়। যেমন—পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ— এই অনুমানে যাহার লক্ষণ করা হইতেছে সেই লক্ষ্য পৃথিবী পক্ষ। ইতর-ভেদ (জলাদি অন্যবস্তু হইতে ভিন্নতা) সাধ্য। গন্ধবত্ত্ব = হেতু। এইস্থলে লক্ষ্য যে পৃথিবী, তাহাতে গন্ধবত্ত্বরূপ লক্ষণের দ্বারা জলাদি (ইতর) বস্তুর ভেদ সাধনকরা হইতেছে। এইজন্য লক্ষণকে ইতরভেদানুমাপক হেতু বলা হয়। এইভাবেই 'গৌঃ তদিতরভিন্না গলকম্বলবত্ত্বাৎ' ইত্যাদিস্থলে জ্ঞাতব্য। লক্ষণের অন্য প্রয়োজন—ব্যবহার। ব্যবহারশব্দের অর্থ—শব্দপ্রয়োগ। কোন্ ধর্মা-বচ্ছিন্নে কোন্ শব্দের শক্তি তাহার জ্ঞান অর্থাৎ শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত জ্ঞান না থাকিলে শব্দের প্রয়োগ করা যায় না। তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নবোধক শব্দ-ব্যবহারের প্রতি তদ্ধর্মরূপে ব্যবহর্তব্যের জ্ঞান কারণ। এই ধর্মকে ব্যবহারোপযিক লক্ষণ বলা হয়। 'যদ্যপি পক্ষত্বস্য কেবলান্বয়িত্বান্নাস্য ভেদকত্বং তথাপি পক্ষপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তমুক্তম্' (অনুঃ পক্ষতা প্রকরণ)। কেবলান্বয়ীব্যতীত লক্ষণমাত্রই ইতর-ভেদানুমাপক ও ব্যবহারোপযিক হইয়া থাকে। যেমন গন্ধবত্ত্ব, গলকম্বলবত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু যেস্থলে কেবলান্বয়ীধর্ম লক্ষণ হয়, সেই লক্ষণ ব্যব-হারোপযিকই হইয়া থাকে, ইতরভেদের অনুমাপক হয় না। যেমন— অভিধেয়ত্বং পদার্থত্বম্। ঈশ্ব-রেচ্ছাবিষয়ত্বং বাচ্যত্বম্। যে স্থলে লক্ষ্যভিন্নবস্তুর অস্তিত্ব আছে, সেইস্থলে সেই বস্তুর ব্যাবৃত্তির জন্য ইতরভেদানুমাপক (ব্যাবর্তক) লক্ষণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পদার্থের লক্ষণ বা বাচ্যের লক্ষণকে ব্যাবর্তক লক্ষণ বলা যায় না, যেহেতু সমস্তই পদার্থ এবং বাচ্য হওয়ায়। জগতে পদার্থভিন্ন বা বাচ্য-ভিন্ন কোনবস্তু না থাকায় অভিধেয়ত্ব বা ঈশ্ব-রেচ্ছাবিষয়ত্বরূপ লক্ষণ ইতরের ব্যাবর্তক হইতে পারে না। অতএব এই জাতীয় লক্ষণকে ব্যব-হারোপযিকই বলা হয়। ইহা কেবল 'বাচ্য' শব্দ বা 'পদার্থ' শব্দ ব্যবহারের কারণ। লক্ষণের ত্রিবিধ দোষ—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব। এই ত্রিবিধ দোষরহিত ধর্মই লক্ষণ হইতে পারে। (ক) অব্যাপ্তি = লক্ষ্যৈকদেশাবৃত্তিত্বম্ অব্যাপ্তিঃ। কোন লক্ষ্যে না থাকাই অব্যাপ্তি। যেমন গুণাশ্রয়ত্বং দ্রব্যত্বম্—এই যে 'গুণাশ্রয়ত্ব' রূপ দ্রব্যের লক্ষণ তাহা অন্যদ্রব্যে সম্ভব হইলেও উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে সম্ভব নহে, কেননা উৎপত্তি-

কালে দ্রব্যে গুণ না থাকায় তাহাতে গুণাশ্রয়ত্বরূপ ধর্ম (লক্ষণ) নাই। অতএব এই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। (খ) অতিব্যাপ্তি—অলক্ষ্যবৃত্তিত্বম্ অতিব্যাপ্তিঃ। লক্ষ্যে থাকিয়া অলক্ষ্যেও থাকা। যেমন, শৃঙ্গিত্বং গোত্বম্। (যাহার শিং আছে তাহাই গরু) এই লক্ষণ অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট। যেহেতু শৃঙ্গিত্বরূপধর্ম (লক্ষণ) যেমন 'গো'তে (লক্ষ্যে) আছে, তেমনি মহিষাদি অলক্ষ্যেও আছে। (গ) অসম্ভব—লক্ষ্যমাত্রাবৃত্তিত্বম অসম্ভবঃ। কোনও লক্ষ্যে না থাকা। যেমন—একশফত্বং গোত্বম্। (যাহার একটি শফ অর্থাৎ খুর আছে তাহা গরু) এই 'একশফত্ব' রূপ লক্ষণ অশ্বাদিতেই আছে, কোনও গরুতে নাই (গরুর দুইটি খুর)। অতএব এইলক্ষণ 'অসম্ভব'দোষে দুষ্ট। [ইতরভেদানুমাপক লক্ষণে অব্যাপ্ত্যাদির দূষকতা] :—(ক) যেস্থলে 'অব্যাপ্তি' দোষ হয় সেই স্থলে ভাগাসিদ্ধি (হেত্বাভাস) হওয়ায় লক্ষণটি ইতরভেদের অনুমাপক হইতে পারে না। যেমন —দ্রব্যম্ ইতরভিন্নং গুণাশ্রয়ত্বাৎ = এইস্থলে পক্ষের একদেশে অর্থাৎ উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণাশ্রয়ত্বরূপ হেতু না থাকায় ভাগাসিদ্ধি দোষ হইতেছে। ইহাই অব্যাপ্তির দূষকতা। (খ) যে স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় সেইস্থলে 'ব্যভিচার' নামক হেত্বাভাস হওয়ায় লক্ষণটি ইতরভেদের অনুমাপক হইতে পারে না। যেমন—গৌঃ ইতরভিন্না শৃঙ্গিত্বাৎ—এইস্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণে (মহিষাদিতে) শৃঙ্গিত্বরূপ হেতু থাকায় 'ব্যভিচার' দোষ হইতেছে। এইভাবেই লক্ষণে অতিব্যাপ্তির দূষকতা। (গ) যে স্থলে 'অসম্ভব'দোষ হয় সেইস্থলে 'স্বরূপাসিদ্ধি' নামক হেত্বাভাস হওয়ায় লক্ষণটি ইতরভেদের অনুমাপক হইতে পারে না। যেমন —গৌঃ ইতরভিন্না একশফত্বাৎ—এইস্থলে কোনও পক্ষে (গোমাত্রেই) একশফত্বরূপ হেতু না থাকায় 'স্বরূপাসিদ্ধি' দোষ হইতেছে। এইভাবেই লক্ষণে 'অসম্ভবে'র দূষকতা। [ব্যবহারোপয়িক লক্ষণে অব্যাপ্ত্যাদির দূষকতা] :—সাধারণতঃ, যাহা যাহার সমানাধিকরণ, অন্যূনবৃত্তি ও অনতিপ্রসক্ত তাহাই তাহার অবচ্ছেদক হয়। যেমন 'ঘটঃ নাস্তি' এই অভাবের (ঘটাভাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, যেহেতু, তাহা প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ (প্রতিযোগিতা ঘটে আছে, ঘটত্বও ঘটে আছে) হইয়াছে। ঘটত্ব ঐ প্রতিযোগিতার অন্যূনবৃত্তিও বটে। (যাহা যাহা অপেক্ষা অল্পদেশে থাকে না, অর্থাৎ যাহা যাহার সকল অধিকরণে থাকে তাহাকে তাহার অন্যূনবৃত্তি বলা হয়) যেহেতু ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা নিখিল ঘটে আছে, ঘটত্বও নিখিলঘটে আছে। এইভাবেই ঘটত্ব ঐ প্রতিযোগিতার অনতিপ্রসক্তও হইয়াছে (অতিপ্রসক্ত = অতিরিক্তবৃত্তি, অনতিপ্রসক্ত = অনতিরিক্তবৃত্তি। যাহা যাহা-অপেক্ষা অধিকস্থলে থাকেনা তাহাকে তাহার অনতিপ্রসক্ত বলে।) কেননা যেস্থানে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা নাই (পটাদিতে) সেইস্থানে ঘটত্বও নাই। ব্যবহারোপয়িক লক্ষণে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ থাকিলে তাহা তত্তৎ পদের শক্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় ব্যবহারোপয়িক হইতে পারে না। যেমন—শৃঙ্গিত্বং গোত্বম্—এইভাবে শৃঙ্গিত্বকে গোর ব্যবহারোপয়িক লক্ষণ বলা যায় না, কেননা গোপদের শক্যতা যাহাতে নাই, তাহাতেও শৃঙ্গিত্ব থাকায় এই ধর্মটি অতিপ্রসক্ত হইয়াছে, অতএব তাহা শক্যতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। অব্যাপ্তি স্থলে লক্ষণটি কোন কোন লক্ষ্যে না থাকায় শক্যতার ন্যূনবৃত্তি হইয়াছে, অতএব শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না 'অসম্ভব' স্থলে লক্ষণটি শক্যবৃত্তি না হওয়ায় অর্থাৎ শক্যতার অধিকরণে না থাকায় শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। ২। স্বরূপ—'সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা'। (ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্লো ৪৪)। সামান্যং লক্ষণং স্বরূপং যস্য স সামান্যলক্ষণঃ সন্নিকর্ষঃ। 'বিষয়' অর্থেও লক্ষণ শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—পূর্বোক্ত স্থলে 'সামান্যং লক্ষণং বিষয়ঃ যস্য' এই অর্থে সামান্যবিষয়ক জ্ঞানকে সামান্যলক্ষণ বলা হইয়াছে (ভাষা পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ঐ)। ৩। অধ্যায়। যথা—

দ্বাদশলক্ষণী পূর্বমীমাংসা। চতুর্লক্ষণী উত্তর-মীমাংসা। ৪। চিহ্ন। "কালস্তু উৎপত্তিস্থিতি-বিনাশলক্ষণস্ত্রিবিধঃ"—সপ্তপদার্থীঃ পৃঃ ২১। স্মারক চিহ্ন; (ন্যাঃ সূত্র—৩।২।৪২।)

লক্ষণা—শক্যসম্বন্ধ। পদের শক্তিলভ্য যে অর্থ তাহা শক্যার্থ, সেই শক্যার্থের সহিত অন্য-পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণা বলা হয়। কোনো পদ শ্রবণ করিলে যে পদার্থের স্মরণ হয়, তাহার কারণ পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ। যে ব্যক্তির পদ ও পদার্থের সম্বন্ধবিষয়ে জ্ঞান আছে তাহারই পদ শ্রবণ করিলে পদার্থের স্মরণ হয়, যেহেতু এইরূপ নিয়ম আছে যে, যে দুইটি পদার্থের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধীর জ্ঞান হইলে অপর সম্বন্ধীর স্মরণ হয় (একসম্বন্ধিজ্ঞানম্ অপরসম্বন্ধিস্মারকম্)। পদ ও পদার্থের এই সম্বন্ধ দুই প্রকার—শক্তি ও লক্ষণা। প্রথমতঃ শক্তিসম্বন্ধের জ্ঞান থাকায় পদ হইতে শক্যার্থের (শক্তিলভ্য অর্থের) স্মরণ হয় সেই শক্যার্থে অন্বয়ানুপপত্তি বা তাৎপর্যানুপপত্তির জ্ঞান থাকলে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা লক্ষ্যার্থের স্মরণ হয় (অর্থাৎ প্রথমতঃ শক্যার্থের জ্ঞান হইয়া সেই শক্যার্থসম্বন্ধী পদার্থের স্মরণ হয়, যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এইস্থলে প্রথমতঃ গঙ্গা-পদের দ্বারা জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থের স্মরণ হয়, তাহার পর অন্বয়ানুপপত্তি বা তাৎপর্যানুপপত্তির জ্ঞান থাকলে শক্যার্থসম্বন্ধী তীরের স্মরণ হইয়া ঐ স্থলে অন্বয়বোধ হয়। লক্ষণা দুই প্রকার—জহল্লক্ষণা ও অজহল্লক্ষণা। (বা জহৎস্বার্থা ও অজহৎ স্বার্থা)। লক্ষণাকে অন্যভাবে দুইপ্রকার বলা যায়; নিরূঢ়লক্ষণা ও আধুনিকলক্ষণা (তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ 'সিংহঃ মানবকঃ', 'গৌঃ বাহীকঃ' ইত্যাদিস্থলে গৌণীবৃত্তি স্বীকার করেন। ন্যায়মতে তাহা লক্ষণার অন্তর্গত (সিংহশব্দের সিংহসদৃশে, গো শব্দের গোসদৃশে লক্ষণা)। মীমাংসকগণ পদের ন্যায় বাক্যেও লক্ষণা স্বীকার করেন (যেমন বেদস্থ অর্থবাদ বাক্যের বিধেয়প্রাশস্ত্যে বা নিষিদ্ধনিন্দিতত্বে লক্ষণা) কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন—'বাক্যে শক্তেরভাবাৎ শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণাপি নাস্তি' (সিঃমুঃ পৃঃ ২৯০)—অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি তত্তৎ শব্দেরই শক্তি স্বীকার করা হয়, কিন্তু বাক্যের কোন শক্তি স্বীকার করা হয়না। অতএব বাক্যের লক্ষণা (শক্যসম্বন্ধ) স্বীকার করা যায় না। শক্তিলভ্য অর্থের (শক্যের) সম্বন্ধই লক্ষণা, বাক্যের শক্তি না থাকায় শক্যার্থও নাই, অতএব শক্যার্থ-সম্বন্ধরূপ যে লক্ষণা তাহা পদেরই সম্ভব, বাক্যের সম্ভব নহে। 'গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ' ইত্যাদি স্থলে নদীপদের নদীতীরে লক্ষণা এবং তাহার একদেশ নদীর সহিত গভীরার অভেদান্বয় হইতে পারে।

লক্ষ্য—১। যাহার লক্ষণ নিরূপণ করা হয় তাহাই লক্ষ্য। যেমন—'গলকম্বলবত্ত্বম্' ইহা গো'র লক্ষণ। অতএব এই লক্ষণের লক্ষ্য—গো। 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' — ইহা ব্যাপ্তির লক্ষণ, অতএব এই লক্ষণের লক্ষ্য—ব্যাপ্তি। "তথাচ তস্যেতি মূলস্থং তৎ পদং লক্ষ্যে লক্ষণে চ উভয়-ত্রৈবান্বিতম্" (সিদ্ধান্তলক্ষণ জাগদীশী)। ২। লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাকেও 'লক্ষ্য' বলা হয়। যেমন—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এইস্থলে গঙ্গাপদের লক্ষণা দ্বারা 'গঙ্গা-তীর' অর্থ পাওয়া যায়, অতএব তাহা গঙ্গাপদের লক্ষ্য (লক্ষ্যার্থ)।

লাঘবজ্ঞানসহকৃত অনুমিতি — হেতুতে সামান্যধর্মরূপে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও 'ইহা ইহা হইতে লঘু' বা 'ইহা হইতে ইহাতে লাঘব' এইরূপ লাঘবজ্ঞান থাকিলে বিশেষধর্মরূপে সাধ্যের অনুমিতি হয়। ইহাই লাঘবজ্ঞান সহকৃত অনুমিতি। যেমন—ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ—এইস্থলে 'সকর্তৃকত্বব্যাপ্য-কার্যত্ববতী ক্ষিতিঃ' — এই পরামর্শে কার্যত্বরূপ হেতুতে সামান্যতঃ সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি ভাসমান হইলেও 'ক্ষিতেঃ অনেককর্তৃকত্বাপেক্ষয়া এককর্তৃকত্বে লাঘ-বম্'—এইরূপ লাঘব জ্ঞান থাকিলে 'ক্ষিতিঃ এক-কর্তৃকা' এইরূপই অনুমিতি হইবে। (অনুঃ চিঃ

গাঃ পৃঃ ১৯)।

লিঙ্গ—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ১৮৯] (বিঃ বিঃ প্রেস্) ১। 'লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গম্'— অর্থাৎ অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক; চিহ্ন; অনুমাপক হেতু; অনুমিতিতে কোনও সাধ্যের যাহা সাধন। 'যদনুমেয়েন সম্বন্ধং প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে। তদভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্॥' যাহা পক্ষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, এবং সাধ্যবিশিষ্ট সপক্ষে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত, এবং সাধ্যের অভাববিশিষ্ট বিপক্ষে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অবিদ্যমান এইরূপ অনুমাপক হেতুই লিঙ্গ। এই লিঙ্গ প্রথমতঃ দ্বিবিধ —সল্লিঙ্গ ও অসল্লিঙ্গ অর্থাৎ সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু। প্রকারান্তরে ত্রিবিধ—অন্বয়ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী। ২। চিহ্ন, লক্ষণ। যথা, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি আত্মার লিঙ্গ। (ন্যাঃ সূঃ বৃঃ ১।১।১০) ৩। ৩।২।৪২ ন্যায়-সূত্রে স্মৃতির নিমিত্তরূপে উল্লিখিত 'লিঙ্গ' — স্মারকচিহ্ন বা স্মারকব্যাপ্যকে বুঝাইয়াছে। বাৎস্যায়নভাষ্যে সংযোগী, সমবায়ী, একার্থসমবায়ী, বা বিরোধী পদাথকে স্মৃতির নিমিত্তরূপে লিঙ্গ বলা হইয়াছে। যথা, সংযোগী ধূম বহ্নির, অথবা গোশৃঙ্গ গো'র স্মারক। সমবায়ী রূপ আশ্রয় দ্রব্যের স্মারক, এক অর্থে (নারীতে) সমবায়ীরূপ (নারীতে) সমবেত স্পর্শের স্মারক। বিরোধী যে মিথ্যা তাহা সত্যের স্মারক হয়।

লিঙ্গদর্শন [ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।৫] পক্ষে অর্থাৎ যাহাতে অনুমিতি হয় তাহাতে, লিঙ্গের অর্থাৎ ব্যাপ্তির বলে অনুমাপক হেতুর বিদ্যমানতার জ্ঞান। ইহা অনুমিতির কারণ ও প্রথম ধাপ। ১। লিঙ্গদর্শন, ২। ব্যাপ্তিস্মরণ, ৩। সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষধর্মতাজ্ঞান, অর্থাৎ পক্ষে বৃত্তিত্ব জ্ঞান, ৪। অনুমিতি অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের বিদ্যমানতার জ্ঞান,—এইরূপ জ্ঞানের ক্রমে অনুমিতি হয়।

লিঙ্গপরামর্শ—১। কোনও ধর্মীতে লিঙ্গের জ্ঞান। (লিঙ্গ=অনুমাপকহেতু। পরামর্শ=জ্ঞান)। এই লিঙ্গ পরামর্শ তিন প্রকার হয়। যেমন— 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিতে ধূম লিঙ্গ বা হেতু। প্রথমতঃ মহানসাদিতে বহ্নির সমানাধিকরণরূপে যে ধূমের জ্ঞান হয় তাহা প্রথম লিঙ্গপরামর্শ। তাহার পর পর্বতাদি পক্ষে যে ধূমদর্শন হয়—তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তাহার পর ব্যাপ্তিস্মরণপূর্বক পর্বতাদিপক্ষে যে বহ্নিব্যাপ্যধূমের জ্ঞান হয় (বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ)—এইজ্ঞানকে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বলা হয়। প্রাচীন (উদ্দ্যোতকর, শিবাদিত্য প্রভৃতির) মতে এই লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ (অনুমান) বলা হয় [সঃ পঃ পৃঃ ৭৩]। ২। নব্যন্যায়ে স্থলবিশেষে 'লিঙ্গপরামর্শ' শব্দ 'লিঙ্গধর্মিক সাধ্যনিরূপিতব্যাপ্তিজ্ঞান'—এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (তত্ত্ব-চিঃ অনুমিতিঃ, ঐ গাঃ টীঃ)।

লিঙ্গী (ঙ্গি)—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।৫] ১। অনুমিতির সাধ্য; যাহার অনুমাপক লিঙ্গ (হেতু, সাধন) আছে। যথা,—ধূমলিঙ্গক বহ্নির অনুমিতিস্থলে বহ্নি লিঙ্গী বা সাধ্য। ২। লিঙ্গ যাহাতে আশ্রিত থাকে, অর্থাৎ পক্ষ।

লিঙ্গোপহিত লৈঙ্গিকজ্ঞান—লিঙ্গ = হেতু। লিঙ্গোপহিত (লিঙ্গ+উপহিত) = লিঙ্গবিশিষ্ট। লৈঙ্গিক=সাধ্য। ভান=জ্ঞান। হেতুবিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যের জ্ঞান। উদয়নাচার্য প্রভৃতি প্রাচীননৈয়ায়িকগণ অনুমিতিতে হেতুবিশিষ্টপক্ষে সাধ্যের ভান স্বীকার করেন। ইহাদিগকে লিঙ্গোপধানবাদী বা লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিকভানবাদী বলা হয়। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণের মতে অনুমিতিমাত্রই পক্ষে সাধ্যবত্তাবিষয়ক, অতএব 'পক্ষঃ সাধ্যবান্' (পর্বতঃ বহ্নিমান্ ইত্যাদি)— ইহাই অনুমিতির আকার। কিন্তু উদয়নাচার্যের মতে 'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ সাধ্যবান্' (বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ বহ্নিমান্ ইত্যাদি) ইহাই অনুমিতির আকার, ইহাকেই লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিক ভান বলা হয়। এইভাবে অনুমিতির স্বীকার করিবার কারণ='পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইযে পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যক অনুমিতি, তাহা ধূম, আলোক, ভস্ম ইত্যাদি বিভিন্ন হেতুদ্বারা হইতে পারে,

অতএব ঐ অনুমিতির প্রতি 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' 'বহ্নিব্যাপ্যালোকবান্ পর্বতঃ' 'বহ্নিব্যাপ্যভস্মবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি প্রত্যেকটি পরামর্শকেই কারণ স্বীকার করিতে হইবে। অথচ যেস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শ হইতে 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতি হয়, সেইস্থলে অনুমিতির কারণীভূত 'বহ্নিব্যাপ্যালোকবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি অন্যান্য পরামর্শ না থাকায় 'কারণের অসত্ত্বে কার্যসত্তা' রূপ ব্যতিরেকব্যভিচার হওয়ায় পরামর্শের কারণতাই থাকে না। এই দোষ বারণের জন্য তল্লিঙ্গক অনুমিতির প্রতি তল্লিঙ্গক পরামর্শকে কারণ বলিতে হইবে। ধূমলিঙ্গক অনুমিতির প্রতি 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্' এই পরামর্শই কারণ, 'বহ্নিব্যাপ্যালোকবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি আলোকাদিলিঙ্গক পরামর্শ কারণ নহে; অতএব ধূমলিঙ্গক অনুমিতির পূর্বে ঐ পরামর্শ না থাকিলেও ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে না। তল্লিঙ্গক অনুমিতি' বলিতে তল্লিঙ্গকপরামর্শের অব্যবহিত উত্তরকালে জায়মান যে অনুমিতি, তাহাকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু এইভাবে ধূমলিঙ্গক পরামর্শের অব্যবহিতোত্তরকালে জায়মান অনুমিতির প্রতি ধূমলিঙ্গক পরামর্শের কারণতা স্বীকার করিলে পরামর্শের কার্যতাবচ্ছেদকে 'অব্যবহিতোত্তরত্ব' নিবেশের ফলে গৌরব হয়। যাঁহারা 'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ সাধ্যবান্' এইরূপ অনুমিতির আকার স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে কার্যতাবচ্ছেদকে অব্যবহিতোত্তরত্ব নিবেশ না থাকায় গৌরব দোষ হয় না। 'হেতুমান্ পক্ষঃ সাধ্যবান্' এইরূপ অনুমিতির আকার স্বীকার না করিয়া 'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ সাধ্যবান্' এইরূপ আকার স্বীকারের কারণ এইযে, অনুমিতির প্রতি অন্বয়ব্যাপ্তিঘটিত পরামর্শ ও ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটিত পরামর্শ—উভয়েরই কারণতা থাকায় একবিধ পরামর্শ স্থলে অন্যবিধ পরামর্শ না থাকায় পূর্ববৎ ব্যতিরেকব্যভিচার দোষ হইবে এবং কার্যতাবচ্ছেদকে অব্যবহিতোত্তরত্বনিবেশ করিয়া ঐ দোষের বারণ করিলে পূর্ববৎ গৌরব হইবে; এইজন্য অনুমিতিতে পক্ষাংশে লিঙ্গের ভানের ন্যায় লিঙ্গাংশে ব্যাপ্তির ভান স্বীকার করা হয়। (অনু: চি: গাদাধরী পৃ: ৩৫)।

লৈঙ্গিক-প্রতীতি—[ন্যা: ক: পৃ: ২৪১] লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু হইতে উৎপন্ন প্রতীতি, অর্থাৎ অনুমিতি।

লৌকিক—[ন্যা: সূ: ভা: ১।১।২৫] ১। সাধারণ পুরুষ; যে মানুষ নৈসর্গিক অথবা শাস্ত্রের অনুশীলনজনিত বুদ্ধির উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। ২। লোকপ্রসিদ্ধ, সর্বজনের সাধারণ। যথা,—লৌকিক পদার্থ, লৌকিকসন্নিকর্ষ (সংযোগাদি)। বর্তমানমাত্রগ্রাহক জ্ঞানের হেতু। ৩। বৈদিক ভিন্ন, মানুষের রচিত, যথা - লৌকিকবাক্য।

লৌকিক প্রত্যক্ষ — বর্তমানবস্তুমাত্রবিষয়ক প্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় ও বিশেষণতা—এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ) কারণ। (লৌকিক সন্নিকর্ষ শব্দ দ্রষ্টব্য)।

লৌকিক সন্নিকর্ষ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে যে সম্বন্ধ হইলে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে সন্নিকর্ষ বলা হয়। নামান্তর—আসত্তি, প্রত্যাসত্তি। সন্নিকর্ষ, আসত্তি ও প্রত্যাসত্তি—এই শব্দগুলির মূল অর্থ নৈকট্য। যে সম্বন্ধ হইলে দুইটি বস্তু পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয় তাহাই সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ হইলেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইরূপ সন্নিকর্ষের ফলে বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তাহাই সাধারণতঃ লোকসমাজে প্রত্যক্ষরূপে প্রসিদ্ধ, এইজন্য এই সন্নিকর্ষগুলিকে 'লৌকিক সন্নিকর্ষ' বলা হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের এই সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার—সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় ও বিশেষণতা (বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব)। (ক) দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি 'সংযোগ' সন্নিকর্ষ কারণ। দ্রব্যপ্রত্যক্ষ একমাত্র চক্ষু বা ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইতে পারে। (খ)

দ্রব্যসমবেত শব্দভিন্ন গুণ, ক্রিয়া ও জাতির-প্রত্যক্ষের প্রতি 'সংযুক্তসমবায়' সন্নিকর্ষ কারণ। (গ) শব্দভিন্ন গুণে ও ক্রিয়াতে সমবেত জাতির প্রত্যক্ষের প্রতি সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। (ঘ) শব্দ প্রত্যক্ষের প্রতি সমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। (শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশ) (ঙ) শব্দসমবেত জাতিপ্রত্যক্ষের প্রতি সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। (চ) অভাব-প্রত্যক্ষের প্রতি 'বিশেষণতা' সন্নিকর্ষ কারণ, (বিশেষণতা শব্দ দ্রষ্টব্য)।

ব

বচনব্যাপ্তি—[ন্যাঃ ভাঃ বাঃ ১।১।১] বচন বিশেষ (১ বচন, বা ২ বচন, বা বহুবচন) বুঝাইতে প্রযুক্ত কোনও প্রত্যয়ের দ্বারা যদি অন্যান্য বচনকেও বুঝান হয় তবে সেইস্থলে বচনব্যাপ্তি হইয়া থাকে। যথা, ন্যায়ভাষ্যে—উক্ত (১।১।১) 'প্রমাণতঃ অর্থপ্রাপ্তিপত্তৌ'—এইস্থলে প্রমাণশব্দের উত্তর প্রযুক্ত 'তস্' প্রত্যয়ের দ্বারা বচনব্যাপ্তি (এবং বিভক্তিব্যাপ্তি) বিবক্ষিত হইয়াছে। আবার, এই বচনব্যাপ্তির দ্বারা সংপ্লব এবং ব্যবস্থা সিদ্ধ হইয়াছে। সকল বচনের বোধই সংপ্লব। অর্থাৎ একটি প্রমাণের দ্বারা অথবা দুইটি প্রমাণের দ্বারা, অথবা বহুপ্রমাণের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তিপত্তি—এইরূপ সংপ্লবের বোধ হইয়া থাকে। অপি চ প্রমাণের দ্বারাই ('প্রমাণেন এব') অর্থপ্রতিপত্তি—এইরূপ ব্যবস্থারও বোধ হয়। আবার ঐ 'তস্' প্রত্যয়ের দ্বারা বিভক্তিব্যাপ্তিও বিবক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ পঞ্চমীবিভক্তি এবং তৃতীয়া বিভক্তিও বুঝান হইয়াছে। নিমিত্তার্থক পঞ্চমী দ্বারা প্রমাণের 'হেতুভাব' অর্থাৎ প্রমাণনিমিত্ত অর্থপ্রতিপত্তি (অর্থ জ্ঞান) বুঝিতে হইবে। আর, 'প্রমাণেন'—এইরূপ তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা 'করণ-ভাব'—অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা সাধকতমরূপে অর্থ-প্রতিপত্তি বুঝিতে হইবে।

বধ্যঘাতকত্বভাব (বিরোধ)—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৮৬] (বাঃ বিঃ সঃ)। দুই পদার্থের যেরূপ বিরোধস্থলে—একটি উৎপন্ন হইয়া অপরটির ঘাতক (নাশের কারণ) এবং অপরটি তাহার বধ্য হয়,—দুই পদার্থের তাদৃশ বিরোধ। যথা,—পূর্বজ্ঞান ও উত্তর জ্ঞানের বিরোধ; উত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া ঘাতকরূপে তৎপরক্ষণে পূর্ব জ্ঞানকে বধ করে, ফলে তৃতীয়ক্ষণে পূর্ব জ্ঞান বিনষ্ট হয়। সহানবস্থানরূপ বিরোধে সেরূপ হয় না। বিরুদ্ধ-টির উৎপত্তিক্ষণেই অপরটির বিনাশ হয়।

বর্ণ্যসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।৪] বর্ণ্য অর্থ স্থাপনীয়—বর্ণ্যত্ব বা সন্দিগ্ধসাধ্যকত্ব। অনুমিতি-স্থলে যাহাতে সাধ্যের সন্দেহ থাকে তাহাকে পক্ষ বলে। যথা, পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু তাহাতে ধূম আছে—ইত্যাদিস্থলে পর্বতে বহ্নির সন্দেহ থাকাতে ধূমহেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নির অনুমিতিস্থলে পর্বত পক্ষ; এতাদৃশ পক্ষে হেতুর সদ্ভাব হইলেই অনুমিতি সম্ভব। দৃষ্টান্তেও তাদৃশ হেতুর সদ্ভাববশতঃ যদি বর্ণ্যত্বের অর্থাৎ দৃষ্টান্তে (পক্ষের ন্যায়) সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের—অর্থাৎ দৃষ্টান্তে সাধ্যের সন্দেহের আপত্তি করা হয়—তবে তাহা বর্ণ্যসমাজাতি। যথা,—(শব্দোঽনিত্যঃ কৃত-কত্বাৎ, ঘটবৎ) শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা কৃতক (কার্য), যেমন ঘট,—এইস্থলে যদি আপত্তি করা হয় যে সাধ্য অনিত্যত্ব যেমন শব্দে (পক্ষে) সন্দিগ্ধ, সেইরূপ ঘটে (দৃষ্টান্তেও) সন্দিগ্ধ, যেহেতু উভয়েই কৃতকত্ব (হেতু) আছে। এইরূপ আপত্তি বা দোষারোপ করিলে তাহা বর্ণ্যসমা জাতি।

বাক্য—পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত শব্দসমষ্টিকে বাক্য বলা হয়। যেমন 'ঘটম্' ইত্যাদি বাক্য। এই স্থলে ঘট ও অম্ এই দুইটি শব্দের (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের) পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকায় তাহাদের সমষ্টি যে 'ঘটম্' এই শব্দ, তাহাই বাক্য। বাক্য চারিপ্রকার। সুবন্ত, তিঙন্ত, সুবন্তৈকসমন্বিততিঙন্ত ও একাধিক সুবন্ত তিঙন্ত যুক্ত বাক্য। উদাহরণ—যথাক্রমে—(ক) ঘটঃ, ঘটম্ ইত্যাদি। (খ) তিঙন্ত—পচতি, গচ্ছতি, ইত্যাদি। (গ) রামঃ গচ্ছতি, ঘটম্ আনয় ইত্যাদি। (ঙ) রামঃ গঙ্গায়াং

স্বামী দরিদ্রায় ধনং দদাতি। (শব্দঃ প্রঃ পৃঃ ৬৩) অন্যত্র বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ ভেদে বাক্যকে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে (ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৬৪)

বাচক—অভিধাবৃত্তি অর্থাৎ শক্তিদ্বারা অর্থের বোধক পদ। যেমন—ঘটপদ ঘটত্বাবচ্ছিন্নের বাচক, যেহেতু তাহা শক্তিদ্বারা ঘটত্বাবচ্ছিন্নরূপ অর্থের বোধ জন্মায়। লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ঘটপদ অন্য-অর্থের বোধক হইলেও সেই অর্থের বাচক নহে। কোন কোন পদ একধর্মবিশিষ্ট একজাতীয় ধর্মীর বাচক। যেমন গো, ঘট ইত্যাদি পদ। কোন কোন পদ নানাধর্মবিশিষ্ট একজাতীয়ধর্মীর বাচক। যেমন—ধেনুপদ (ধানকর্মত্ব ও গোত্বাবচ্ছিন্নের বাচক) স্বর্গপদ (দুঃখাসম্ভিন্নত্ব ও সুখত্ববিশিষ্টের বাচক)। কোন কোন পদ একশক্তিদ্বারা নানা-ধর্মবিশিষ্ট নানাধর্মীর বাচক। যেমন—পুষ্পবন্ত পদ (চন্দ্রত্বাবচ্ছিন্ন ও সূর্যত্বাবচ্ছিন্নের বাচক) কোন কোন পদ ভিন্ন ভিন্ন শক্তিদ্বারা নানাধর্ম-বিশিষ্ট নানাধর্মীর বাচক। যেমন—হরি ইত্যাদি নানার্থক শব্দ।

বাচোযুক্তি—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৭৬] (বাঃ লিঃ সঃ) বাক্যের যোগ, বাক্যের প্রয়োগ।

বিধি—(বি – ধা + কি) [ন্যাঃ সূঃ২।১।৬১, ২।১।৬২] ১। লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত বাক্যকে বিধি বা বিধিবাক্য বলে। বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ—এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণবাক্যের মধ্যে যাহা বিধায়ক বা চোদক বা প্রবর্তক তাহাই বিধি। বিধিশব্দে নিয়োগ বা অনুজ্ঞা বুঝায়। যথা, 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' (অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নি-হোত্র হোম করিবে) (বাৎঃ ভাঃ)। বিধিবাক্য তিন প্রকার—উৎপত্তিবিধি, গুণবিধি, ও ইতি-কর্তব্যতাবিধি। প্রকারান্তরে বিধি ত্রিবিধ—অপূর্ব-বিধি, নিয়মবিধি, ও পরিসংখ্যাবিধি। ২। লিঙ্-বিভক্তি ও তব্য, অনীয় ইত্যাদি প্রত্যয়। ৩। লিঙ্ ইত্যাদি বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ। নৈয়ায়িক মতে ইষ্টসাধনত্ব, কৃতিসাধ্যত্ব ও বলবদনিষ্টানমু-বন্ধিত্ব—এই তিনটিই বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ বা বিধি। [[প্রবর্তকচিকীর্ষায়া হেতুধীবিষয়ো বিধিঃ।—শঃ প্রঃ পৃঃ ৪১০] উদয়নাচার্যের মতে আপ্তাভিপ্রায়ই বিধি। 'যজেত' ইহার অর্থ—যাগ আপ্তাভিপ্রেত (ন্যাঃ কঃ ৫।১৫)। ভট্ট মীমাংসকমতে 'শব্দভাবনা'ই বিধি। ইহা লিঙ্ ইত্যাদি প্রত্যয়গত ব্যাপার বিশেষ। প্রভাকরমতে অপূর্বই বিধি; নামান্তর—কার্য বা নিয়োগ। মণ্ডনমিশ্রমতে ইষ্টসাধন-তাই বিধি।

বাচ্য—যে পদের যে অর্থে শক্তি স্বীকার করা হয় তাহা সেই পদের বাচ্য। [অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়ত্বং বাচ্যত্বম্] বাচ্য-কেই বাচ্যার্থ, শক্যার্থ বা মুখ্যার্থ বলা হয়। যেমন — ঘটপদের ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকার করা হয়, অতএব ঘটপদের বাচ্য— ঘটত্বাবচ্ছিন্ন। (জাতি-শক্তিবাদী মীমাংসকের মতে ঘটত্বাদি ঘটাদিপদের বাচ্য) 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ' (ন্যাঃ সূঃ) এই প্রাচীনমতে জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি এই তিনটিই ঘটাদিপদের বাচ্য।

বায়ু—যাহার রূপ নাই, অথচ স্পর্শ আছে, এইরূপ দ্রব্য। (সপ্তঃ পঃ পৃঃ ৫২) বায়ু দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ বায়ু—নিত্য এবং দ্ব্যণুকাদিরূপ সাবয়ব বায়ু অনিত্য। অনিত্য বায়ু শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ। শরীর—বায়ুলোকবাসিগণের। ইন্দ্রিয়—ত্বক্। বিষয়—প্রাণাদি আভ্যন্তর বায়ু এবং বাহ্যবায়ু। যাহা-দের মতে চাক্ষুস প্রত্যক্ষের ন্যায় দ্রব্যের ত্বাচ প্রত্যক্ষের প্রতিও রূপ কারণ, তাহাদের মতে বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়না, তাহা অনুমেয়। প্রবহমান বায়ুর দ্বারা চালিত পত্রাদির শব্দের দ্বারা, বায়ুর স্পর্শের দ্বারা, শন্যে তৃণাদির ধারণের দ্বারা ও বৃক্ষশাখাদির কম্পনবিশেষের দ্বারা বায়ুর অনুমান করা হয়। নব্যনৈয়ায়িকমতে বায়ুর ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। বায়ুতে স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার ; এই—নয়টি গুণ আছে। বায়ুর স্পর্শ—অনুষ্ণাশীত ও অপাকজ।

বাৎস্যায়ন—গৌতম, বা গোতম, বা অক্ষপাদ প্রণীত ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার মুনিবিশেষ ; অপর

নাম পক্ষিলস্বামী।

বাদ—(বদ্+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১ ; ১।২।১] বাদী ও প্রতিবাদীর প্রমাণ, তর্ক ও পঞ্চাবয়ববাক্য-প্রভৃতির প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ তত্ত্ব-নির্ণয়ে পর্যবসিত যে কথা। তত্ত্বজিজ্ঞাসু গুরু ও শিষ্য অথবা সতীর্থগণের যে কথা। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা—এই তিনপ্রকার তর্কাত্মক কথার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে কৃত বাদ শ্রেষ্ঠ। বাদে অপর-পক্ষের খণ্ডনে কেবলমাত্র হেত্বাভাসের প্রয়োগ হয়, ছলপ্রভৃতির নহে। বাদের দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হয় তাহার রক্ষার নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডা নামক অপর দুই প্রকার কথার প্রয়োজন আছে। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা—এই তিনটিকে বুঝাইতে 'কথা'—এই পারিভাষিকশব্দ ন্যায়শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় (বাৎঃ ভাঃ)। তত্ত্বনির্ণয় ও বিজয়—এই দুইটির অন্যতরের (যে কোনও একটির) যোগ্য যে ন্যায়ানুগত বচনসন্দর্ভ—তাহাই কথা (বিঃ বৃঃ)। নানা বক্তার কথিত পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ প্রতি-পাদক বাক্যসন্দর্ভ (তর্কভাষা)।

বাসনা-সংক্রম—[কুঃ ১।১৫] বাসনার অর্থাৎ স্মৃতিজনক সংস্কারের কারণ হইতে কার্যে—অর্থাৎ উপাদান হইতে উপাদেয়ে গমন বা উৎপত্তি। দেহাত্মবাদী চার্বাক এবং ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ স্মৃতির উপপত্তির জন্য এইরূপ বাসনা সংক্রম স্বীকার করেন। ন্যায়াদিমতে তাহা অসম্ভব। (নিত্য আত্মা বা স্থায়ী বুদ্ধি স্বীকার করিলে তাহাই বাসনার আশ্রয় বলিয়া কোনও অনুপপত্তি থাকে না)

বিকল্পসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।৪] কোনও একটি ধর্মের (হেতুর) কোনও ধর্মের প্রতিব্যভিচার দর্শন করিয়া প্রকৃত হেতুরও ধর্মত্ব আছে বলিয়া ব্যভিচারের আপত্তি করিলে তাহা বিকল্পসমা। যথা, কৃতকত্ব-(কার্যত্ব) হেতু শব্দ অনিত্য—এই স্থলে কৃতকত্বধর্মের (হেতুর) বায়ুতে গুরুত্ব-ব্যভিচার দেখা যায় বলিয়া, এবং পার্থিবপরমাণুতে গুরুত্বের অনিত্যত্বব্যভিচার দেখা যায় বলিয়া [কৃতকত্বহেতুকেও অনিত্যত্বের ব্যভিচারী বলিয়া আপত্তি করা। (বায়ুতে কৃতকত্ব বা কার্যত্ব আছে, কারণ তাহা বায়বীয় পরমাণু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাহাতে গুরুত্ব নাই, সুতরাং কৃতকত্ব গুরুত্ব ব্যতিরেকেও থাকে বলিয়া গুরুত্বের ব্যভিচারী। আবার পার্থিব পরমাণুতে গুরুত্ব থাকিলেও তাহাতে অনিত্যত্ব নাই বলিয়া গুরুত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। অতএব, অনিত্যত্বের ব্যভিচারী যে গুরুত্ব সেই গুরুত্বেরও ব্যভিচারী যে কৃতকত্ব তাহা অনিত্যত্বেরও ব্যভিচারী—এইরূপ আপত্তি করিলে তাহাই বিকল্পসমা জাতি)

বিক্লিত্তি—তেজঃসংযোগাদিজনিত অবয়ববিশ্লেষ। 'তণ্ডুলং পচতি' ইত্যাদিস্থলে পচ্ ধাতুর অর্থ—বিক্লিত্তির অনুকূল ব্যাপার। পাকের দ্বারা জলও তেজের সংযোগে তণ্ডুলের অবয়বগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া একটি বিশেষ অবস্থা (অন্নরূপতা) প্রাপ্ত হয়। ইহাই তণ্ডুলের বিক্লিত্তি।

বিক্ষেপ—[ন্যাঃ সূঃ৫।২।২০] অন্যতম নিগ্রহস্থান। 'করণীয় কার্য আছে, তাহা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় আসিয়া উত্তর বলিব'—এইরূপ কার্যের ছুতা উদ্ভাবন করিয়া কথায় (বিচারের) বিচ্ছেদ ঘটান।

বিগান—১। বৈমত্য (বিরুদ্ধমত) ২। বল-বদনিষ্টজনকত্বজ্ঞান (অনুঃ চিঃ বিধিবাদ পৃঃ ২০৮)। 'এই কার্যের দ্বারা আমার ইষ্টফল অপেক্ষা প্রবলতর অনিষ্টফল হইবে' এইরূপ জ্ঞানকে 'বিগান' বলা হয়।

বিগীত—বলবদনিষ্টানুবন্ধী ইষ্টসাধন। (অনুঃ চিঃ বিধিবাদ পৃঃ ১৪২) যাহা নরকাদি প্রবল অনিষ্টের জনক অথচ ইষ্টসাধন। যেমন—শ্যেনযাগাদি। তাহা অদৃষ্টদ্বারা শত্রুবধরূপ ইষ্টের সাধন হইলেও নরকরূপ প্রবল অনিষ্টের সাধন হওয়ায় বিগীত।

বিগ্রহ (বাক্য)—[ন্যাঃ ভাঃ ১।২।১] (বি-বিশেষেণ গৃহ্যতে জ্ঞায়তে সমাসার্থঃ যেন) যে বাক্যের দ্বারা সমাসের অর্থ বিশেষভাবে জানা যায়। ইহার নামান্তর—ব্যাসবাক্য। যেমন—'রাজপুরুষঃ' এই সমাসস্থলে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইহা বিগ্রহবাক্য। 'পীতাম্বরঃ' এইস্থলে পীতম্ অম্বরং যস্য সঃ—ইহা বিগ্রহবাক্য। বিগ্রহবাক্য দুই প্রকার হইতে

পারে,—**স্বপদবিগ্রহ** ও **অস্বপদবিগ্রহ**। কেবল সমাসের অন্তর্গত পদের সহিত বিভক্তিযোগ করিয়া যে বিগ্রহবাক্য রচিত হয়, তাহা স্বপদ-বিগ্রহ। যেমন—কর্মধারয়স্থলে 'নীলম্ উৎপলম্' ইত্যাদি। তৎপুরুষস্থলে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি। বহুব্রীহিসমাসস্থলে স্বপদবিগ্রহ হইতে পারে না। যেমন- পীতম্ অম্বরং যস্য সঃ পীতাম্বরঃ। চিত্রা গৌঃ যস্য সঃ চিত্রগুঃ। এইরূপস্থলে সমাসের অন্তর্গত পীত ও অম্বরপদ অথবা চিত্রপদ ও গো পদের সহিত বিভক্তি যোগ করিলেই অর্থবোধ হইবে না, তাহাদের সহিত যস্য, যস্মিন্, যং, যেন, যস্মৈ, যস্মাৎ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ অতিরিক্ত যোগ করিলেই সমাসের অর্থবোধ হইতে পারে। এইজন্যই বলা হয় যে, 'নিত্য-সমাসে স্বপদবিগ্রহো নাস্তি'। বহুব্রীহি নিত্য-সমাসের অন্তর্গত, এইকারণে 'কৃষ্ণসর্পঃ' ইত্যাদি-স্থলের ন্যায় বহুব্রীহিসমাসেও অস্বপদবিগ্রহ। কেহ কেহ বলেন যে নিত্যসমাসে বিগ্রহবাক্য নাই। অতএব বহুব্রীহিসমাসেও বিগ্রহবাক্য হইতে পারে না। 'চিত্রগু' ইত্যাদিস্থলে যে 'চিত্রা গৌঃ যস্য' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাহা বহুব্রীহির অন্যপদার্থপ্রধানতা বুঝাইবার জন্য। (তত্ত্ব চিঃ শব্দঃ পৃঃ ৭৩০) "সমস্যমানপদেনৈবার্থকথনস্য বিগ্রহত্বাৎ অত্রাসমস্যমানযৎপদেনাপ্যর্থকথনাদিতি ভাবঃ।" (ঐ প্রকাশটীকা পৃঃ ৭৩১)

বিতণ্ডা—(বি—তণ্ড+অ+টাপ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১ ; ১।২।৩] প্রতিপক্ষের স্থাপনাহীন যে জল্প বা কথা, অর্থাৎ যে কথাতে প্রতিবাদী নিজের পক্ষের স্থাপনাতে কোনও প্রমাণ না দেখাইয়া কেবলমাত্র বাদীর পক্ষ খণ্ডনেই ব্যাপৃত।

বিদ্যা—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১] ১। বিশিষ্ট জ্ঞান; বিশিষ্ট জ্ঞানের হেতু শাস্ত্র। ন্যায়মতে বিদ্যা বা বিদ্যাস্থান চারিপ্রকার; যথা, আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়-বিদ্যা, ত্রয়ী বা বেদবিদ্যা, বার্তা বা নীতিশাস্ত্র, এবং দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্র। ২। [প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৪৪১] যথার্থ জ্ঞান; বৈশেষিক দর্শনের মতে বিদ্যা চারি-প্রকার—(১) প্রত্যক্ষ, (২) লৈঙ্গিক অর্থাৎ অনু-মিতি, (৩) স্মৃতি, ও (৪) আর্ষ জ্ঞান। ৩। পুরাণ-মতে বিদ্যা বা বিদ্যাস্থান চতুর্দশ প্রকার অথবা অষ্টাদশ প্রকার; যথা, চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, (শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিঃ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ) পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতামতে এই চতুর্দশ। এই চতুর্দশের সহিত আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববিদ্যা, এবং অর্থশাস্ত্র—এই চারিটি যুক্ত করিয়া বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ৪। উপনিষদে বিদ্যা দুই প্রকার কথিত হইয়াছে—পরা ও অপরা। যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাহা পরা বিদ্যা। তদ্ভিন্ন বেদাদি সকল বিদ্যাই অপরা বিদ্যা।

বিদ্যাস্থান—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ; এই ১৪ প্রকার শাস্ত্রকে 'বিদ্যাস্থান' (বিদ্যার আধার) বলা হয় (যাজ্ঞঃ সঃ ১।৩)। বিষ্ণুপুরাণের মতে বিদ্যাস্থান অষ্টাদশ প্রকার। পূর্বোক্ত ১৪ প্রকার এবং আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

বিধা—১। প্রকারীভূত ধর্ম। যেমন—কাঞ্চন-ময়ঃ পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে পক্ষতা-বচ্ছেদকবিধয়া কাঞ্চনময়ত্বস্য ভানম্। ২। প্রকার বা সাদৃশ্য। যেমন—মদ্বিধো জনঃ (মৎসদৃশ ব্যক্তি) ৩। প্রভেদ; যেমন—দ্বিবিধ, ত্রিবিধ ইত্যাদিস্থলে। [উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়তবস্তু-মদন্য সংখ্যাবত্ত্বং বিধাশব্দার্থঃ]।

বিনশ্যত্তা—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৬৫] বিনাশের সম্ভাবনা; বিনাশের কারণাবস্থাপ্রাপ্তি। (ইহার পরক্ষণেই বিনাশ হইবে)।

বিনশ্যদবস্থ—পরক্ষণেই যাহার বিনাশ হইবে এইরূপ বস্তু। [বিনশ্যদবস্থসন্নিকর্ষজন্যঘটত্বাদি-নির্বিকল্পকোত্তরম্'—জ্ঞানলক্ষণাবিচাররহস্যম্ পৃঃ ৯৮] ('স্ব'প্রতিযোগিত্বস্বাব্যবহিতপূর্ববৃত্তিত্বৈতদুভয়সম্বন্ধেন নাশবিশিষ্টত্বম্—বিনশ্যদবস্থত্বম্।)

বিনিগমনা— বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো এক

পক্ষের সমর্থক প্রবলযুক্তিকে বিনিগমনা বা বিনিগমক বলা হয়। (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তিঃ বিনিগমনা)।

বিপক্ষ - যাহাতে সাধ্যের অভাব নিশ্চয় আছে। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিস্থলে জলাদিকে বিপক্ষ বলা হয়, যেহেতু তাহাতে সাধ্যের (বহ্নির) অভাব নিশ্চয় আছে। অনুমিতির পূর্বে পর্বতাদি পক্ষে বহ্নির সংশয় থাকিলেও জলাদিতে যে বহ্নি নাই তাহা নিশ্চিত, অতএব তাহা বিপক্ষ।

বিপরীতচতুষ্ক — 'ইমে রঙ্গরজতে, নেমে রজতরঙ্গে' ইত্যাদি সমূহালম্বন ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ। যে প্রত্যক্ষে রঙ্গত্বরূপে রজত ও রজতত্বরূপে রঙ্গ প্রতিভাত হয় এবং রজত রজতভিন্নরূপে ও রঙ্গ রঙ্গভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় এইরূপ ভ্রমাত্মক সমূহালম্বন প্রত্যক্ষকে 'বিপরীতচতুষ্ক' বলা হয়। ঐ জ্ঞানে চারি প্রকার বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে। (ক) রঙ্গত্বরূপে রজতের জ্ঞান। (খ) রজতত্বরূপে রঙ্গের জ্ঞান। (গ) রজতভিন্নরূপে রজতের জ্ঞান। (ঘ) রঙ্গভিন্নরূপে রঙ্গের জ্ঞান। (তত্ত্ব চিঃ প্রত্যক্ষখণ্ড পৃঃ ৪৮৬)।

বিপর্যয়ানুমান — অভাবসাধ্যক অনুমান। (বিপর্যয়=অভাব) যেমন—অয়ং ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাৎ। ধূমঃ বহ্নিব্যভিচারিত্বাভাববান্ বহ্নিজন্যত্বাৎ ইত্যাদি। (অনুঃ চিঃ মাঃ)

বিপর্যাস—বিপরীতবুদ্ধি। ভ্রম। ['অপ্রমা' ও 'ভ্রম' শব্দ দ্রষ্টব্য]

বিপাক—[ন্যাঃ কুঃ হঃ টীঃ ১।২] কর্মের বিপাক। ১। জাতি - অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতিরূপে নির্দিষ্ট জন্ম। সেই জন্মে নির্দিষ্ট ২। আয়ু, এবং তাহাতে নির্দিষ্ট ৩। ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখ সাক্ষাৎকার।

বিভাগ—১। সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নবস্তুগুলিকে সামান্যধর্মের ব্যাপ্য বিশেষ ধর্মের দ্বারা পৃথকরূপে নির্দেশ করা। 'সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নানাং পরস্পরবিরুদ্ধতদ্ব্যাপ্যধর্মপ্রকারেণ প্রতিপাদনম্' বিভাগঃ। = সামান্যধর্মের ব্যাপ্য অথচ পরস্পরবিরুদ্ধ যে ধর্মসমূহ, তাহাদের দ্বারা ধর্মীর প্রতিপাদনকে বিভাগ বলা হয়। যেমন—'দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ'—এইভাবে পদার্থের বিভাগ করা হইয়াছে। পদার্থত্ব একটি সামান্য ধর্ম, যাহা সমস্ত পদার্থে বর্তমান। পদার্থত্বরূপ সামান্য ধর্মের ব্যাপ্য এবং পরস্পর বিরুদ্ধ যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব এই সাতটি ধর্ম, এই ধর্মের দ্বারা পদার্থত্বরূপ সামান্যধর্মবিশিষ্ট সাতটি ধর্মীর প্রতিপাদন করা হইতেছে। 'তচ্চানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়ি কেবলব্যতিরেকি অন্বয়ব্যতিরেকি চ'—এই অনুমানের বিভাগস্থলে অনুমানত্বরূপ সামান্যধর্মের ব্যাপ্য যে কেবলান্বয়িত্ব, কেবলব্যতিরেকিত্ব ও অন্বয়ব্যতিরেকিত্ব এই তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম, তাহাদের দ্বারা অনুমানত্বরূপ সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন ধর্মীর (কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকীর) প্রতিপাদন করা হইতেছে। যে ধর্মের দ্বারা বিভাগ করা হয় তাহাকে বিভাজক ধর্ম বা বিভাজক উপাধি বলে। যেমন—পদার্থবিভাজকধর্ম—দ্রব্যত্বাদি সাতটি। দ্রব্যবিভাজকধর্ম—ক্ষিতিত্বাদি নয়টি। গুণবিভাজকধর্ম—রূপত্বাদি চব্বিশটি। অনুমানবিভাজক ধর্ম—কেবলান্বয়িত্বাদি তিনটি। ন্যায়ের অবয়ববিভাজক ধর্ম— প্রতিজ্ঞাত্ব, হেতুত্ব ইত্যাদি পাঁচটি। ২। 'ইহা ইহা হইতে বিভক্ত' এইরূপ বিভক্ত ব্যবহারের অসাধারণ কারণ গুণবিশেষ। বিভাগ তিন প্রকার,—এককর্মজন্য, উভয়কর্মজন্য ও বিভাগজ। যাহা একটি বস্তুর ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় এইরূপ বিভাগকে এককর্মজ বা একতরকর্মজন্য বলা হয়। যেমন—বৃক্ষ হইতে পক্ষীর বিভাগ। উভয়ের ক্রিয়ার ফলে যে বিভাগ হয় তাহা উভয়ক্রিয়াজন্য বিভাগ। যেমন—মল্লদ্বয়ের বিভাগ। বিভাগের ফলে যে বিভাগ হয় তাহা বিভাগজবিভাগ। যেমন—কপাল-বৃক্ষবিভাগের ফলে ঘট-বৃক্ষবিভাগ ('বিভাগজবিভাগ' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

বিভাগজ বিভাগ—ত্রিবিধ বিভাগের মধ্যে

অন্যতম। একবস্তুরবিভাগ হইতে জাত অন্য-বস্তুর বিভাগ। এই বিভাগজবিভাগ দ্বিবিধ—হেতুমাত্রবিভাগজন্য ও হেত্বহেতুবিভাগজন্য। (ক) কেবল কারণের বিভাগ হইতে কার্যের বিভাগ হইলে তাহা 'হেতুমাত্রবিভাগজন্য'। যেমন—কপালদ্বয়ের বিভাগ হইতে উৎপন্ন আকাশ-ঘটবিভাগ (আকাশাদি হইতে ঘটের বিভাগ)। (খ) কারণ ও অকারণের বিভাগ হইতে যে কার্য ও অকার্যের বিভাগ হয় তাহা 'হেত্বহেতুবিভাগজন্য'। যেমন—হস্ত ও বৃক্ষের বিভাগ হইতে উৎপন্ন আকাশবৃক্ষের বিভাগ। (এইস্থলে শরীরের কারণ—হস্ত, অকারণ—বৃক্ষ। কার্য—শরীর, অকার্য—আকাশ)।

বিভাজক—(ধর্ম, উপাধি, সূত্র) ১। যে ধর্মকে অবলম্বন করিয়া কোনও বস্তুর বিভাগ (শ্রেণীভেদ) করা হয় তাহাদিগকে বিভাজক ধর্ম বলা হয়। সামান্যধর্মের সাক্ষাৎ ব্যাপ্য ধর্মই বিভাজক হয়। (যাহা ব্যাপ্যের ব্যাপ্য নহে, অথচ ব্যাপ্য, তাহাকে 'সাক্ষাৎ ব্যাপ্য' বলে।) কোন একটি বস্তুকে কয়েকশ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইলে এক একটি শ্রেণীর অন্তর্গত সকল ব্যক্তিতে থাকে, অথচ অন্যশ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুতে থাকেনা, এইরূপ এক একটি ধর্মকে গ্রহণ করিতে হইবে; এই ধর্মগুলি সামান্য ধর্মের সাক্ষাৎ ব্যাপ্য হওয়া চাই। যেমন—পদার্থত্ব একটি সর্বপদার্থসাধারণ সামান্যধর্ম, তাহার সাক্ষাৎ ব্যাপ্য ধর্ম—দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব, বিশষেত্ব, সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব এই সাতটি। এই সাতটি ধর্মের দ্বারা পদার্থের বিভাগ করা হইয়াছে, অতএব ইহারা পদার্থবিভাজক ধর্ম। (অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ১০।১৮) ২। বিভাজকোপাধি—বিভাজক ধর্ম। ৩। যে সূত্রের দ্বারা কোনও বস্তুর বিভাগ (শ্রেণীভেদ) নির্দেশ করা হয় তাহা বিভাজকসূত্র। যেমন—"প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি" (ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩) ইহা প্রমাণের বিভাজকসূত্র।

বিপ্রতিপত্তি—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।২৩] ১। 'ব্যাহতং একার্থদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ'—অর্থাৎ একার্থে বিরুদ্ধ বা অসহভূত বিষয়ের জ্ঞান। যথা, আত্মা নিত্য, আত্মা অনিত্য —এইরূপ বিরুদ্ধ জ্ঞান। (বাং: ভাঃ) বি= বিরুদ্ধের অর্থাৎ একই ধর্মীতে দুইটি বিরুদ্ধ বিষয়ের, প্রতিপত্তি=জ্ঞান। (বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধ-কোটিদ্বয়প্রকারকং জ্ঞানম্ বিপ্রতিপত্তিঃ) একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ দুইটি বিষয়ের জ্ঞানকে 'বিপ্রতিপত্তি' বলা হয়। যেমন 'শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য' —এইজ্ঞান। এইস্থলে শব্দরূপ ধর্মীতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের জ্ঞান হইতেছে অতএব ইহাকে বিপ্রতিপত্তি (বা সংশয়) বলা হয়। 'আত্মা নিত্য ও বুদ্ধি অনিত্য'—এইরূপ জ্ঞানকে বিপ্রতিপত্তি বলা যায় না, যেহেতু ঐ জ্ঞান নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীতে (একটি আত্মাতে ও অপরটি বুদ্ধিতে) হইয়াছে। 'আত্মা নিত্য ও বিভু' এই জ্ঞানকেও বিপ্রতিপত্তি বলা যায় না, যেহেতু এই-স্থলে একই (আত্মা) ধর্মী হইলেও নিত্যত্ব ও বিভুত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। ২। 'বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ যস্মাৎ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ দুইটি বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় এইরূপ বাক্যকেও বিপ্রতিপত্তি বলা হয়। যেমন, 'ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা ন বা' 'শব্দঃ নিত্যঃ নবা' ইত্যাদি বাক্য। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, 'শব্দঃ নিত্যঃ নবা' ইত্যাদি বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে শাব্দবোধ হইতে পারে না, যেহেতু একই ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় বাধিত। পরন্তু ঐ বাক্যদ্বয় হইতে (বস্তুতঃ 'শব্দঃ নিত্যঃ নবা' ইহা একটি বাক্য নহে, 'শব্দঃ নিত্যঃ' এবং 'শব্দঃ অনিত্যঃ' এইরূপ দুইটি বাক্য) নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব রূপ কোটিদ্বয়ের (বিষয়দ্বয়ের) উপস্থিতি হইয়া 'শব্দ নিত্য কি না' এইরূপ মানস সংশয় হয়। কেহ কেহ ঐরূপ বাক্য হইতে সংশয়াকার শাব্দবোধই স্বীকার করেন। (অনুমান চিন্তামণি, উপাধিপ্রকরণ, পৃঃ ১০৪৮) ৩। বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থাপক বাক্যকে

বিপ্রতিপত্তিবাক্য বলা হয়।

বিপ্লুত—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৬৮] দুষ্ট, ভ্রান্ত।

বিভক্তন্যায়—[ন্যাঃ ভাঃ ৪।১।৩৭] ভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ।

বিভব—[বৈঃ সূঃ ৭।১।২২] বিভুত্ব, সর্বব্যাপিত্ব। সকল মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযোগের অনুযোগিত্ব অর্থাৎ আশ্রয়ত্ব, সকল মূর্ত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের সহিত সংযোগ থাকা। যাহার এই বিভব থাকে (আকাশ, আত্মা প্রভৃতি) তাহাকে বিভু বা পরমমহৎ বলা হয়।

বিভুত্ব—(বিভু + ত্বল্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।২।২২] সর্বগতত্ব বা সর্বব্যাপিত্ব (আকাশাদির অন্যতম ধর্ম)।

বিরহ - অত্যন্তাভাব ; যেমন—'অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা'—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি। হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা····· ভাষা পঃ।

বিরুদ্ধ—(বি – রুধ + ক্ত) [ন্যাঃ সূঃ ১।২।৪ ; ১।২।৫] ১। যে হেতু বা সাধন স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধ করে,অর্থাৎ স্বীকৃত সাধ্যকে ব্যাহত করে ; যথা ইহা নিত্য, যেহেতু ইহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়, আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি নিত্যত্বের বিরুদ্ধ হেতু। (বাৎ ভাঃ)। ২। এই ন্যায়-সূত্রের সিদ্ধান্তশব্দের অর্থ সাধ্য ; সাধ্যকে স্বীকার করিয়া প্রযুক্ত তদ্বিরুদ্ধ যে হেতু, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্ত যে হেতু তাহাই বিরুদ্ধহেতু। যথা, ইহা বহ্নিমান্ যেহেতু ইহাতে হ্রদত্ব আছে (ইহা একটি হ্রদ)। এখানে সাধ্যাভাব যে বহ্ন্যভাব তাহারই সাধক—তাহারই ব্যাপ্ত বা ব্যাপ্য হেতু হ্রদত্ব সাধ্যবহ্নির সাধকরূপে উপন্যস্ত হওয়াতে ইহা বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। (বিঃ বৃঃ)। সংক্ষেপে নব্যন্যায়ের পরিভাষায়—সাধ্যের (বহ্নির) ব্যাপকীভূত অভাবের (হ্রদত্বাভাবের) প্রতিযোগী যে হেতু (হ্রদত্ব) তাহাই বিরুদ্ধ।

বিরূপৈকশেষ — যেস্থলে বিভিন্নরূপ অর্থাৎ বিভিন্নানুপূর্বীক একাধিক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'বিরূপৈকশেষ' বলে। যেমন —মাতা চ পিতা চ=পিতরৌ। পুত্রশ্চ দুহিতা চ=পুত্রৌ। এই দুইস্থলে যথাক্রমে মাতৃশব্দ ও দুহিতৃশব্দের লোপ হইয়াছে এবং পিতৃশব্দ ও পুত্রশব্দ অবশিষ্ট আছে।

বিরোধ—১। হেত্বাভসের মধ্যে অন্যতম। [সাধ্যাসামানাধিকরণ্যং বিরোধঃ] হেতুতে সাধ্যের সামানাধিকরণ্য না থাকাই বিরোধ। বিরোধ একপ্রকার হেত্বাভাস বা হেতুদোষ। এই দোষ যাহাতে আছে তাহা বিরুদ্ধ। যেমন 'অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ' এইস্থলে অশ্বত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ, যেহেতু অশ্বত্বে গোত্বের সামানাধিকরণ্য না থাকায় 'বিরোধ' দোষ ঘটিয়াছে। ২। সহানবস্থান (কদাপি একত্র অবস্থান না করা); যেমন—ঘট ও ঘটাভাবের বিরোধ (প্রতিযোগী ঘট ও তাহার অভাব কখনও এক অধিকরণে থাকে না)। গোত্ব ও অশ্বত্বের বিরোধ আছে যেহেতু গোত্ব ও অশ্বত্ব কদাচ একত্র থাকে না। (পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ) ন্যাঃ কুঃ ৩।৮। 'বিরোধিত্বং চ সহানবস্থায়িত্বম্' (সং প্রঃ দীঃ)।

বিরোধিপরামর্শ — বিপরীতব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়। প্রকৃতস্থলীয় সাধ্যের বিপরীতকোটির অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়কে 'বিরোধিপরামর্শ' বলা হয়। যেমন—হ্রদঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ —এই অনুমিতিস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ হ্রদঃ' এইরূপ নিশ্চয—প্রকৃতপরামর্শ, এবং 'বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্ হ্রদঃ'—এইরূপ নিশ্চয় বিরোধিপরামর্শ। [তত্ত্ব-চিঃ গাঃ পৃঃ]।

বিরোধিবিষয়িতা—তদভাববিষয়িতা ও তদভাবব্যাপ্যবিষয়িতা। বিষয়িতা জ্ঞানের ধর্ম, যেমন– ঘটবিষয়িতা ঘটজ্ঞানের ধর্ম। তাহার বিরোধিবিষয়িতা = ঘটাভাববিষয়িতা ও ঘটাভাবব্যাপ্যবিষয়িতা। যেহেতু তদ্বত্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাববত্তা ও তদভাবব্যাপ্যবত্তা বুদ্ধি প্রতিবন্ধক ; যেমন 'অয়ং ঘটাভাববান্' অথবা 'অয়ং ঘটাভাবব্যাপ্যবান্' এইরূপ জ্ঞান থাকিলে 'অয়ং ঘটবান্' এই জ্ঞান হয় না, সেইহেতু তদভাববিষয়িতা বা তদভাবব্যাপ্যবিষয়িতাকে 'বিরোধিবিষয়িতা' বলা হয়। [যদ্বিষয়কনিশ্চয়স্য বিরোধি-

বিষয়িতা প্রযুক্তঃ……' অনুঃ চিঃ দীঃ (হেত্বাভাস)]।

বিরোধিহেতু—[বৈঃ সূঃ ৩।১।৯-১৩] বৈশেষিক মতে চারি প্রকার পদার্থ অনুমিতির হেতু হইতে পারে—(১) সংযোগী, (২) সমবায়ী, (৩) একার্থসমবায়ী ও (৪) বিরোধী। এই সকল পদার্থ ব্যাপ্তিসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই অনুমিতির হেতু হয়। ধূমবহ্নির ন্যায় জন্য-জনকতা সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐ সকল স্থলে ব্যাপ্তি এবং তদ্বলে অনুমিতি সিদ্ধ হয়। যে স্থলে একটি বিরোধী পদার্থকে দেখিয়া অপর বিরোধীর অনুমিতি হয়, যথা—সর্পের আস্ফালন দেখিয়া তাহার অদূরে অপ্রত্যক্ষ নকুলের অনুমিতি হয়—সেইস্থলে হেতুটি বিরোধী হেতু (সদ্ধেতু)। অর্থাৎ বিরোধমূলক অনুমিতি হইয়া থাকে। এই বিরোধী হেতু, বা বিরোধমূলক অনুমিতি নানা-প্রকার হইতে পারে।

বিবাদাধ্যাসিত—[ন্যাঃকঃপৃঃ ২৩৮] (বাঃ বিঃ সং) বিবাদের বিষয়ীভূত। যাহাকে লইয়া বিবাদ বা বিরুদ্ধকথন করা হয়।

বিবেচন (না)—[আঃবিঃ ২; পৃঃ১৯১-২ চৌঃ] বিবিক্তরূপে অর্থাৎ ভিন্নরূপে উপলম্ভ বা জ্ঞান।

বিশিষ্ট—১। বিশেষণযুক্ত বিশেষ্য। যেমন—ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট। দণ্ডবিশিষ্ট দণ্ডী। ২। সমানা-ধিকরণ। যেমন—গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তা (সত্তা-জাতি) দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটিতেই থাকে কিন্তু গুণকর্মান্যত্ব সমানাধিকরণ সত্তা কেবল দ্রব্যে থাকে।

বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল—যে স্থলে (যে অনুমিতিতে) কিঞ্চিৎ ধর্মবিশিষ্ট হইয়া সাধ্যতাব-চ্ছেদকের ভান হয়। যেমন—'অয়ং দণ্ডিমান্' এই অনুমিতিতে সাধ্য দণ্ডী। সাধ্যতাবচ্ছেদক—দণ্ডিত্ব অর্থাৎ দণ্ড (মত্বর্থীয় প্রত্যয়ের উত্তর ভাবার্থক প্রত্যয় হইলে তাহার দ্বারা, যাহার উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়াছে সেই শব্দের অর্থকে বুঝিতে হয়)। এই দণ্ডরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকের জ্ঞান দণ্ডত্বরূপে হইয়াছে (জাতি-অখণ্ডোপাধি-ব্যতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের কিঞ্চিৎধর্মরূপেই জ্ঞান হয় এই নিয়ম অনুসারে)। অতএব ইহা বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল। 'পর্বতঃ বহ্নিত্ববৎবান্' এই অনুমিতিতে সাধ্য—বহ্নিত্ববৎ, সাধ্যতা-বচ্ছেদক—বহ্নিত্ব, এই বহ্নিত্ব উল্লিখ্যমান জাতি হওয়ায় বহ্নিত্বত্বরূপে তাহার জ্ঞান হইতেছে, অতএব ইহা বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল। এই স্থলে লক্ষণীয় এই যে, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এবং 'পর্বতঃ বহ্নিত্ববৎবান্' এই দুইস্থলেই বহ্নি সাধ্য (যেহেতু বহ্নিত্ববৎ বলিলে বহ্নিকেই বুঝায়) এবং বহ্নিত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক। কিন্তু প্রথমস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের উল্লেখ না থাকায় বহ্নিত্বের স্বরূপতঃ ভান হইবে অর্থাৎ বহ্নিত্বের উপর অন্য কোনও ধর্মের ভান হইবে না। ('অনুল্লিখ্যমান-জাতেঃ স্বরূপতঃ ভানম্' এই নিয়ম অনুসারে)। এইজন্য ইহাকে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলা হয়। দ্বিতীয়স্থলে (পর্বতঃ বহ্নিত্ববৎবান্)—বহ্নিত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকের উল্লেখ থাকায় বহ্নিত্বত্বরূপে তাহার ভান হইবে। এইজন্য বহ্নিত্বত্ববিশিষ্টরূপে বহ্নিত্বের ভান হওয়ায় ইহা বিশিষ্টসাধ্যতাব-চ্ছেদকস্থল। [কিঞ্চিদ্‌ধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদক-তাকত্বং বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদককানুমিতিত্বম্]।

বিশিষ্টাভাব—একবিশিষ্ট অপরের অভাব। যেমন 'গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা নাস্তি' এই অভাব। বিশিষ্ট=সমানাধিকরণ। গুণকর্মান্যত্ব-সমানাধিকরণ যে সত্তা তাহা দ্রব্যে থাকে, তাহার অভাব দ্রব্যভিন্ন অন্যত্র (গুণাদিতে) আছে। বিশিষ্টাভাব কচিৎ বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত, কচিৎ বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত ও কচিৎ উভয়াভাব প্রযুক্ত হয়। যেমন 'ভূতত্ববিশিষ্ট মূর্তত্বং নাস্তি' ইহা একটি বিশিষ্টাভাব। আকাশে ভূতত্ব থাকিলেও মূর্তত্ব না থাকায় ভূতত্ববিশিষ্ট মূর্তত্বের অভাব আছে, ইহা বিশেষ্যের অভাব প্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। মনে মূর্তত্ব থাকিলেও ভূতত্ব না থাকায় ভূতত্ব-বিশিষ্ট মূর্তত্বের অভাব আছে, ইহা বিশেষণাভাব প্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। কালাদিতে ভূতত্ব বা মূর্তত্ব কোনটিই নাই, অতএব কালাদিতে যে ভূতত্ব

বিশিষ্ট মূর্তত্বের অভাব আছে তাহা উভয়াভাব-প্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।

বিশেষ—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ—২।১।৩২] বিশেষয়তি ইতরেভ্যঃ ব্যাবর্তয়তি ইতি বিশেষঃ (দ্রব্যাদি সাত প্রকারপদার্থের অন্যতম)। ১। পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যের পরস্পর ভেদক পদার্থবিশেষ। লক্ষণ—'নিত্যত্বে সতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্বে সতি নিত্যত্বয়াবৃত্তিত্বে চ সতি গুণভিন্নত্বম্ বিশেষত্বম্'। অর্থাৎ যাহা নিত্য, নিত্যদ্রব্যে বর্তমান, নিত্যত্বয়ে অবর্তমান এবং গুণভিন্ন পদার্থ তাহাই বিশেষ। অথবা যাহা জাতিরহিত এবং একব্যক্তিমাত্র সমবেত তাহাই বিশেষ। (সপ্ত পঃ পৃঃ ৫১)। সাবয়ব বস্তুমাত্রেরই স্ব স্ব অবয়ব, গুণ ও ক্রিয়াদি দ্বারা পরস্পরের ভেদ হইতে পারে, যেমন ঘট ও পটের ভেদ, বা একঘট হইতে অন্য ঘটের ভেদ। এই-ভাবে আধারের ভেদের দ্বারা আধেয় বস্তুর ভেদ হইতে পারে। কিন্তু নিরবয়ব ও অনাধেয় (অনা-শ্রিত) পরমাণু প্রভৃতির ভেদ কাহার দ্বারা হইবে? কাল, দিক্ ইহাদের কোনও বিশেষ গুণ বা তন্মাত্রবৃত্তি জাতি নাই, অতএব ইহাদের পরস্পর এবং আকাশের সহিত ইহাদের ভেদ কাহার দ্বারা হইবে? মুক্তিকালে আত্মাতে কোনও বিশেষ গুণ থাকে না, অতএব তৎকালে এক আত্মার সহিত অপর আত্মার ভেদ (অর্থাৎ মুক্ত জীবগণের পরস্পর ভেদ) কাহার দ্বারা হইবে? অনন্ত মনের পরস্পরভেদকই বা কি হইবে? —এই-কারণে তাহাদের ভেদকরূপে তত্তৎ নিত্যদ্রব্যে অনন্ত 'বিশেষ' স্বীকার করা হয়। ২। 'দ্রব্যত্ব' প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন দ্রব্যে 'দ্রব্য' 'দ্রব্য' ইত্যা-কার প্রত্যয়ের অনুবৃত্তির হেতু হয় বলিয়া সামান্য, আবার গুণ, কর্ম প্রভৃতি হইতে দ্রব্যের ব্যাবর্তক বা ব্যাবৃত্তির হেতু হয় বলিয়া বিশেষও বটে।… ৩। সাংখ্য-পাতঞ্জলে উপাদান কারণকে সামান্য এবং কার্যকে বিশেষ বলা হয়। যথা,—মৃত্তিকা সামান্য, ঘটাদিকার্য বিশেষ। ৪। (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে) অভিন্ন পদার্থেও যাহা ভেদ প্রত্যয় ও ব্যবহার জন্মায়—যথা, সত্তা অস্তি, ইত্যাদি। এই 'বিশেষ' পদার্থ অভিন্ন চিন্ময় ভগবদ্‌বিগ্রহে হস্ত, পদাদি ভেদপ্রত্যয় ও ব্যবহার জন্মায়। এই-জন্য 'বিশেষ ভেদের প্রতিনিধি'- এইরূপ বলা হয়।

বিশেষগুণ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন; এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে একাধিক দ্রব্যে যে গুণ থাকে না (অর্থাৎ যে গুণ কেবল ক্ষিত্যাদি এক একটি দ্রব্যেই থাকে) তাহা 'বিশেষগুণ'। [দ্রব্যবিভাজকোপাধিদ্বয়-সমানাধিকরণাবৃত্তিজাতিমত্ত্বং বিশেষগুণত্বম্। অথবা ভাবনান্যো যো বায়ুবৃত্তিবৃত্তিস্পর্শাবৃত্তিধর্ম-সমবায়ী তদন্যত্বে সতি গুরুত্বাজলদ্রবত্বান্যগুণত্বং বিশেষগুণত্বম্।] নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা—এই ছয়টি দ্রব্যেই বিশেষগুণ থাকে। কাল, দিক্ ও মন ইহাদের মধ্যে বিশেষগুণ নাই, কেননা ইহাদের মধ্যে এমন কোনও গুণ নাই যাহা অন্য দ্রব্যে থাকে না। (ক) আত্মার বিশেষগুণ—জ্ঞান ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম। (খ) আকাশের বিশেষগুণ—শব্দ। (গ) বায়ুর বিশেষ গুণ—অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ। (ঘ) তেজের বিশেষগুণ—উষ্ণস্পর্শ। (ঙ) জলের বিশেষগুণ—স্নেহ, সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব, শীতস্পর্শ। (চ) পৃথিবীর বিশেষগুণ—গন্ধ, অনুষ্ণাশীত পাকজ স্পর্শ, পাকজ রূপ, পাকজ রস। [আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষগুণযোগিনঃ। —ভাষাপঃ]

বিশেষণতা—১। ছয় প্রকার লৌকিক ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের মধ্যে অন্যতম। অভাবপ্রত্যক্ষ ও সমবায়প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ। [বিশেষণতয়া তথ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ। প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ।—ভাঃ পঃ ৬১।৬২ কাঃ] বিশেষণতা সন্নিকর্ষ বহুপ্রকার। সংযুক্তবিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেতবিশেষণতা, সংযুক্তসমবেতসমবেতবিশে-ষণতা, সমবেতবিশেষণতা, সমবেতসমবেত-বিশেষণতা, বিশেষণবিশেষণতা ইত্যাদি। যে অধিকরণে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়, প্রথমতঃ সেই

অধিকরণের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সন্নিকর্ষ আবশ্যক এবং সেই অধিকরণকে দ্বার করিয়াই অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঐভাবে বিশেষণতাসম্বন্ধের ভেদ করা হয়। 'ঘটাভাববদ্ ভূতলম্' এইভাবে ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে চক্ষুর সহিত ভূতলের সংযোগসন্নিকর্ষ আছে এবং সেই চক্ষুঃ সংযুক্ত ভূতলাংশে অভাব বিশেষণ হওয়ায় অভাবের সহিত চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ হইয়াছে। এইভাবে অধিকরণ অনুযায়ী বিশেষণতা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। এইস্থলে চিন্তনীয় এই যে, সর্বত্রই যে অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিশেষণতা সন্নিকর্ষ থাকিবে তাহা বলা যায় না, যেমন 'ভূতলে ঘটাভাবঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাভাবে ভূতলনিরূপিতবিশেষণতা নাই, বিশেষ্যতাই আছে, অতএব 'বিশেষ্যতা' সন্নিকর্ষও স্বীকার্য। প্রাচীনগ্রন্থে বিশেষণতাস্থলে 'বিশেষণবিশেষ্যভাব' সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে (তর্ক সংগ্রহ)। ২। বিশেষণের ধর্ম বা প্রকারতা। যেমন 'পর্বতঃ' এইজ্ঞানে বিশেষ্যতা পর্বতে এবং বিশেষণতা বা প্রকারতা পর্বতত্বে আছে। 'দণ্ডী' এইজ্ঞানে দণ্ডীতে বিশেষ্যতা এবং দণ্ডে বিশেষণতা বা প্রকারতা আছে। ৩। সংযোগ, সমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধবিশেষ। নামান্তর—স্বরূপসম্বন্ধ। জাতিভিন্ন সমস্ত ধর্মই (যাহা ত্ব, তল্ ইত্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারা নির্দেশ করা হয়) নিজ আশ্রয়ে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। যেমন—আকাশত্ব আকাশে, আধেয়ত্ব আধেয়ে, বিশেষ্যতা বিশেষ্যে বা প্রকারতা প্রকারে থাকে—স্বরূপ (অর্থাৎ বিশেষণতা) সম্বন্ধে। এই সম্বন্ধ তিন প্রকার—কালিকবিশেষণতা, দৈশিক বিশেষণতা ও অভাবীয় বিশেষণতা। কালিকবিশেষণতা (কালিক) সম্বন্ধে সমস্ত পদার্থ জন্যে ও মহাকালে থাকে; দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে সমস্তপদার্থ দিক্ ও মূর্তপদার্থে থাকে। অভাব নিজ অধিকরণে অভাবীয়বিশেষণতাসম্বন্ধে (অভাবীয় স্বরূপ) থাকে।

বিষমব্যাপ্ত—বিষম=অসমান, ব্যাপ্ত=ব্যাপ্তিযুক্ত। দুইটি বস্তুর মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের ব্যাপ্তি না থাকিয়া যদি কেবল একটিতে অপরটির ব্যাপ্তি থাকে। যেমন, বহ্নির ব্যাপ্তি ধূমে আছে, কিন্তু ধূমের ব্যাপ্তি বহ্নিতে নাই। অতএব ধূম বহ্নির বিষমব্যাপ্ত। ('উপাধি শব্দ দ্রষ্টব্য)।

বিষয়—১। জ্ঞানাদির নিরূপক বা বিশেষক। যেমন—ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট। যে জ্ঞানের নিরূপক ঘট অর্থাৎ যে জ্ঞান ঘটের দ্বারা বিশেষিত তাহাকে ঘটবিষয়ক জ্ঞান (ঘটজ্ঞান) বলা হয়। জ্ঞান, ইচ্ছা কৃতি ও দ্বেষ; ইহারা সবিষয়ক, কদাপি নির্বিষয়ক হয় না। ২। [উপভোগসাধনং বিষয়ঃ] ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত যাহা আত্মার উপভোগের সাধন (ভোগ্যবস্তু), তাহাকেও 'বিষয়' বলা হয়। [সা চ ত্রিধা ভবেদ্ দেহমিন্দ্রিয়ং বিষয়স্তথা। ভাঃ পঃ ৩৭ কাঃ]।

বিষয়নিষ্ঠ প্রত্যাসত্তি—যে প্রত্যাসত্তি (সম্বন্ধ) জ্ঞানীয়বিষয়তাস্বরূপ। বিশেষ্যতা, প্রকারতা, বিশেষ্যতাবচ্ছেদকতা ইত্যাদি সম্বন্ধকে 'বিষয়নিষ্ঠ প্রত্যাসত্তি' বলা হয়। যেস্থলে কার্য ও কারণ দুইটিই জ্ঞানবিশেষ, সেইস্থলে কচিৎ বিষয়নিষ্ঠ প্রত্যাসত্তিদ্বারা কার্যকারণভাব কল্পনা করা হয়, ইহাতে কার্যতাবচ্ছেদক ও কারণতাবচ্ছেদকে বিষয়বিশেষের প্রবেশ না থাকায় লাঘব হয়। যেমন—শাব্দবোধের প্রতি পদজন্যপদার্থোপস্থিতিকে কারণ বলা হয়। আত্মনিষ্ঠ প্রত্যাসত্তি দ্বারা এই কার্যকারণভাব কল্পনা করিলে সমবায় সম্বন্ধে ঘটত্বপ্রকারক শাব্দবোধের প্রতি সমবায় সম্বন্ধে ঘটত্বপ্রকারক উপস্থিতিকে কারণ বলিতে হইবে। ইহাতে কার্যতাবচ্ছেদক ও কারণতাবচ্ছেদকরূপে ঘটত্বাদি বিষয়ের প্রবেশ আছে। কিন্তু বিষয়নিষ্ঠ প্রত্যাসত্তিদ্বারা ঐ স্থলে কার্য্যকারণভাব কল্পনা করিলে প্রকারতা সম্বন্ধে শাব্দবোধের প্রতি প্রকারতাসম্বন্ধে উপস্থিতিকে কারণ স্বীকার করিলেই চলে, ইহাতে কার্য্যতাবচ্ছেক ও কারণতাবচ্ছেদকে বিষয়ের প্রবেশ না থাকায় লাঘব হয়। (ব্যুৎঃ বাঃ ১২২ পৃঃ)।

বিষয়বিষয়িভাব—[আঃ বিঃ ২; পৃঃ ২২৪

চৌঃ] বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধবিশেষ ; ইহা জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞানে বিদ্যমান বিষয়-প্রবণতা বা বিষয়ের দ্বারা নিরূপ্যত্ব (নিরূপিত হওয়ার ধর্ম) রূপ সম্বন্ধ। ইহা প্রকাশ বা জ্ঞানের স্বভাব। ইহার ফল—বিষয়ের ব্যবহার এবং বিষয়ের দ্বারা জ্ঞানের নিরূপণ (যথা, ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান)।

বিষ্টম্ভ ধারণ ; পতনবিরোধী ব্যাপার। যাহাতে বস্তুর পতন না ঘটে, এইরূপ ব্যাপারকে বিষ্টম্ভ বা ধৃতি (ধারণ) বলা হয়। ["ওঁ নমঃ সর্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে" অনুঃ চিঃ দীধিতি পৃঃ ১], "বিষ্টম্ভো ধৃতিঃ, সা চ পতনবিরোধিব্যাপারঃ, পতনবিরোধিত্বং পতনানুৎপাদপ্রযোজকত্বম্" (ঐ গাদাধরী পৃঃ ৩) "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"—ভগবদ্গীতা।

বিসামগ্রী—[কুঃ ১৭] কারণাভাব ; (কুসুমাঞ্জলি শ্লোকে) মণ্যভাবের অভাব=মণি প্রভৃতি।

বৃত্তি—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৩] ১। ব্যাপার, সন্নিকর্ষ ; যথা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি। ২। বর্তমানতা। কোনও অধিকরণে থাকা ; যে বস্তু যাহাতে বর্তমান তাহা তদ্‌বৃত্তি। যেমন 'ভূতলে ঘটঃ' বলিলে 'ঘট ভূতলবৃত্তি' এইরূপ বোধ হয়। যাহা সাধ্যের অধিকরণে থাকে তাহাকে 'সাধ্যবদ্‌বৃত্তি' এবং যাহা সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে তাহাকে সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি' বলা হয়। (তত্ত্ব চিঃ ১১৩ পৃঃ)। দর্শনান্তরে—চিত্তের পরিণামবিশেষ ৩। পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। বৃত্তি দ্বিবিধ—শক্তি ও লক্ষণা। তাহা ছাড়াও বিভিন্নমতে গৌণীবৃত্তি, ব্যঞ্জনাবৃত্তি ও তাৎপর্যবৃত্তি স্বীকার করা হয় ; কিন্তু ন্যায়মতে শক্তি ও লক্ষণানামে দুইটি বৃত্তিই স্বীকার করা হয়, তন্মধ্যে গৌণীবৃত্তি লক্ষণার অন্তর্গত। তাৎপর্যবৃত্তি ও ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা হয় না। ৪। প্রবৃত্তি। বিফলা বিশ্ববৃত্তির্নো……(ন্যাঃ কুঃ ১।৭)]।

বৃত্তিত্ব—বর্তমানতা। আধেয়তা। যেমন—'ভূতলে ঘটঃ' এইস্থলে ভূতলনিরূপিতবৃত্তিত্ব (আধেয়তা) ঘটে প্রতীয়মান হইতেছে। অবৃত্তিত্ব=বৃত্তিতার অভাব। অবর্তমানতা [সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ।]।

বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধ থাকিলে দুইটি বস্তুর আধার-আধেয়ভাববোধ হয়। যেমন—সংযোগ, সমবায় ও স্বরূপ সম্বন্ধ। ('সম্বন্ধ' শব্দ দ্রষ্টব্য।

বৃত্তিনিরোধ (অদৃষ্টের)—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ] অন্য কোনও অদৃষ্টের প্রতিবন্ধকতাহেতু অদৃষ্টের ফলের উৎপত্তিতে ঔদাসীন্য বা ফলের উৎপত্তির অভাব। যথা, সুষুপ্তি ও প্রলয়ে হইয়া থাকে। আত্মসমবেত অদৃষ্টের সেইকালে বৃত্তিনিরোধ হইয়া থাকে। পাতঞ্জলে—(চিত্তের) বৃত্তিসকলের নিরোধ। চিত্তের বিষয়াকারে পরিণামই বৃত্তি।

বৃত্তিলব্ধাদৃষ্ট—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ] যে অদৃষ্ট বৃত্তিলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ ফলের উৎপত্তিতে ব্যাপৃত হইয়াছে। যথা, জাগরণে ও সৃষ্টিকালে। লব্ধ হইয়াছে বৃত্তি যাহাদের—এইরূপে বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা লব্ধবৃত্তি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'বৃত্তিলব্ধ'—ইহা আর্য প্রয়োগ। সুতরাং, লব্ধবৃত্তি অদৃষ্ট ইহাই অর্থ।

বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধ থাকিলেও দুইটি বস্তুর আধার-আধেয়ভাব বোধ হয় না। যেমন—তাদাত্ম্য, স্বত্ব, স্বামিত্ব, বিষয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধ। ('সম্বন্ধ' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

বেগ—সংস্কারবিশেষ। বেগ একমাত্র মূর্তদ্রব্যেই উৎপন্ন হয়। ইহা কর্মজ ও বেগজভেদে দ্বিবিধ। তীর নিক্ষেপকালে তীরাদিতে যে প্রাথমিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহা হইতে তাহাতে বেগ উৎপন্ন হয় এবং তাহাদ্বারা ক্রিয়ান্তরের সৃষ্টি হওয়ায় তীর দ্রুত বহুদূরে যাইতে পারে। এই বেগ কর্মজ। বেগবান্ কপালের দ্বারা উৎপন্ন ঘটে যে বেগ উৎপন্ন হয় তাহা বেগজ।

বেদনা—[ন্যাঃ ভাঃ—৬।১।১]—সুখ ও দুঃখের অনুভব।

বৈতণ্ডিক—১। যে ব্যক্তি বিতণ্ডাতে প্রবৃত্ত। স্বপক্ষস্থাপনে আগ্রহ নাই, অথচ প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যেই যে বিচার করা হয়

—তাহা বিতণ্ডা। বিতণ্ডাবিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে বৈতণ্ডিক বলা হয়। [বিতণ্ডয়া প্রবর্তমানো বৈতণ্ডিকঃ। —বাৎস্যাঃ ১।১।১] ২। বিচার্থ-বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া যে বাচালতাতে প্রবৃত্ত তাহাকেও বৈতণ্ডিক বলা যায়। [অপরামৃষ্টবস্তুতত্ত্বং মৌখর্যমাত্রং বিতণ্ডা।] [ষড়্ঃ সমুঃ গুণরত্নটীঃ পৃঃ ৫৫]

বৈজাত্য— [কুঃ ১।১৬] বিজাতীয়তা; কুর্বদ্রূপত্ব। বৌদ্ধমতে ক্ষেত্রস্থ বীজ হইতেই অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, এবং কুশূলস্থ (গোলাস্থিত) বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না বলিয়া বীজত্বরূপে বীজকে অঙ্কুরের কারণ বলা যায় না; কিন্তু (অঙ্কুর) কুর্বদ্রূপত্বরূপে বীজকে অঙ্কুরের কারণ বলিতে হইবে। সেই কুর্বদ্রূপত্বকেই এখানে বৈজাত্য বলা হইয়াছে।

বৈধর্ম্য— [বৈঃ প্রঃ ভাঃ] বিরুদ্ধ হয় ধর্ম যাহাদের তাহারা বিধর্মা; তাহাদের ভাব—বৈধর্ম্য, অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম।

বৈধর্ম্যসমা (স্ত্রী)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।১] (বৈধর্ম্য = বিধর্মার ভাব, ভিন্ন বা বিপরীতধর্ম (ন্যায়শাস্ত্রে কথিত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে অন্যতম। যে স্থলে কেবলমাত্র বৈধর্ম্যের দ্বারা কোন উপসংহার বা সিদ্ধান্ত করা হয়, সেই স্থলে যদি ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ কেবল বৈধর্ম্যের দ্বারাই বিরোধ করা হয়, অর্থাৎ সেই সাধ্যের অভাব আপাদন (আপত্তি) করা হয় তবে তাহাই বৈধর্ম্যসমা জাতি বা বৈধর্ম্যসম প্রতিষেধ (প্রতিবাদ)। যথা, পরিচ্ছিন্ন লোষ্টাদি ক্রিয়াবান্ হয়; আত্মা সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন নহে বলিয়া লোষ্টের ন্যায় ক্রিয়াবান্ নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে যদি প্রতিবাদ করা হয় যে-ক্রিয়াযুক্ত লোষ্টের বৈধর্ম্যহেতু আত্মা যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে অচেতন নিষ্ক্রিয় আকাশ হইতে বৈধর্ম্য-হেতু (চেতনত্ববশতঃ) আত্মা ক্রিয়াবান্ হইবে না কেন?—এইরূপ প্রতিবাদ করিলে তাহা বৈধর্ম্যসমা জাতি (বাৎঃ ভাঃ)। কেবলমাত্র বৈধর্ম্যের দ্বারা সাধ্যাভাবের আপাদন বৈধর্ম্যসমা। যথা,—শব্দ ঘটের ন্যায় কৃতকত্ব—(কার্যত্ব) হেতু অনিত্য—এইরূপ স্থাপনা হইলে যদি প্রতিবাদে বলা হয় যে, অমূর্ত বলিয়া ঘটের বৈধর্ম্যযুক্ত শব্দ নিত্যই হইবে,—ইহাই বৈধর্ম্যসমা (বিঃ বৃঃ)। নব্যন্যায়মতে ইহা সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস।

বৈনয়িক—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।২৫] শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ। শাস্ত্রের উপদেশ হইতে প্রাপ্ত।

বৈয়ধিকরণ্য—১। ব্যধিকরণতা বা অসমানাধিকরণতা। বিভিন্ন অধিকরণে যাহারা থাকে তাহারা ব্যধিকরণ, তাহাদের ধর্ম বৈয়ধিকরণ্য। অর্থাৎ—সমান (এক) অধিকরণে না থাকা। যেমন—ঘটত্বের অধিকরণে (ঘটে) কদাপি পটত্ব থাকে না এবং পটত্বের অধিকরণেও (পটে) কদাপি ঘটত্ব থাকে না। এই এক অধিকরণে 'না থাকা'ই বৈয়ধিকরণ্য। ঘটত্বের বৈয়ধিকরণ্য পটত্বে এবং পটত্বের বৈয়ধিকরণ্য ঘটত্বে আছে। ২। ভিন্নবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্বং বৈয়ধিকরণ্যম্। (সপ্তপদার্থী পৃঃ ৯২)। বিভিন্নবিভক্তিযুক্ত দুইটি পদের দ্বারা যে যে অর্থের বোধ হয় তাহাদের বৈয়ধিকরণ্য স্বীকার করা হয়। যেমন, 'ভূতলে ঘটঃ', 'জলে মৎস্যঃ' ইত্যাদিস্থলে একপদে সপ্তমী-বিভক্তি ও অপর পদে প্রথমাবিভক্তি থাকায় ঐ বিভিন্নবিভক্তিযুক্ত পদদ্বয়ের দ্বারা উপস্থাপিত ভূতল ও ঘটের এবং জল ও মৎস্যের বৈয়ধিকরণ্য সিদ্ধ হইল।

বৈয়াত্য—[তাঃ রঃ পৃঃ ৩৩৬] ধৃষ্টতা। (বিয়াত = ধৃষ্ট)।

ব্যক্ত—(বি – অন্জ্ + ক্ত) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।১১, ১৩] প্রকাশিত; (উক্তসূত্রে) রূপাদিগুণবিশিষ্ট হওয়াতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (শরীরাদি); ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ঘটাদির সজাতীয় (ভূতপরমাণু)।

ব্যক্তি—(বি – অন্জ্ + ক্তিন্) [ন্যাঃ সূঃ ২।২।৬১, ৬৮, ৬৯] গুণবিশেষের আশ্রয় যে মূর্তি তাহাই ব্যক্তি (ন্যাঃ সূঃ)। যদিও পদার্থমাত্রই ব্যক্তি, প্রমেয়ত্বই ব্যক্তির লক্ষণ, সুতরাং জাতি, আকৃতিও ঐরূপে ব্যক্তি হইতে পারে, তথাপি এস্থলে ন্যায়সূত্রে শক্তির বিষয় যে ব্যক্তি তাহাকেই লক্ষিত করাতে জাতি ও আকৃতির

সমানাধিকরণ যে সংখ্যাদিভিন্ন গুণ তাহার আশ্রয় যে মূর্তি—তাহাই ব্যক্তি। অথবা, জাতির আশ্রয় যে দ্রব্য তাহাই ব্যক্তি। অথবা, পরিচ্ছিন্ন পরিমাণের আশ্রয় মূর্তিই ব্যক্তি (বিঃ বৃঃ)।

ব্যঞ্জনা—শব্দের একপ্রকার বৃত্তি। যেমন শব্দের অভিধাবৃত্তিবশতঃ অভিধেয় অর্থের (মুখ্যার্থের) বোধ হয় এবং লক্ষণাবৃত্তিবশতঃ লক্ষ্যার্থের বোধ হয়, সেইরূপ শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তিবশতঃ ব্যঙ্গ্য অর্থের বোধ হয়, ইহা আলঙ্কারিকগণের মত। [বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতে পরঃ। সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ ॥ —সাহিত্য দঃ ২ পঃ] শব্দের অভিধা, লক্ষণা বা তাৎপর্যবৃত্তি স্ব স্ব অর্থবোধ জন্মাইয়া বিরতব্যাপার হইলে পর যে বৃত্তিদ্বারা অন্য অর্থের বোধ হয় তাহা ব্যঞ্জনাবৃত্তি। ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ—শব্দশক্তিমূলা ও অর্থশক্তিমূলা। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এইস্থলে গঙ্গাশব্দের অভিধাবৃত্তিদ্বারা জলপ্রবাহ অর্থের এবং লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা তীর অর্থের বোধ হইলে পর ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা শীতলতা পবিত্রতাদি অর্থের বোধ হয়। 'তীরে ঘোষঃ' এইরূপ শব্দের পরিবর্তে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এইরূপ শব্দের প্রয়োগই এইবোধের হেতু। ইহা শব্দশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা। অর্থশক্তিমূলা ব্যঞ্জনাবৃত্তির উদাহরণ—গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ। মমাপি জন্ম তত্রৈব ভূয়াদ্ যত্র গতো ভবান্ ॥ (হে প্রিয়, যদি একান্তই যাইবে তবে যাও। তোমার পথ মঙ্গলময় হউক, যে দেশে তুমি যাইতেছ সেই দেশেই যেন আমার জন্ম হয়)। এইস্থলে সাধারণ অর্থবোধের পর অপর একটি অর্থের বোধ হয় যে—"তুমি চলিয়া গেলে আমি বাঁচিব না, অতএব যাইও না।" অর্থশক্তিমূলা ব্যঞ্জনার দ্বারাই ঐরূপ অর্থের বোধ হয়। নৈয়ায়িকগণ শক্তি ও লক্ষণা হইতে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ঐ বোধ আনুমানিক। (ইয়ং মদীয়গমনোত্তরকালিকপ্রাণবিয়োগবতী বিলক্ষণশব্দপ্রয়োক্তৃত্বাৎ ইত্যাদি অনুমান)। তাহা শাব্দবোধ নহে।

ব্যতিভেদ – [ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৬২] বিভাগ ; বিভক্ত হইয়া যাওয়া।

ব্যতিরেক—১। তদসত্ত্বে তদসত্তা। কারণের অসত্ত্বে কার্যের অসত্তা। যেমন—কপালাদির অভাবে ঘটের অভাব। (অন্বয় ও) ব্যতিরেক কার্যকারণভাবের গ্রাহক। ২। অভাব।

ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত—সাধ্য ও হেতুর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণবাক্যে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। যেমন 'যো ন বহ্নিমান্ স ন ধূমবান্ যথা হ্রদঃ' এই উদাহরণবাক্যে হ্রদ ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত।

ব্যতিরেক ব্যভিচার—তদসত্ত্বে তৎসত্তা। যাহাকে কোনও কার্যের কারণ বলা হইতেছে তাহার অভাবেও যদি কার্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যতিরেকব্যভিচার বলা হয়। 'কারণের অভাবে কার্যের অভাব' এই যে ব্যতিরেক নিয়ম, তাহার ব্যতিক্রমই (কারণের অভাবেও কার্যের ভাব) ব্যতিরেকব্যভিচার। ব্যতিরেকব্যভিচার কারণতার বিঘটক। কোনও বস্তুর অভাবেও যদি কার্যের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে সেই বস্তুতে নিয়তপূর্ববর্তিতা না থাকায় তাহা কারণ হইতে পারে না। কারণতাজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেকব্যভিচারজ্ঞান (তদভাববত্তা জ্ঞানরূপে) প্রতিবন্ধক। 'কার্যসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ যে ব্যতিরেক ব্যভিচার, তাহার জ্ঞান থাকিলে কার্যসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বরূপ কারণতার জ্ঞান হইতে পারে না (যেহেতু তদ্‌বত্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাববত্তাবুদ্ধি প্রতিবন্ধক)।

ব্যতিরেকব্যাপ্তি— সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগিত্ব (ভাষা পরিচ্ছেদ)। সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব (ব্যাপ্তিপঞ্চক চতুর্থলক্ষণ), অর্থাৎ যে যে অধিকরণে সাধ্যের অভাব আছে সেই সকল অধিকরণে যে অভাব আছে তাহার প্রতিযোগিতা। যেমন—যে যে অধিকরণে (জলাদিতে) বহ্নির অভাব আছে সেই সেই অধিকরণে ধূমের অভাব থাকায় সেই অভাবের প্রতিযোগিতা ধূমে আছে। ইহাই

বহ্নির ধূমনিষ্ঠ ব্যতিরেকব্যাপ্তি।

ব্যতিরেকসহচার—(ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব = সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাব। সহচার = সামানাধিকরণ্য।) সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বভাবের সামানাধিকরণ্য (এক অধিকরণে থাকা)। যেমন, 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে বহ্ন্যভাব ও ধূমাভাব এক অধিকরণে (জল, হ্রদাদিতে) থাকায় তাহাদের সহচার আছে। এইরূপ ব্যতিরেক সহচারের জ্ঞান থাকিলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞান হয়।

ব্যতিরেক্যুদাহরণ—(ব্যতিরেকী + উদাহরণ) [ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।৩৭] ১। সাধ্য ও সাধনের ব্যতিরেকব্যাপ্তিপ্রদর্শক যে উদাহরণ (ন্যায়াবয়ব); যথা—শব্দ, অনিত্য, যেহেতু উৎপত্তিধর্মবিশিষ্ট (শব্দঃ অনিত্যঃ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ)—এই অনুমিতিতে, যাহা নিত্য তাহা উৎপত্তিধর্মক হয় না, যথা, আত্মা,—এইরূপ আত্মাদি দৃষ্টান্ত সাধ্যের বৈধর্ম্যের (বিরুদ্ধধর্মের) দ্বারা—অর্থাৎ অনুৎপত্তিধর্মকত্বের দ্বারা সাধ্যধর্ম যে অনিত্যত্ব তদ্ধর্মরহিত, অর্থাৎ নিত্য হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মার দৃষ্টান্তযুক্ত উক্তবাক্য ব্যতিরেকী উদাহরণ (বাৎঃ ভাঃ) ২। নব্যন্যায়ে —ব্যতিরেকব্যাপ্তির বোধক উদাহরণবাক্য যথা, পর্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম আছে—এই অনুমিতিস্থলে 'যাহা বহ্নিমান্ নহে, তাহাতে ধূম থাকিতে পারে না, যেমন হ্রদ'—এইরূপ দৃষ্টান্ত সহিত ব্যতিরেকব্যাপ্তির বোধক বাক্য।

ব্যতিরেক্যুপনয়—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।৩৮] ন্যায়ের অবয়ববিশেষ; ব্যতিরেকী উদাহরণকে অপেক্ষা করিয়া ব্যতিরেকমুখে বা অভাবমুখে যে উপনয়; যথা,—শব্দ অনিত্য, যেহেতু উৎপত্তিধর্মবিশিষ্ট যেমন স্থালীপ্রভৃতি—এইরূপ অনুমিতিস্থলে 'যাহা নিত্য তাহা উৎপত্তিধর্মবিশিষ্ট হয় না, যেমন—আত্মা—এইরূপ ব্যতিরেকী উদাহরণকে অপেক্ষা করিয়া যে উপনয় নামক চতুর্থ অবয়ব তাহা—'ইহা (শব্দ) সেইরূপ নহে' (ন তথা) ইত্যাকারক হইয়া থাকে। ইহাই ব্যতিরেক্যুপনয়।

ব্যতিবেদনসিদ্ধি—[আঃ বিঃ ২; পৃঃ ২১৬ চৌঃ] ব্যবস্থিত বেদনের অর্থাৎ জ্ঞানের সিদ্ধি: অর্থাৎ নীলজ্ঞান হইতে পীতজ্ঞানের ভেদের নিশ্চয়।

ব্যধিকরণ — অসমানাধিকরণ। সমান অর্থাৎ তুল্য অধিকরণ যাহার, সে সমানাধিকরণ। অসমান অর্থাৎ ভিন্ন অধিকরণ যাহার, সে অসমানাধিকরণ বা ব্যধিকরণ। যেমন, মনুষ্যত্বের ব্যধিকরণ পশুত্ব। মনুষ্যত্ব যে অধিকরণে (মনুষ্যে) থাকে সেই অধিকরণে কদাপি পশুত্ব থাকে না, মনুষ্যত্বের অধিকরণ ভিন্ন অন্য অধিকরণেই পশুত্ব থাকে, অতএব তাহা মনুষ্যত্বের ব্যধিকরণ। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, প্রতিযোগিতা ঘটে আছে, এই প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ—পটত্বাদি, যেহেতু ঐ প্রতিযোগিতার অধিকরণ যে ঘট, তাহাতে না থাকিয়া পটত্ব অন্য অধিকরণে (পটে) আছে।

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব — স্বাধিকরণাবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব; যে অভাবের প্রতিযোগিতা ব্যধিকরণধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। যে ধর্ম প্রতিযোগিতার অধিকরণে অর্থাৎ প্রতিযোগীতে থাকে না তাহাই প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম। (ব্যধিকরণ = অসমানাধিকরণ) যেমন—'অত্র ঘটত্বেন পটঃ নাস্তি' (এখানে পটত্বরূপে পট থাকিলেও ঘটত্বরূপে পট নাই)। এই অভাবের প্রতিযোগী পট, প্রতিযোগিতা পটে আছে, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক এইস্থলে ঘটত্ব (যেহেতু 'ঘটত্বরূপে পট নাই' এইরূপ জ্ঞান হইতেছে)। এই 'ঘটত্ব' প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণধর্ম, যেহেতু প্রতিযোগিতার অধিকরণ যে পট, তাহাতে কদাপি ঘটত্বধর্ম থাকে না। অতএব এই অভাব পটপ্রতিযোগিক হইলেও পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক নহে, পরন্তু ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক। এইরূপ অভাবকে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বলা হয়। সোন্দড় উপাধ্যায় নামক একজন আচার্য

এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবের উদ্ভাবন করেন এবং পরবর্তী অনেক আচার্যই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় এইরূপ অভাব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে যে ধর্ম প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ, তাহা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না। অভাববুদ্ধির প্রতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ। প্রকৃতস্থলে ঘটত্ববিশিষ্টপটের প্রসিদ্ধি না থাকায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান সম্ভব নহে, অতএব 'ঘটত্বেন পটঃ নাস্তি', 'ঘটত্বেন বহ্নিঃ নাস্তি', পটত্বেন ঘটঃ নাস্তি' ইত্যাদি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকার্য নহে। (অনুঃ চিঃ পৃঃ ১৪৫)। দীধিতিকার রঘুনাথ-শিরোমণি বলিয়াছেন—"যদি পুনরানুভবিকো লোকানাং স্বরসবাহী ঘটত্বেন পটো নাস্তীত্যাদি-প্রত্যয়ো ন তদা তাদৃশাভাবনিবারণং গীর্বাণ-গুরূণামপি শক্যম্" (অনুঃ চিঃ দীঃ পৃঃ ২৫০)। অর্থাৎ 'ঘটত্বেন পটঃ নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতি যদি লোকানুভবসিদ্ধ হয় তাহা হইলে স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব নহে।

ব্যপদেশ—শব্দপ্রয়োগ; ব্যবহার।

ব্যভিচার—নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহা পরার্থানু-মানে প্রযুক্ত হেতুর অন্যতম দোষ (হেত্বাভাস)। যে যে স্থানে হেতু থাকে সেই সেই স্থানে সাধ্য থাকিবে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ কোনও স্থানে হেতু আছে অথচ সাধ্য নাই এইরূপ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'ব্যভিচার' বলা হয়। যেমন 'অয়ং ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই স্থলে বহ্নিহেতুতে ব্যভিচার দোষ হইয়াছে, যেহেতু, 'যত্র যত্র বহ্নিঃ তত্র তত্র ধূমঃ' এইরূপ নিয়ম (ব্যাপ্তি) থাকিলেই বহ্নিহেতুর দ্বারা ধূমের অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু এইস্থলে অয়োগোলকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে, যেহেতু সেইস্থলে বহ্নি আছে অথচ ধূম নাই। (যে স্থলে ঐ নিয়ম অব্যাহত আছে সেইস্থলে হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য হয়, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম হইলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হইবে)। অতএব বহ্নিতে ধূমের ব্যভিচার থাকায় বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী। ব্যভিচার জ্ঞান হইলে ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে পারে না, ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে অনুমিতি হইতে পারে না। [ব্যভিচার-স্যাগ্রহোপি সহচারগ্রহস্তথা হেতুর্ব্যাপ্তিগ্রহে…॥ —ভাঃ পঃ '৩৭ কা] 'সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বই ব্যভিচারের লক্ষণ। যে স্থলে সাধ্য নাই (সাধ্যের অভাব আছে) সেই স্থলে যদি হেতু থাকে, তাহা হইলে সেইস্থলে ব্যভিচার দোষ হয় এবং এই ব্যভিচার দোষযুক্ত হেতুকে ব্যভিচারী বা সব্যভিচার বা অনেকান্ত বলা হয়। যেমন—'অয়ং ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই স্থলে ধূম না থাকিলেও কোনো কোনো স্থানে বহ্নি থাকে (যেমন অয়োগোলকাদিতে)। অতএব সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতু থাকায় 'ব্যভিচার' নামক দোষ (হেত্বাভাস) হওয়ায় ঐস্থলে বহ্নি হেতুকে ব্যভিচারীহেতু বলা হয়। ব্যভিচার তিন প্রকার—সাধারণ্য, অসাধারণ্য ও অনুপসংহারিত্ব। (বিশদ বিবরণ 'সব্যভিচার' শব্দে দ্রষ্টব্য)।

ব্যভিচারী—(জ্ঞান) [ন্যাঃ সূঃ ভাঃ—১।১।৪] ১। যাহা বস্তুতঃ যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি—(অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ) অযথার্থ জ্ঞান। [অব্যভিচারী (জ্ঞান) = যাহা বস্তুতঃ যাহা, তাহাতে তাহা (সেই প্রকার) (তস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ) যথার্থ জ্ঞান]। ২। যে না থাকিলেও যে থাকে তাহার ব্যভিচারী সে। 'তদভাববদ্বৃত্তিঃ ব্যভিচারী'। অর্থাৎ যে যাহার সমানাধিকরণ হইয়া যাহার অভাবের সমানাধিকরণ হয় সে তাহার ব্যভিচারী। যেমন—বহ্নি ধূমের সমানাধিকরণ, অথচ ধূমাভাবেরও সমানাধিকরণ, পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসে বহ্নি ও ধূম উভয়ই আছে, অতএব সমানাধিকরণ। অয়োগোলকে (তপ্ত লৌহে) ধূম নাই, অথচ বহ্নি আছে, অতএব বহ্নি ধূমাভাবের সমানাধিকরণ হইয়াছে, এইজন্য বহ্নিকে ধূমের ব্যভিচারী বলা হয়। 'ব্যভিচার' 'ব্যভিচারী' ইত্যাদি শব্দগুলি সসম্বন্ধিক হওয়ায় আপেক্ষিকভাবে

ব্যবহৃত হয়। যাহা কোন এক বস্তু অপেক্ষা ব্যভিচারী, তাহাই অন্যবস্তু অপেক্ষা অব্যভিচারী। যেমন জাতি সত্তা অপেক্ষা অব্যভিচারী, কিন্তু দ্রব্যত্ব অপেক্ষা ব্যভিচারী।

ব্যর্থবিশেষণতা—যে বিশেষণ না থাকিলেও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে তাদৃশ বিশেষণ-ঘটিত হেতুতে ব্যর্থবিশেষণতাদোষ হয়। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ বা প্রমেয়ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে নীলত্ব বা প্রমেয়ত্ব বিশেষণ না থাকিলেও কেবল ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকে, অতএব এইস্থলে হেতুতে ব্যর্থবিশেষণতা দোষ ঘটিয়াছে। 'অয়ং ধূমবান্ আর্দ্রেন্ধনসংযুক্তবহ্নেঃ' এইস্থলে বহ্নিতে 'আর্দ্রেন্ধনসংযোগ' বিশেষণ ব্যর্থ নহে, যেহেতু ঐ বিশেষণ না দিলে হেতুতে (বহ্নিতে) সাধ্যের (ধূমের) ব্যাপ্তি থাকিবে না (ঐ হেতুতে ব্যভিচারদোষ হইবে)। এই জন্যই বলা হয় যে, হেত্বংশে ব্যভিচারবারক বিশেষণই সার্থক, অন্য বিশেষণ ব্যর্থ। কিন্তু পক্ষধরমিশ্রাদি বহু নৈয়ায়িকেরই অভিমত এই যে, ব্যভিচারবারক বিশেষণের ন্যায় অসিদ্ধিবারক বিশেষণও সার্থক। এইজন্যই 'শব্দঃ অনিত্যঃ, সামান্যবত্ত্বে সতি বিশেষ গুণান্তরাসমানাধিকরণবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ' — এই স্থলে স্বরূপাসিদ্ধিদোষবারক 'অন্তর' পদের সার্থকতা স্বীকার করা হইয়াছে। (সিঃ লঃ জাঃ ১০ পৃঃ)।

ব্যবসায়াত্মক—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪] ১। নিশ্চয়াত্মক, সংশয় বা অনবধারণ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ। সকল প্রত্যক্ষেই প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবসায় হইয়া, পরে মনের দ্বারা অনুব্যবসায় হইয়া থাকে (বাৎঃ ভাঃ)। ২। সবিকল্পক (বিঃ বৃঃ)।

ব্যবস্থা—[বৈঃ সূঃ ৩।২।২০] নিয়ম; নিয়মাধীনতা। যথা, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, বন্ধন, মুক্তি—এই সকল গুণ বা অবস্থা যাহার হয়, তাহারই হয়, তদ্দ্বারা অপরের (অপর আত্মার) ঐগুলি হয় না। (সুখ, দুঃখাদির) এই ব্যবস্থা বা নিয়মাধীনতার দ্বারা বুঝা যায় যে আত্মা (জীবাত্মা) বহু।

ব্যবহার—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।৪] শব্দপ্রয়োগ। আহারবিহারাদি ব্যাপার। লোকযাত্রা। ২। অর্থি-প্রত্যর্থীর বিবাদ বা মাম্‌লা। (মনুসং, যাজ্ঞবল্ক্যসং)।

ব্যাকোপ—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ৩৩৯] ব্যাঘাত; বিরোধ।

ব্যাঘাত — (বি – আ – হন + ঘঞ্) [কুঃ ৩।৭] কার্যকারণভাব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নিয়মের ভঙ্গের আপত্তি। তর্কে এই ব্যাঘাত নিহিত থাকে বলিয়া তর্ক শঙ্কার নিবর্তক হয়। যথা, ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে ধূম বহ্নিজন্য (বহ্নির কার্য) হইতে পারে না। ধূম ও বহ্নির কার্যকারণভাব সর্বজনপ্রসিদ্ধ। তাহার ভঙ্গরূপ ব্যাঘাত হয় বলিয়া অজ্ঞাত দেশকালেও ধূমের বহ্নিব্যভিচারের শঙ্কা হয় না। তাই বলা হইয়াছে—'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা' (কুঃ ৩।৭)।

ব্যাপক—অধিকদেশবৃত্তি। যাহা যাহা অপেক্ষা অধিকদেশে বর্তমান তাহা তাহার ব্যাপক। যেমন—বহ্নি ধূম অপেক্ষা অধিকদেশে থাকে (ধূম পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসে আছে, কিন্তু বহ্নি পর্বত চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস এবং অয়োগোলকেও আছে) অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপক। বস্তুতঃ, যাহা অল্পদেশবৃত্তি নহে অথচ সমানাধিকরণ তাহাই ব্যাপক, অতএব তুল্যদেশবৃত্তি ও অধিকদেশবৃত্তি উভয়ই ব্যাপক হইবে। 'ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ' (ভাষাপরিচ্ছেদ)। তন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং ব্যাপকত্বম্ (ব্যাপ্তি-পঞ্চক মাথুরী)। এই লক্ষণে 'তৎ'পদে যাহার ব্যাপক তাহাকে বুঝিতে হইবে। উদাহরণ—তৎপদে ধূম, ধূমবৎ=পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, বা মহানস যাহাই হউক, তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ তাহাতে বর্তমান যে অন্যোন্যাভাব='ঘটবান্ ন' ইত্যাদি ('বহ্নিমান্ ন' এই অন্যোন্যাভাব নাই) তাহার প্রতিযোগিতা বচ্ছেদক—ঘটত্ব অর্থাৎ ঘট, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক—বহ্নি; অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপক। পক্ষান্তরে—তৎপদে যদি বহ্নিকে ধরা যায় তাহা হইলে তদ্বৎ অর্থাৎ বহ্নিমৎ বলিতে পর্বত চত্বরা-

দির ন্যায় অয়োগোলককেও পাওয়া যায়, তন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব—'ধূমবান্ ন', তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধূমবত্ত্ব অর্থাৎ ধূম। প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক না হওয়ায় ধূম বহ্নির ব্যাপক নহে।

ব্যাপার—[তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকঃ] যাহা তজ্জন্য (তাহা হইতে উৎপন্ন) অথচ তজ্জনিত কার্যের জনক। যেমন—দাত্রের দ্বারা বৃক্ষের ছেদন স্থলে ছেদন কার্যের প্রতি দাত্র করণ, দাত্র-বৃক্ষসংযোগ ব্যাপার, কেননা ঐ সংযোগ দাত্রজন্য এবং দাত্রজন্যছেদনের জনক হইয়াছে। করণ যাহার মাধ্যমে কার্যের জনক হয় তাহাকে ব্যাপার বলা হয়। কয়েকটি উদাহরণ—প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয় করণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যাপার। অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, পরামর্শ ব্যাপার। উপমিতির প্রতি সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, অতিদেশবাক্যার্থস্মৃতি ব্যাপার। শাব্দবোধের প্রতি পদজ্ঞান করণ, পদজন্য পদার্থস্মরণ ব্যাপার। স্মৃতির প্রতি অনুভব করণ, সংস্কার ব্যাপার। স্বর্গাদির প্রতি যাগাদি করণ, অদৃষ্ট (ধর্ম অধর্ম) ব্যাপার। 'নহি ব্যাপারেণ ব্যাপারিণোঽন্যথাসিদ্ধিঃ'—কার্যের প্রতি করণের কারণতা নির্বাহের জন্যই ব্যাপার কল্পনা করা হয়, অতএব যাহার অনুরোধে ব্যাপার কল্পনা, ব্যাপার তাহার ব্যাঘাতক হইতে পারেনা। 'যাহা তজ্জন্য ও তজ্জন্যের জনক, তাহা তাহার ব্যাপার' অর্থাৎ যাহা করণজন্য ও করণজন্য কার্যের জনক তাহা করণের ব্যাপার। যেমন—ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়জন্য এবং ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের জনক হওয়ায় ইন্দ্রিয়রূপ করণের ব্যাপার। এই লক্ষণে 'তজ্জন্য' পদের 'তদধীনসত্তাক' এই অর্থ বুঝিতে হইবে। নতুবা শব্দপ্রত্যক্ষ স্থলে সমবায় সন্নিকর্ষে ব্যাপারের লক্ষণ সমন্বয় হইবে না, যেহেতু সমবায় নিত্য হওয়ায় শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য নহে। কিন্তু সমবায়ের অর্থাৎ শব্দপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ের সত্তা আকাশাত্মক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তার অধীন হওয়ায় তাহাতে ব্যাপারলক্ষণের সমন্বয় হয়। কেহ কেহ বলেন—ঐ স্থলে সমবায় সন্নিকর্ষ ব্যাপার নহে, পরন্তু শব্দই ব্যাপার। শব্দ শ্রোত্রাকাশজন্য এবং শ্রোত্রাকাশজনিত শব্দ প্রত্যক্ষের (বিষয়রূপে) জনক হইয়াছে।

ব্যাপারফলপ্রবাহপ্রকর্ষাপ্রকর্ষ—(আঃ বিঃ ১; পৃঃ ৪৪ চৌঃ) (যাগাদি কর্মের) ব্যাপাররূপ যে ফল (অদৃষ্ট) তাহার প্রবাহের প্রকর্ষ—অর্থাৎ সহকারিলাভ, এবং অপ্রকর্ষ—অর্থাৎ সহকারীর অলাভ। (এই প্রকর্ষাপ্রকর্ষবশতঃই ব্যাপার অদৃষ্ট তুল্যরূপে থাকিলেও কোনও কর্মের ফলোৎপত্তি হয়, কোনও কর্মের ফলোৎপত্তি হয় না।)

ব্যাপ্তি—ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধবিশেষ। নামান্তর—অবিনাভাব, নিয়ম, স্বভাবপ্রতিবন্ধ, অব্যভিচার ইত্যাদি। অধিকস্থানে না থাকাই ব্যাপ্তি। যাহা যাহা অপেক্ষা অধিকস্থানে থাকে না তাহাতে তাহার ব্যাপ্তি থাকে, যেমন—ধূম বহ্নি অপেক্ষা অধিকদেশে থাকে না অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে। ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রতিযোগীকে ব্যাপ্তির নিরূপক ও ব্যাপক বলা হয়, এবং অনুযোগীকে বলা হয় ব্যাপ্য বা ব্যাপ্তির আশ্রয়। ব্যাপ্তি দ্বিবিধ—অন্বয় ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে দ্বিবিধ ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির কারণ। ক্বচিৎ কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে, ক্বচিৎ কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে এবং ক্বচিৎ উভয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়। উদয়নাচার্যের মতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই সর্বত্র অনুমিতির কারণ। অন্বয়ব্যাপ্তিতে সাধ্য ব্যাপকরূপে এবং হেতু ব্যাপ্যরূপে প্রকাশ পায়। ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে হেত্বভাব ব্যাপকরূপে এবং সাধ্যাভাব ব্যাপ্যরূপে প্রকাশ পায়। [অন্বয়ে সাধনং ব্যাপ্যং সাধ্যং ব্যাপকমিষ্যতে। সাধ্যাভাবোঽন্যথা ব্যাপ্যো ব্যাপকঃ সাধনাশ্রয়ঃ ॥ তর্ক-কৌঃ পৃঃ ১২] তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তিপঞ্চক (পঞ্চলক্ষণী) প্রকরণে, সিংহ-ব্যাঘ্রীয়প্রকরণে, ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব প্রকরণে ও সিদ্ধান্তলক্ষণ প্রভৃতি প্রকরণে ব্যাপ্তির অনেক লক্ষণ বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' ও 'স্বব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য' এই দুইটি অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্যতিরেক ব্যাপ্তির লক্ষণ—'সকলসাধ্যাভাবন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্' অথবা 'সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।'

ব্যাপ্তিগ্রহোপায়—ব্যাপ্তিগ্রহের অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় (সাধন)। ব্যাপ্তিগ্রহের কোনও উপায় না থাকায় ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব নহে, ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় অনুমানের প্রামাণ্য থাকিতে পারে না—ইহা চার্বাকের মত। ভূয়োদর্শন অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন বা সামানাধিকরণ্যজ্ঞানই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়—ইহা জরন্নৈয়ায়িকের মত। (তত্ত্ব চিঃ অনুমান. গাদাধরী পৃঃ ৬৩৫)। সকৃৎদর্শনই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়—ইহা প্রভাকর মীমাংসকের মত। ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃত সহচারদর্শনই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়। (তত্ত্ব চিঃ অনুমানঃ পৃঃ ৬৬২)। ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽপি সহচারগ্রহস্তথা। হেতুর্ব্যাপ্তিগ্রহে……(ভাষা পরিচ্ছেদ)।

ব্যাপ্তি-পক্ষধর্মতৌপয়িকরূপপঞ্চক (বিশিষ্ট লিঙ্গ) - [আঃ বিঃ ২ ; পৃঃ ২৩৪ চৌঃ] ব্যাপ্তি অর্থাৎ নিয়তসাহচর্য বা (হেতু ও সাধ্যের) অব্যভিচরিতসম্বন্ধ, এবং পক্ষধর্মতা = হেতুর পক্ষে বিদ্যমানতা— এই দুইয়ের উপযোগী পাঁচটি রূপ (সদ্ধেতুতে থাকে।) ১। পক্ষবৃত্তিত্ব অর্থাৎ পক্ষে থাকা, ২। সপক্ষবৃত্তিত্ব অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যের অধিকরণে থাকা, ৩। বিপক্ষাবৃত্তিত্ব অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যাভাবের অধিকরণে না থাকা, ৪। অবাধিতত্ব অর্থাৎ বাধযুক্ত না হওয়া, ৫। অসৎপ্রতিপক্ষত্ব অর্থাৎ কোন প্রতিপক্ষ না থাকা, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের সাধক কোনও হেত্বন্তর না থাকা—এই পাঁচটি রূপ যুক্ত যে হেতু তাহাই সাধ্যের অনুমাপক সদ্ধেতু। এই পাঁচটি রূপের প্রথমটি পক্ষধর্মতার উপযোগী। অবশিষ্ট চারটি ব্যাপ্তির উপযোগী। অবশ্য অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর স্থলেই এই পাঁচটি রূপ হেতুতে থাকা সম্ভব। কেবলান্বয়ী হেতুর বিপক্ষাবৃত্তিত্ব থাকে না; কেবলব্যতিরেকী হেতুর সপক্ষবৃত্তিত্ব থাকে না। সুতরাং তাহাদের রূপ চারটি বুঝিতে হইবে।

ব্যাপ্তিভঙ্গাভঙ্গ—ব্যাপ্তিভঙ্গ = ব্যাপ্ত্যংশে ভ্রমত্ব। ব্যাপ্তি-অভঙ্গ = ব্যাপ্ত্যংশে প্রমাত্ব। একই পক্ষে সাধ্যব্যাপ্যবত্তা পরামর্শ ও সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তা পরামর্শ হইলে বুঝিতে হইবে যে উভয় পরামর্শের মধ্যে একটি ব্যাপ্ত্যংশে প্রমা ও অপরটি ব্যাপ্ত্যংশে ভ্রম। এই যে পরামর্শের ব্যাপ্ত্যংশে ভ্রমত্ব ও প্রমাত্ব তাহাই ব্যাপ্তিভঙ্গাভঙ্গ। (অনুঃ চিঃ সৎপ্রতিঃ)।

ব্যাপ্য—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। তদভাববদবৃত্তি। অবিনাভূত। নিয়ত। ব্যাপ্ত। যাহার ব্যাপ্তি যাহাতে আছে, অর্থাৎ যাহা না থাকিলে যাহা থাকে না তাহার ব্যাপ্য তাহা হয়। যেমন—বহ্নির ব্যাপ্তি ধূমে আছে, (যে অধিকরণে বহ্নি নাই সেই অধিকরণে ধূমও নাই) অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। ধূম না থাকিলেও বহ্নি থাকিতে পারে (যেমন অয়োগোলকে), অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নহে। 'যাহা অধিকদেশে থাকে না অথচ সমানাধিকরণ, তাহা ব্যাপ্য'— এইরূপও বলা যায়। অল্পদেশবৃত্তি বা তুল্যদেশবৃত্তি উভয়ই ব্যাপ্য হইতে পারে।

ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ ব্যাপ্যরূপ বিশেষ্যে আধেয়তা সম্বন্ধে পক্ষপ্রকারক পরামর্শ। যেমন—(বহ্নিব্যাপ্যঃ পর্বতে, অথবা বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে' —এইরূপ পরামর্শ। ইহাতে বহ্নিব্যাপ্য যে ধূম তাহা বিশেষ্য এবং পক্ষ (পর্বত) প্রকার হইয়াছে। ('বহ্নিব্যাপ্যবান্ পর্বতঃ' বা 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি পরামর্শকে পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ বলা হয়)। অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশেষ্যক বা পক্ষবিশেষ্যক উভয় পরামর্শই কারণ। ('পরামর্শ' শব্দ দ্রষ্টব্য) (অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ৮৪)।

ব্যাপ্যবৃত্তি — যাহা নিজ আধারে ব্যাপিয়া থাকে। (স্বাধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং ব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্) যে বস্তু যে অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণে সেই বস্তুর অভাব না থাকিলে তাহাকে ব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়। যেমন—বায়ুতে রূপের অভাব (বায়ৌ রূপং নাস্তি)। বায়ুতে কোনো অবয়বাবচ্ছেদে বা কোনো কালে রূপ থাকে না,

অতএব এই রূপাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি। গুণাদি পদার্থে যে সংযোগাভাব আছে তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি। কেহ কেহ বলেন—যে সম্বন্ধে যে বস্তু যে স্থানে আছে সেইস্থানে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক তাহার অভাব কোনও সম্বন্ধে না থাকিলে তাহাকেই প্রকৃত ব্যাপ্যবৃত্তি বলা সঙ্গত। [সিঃ লঃ জাঃ পৃঃ ১৭]।

ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতি—যে অনুমিতিতে ব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু সাধ্য হয়। যে-সাধ্য নিজের অধিকরণে ব্যাপিয়া থাকে অর্থাৎ যে সাধ্যের অধিকরণে সাধ্যের অভাব থাকে না তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য। যেমন—'অয়ং সত্তাবান্ জাতেঃ'—এইস্থলে সত্তা সাধ্য হইয়াছে। এই সত্তা নিজ অধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে, গুণে বা কর্মে ব্যাপিয়া থাকে। অতএব ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যক অনুমিতি। সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেন—"বস্তুতো ব্যাপ্যবৃত্তিত্বমত্র সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যৎ স্বাধিকরণং তদ্‌বৃত্ত্যভাবস্য তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বাভাবরূপং গ্রন্থকৃতোঽভিপ্রেতম্……" (অনুঃ চিঃ জাঃ) অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যের অধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব কোনও সম্বন্ধে না থাকিলে তাহাকেই ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য বলা হয়। 'অয়ম্ আত্মা জ্ঞানাৎ' এইস্থলে আত্মত্ব সাধ্য। সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্বের অধিকরণ যে আত্মা, তাহাতে কোনও সম্বন্ধে (সংযোগ, সমবায়, স্বরূপ বা কালিক সম্বন্ধে) আত্মত্বের অভাব নাই, অতএব ইহা ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতি। এইমতে 'সত্তাবান্ জাতেঃ' ইত্যাদি সত্তাদিসাধ্যক অনুমিতিকেও ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক বলা যায় না, যেহেতু, সত্তার অধিকরণ যে দ্রব্যাদি, তাহাতে সত্তার অভাব কালিকসম্বন্ধে আছে।

ব্যাবর্তক—ভেদক ; অপর পদার্থ হইতে ভেদের জ্ঞানের জনক। যথা,—বিশেষপদার্থ পরমাণুসকলের ব্যাবর্তক, অর্থাৎ—পরমাণুসকলের ভেদের অনুমাপক। ব্যাবর্তক দ্বিবিধ—বিশেষণ ও উপলক্ষণ। যাহা বর্তমানকালে বিদ্যমান তাহা বিশেষণ। যাহা কালান্তরে থাকিলেও অপর পদার্থ হইতে ভেদের পরিচায়ক হয় তাহা উপলক্ষণ।

ব্যাবর্ত্য—[কুঃ ৩।২] ১। প্রতিক্ষেপ্য বা প্রতিষেধের যোগ্য ; প্রতিযোগী। [এইরূপ প্রতিষেধ্য বা (অভাবের) প্রতিযোগী পদার্থই বিশেষ্য হইতে পারে ; অলীক পদার্থ প্রতিযোগী হইতে পারে না বলিয়া বিশেষ্যও হইতে পারে না]। ২। ব্যাবর্তনীয় ; ব্যাবর্তক বা ভেদকের ব্যাবর্তনের বিষয়।

ব্যাবৃত্তত্ব—অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব। যেমন—ঘটত্ব একটি ব্যাবৃত্তধর্ম, যেহেতু তাহা 'ঘটঃ ন' এই অন্যান্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়াছে। অভিধেয়ত্বাদি- কেবলান্বয়ি ধর্মে ব্যাবৃত্তত্ব নাই, যেহেতু 'অভিধেয়ো ন' এইরূপ অন্যোন্যাভাবের প্রসিদ্ধি না থাকায় অভিধেয়ত্ব অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না। (কেবঃ দীঃ পৃঃ ৯৯)।

ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি — [বৈঃ প্রঃ ভাঃ ১।১] ব্যাবৃত্তিপ্রত্যয় ; কোনও আশ্রয়ে অবিদ্যমানতার জ্ঞান। (প্রত্যেক বিশেষপদার্থ যেহেতু একটি একটি মাত্র পরমাণুতে থাকে, অপরে থাকে না সেইহেতু বিশেষ অত্যন্ত ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির হেতু হয়)।

ব্যাসঙ্গ—[ন্যাঃ সূঃ বৃঃ ৩।২।৬০] বিশেষ আসক্তি। ১। একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ। ব্যাসঙ্গো নাম মনসোঽন্যাসক্তত্বম্ (সঃ পঃ টীঃ পৃঃ ৫৫) ২। অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও মনের ব্যাসঙ্গহেতু একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিকালে অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া। 'ব্যাসঙ্গশ্চ সন্নিকৃষ্টেঽপি বিষয়ে জ্ঞানাজনকত্বমিন্দ্রিয়াণাম্ ইন্দ্রিয়ান্তরেণ জ্ঞানজননাবসরে।' (ন্যায়লীলাবতী কণ্ঠাভরণ পৃঃ ৩৩৬)।

ব্যাসজ্যবৃত্তি—একাধিক পদার্থ ব্যাপিয়া বর্তমান। যে ধর্মের অবস্থান নিয়ত একাধিক বস্তুকে অপেক্ষা করে। (একত্বানবচ্ছিন্নপর্যাপ্তিকত্বং ব্যাসজ্যবৃত্তিত্বম্।) যাহার পর্যাপ্তি একত্বানবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ যাহা পর্যাপ্তিসম্বন্ধে দ্বিত্বাদি অবচ্ছেদে থাকে,

একত্বাবচ্ছেদে থাকে না। যেমন, উভয়ত্ব, দ্বিত্ব ইত্যাদি ধর্ম। উভয়ত্ব পর্যাপ্তি সম্বন্ধে উভয়ে আছে, তাহার অবচ্ছেদক দ্বিত্ব। 'মহানসীয়বহ্নিঃ নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা পর্যাপ্তি সম্বন্ধে মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব উভয়ে আছে, অতএব তাহা (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা) ব্যাসজ্যবৃত্তি।

ব্যাসবাক্য—ব্যাস বিস্তার। (সংক্ষিপ্তপদের বিস্তৃতীকরণ) যে বাক্যের দ্বারা সমাসের অর্থ প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ সমাসের অন্তর্ভুক্ত শব্দকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাসবাক্য রচিত হয়। ইহাকে 'বিগ্রহবাক্য'ও বলা হয়। যেমন—'রাজপুরুষঃ' এই সমাসের অর্থ—'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' (রাজসম্বন্ধীয় পুরুষ) এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, অতএব ইহা 'রাজপুরুষ' এই সমাসের ব্যাসবাক্য। সমাস ও ব্যাসের তুল্যার্থকতা-নিয়ম স্বীকার করা হয় অর্থাৎ সমাসবাক্য ও ব্যাসবাক্য সমান অর্থের প্রতিপাদক হয়। যাঁহারা এই নিয়ম স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে 'রাজপুরুষ' এইস্থলে রাজশব্দের রাজসম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া 'রাজসম্বন্ধবৎ পুরুষে'র বোধ হইবে, যেহেতু 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই ব্যাসবাক্যেরও তাহাই অর্থ। কিন্তু অন্যেরা (গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি) ঐ নিয়ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই ব্যাসবাক্যের অর্থ—'রাজসম্বন্ধবৎ পুরুষ' হইলেও 'রাজপুরুষ' এই সমাসস্থলে রাজশব্দের রাজসম্বন্ধীতে লক্ষণা করিয়া 'রাজসম্বন্ধ্যভিন্নঃ পুরুষঃ'—এইরূপ অর্থের বোধ হইবে, কেন না নামার্থদ্বয়ের (রাজ পদার্থ ও পুরুষ পদার্থের) ভেদান্বয় ব্যুৎপত্তিবিরুদ্ধ।

ব্যাহতধর্মোপসঙ্ঘাত—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।৩২] ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্মের উপসঙ্ঘাত অর্থাৎ পরস্পরের বিরোধিতা (যেস্থলে ফলে উহাদের অন্যতরই সত্য হইয়া থাকে)।

ব্যুৎপত্তি— ১। শাস্ত্রার্থজ্ঞানজনিত সংস্কার-বিশেষ। যেমন—ইহার ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি নাই। (অস্য ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তির্নাস্তি) ইনি ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন (অয়ং ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্নঃ)। ২। শব্দের অর্থবোধকতাশক্তি। ৩। শাব্দবোধের নিয়ম। যেমন—'পদার্থঃ পদার্থেন অন্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেন ইতি ব্যুৎপত্তিঃ'। একটি পদার্থ অপর পদার্থের সহিত অন্বিত হয়, পদার্থের একদেশের সহিত অন্বিত হয় না। ইহাই নিয়ম। 'নামার্থয়োর্ভেদেন সাক্ষাদন্বয়স্যাব্যুৎপন্নত্বাৎ'—দুইটি নামার্থের সাক্ষাৎভাবে ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তি-বিরুদ্ধ। ৪। শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ।

ব্যুৎপত্তি বৈচিত্র্য — ১। ব্যুৎপত্তি = শাব্দবোধের নিয়ম। বৈচিত্র্য ব্যতিক্রম। শাব্দবোধের যে সাধারণ নিয়ম আছে তাহার ব্যতিক্রম। যেমন—শাব্দবোধের একটি নিয়ম এই যে—'পদার্থঃ পদার্থেন অন্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেন'। (এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের অন্বয় হয়, পদার্থের একদেশের (একাংশের) সহিত অন্বয় হয় না)। এইরূপ নিয়মের ফলে 'নিত্যঃ ঘটঃ' ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হইবে না। ঘট পদের অর্থ—ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, তাহাতে 'নিত্য' পদার্থের অভেদ বাধিত হওয়ায় (যোগ্যতা না থাকায়) অভেদান্বয় হইতে পারে না। ঐরূপ নিয়ম স্বীকার না করিলে ঘটপদার্থের একদেশ যে ঘটত্ব, তাহাতে নিত্য পদার্থের অভেদ থাকায় ঐস্থলে শাব্দবোধের আপত্তি হইবে এবং ঐরূপ অর্থবোধের উদ্দেশ্যে 'নিত্যঃ ঘটঃ' এই প্রয়োগের আপত্তি হইবে। কিন্তু 'মহাকবিঃ', 'মহাপণ্ডিতঃ' ইত্যাদি স্থলে 'কবি' শব্দের অর্থ– কবিত্ববিশিষ্ট এবং 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থ—পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট হইলেও তাহার একদেশ যে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য তাহাতে মহৎ পদার্থের অন্বয় হইতেছে। এইরূপস্থলে পূর্বোক্ত-নিয়মের ব্যতিক্রম স্বীকার করা হইল। ২। ব্যুৎপত্তি = শাব্দবোধস্থলীয় কার্যকারণভাব। তাহার বৈচিত্র্য = সঙ্কোচ।

ব্যুৎপত্তিসঙ্কোচ—(ব্যুঃ পৃঃ ৪৮) ১। শাব্দবোধ-সম্বন্ধীয় নিয়মকে সীমিত করা ২। কার্যতাবচ্ছেদক বা কারণতাবচ্ছেদক বিষয়তাতে কোনও পদার্থের (বিষয়তার) ভেদ নিবেশ করা।

ব্যূহ—[ন্যাঃ সূঃ ৩।১।৩০, ৪।২।২০] ১। (প্রথম সূত্রে) নিঃশাসপ্রশ্বাস। ২। (দ্বিতীয় সূত্রে) প্রতিহত করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া। ৩। অবয়ব-সংযোগ ; অবয়বসংস্থান। ৪। বি+উহ-সম্যক্ তর্ক। ৫। নির্মাণ ; যথা যোগিগণের কায়ব্যূহ। ৬। যুদ্ধের জন্য সৈন্যগণের সন্নিবেশ। ৭। বিভাগ-বিশেষ ; যথা হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় —এই চতুর্ব্যূহ।

শ

শক্তি—শাব্দবোধের অনুকূল পদ-পদার্থের মুখ্য-সম্বন্ধ, নামান্তর—অভিধা, সঙ্কেত। ইহা সাম্প্রদায়িকমতে ঈশ্বরেচ্ছাস্বরূপ, নব্যমতে ইচ্ছাস্বরূপ। এই ইচ্ছা পদবিশেষ্যক বা অর্থবিশেষ্যক দুই প্রকারই হইতে পারে। 'অস্মাৎ পদাৎ অয়মর্থঃ বোদ্ধব্যঃ'—(ঘটপদাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নো বোদ্ধব্যঃ—ইত্যাদি) এইরূপ ইচ্ছা অর্থবিশেষ্যক। 'ইদং পদম্ ইমমর্থং বোধয়তু (ঘটপদং ঘটত্বাবচ্ছিন্নং বোধয়তু—ইত্যাদি) এইরূপ ইচ্ছা পদবিশেষ্যক। মীমাংসক মতে শক্তি অতিরিক্ত পদার্থ। এই শক্তি দুই প্রকার—শাব্দবোধানুকূল ও অন্যকার্যানুকূল। পদনিষ্ঠ যে শক্তি, তাহা শাব্দবোধের অনুকূল। শাব্দবোধ ভিন্ন অন্য কার্যের অনুকূল—বহ্ন্যাদিনিষ্ঠ দাহাদির অনুকূল শক্তি। ন্যায়মতে শাব্দবোধানুকূল শক্তি পূর্বোক্ত ইচ্ছাস্বরূপ অতএব গুণের অন্তর্গত। বহ্ন্যাদিনিষ্ঠ শক্তি বহ্ন্যাদিনিষ্ঠকারণতাস্বরূপ। অতএব শক্তি দ্রব্যাদি সাত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। পিতা কর্তৃক পুত্রাদির নামকরণস্থলে (দেবদত্তপদাৎ মৎপুত্রো বোদ্ধব্যঃ) দেবদত্তাদি নামেরও তত্তৎ অর্থে (পুত্রাদিতে) শক্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু আধুনিক-সঙ্কেতিত 'নদী', 'বৃদ্ধি' ইত্যাদি পদের শক্তিসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছাকে শক্তি বলেন, তাঁহাদের মতে ঐরূপ পদের শক্তি স্বীকার করা হয় না। কিন্তু যাঁহাদের মতে তাদৃশ ইচ্ছাই শক্তি, তাঁহাদের মতে আধুনিকসঙ্কেতকে (ইদানীন্তন পুরুষের ইচ্ছাকে) শক্তি স্বীকার করা হয়।

শক্তিগ্রহ—শক্তিজ্ঞান। (শক্তি=পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। গ্রহ=জ্ঞান।) কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ পদের শক্তিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহার জ্ঞান না থাকিলে পদ শ্রবণ করিলেও পদার্থের উপস্থিতি (স্মৃতি) হইবে না (যেহেতু সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে একটি সম্বন্ধীর জ্ঞান না হইলে অপর সম্বন্ধীর স্মৃতি হইতে পারে না। "একসম্বন্ধিজ্ঞানম্ অপরসম্বন্ধি স্মারকম্", এবং পদার্থের উপস্থিতি না হইলে বাক্যার্থবোধ হইতে পারে না। এইজন্য বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের শক্তিজ্ঞান আবশ্যক। শক্তিগ্রহের অর্থাৎ কোন্ পদের কোন্ অর্থে শক্তি তাহা জানিবার উপায়—"শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্তবাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ। বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥" অর্থাৎ ব্যাকরণ, উপমানপ্রমাণ, কোষ, আপ্তবাক্য, বৃদ্ধব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবরণ ও প্রসিদ্ধপদসান্নিধ্য,—এইগুলি শক্তিগ্রহের উপায়। তন্মধ্যে প্রাথমিক শক্তিজ্ঞান (বাল্যাবস্থায়) বৃদ্ধব্যবহার হইতেই হইয়া থাকে, পরবর্তিকালে ব্যাকরণ, উপমান ইত্যাদি দ্বারা হয়। [সঙ্কেতস্য গ্রহঃ পূর্বং বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ। পশ্চাদেবোপমানাদ্যৈঃ শক্তিধীপূর্বকৈরসৌ। —শঃ প্রঃ] বালকের যে শক্তিগ্রহ হয়, বৃদ্ধব্যবহারই তাহার কারণ। (এইস্থলে 'বৃদ্ধ' বলিতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, 'ব্যবহার' বলিতে বাক্যপ্রয়োগ ও ক্রিয়া)। কোনও এক প্রবীণ ব্যক্তি 'ঘটম্ আনয়' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিলে পর অপর প্রবীণ ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিয়া ঘট আনিলেন, তাহা দেখিয়া পার্শ্বস্থিত বালক ঘটানয়নরূপ কার্য যে 'ঘটমানয়' এই শব্দপ্রযুক্ত, তাহা স্থির করে, তাহার পর 'ঘটং নয়', 'গাম্ আনয়' ইত্যাদি বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া উহাপোহের দ্বারা (তত্তৎ পদের গ্রহণ ও বর্জন বা যোগ ও বিয়োগের দ্বারা) 'ঘটাদিপদের ঘটত্বাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি অর্থে শক্তি জানিতে পারে। বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা শব্দের শক্তিসম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতালাভের

পরই ব্যাকরণাদির সাহায্যে বিভিন্নশব্দের শক্তি-জ্ঞান হইতে পারে, নতুবা ব্যাকরণাদির অর্থবোধ সম্ভব না হওয়ায় শক্তিগ্রহও সম্ভব নহে। ব্যাকরণের দ্বারা ধাতু, বিভক্তি ও তদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের তত্তৎ অর্থে শক্তিজ্ঞান হয়। উপমান প্রমাণের দ্বারা গবয়াদি পদের গোসাদৃশ্যাবচ্ছিন্ন বা গবয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি অর্থে শক্তিজ্ঞান হয়। 'কোষ' অর্থাৎ নামলিঙ্গানুশাসন, নিরুক্ত ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্নপদের শক্তিজ্ঞান হয়। আপ্তবাক্য (কোকিলঃ পিকপদবাচ্যঃ ইত্যাদি) শ্রবণ করিয়াও শক্তিজ্ঞান হয়। বৈদিকবাক্যের অন্তর্গত কোনও পদের শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হইলে 'বাক্যশেষ' অর্থাৎ অর্থবাদবাক্যবিশেষের দ্বারা নিশ্চিতভাবে শক্তিগ্রহ হয়। বিবৃতি বা বিবরণের দ্বারাও (শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা) শক্তিগ্রহ হয়। যেমন—'বিটপী তরুঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, 'বিটপী' শব্দের বৃক্ষত্বাবচ্ছিন্ন অর্থে শক্তি। প্রসিদ্ধপদের অর্থাৎ যে পদের অর্থজ্ঞান আছে তাহার সহিত অন্যপদ উচ্চারিত হইলে তাহাদ্বারাও শক্তিগ্রহ হয়, যেমন 'ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিকঃ'—এইস্থলে যদি পিকশব্দব্যতিরিক্ত অন্যান্য সকলশব্দেরই শক্তিগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহাদ্বারাও পিকশব্দের কোকিল অর্থে শক্তিগ্রহ হয়। এইরূপস্থলে অনুমানের দ্বারাই শক্তিজ্ঞান হয়, যেমন—'কোকিলঃ পিকপদবাচ্যঃ সহকারতরৌ মধুররাবকর্তৃত্বাৎ'।

শক্তিভেদ - [কুঃ ১।৭] কারণগতশক্তির ভেদ অর্থাৎ বিভিন্নতা। [তাহা কাযের বৈচিত্র্যের হেতু হইতে পারে না, যেহেতু শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন (এক) বলিয়া শক্তির ভেদ (ন্যায়মতে) সিদ্ধ হয় না]।

শক্যপ্রাপ্তি—[ন্যাঃ ভাঃ ১।১।৩২] বাক্যপ্রমাণের জ্ঞান জন্মাইবার সামর্থ্য ; প্রমাতার জ্ঞান উৎপাদনে প্রমাণের সামর্থ্য। অতিপ্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে ন্যায়প্রয়োগের বাক্যে দশটি অবয়ব স্বীকৃত ছিল। গৌতম প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চবিধ অবয়ব কথনের দ্বারা সেইমতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সেই মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন, সংশয়ব্যুদাস—এই পাঁচটি অতিরিক্ত অবয়ব কোন কোন নৈয়ায়িক স্বীকার করেন।

শক্ত্যুপাধি—[শক্তিবাদ পৃঃ ৬৪] যে ধর্মে পদের শক্তি স্বীকার করা হয় না অথচ যাহা শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে (সঙ্কুচিত অর্থে পদের ব্যবহারের কারণ হয়)। যেমন—প্রভাকরমতে 'ধেনু' পদের 'ধানকর্তৃতাবিশিষ্টগো'তে শক্তি স্বীকার করা হয় এবং গোত্বে ধেনুপদের শক্তি স্বীকার না করিয়া গোত্বকে শক্ত্যুপাধি বলা হয়। ধানকর্তৃতা (বৎসকর্তৃক দুগ্ধপানকর্তৃতা) মহিষীপ্রভৃতিতেও আছে, কিন্তু গোত্বরূপ শক্ত্যুপাধি না থাকায় মহিষ্যাদি অর্থে ধেনুপদের প্রয়োগ হয় না।

শঙ্কশুক - আপ্তস্বরূপবোধকবেদবাক্যজনিতবোধে যাহার অপ্রামাণ্যজ্ঞান আছে, তাদৃশ ব্যক্তি। ['তাবতা শঙ্কশুকস্যাশ্রদ্ধামলক্ষালনসম্ভবাৎ'—ন্যাঃ কুঃ রামভদ্রীঃ ১।৩]

শঙ্কাপিশাচী — শঙ্কা = সংশয়। পিশাচী = পিশাচীতুল্য। পিশাচীর ন্যায় যে শঙ্কার উচ্ছেদ প্রায় অসম্ভব। যেমন উপাধির নিশ্চয় ব্যভিচারের নিশ্চয় জন্মাইয়া থাকে ; 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এইস্থলে যদি উপাধিনিশ্চয় অর্থাৎ আর্দ্রেন্ধনসংযোগে ধূমের ব্যাপকতা ও বহ্নির অব্যাপকতানিশ্চয় হয় তাহা হইলে 'বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী' এইভাবে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার নিশ্চয় হইবে। আর—যদি উপাধির শঙ্কা হয় অর্থাৎ আর্দ্রেন্ধনসংযোগাদিতে সাধ্যের (ধূমের) ব্যাপকতা ও হেতুর (বহ্নির) অব্যাপকতাবিষয়ে সংশয় হয় তাহা হইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শঙ্কা (বহ্নিঃ ধূমব্যভিচারী ন বা) হইবে। কিন্তু যদি সাধারণ ভাবে (আর্দ্রেন্ধনসংযোগত্বাদি উপাধিতাবচ্ছেদক ধর্মের উল্লেখ নাই—এইরূপ) 'ধূমের ব্যাপক বহ্নির অব্যাপক কিনা' অথবা 'বহ্নির অব্যাপক ধূমের ব্যাপক কিনা'—এইভাবে উপাধির শঙ্কা হয় তাহা হইলে এইরূপ শঙ্কা ব্যভিচারশঙ্কার জনক হয় না, এবং তর্কাদিদ্বারা ঐরূপ শঙ্কার উচ্ছেদ হইতে

পারে না। এইরূপ দুরুচ্ছেদ্য শঙ্কাকে 'শঙ্কাপিশাচী' বলা হইয়াছে। (অনুমান চিন্তামণি দীধিতি, পৃঃ ১০২৬)।

শব্দ—(শব্দ+ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩; ১।১।৭] ১। শব্দ প্রমাণ, আপ্তের বাক্য। যিনি পদার্থের ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়া যথাদৃষ্ট অর্থ খ্যাপন করিবার ইচ্ছাহেতু উপদেশ করেন তিনি আপ্ত অর্থাৎ যথার্থ বক্তা, তাহার উপদেশ=বাক্য। ইহা হইতে শাব্দবোধ প্রমিতি উৎপন্ন হয়। (বাংঃ ভাঃ)। ২। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। শব্দ মাত্রই অনিত্য, দ্বিক্ষণমাত্রস্থায়ী ও অব্যাপ্যবৃত্তি। শব্দ আকাশের গুণ (বিশেষ গুণ)। ইন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইয়া অন্য কোন গুণের প্রত্যক্ষ হয় না (সংযুক্তসমবায়রূপ পরম্পরা সম্বন্ধ হইলেই হয়); কিন্তু শব্দ প্রত্যক্ষস্থলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধই হইয়া থাকে; এই যুক্তিতে কেহ কেহ (ভট্ট মীমাংসক) শব্দকে দ্রব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ 'শব্দো গুণঃ বহিরিন্দ্রিয়ব্যবস্থাহেতুত্বাৎ রূপবৎ', 'শ্রোত্রং স্বগুণ-সজাতীয়গুণগ্রাহকম্ বাহ্যেন্দ্রিয়ত্বাৎ ঘ্রাণবৎ'—ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা শব্দের গুণত্বসাধন করিয়াছেন)। (তাঃ রঃ পৃঃ ১৪৩ শব্দ দ্বিবিধ—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গ, ঘণ্টা প্রভৃতি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা ধ্বনি। কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাতসংযোগ হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে বর্ণ বলা হয়, যথা—অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। প্রকারান্তরে শব্দ ত্রিবিধ—সংযোগজ, বিভাগজ ও শব্দজ। সংযোগজ—ভেরীদণ্ডাদি-সংযোগজন্য শব্দ। বিভাগজ—বংশাদির দলদ্বয় বিভাগজনিত শব্দ। শব্দজ—ভের্যাকাশ হইতে শ্রোত্রাকাশ পর্যন্ত উৎপন্ন দ্বিতীয়াদি শব্দ। তাহার মধ্যে সংযোগজন্য ধ্বন্যাত্মক প্রথম শব্দের প্রতি আকাশ সমবায়িকারণ, ভের্যাকাশসংযোগ অসমবায়ি কারণ, ভেরীদণ্ডসংযোগাদি নিমিত্ত-কারণ। বিভাগজন্য ধ্বন্যাত্মক প্রথম শব্দের প্রতি বংশদলের সহিত আকাশের বিভাগ—অসমবায়িকারণ, বংশ-দলদ্বয় বিভাগ—নিমিত্ত কারণ। বর্ণাত্মক প্রথমশব্দের প্রতি কণ্ঠতাল্বাদির সহিত আকাশের সংযোগ অসমবায়িকারণ, কণ্ঠতাল্বাদির সহিত বায়ু প্রভৃতির সংযোগ—নিমিত্ত-কারণ। দ্বিতীয়াদি শব্দের প্রতি প্রথমশব্দ—অসমবায়িকারণ। প্রথমাদি শব্দনাশের প্রতি দ্বিতীয়াদি শব্দ কারণ (যোগ্যবিভুবিশেষগুণানাং স্বোত্তরবর্তিগুণনাশ্যত্বম্), চরমশব্দের নাশের প্রতি তাহার পূর্ববর্তী শব্দ বা ঐ শব্দের নাশ কারণ। (ভাঃ পঃ দিনঃ ১৬৭ কা)। শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন—যেমন জলের কোনোস্থানে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হইলে তাহা হইতে চতুর্দিকে আর একটি তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেই তরঙ্গ হইতে পুনঃ তৃতীয় তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মৃদঙ্গাদিতে একটি শব্দ উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে তাহার চতুর্দিকে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়, এইভাবে পরপর শব্দ উৎপন্ন হইয়া যখন শ্রোত্রাকাশে (শ্রবণেন্দ্রিয়ে) শব্দ উৎপন্ন হয় তখনই সেই শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। ইহাকে বলা হয় বীচীতরঙ্গন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি। অন্যেরা বলেন—কদম্বগোলকন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি হয়। তাহাদের মতে মৃদঙ্গাদিতে প্রথম শব্দ উৎপন্ন হইলে পর যুগপৎ কদম্ব-কোরকের ন্যায় দশদিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ দশটি শব্দ হইতে পুনঃ দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়, এইভাবে শ্রোত্রাকাশপর্যন্ত শব্দ উৎপন্ন হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। (ভাঃ পঃ ১৬৬ কা)। ভট্টমীমাংসকমতে শব্দ দ্রব্যবিশেষ, নিত্য ও বিভু। (মানঃ পৃঃ ৯১)।

শরীর—(শ+ঈরন্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৯; ১।১।১১] ১। 'চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্'—অর্থাৎ চেষ্টার আশ্রয় অথবা অবচ্ছেদকরূপে ইন্দ্রিয়ের বা সুখ-দুঃখের আশ্রয়। (বাংঃ ভাঃ)। ২। যদবচ্ছেদে (যাহাকে আশ্রয় করিয়া) আত্মার ভোগ হয়। 'তস্য (আত্মনো) ভোগায়তনং শরীরম্।' [বাংঃ ভাঃ ১।১।৯; তর্ক সঃ দীঃ পৃঃ ১৩] প্রত্যেকটি জীবাত্মা সর্বব্যাপী (বিভু) হইলেও প্রারব্ধকর্মবলে লব্ধ তত্তৎশরীরকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের

ভোগ হয়। ৩। অথবা—যাহা চেষ্টার আশ্রয় তাহাই শরীর। [চেষ্টাশ্রয়ত্বং শরীরত্বম্। সিদ্ধান্ত মুঃ] ('চেষ্টা' শব্দ দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা বলেন যে, হস্ত, পদাদি শরীর নহে, শরীরের অংশ (অবয়ব) মাত্র, তাঁহাদের মতে 'চেষ্টাশ্রয়ত্বম্' এই লক্ষণে হস্তাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অন্ত্যাবয়বিত্বে সতি'—ইহা যোগ করিতে হইবে। হস্তাদি অন্ত্যাবয়বী নহে, অতএব অতিব্যাপ্তি হইল না। উদয়নাচার্যের মতে চেষ্টাশ্রয়ত্বই শরীরত্ব। ঈশ্বরেরও নিত্য শরীর স্বীকার করা হয়, অবশ্য তাহা পরমাণুব্যতিরিক্ত কিছু নহে। ঈশ্বরের প্রযত্নে চালিত পরমাণুসমূহই ঈশ্বরের শরীর। হস্তাদিতে শরীরত্ব ব্যবহার বারণের জন্য শরীরলক্ষণে 'দ্রব্যারম্ভকাবয়ববিভিন্নত্বে সতি' এই বিশেষণ দিতে হইবে। জীবিত বৃক্ষাদিকেও শরীর বলিয়া স্বীকার করা হয়। [অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ। —মনু ১।৪৯] প্রশস্তপাদাচার্য, শ্রীধর, বাচস্পতিমিশ্র ও জয়ন্তভট্টের মতে বৃক্ষাদি শরীর নহে। শরীর দুই প্রকার দিব্য ও অদিব্য। দিব্য শরীর ৩ প্রকার —জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। অদিব্য শরীর ২ প্রকার—যোনিজ (জরায়ুজ ও অণ্ডজ) ও অযোনিজ (স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ)। মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব (পৃথিবীই তাহার উপাদান) ইহাই ন্যায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত (ন্যায় সূঃ ৩।১।২৮) (বৈশেষিক সূঃ ৪।২।২-৪)। কেহ কেহ মনুষ্যাদির শরীরকে পাঞ্চভৌতিক, চাতুর্ভৌতিক বা ত্রৈভৌতিক বলেন, তাহা ন্যায়াদিসম্মত নহে। 'পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ। রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ॥ অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ। যানি চৈবংপ্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ॥ স্বেদজং দংশমশকং যূকা মক্ষিক-মৎকুণম্। উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্॥ উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ। ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥ (মনুঃ ১।৪৩—৪৬)।

শাব্দবোধ—শব্দ হইতে যে অর্থজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ বাক্যার্থবোধ। এই স্থলে 'শব্দ' বলিতে পদসমূহাত্মক বাক্যকে বুঝিতে হইবে। যেমন—'শ্যামঃ গচ্ছতি' (শ্যাম যাইতেছে) এই বাক্যের মধ্যে চারিটি পদ আছে (শ্যাম, সু, গম্ ও তি) প্রত্যেকটি পদ হইতে তত্তৎ পদার্থের উপস্থিতি (স্মৃত্যাত্মক জ্ঞান) হইয়া আকাঙ্ক্ষাবশতঃ সেই সকল পদার্থ বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন হইয়া একটি বিশিষ্ট অর্থের (উত্তরদেশসংযোগানুকূলব্যাপারানুকূলকৃতিমান্ শ্যামঃ- এইরূপ) বোধ হয়। ইহাই বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধ। ইহাকে 'অন্বয়বোধ'ও বলা হয়। শাব্দবোধে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম—(ক) একাধিক পদ মিলিত হইয়া বাক্যতাপ্রাপ্ত হইলেই তাহা হইতে শাব্দবোধ হয়। কেবল রাম, অম্, গম্, তি ইত্যাদি এক একটি পদ হইতে শাব্দবোধ হয় না। (খ) প্রথমতঃ পদজ্ঞান (একটি বাক্যের মধ্যে কি কি পদ আছে তাহার জ্ঞান) এবং তাহার পর প্রত্যেক পদ হইতে পদার্থের উপস্থিতি হইলে সকলপদার্থবিষয়ক বিশিষ্ট বোধ হয় (ইহাই শাব্দবোধ)। যেমন—'ঘটম্ আনয়তি'—এইবাক্যের মধ্যে যে ঘট+অম্, আ-নী+তি—এই পদগুলি আছে তাহা জানা আবশ্যক। তাহার পর বৃত্তিজ্ঞানবশতঃ তত্তৎপদ হইতে তত্তৎ অর্থের (ঘট, কর্মতা, আনয়ন, কৃতি ইত্যাদি) স্মরণ হওয়া চাই। তাহার পর কর্মতার সহিত ঘটের, আনয়নের সহিত কর্মতার, কৃতির সহিত আনয়নের এবং কর্তার সহিত কৃতির যথোপযুক্ত সম্বন্ধযুক্ত (যথাক্রমে নিষ্ঠত্ব, নিরূপকত্ব, অনুকূলত্ব ও সমবায়সম্বন্ধ) একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ হয়। এই সম্বন্ধগুলি পদলভ্য নহে, আকাঙ্ক্ষাবশতঃ শাব্দবোধের বিষয় হয়। (গ) কর্তৃবাচ্যে কর্তা এবং কর্মবাচ্যে কর্ম মুখ্যবিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ তাহাতেই বাক্যার্থের পর্যবসান হয়। ভাববাচ্যে ভাব অর্থাৎ ধাত্বর্থ (ক্রিয়া) মুখ্যবিশেষ্য হয়। উদাহরণ যথাক্রমে—১। শ্যামঃ তণ্ডুলং পচতি=তণ্ডুলকর্মকবর্তমানকালীনপাকানুকূল - কৃতিমান্ শ্যামঃ। শ্যামেন তণ্ডুলঃ পচ্যতে = শ্যামকর্তৃকবর্তমান -

কালীনব্যাপারজন্যবিক্লিত্ত্যাশ্রয়ঃ তণ্ডুলঃ। ৩। ময়া স্বপ্যতে = মৎকর্তৃকবর্তমানকালীনশয়নম্। এইভাবে অর্থবোধ হইবে। (ঘ) একপদার্থের সহিত অপরপদার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্বয়কে অভেদান্বয় এবং অন্য সম্বন্ধে অন্বয়কে ভেদান্বয় বলা হয়। সাধারণতঃ নামার্থের সহিত নামার্থের ও নামার্থের সহিত ধাত্বর্থের ভেদান্বয় হয় না। যেমন—'নীলঃ ঘটঃ' এইস্থলে নীলাভিন্নঘটের বোধ এবং স্তোকং পচতি এইরূপস্থলে স্তোকাভিন্ন পাকের বোধ হয়।

শাস্ত্র—(শাস্+ষ্ট্রন্) শিষ্যতে অনেন—ইহার দ্বারা শাসন করা হয়, অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষের উপদেশ করা হয়; জ্ঞানবিশেষের উপদেশকগ্রন্থ; যথা,—'আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।' (বাৎঃ ভাঃ ১।১।১); কাব্যশাস্ত্রম্ (স্কন্দপুরাণমতে)—চতুর্বেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও রামায়ণ—এইগুলিই শাস্ত্র। ইহার বিরোধী সবই অসৎ শাস্ত্র।

শাস্ত্রপ্রবৃত্তি — [ন্যাঃ ভাঃ ১।১।২] শাস্ত্রের প্রচেষ্টা বা ব্যাপার; ইহা ত্রিবিধ—উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা। উদ্দেশ — নামের দ্বারা পদার্থের অভিধান বা কথন। লক্ষণ—উদ্দিষ্ট পদার্থের অতত্ত্বব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ ইতর-ব্যাবর্তক অর্থাৎ অন্য পদার্থ সকল হইতে ভেদ-কারক ধর্মের কথন। পরীক্ষা — লক্ষিত পদার্থের যে লক্ষণ করা হয় তাহা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করা।

শিষ্ট—১। যিনি বালক, পতিত ও অন্ত্যজ জাতীয় নহেন এবং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। ২। যিনি বেদনিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করেন না। ৩। ফলসাধনতাবিষয়ে যাহার ভ্রান্তি নাই। [বালকপতিতান্ত্যজান্যতিরিক্তত্বে সতি বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃত্বং শিষ্টত্বম্। তৈর্থিকত্বেঽপি শিষ্টাশিষ্টব্যবহারো বেদনিষিদ্ধাকর্তৃত্ব-তৎকর্তৃত্বনিবন্ধনঃ। শিষ্টত্বং চ ফলসাধনত্বাংশে ভ্রান্তিরহিতত্বম্। (তত্ত্ব চিঃ প্রত্যক্ষ মাথুরী, পৃঃ ১০।১৬।১৮।১০৮)] 'স্বীকৃতবেদপ্রমাণভাবঃ শিষ্টঃ' (তত্ত্ব চিঃ প্রত্যক্ষ, পৃঃ ১০৬)।

শিষ্টাচার— ১। শিষ্টের আচরণ অর্থাৎ শিষ্ট কর্তৃক অনুষ্ঠিত ক্রিয়া। ২। শিষ্টের আচার অর্থাৎ প্রবৃত্তি। ৩। শিষ্ট অর্থাৎ ভ্রমমূলক নহে এইরূপ আচার (প্রবৃত্তি) [তত্ত্ব-চিঃ প্রত্যক্ষ খণ্ড পৃঃ ৯]

শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল—যেস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের উপর অন্য কোনও ধর্মের ভান হয় না (অর্থাৎ যে অনুমিতিস্থলে কোনও ধর্মের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকের জ্ঞান হয়)। ন্যায়শাস্ত্রে একটি নিয়ম আছে যে 'অনুল্লিখ্যমান জাতি ও অখণ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ভান হয় এবং জাতি ও অখণ্ডোপাধিব্যতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের এবং উল্লিখ্যমান জাতি ও অখণ্ডোপাধির কিঞ্চিৎধর্মবিশিষ্টরূপে ভান হয়'। অতএব যেস্থলে কোনও শব্দের দ্বারা জাতির উল্লেখ হয় না সেই অনুল্লিখ্যমান জাতির উপর অন্য কোনও ধর্মের ভান হয় না। যেমন —'ঘটঃ' এই জ্ঞান = ঘটত্বরূপে ঘটের ভান অর্থাৎ ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়সম্বন্ধ এই তিনটিই জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু যখন বাক্যের দ্বারা ঐ জ্ঞানের প্রকাশ করা হয়, তখন 'ঘটঃ' এইভাবে ঘটেরই উল্লেখ করা হয়, স্পষ্টভাবে ঘটত্বের উল্লেখ করা হয় না, ইহাতে জানা যায় যে, এই যে অনুল্লিখ্যমান ঘটত্ব জাতি, তাহা স্বরূপতঃই জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, ঘটের জ্ঞান যেরূপ ঘটত্বরূপে হইয়াছে, সেইরূপ ঘটত্বের জ্ঞান ঘটত্বত্বাদিরূপে হয় নাই। 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক যে বহ্নিত্ব, তাহা অনুল্লিখ্যমান জাতি হওয়ায়, তাহার স্বরূপতঃ ভান হইবে, তাহার উপর অন্য কোনও ধর্মের ভান হইবে না, অতএব এইরূপ অনুমিতিস্থলকে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলা হয়। (কিঞ্চিদ্ধর্মানবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকতাকত্বং শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদককানুমিতিত্বম্)।

শেষবৎ (অনুমান)—(শেষ+মতুপ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৫] ১। শেষ = কার্য। কার্য বিশিষ্ট যে অনুমান; অর্থাৎ কার্য দেখিয়া কারণের যে অনুমান বা অনুমিতি; যথা নদীর বৃদ্ধি দেখিয়া 'বৃষ্টি হইয়াছে' বলিয়া অনুমিতি (বাৎঃ ভাঃ)।

২। অথবা, শেষ = ব্যতিরেক; তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ কেবলব্যতিরেকী যে অনুমিতি; যথা,—পৃথিবী তদিতর (জলাদি) হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে গন্ধবত্ত্ব আছে, ইত্যাদি। (বিঃ বৃত্তি)। ৩। অথবা শেষ = পরিশেষ; শেষবৎ = পরিশেষ বিশিষ্ট অনুমিতি। প্রসক্তসকলের নিবারণ হইলে অন্য কোথাও প্রসক্তি (সম্ভাবনা) না থাকিলে যাহা অবশিষ্ট তাহাতেই যে সংপ্রত্যয় অর্থাৎ নিশ্চয় তাহাকে 'পরিশেষ' বলে। যথা, অনিত্যত্ব-বশতঃ সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই তিন প্রকার ভাবপদার্থে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না যে শব্দ, তাহা অনিত্য ভাবপদার্থ দ্রব্য, গুণ, অথবা কর্ম—এই তিনের কাহার অন্তর্ভুক্ত এই সংশয়ে বিভিন্ন যুক্তিতে দ্রব্য অথবা কর্ম হইতে না পারায় যাহা অবশিষ্ট—'গুণ'-শব্দ তাহাই,—এইরূপ অনুমিতি। (বাৎঃ ভাঃ)।

শ্রবণ—১। শ্রবণেন্দ্রিয় জনিত শব্দবিষয়ক জ্ঞান। যেমন—'সঙ্গীতং শৃণোতি' (সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে)। ২। শাব্দবোধ (বাক্যার্থ জ্ঞান)। যেমন—'আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ—' ['শাব্দত্বস্যাপি শৃণোতেঃ শক্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ'—শব্দ শঃ পৃঃ ১৭]।

শ্রোত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়। ইহা কর্ণ শষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশ স্বরূপ। আকাশ এক হইলেও কর্ণ-শষ্কুলীরূপ উপাধি ভেদে শ্রোত্র ভিন্ন ভিন্ন। [ভাঃ পঃ ৪৫ কাঃ, (শষ্কুলীব কর্ণঃ—কর্ণশষ্কুলী।) কর্ণের আকার শষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টকবিশেষের ন্যায়, এইজন্য কর্ণকে (কানকে) কর্ণশষ্কুলী বলা হয়।] কেহ কেহ বলেন—শব্দ আকাশসমবেত গুণ নহে, পরন্তু মৃদঙ্গাদিতত্তৎবস্তুসমবেত গুণ এবং তত্তৎ জীবাত্মাই শ্রবণেন্দ্রিয় (শ্রোত্র)। শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকাশস্বরূপ স্বীকার করিলে শব্দপ্রত্যক্ষের অনুরোধে 'সমবায়' নামক একটি অতিরিক্ত সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। আত্মাকে শ্রবণেন্দ্রিয়-রূপে স্বীকার করিলে ঐরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয় না। ইহাতে লাঘব হয়। (ভাঃ পঃ রামরুদ্রী ৪৫ কাঃ)।

স

সকর্মক ধাতু—ফলানুকূল ব্যাপার বাচক ধাতু। যে সকল ধাতু হইতে ফলানুকূল ক্রিয়ার বোধ হয় সেই সকল ধাতুকে 'সকর্মক' বলা হয়। যেমন—পচ্, গম্, ত্যজ্ প্রভৃতি ধাতু। পচ্ ধাতুর অর্থ বিক্লিত্ত্যনুকূল ব্যাপার, গম্ ধাতুর অর্থ উত্তরদেশসংযোগানুকূল ব্যাপার, ত্যজ্ ধাতুর অর্থ বিভাগানুকূলব্যাপার। (ব্যাপার = ক্রিয়া)। এই ধাতুগুলি যথাক্রমে বিক্লিত্তি, সংযোগ ও বিভাগরূপ ফলের অনুকূল (জনক) ব্যাপারকে বুঝাইতেছে। অতএব ইহারা সকর্মক ধাতু। এইভাবে অন্যান্য সকর্মক ধাতু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য। কিন্তু সকর্মকের এই ব্যাখ্যা সর্বসম্মত নহে। জ্ঞা, কৃ প্রভৃতি ধাতু সকর্মক, অথচ তাহারা ফলানুকূল ক্রিয়াবাচক নহে, অতএব তাহাতে অব্যাপ্তি হইবে। এই জন্যই জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন, যে সকল ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় করিলে (গন্তুম্, কর্তুম, ইত্যাদি) সেই তুমন্ত ধাতু নিয়ত দ্বিতীয়া বিভক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করে তাহারা সকর্মক। যেমন—তণ্ডুলং পক্তুম্, গ্রামং গন্তুম্, শাস্ত্রং জ্ঞাতুম্ ইত্যাদি স্থলে তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত পচ্ প্রভৃতি ধাতু দ্বিতীয়াবিভক্তিসাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় তাহাদিগকে সকর্মক বলা হয়। কিন্তু হসিতুম্, শয়িতুম্, ভবিতুম্ ইত্যাদি স্থলে তুমন্ত হসাদি ধাতু দ্বিতীয়াসাকাঙ্ক্ষ না হওয়ায় তাহারা সকর্মক নহে। [দ্বিতীয়াসাকাঙ্ক্ষতুমন্ত-ধাতুত্বপ্রযুক্ত এব ধাতূনাং সকর্মকত্ব-ব্যপদেশো ন তু ফলাবচ্ছিন্ন-ক্রিয়াবাচিত্বপ্রযুক্তঃ, জ্ঞা-প্রভৃত্যাবব্যাপ্তেঃ] (শব্দঃ প্রঃ)।

সকর্তৃক—যে বস্তুর চেতন কর্তা আছে। (উপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞানচিকীর্ষাকৃতিমজ্জন্যত্বং সকর্তৃকত্বম্)—যাহার উপাদান অর্থাৎ সমবায়িকারণ বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান, কার্যানুকূল ইচ্ছা ও কৃতি আছে তাদৃশ ব্যক্তিকর্তৃক উৎপাদিত বস্তুকে সকর্তৃক বলা হয়। ন্যায়মতে কার্য অর্থাৎ অনিত্যবস্তুমাত্রই সকর্তৃক। যেমন—ঘটাদিকার্য।

সখণ্ডোপাধি—যে উপাধিকে (ধর্মকে) খণ্ড

(বিশ্লেষণ) করা যায়। অর্থাৎ—অনেকপদার্থ ঘটিত ধর্ম। যেমন—ভূতত্ব, মূর্তত্ব, ভাবত্ব ইত্যাদি। ভূতত্ব=আত্মভিন্নত্ববিশিষ্ট বিশেষগুণবত্ব। মূর্তত্ব =অপকৃষ্টপরিমাণবত্ব। ভাবত্ব=সমবায় বা সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে সত্তাবত্ব, অথবা=দ্রব্যাদি-ষট্‌কান্যতমত্ব। এই ধর্মগুলি অনেক পদার্থ ঘটিত হওয়ায় সখণ্ডোপাধি। এইভাবে পশুত্ব (লোম-বল্লাঙ্গুলবত্ব) ও ইন্দ্রিয়ত্ব (শব্দেতরোদ্ভূতবিশেষ-গুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব) প্রভৃতি ধর্মও সখণ্ডোপাধি।

সঙ্কর—১। মিশ্রণ। পরস্পরকে পরিহার করিয়া অবস্থান করিলেও স্থানবিশেষে পরস্পরের একত্র অবস্থান। যেমন—ভূতত্ব ও মূর্তত্ব এই দুইটি-ধর্মের সঙ্কর হইয়াছে। ভূতত্ব=ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটির ধর্ম। মূর্তত্ব = ক্ষিতি, অপ্ তেজ, বায়ু ও মন , এই পাঁচটির ধর্ম। এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে, আকাশে মূর্তত্ব ধর্ম নাই ভূতত্বধর্ম আছে, মনে ভূতত্বধর্ম নাই কিন্তু মূর্তত্বধর্ম আছে, অর্থাৎ তাহারা মন ও আকাশে পরস্পরকে পরিহার করিয়া আছে। অথচ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু ; এই চারিটিতে উভয়ধর্মের (ভূতত্ব ও মূর্তত্বের) সমাবেশ ঘটিয়াছে। এইরূপ সমাবেশকে সঙ্কর বলা হয়। অন্য উদাহরণ—'হ্রদঃ জলবান্ ধূমাৎ' এইরূপ অনুমিতিস্থলে 'স্বরূপাসিদ্ধি'রূপ হেত্বাভাস আছে, 'বাধ' রূপ হেত্বাভাস নাই। 'উৎপত্তিকালা-বচ্ছিন্ন-ঘটঃ গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ'—এইস্থলে 'বাধ' রূপ হেত্বাভাস আছে, স্বরূপাসিদ্ধিরূপ হেত্বাভাস নাই। 'হ্রদঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এইস্থলে বাধ ও স্বরূপাসিদ্ধি দুইটি হেত্বাভাসই আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রথমস্থলে বাধকে পরিহার করিয়া স্বরূপাসিদ্ধি আছে, দ্বিতীয়স্থলে স্বরূপা-সিদ্ধিকে পরিহার করিয়া বাধ আছে, এবং তৃতীয়-স্থলে বাধ ও স্বরূপাসিদ্ধি উভয় হেত্বাভাসের সমা-বেশ ঘটিয়াছে। অতএব তাহা উভয়ের সঙ্কর। "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ .. ..." (কিরণাবলী), 'উপধেয়সঙ্করেঽপি উপাধ্যসঙ্করাৎ' (অনুমান চিন্তামণি হেত্বাভাসপ্রকরণ)।

সঙ্কল্প—(সং – ক্লৃপ + ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ৩।১।২৭ ন্যাঃ ভাঃ ৪।২।২] ১। জ্ঞানবিশেষ বা অভিধ্যান বিশেষ। রাগ বা আসক্তি সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হয়। সঙ্কল্প পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তন হইতে উৎপন্ন হয় (বাৎঃ ভাঃ)। সঙ্কল্প এখানে জ্ঞান বা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানকে বুঝাইয়াছে। (বিঃ বৃঃ)। ২। ক্রিয়াবিষয়ে ইচ্ছা। সঙ্কল্প দ্বিবিধ—ভাব-বিষয়ক, অভাববিষয়ক। যথা, ভোজনসঙ্কল্প ও উপবাসসঙ্কল্প। ৩। পূজাদির পূর্বে কৃত উদ্দেশ্যাদি-সহ কর্মের প্রতিজ্ঞা। সমীচীন বলিয়া ভাবনা বা চিন্তা। (রূপাদিতে মিথ্যা সঙ্কল্পের ফলে রাগ দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়)।

সঙ্কেত—[আঃ বিঃ পৃঃ ১১৯] (চৌঃ সং) শাব্দ বোধের অনুকূল পদ-পদার্থের সম্বন্ধবিশেষ। [সঙ্কেতো লক্ষণা চার্থে পদবৃত্তিঃ।— শক্তিঃ পৃঃ ১] সঙ্কেত দ্বিবিধ—নিত্যসঙ্কেত ও আধুনিকসঙ্কেত। নিত্যসঙ্কেতকে বলা হয় শক্তি এবং আধুনিক-সঙ্কেতকে বলা হয় পরিভাষা। 'বিশেষ বিশেষ শব্দ হইতে বিশেষ বিশেষ অর্থ বুঝিতে হইবে'—এইরূপ ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই নিত্যসঙ্কেত বা শক্তি। জীবের ঐরূপ ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আধুনিকসঙ্কেত বা পরিভাষা বলা হয়। [যঃ শব্দঃ যত্রেশ্বরেণ সঙ্কেতিতঃ স তত্র শক্তঃ সাধুরিষ্যতে। —তত্ত্ব-চিঃ শব্দঃ পৃঃ ৬৪৮।]

সঙ্গতি— নিরূপিত ও নিরূপণীয় বিষয়দ্বয়ের সম্বন্ধ। যাহার নিরূপণের পর যাহার নিরূপণ করা হয় তাহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক (নাসঙ্গতং প্রযুঞ্জীত), এই সম্বন্ধই সঙ্গতি। "যো যন্নিরূপণানন্তরং নিরূপণীয়ঃ স তন্নিরূপিতসঙ্গতি-মান্" সঙ্গতির লক্ষণ=অনন্তরাভিধানপ্রযোজক-জিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়োঽর্থঃ সঙ্গতিঃ। অর্থাৎ কোনও বিষয়ের নিরূপণের অনন্তর বিষয়ান্তরের নিরূপণের নিয়ামক যে জিজ্ঞাসা (শিষ্যজিজ্ঞাসা) সেই জিজ্ঞাসার জনক যে জ্ঞান তাহার বিষয়কে সঙ্গতি বলা হয়। যেমন—প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর অনুমানের নিরূপণ করা হইয়াছে, সেই

নিরূপণের প্রযোজক যে জিজ্ঞাসা ('কিং প্রত্যক্ষোপজীবকম্ ?'—এই জিজ্ঞাসা) তাহার জনক যে উপজীবকত্বজ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয়—উপজীবকত্বই সঙ্গতি। অতএব অনুমানে প্রত্যক্ষনিরূপিত উপজীবকত্বসঙ্গতি আছে। সঙ্গতি ছয়প্রকার—প্রসঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত, হেতুতা, অবসর, নির্বাহকৈক্য ও এককার্যত্ব বা এককার্যানুকূলত্ব। [সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা। নির্বাহকৈককার্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে ॥] (ক) স্মৃতস্য উপেক্ষানর্হত্বং প্রসঙ্গঃ।—যাহা স্মৃতির বিষয়ীভূত অথচ উপেক্ষাযোগ্য নহে, তাহার ধর্ম অর্থাৎ তাদৃশ উপেক্ষানর্হত্বই প্রসঙ্গ সঙ্গতি। যেমন অনুমানচিন্তামণি প্রকরণে ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্ট সদ্ধেতু নিরূপণের পর প্রসঙ্গতঃ হেত্বাভাসের নিরূপণ করা হইয়াছে। (খ) প্রকৃতোপপাদকত্বম্ উপোদ্‌ঘাতঃ।—প্রকৃতবিষয়ের উপপাদকতাই উপোদ্‌ঘাতসঙ্গতি। যেমন—অনুমিতিপ্রকরণে অনুমিতি লক্ষণের নিরূপণের পর ঐ লক্ষণের উপপাদকরূপে ব্যাপ্তির নিরূপণ করা হইয়াছে। (গ) যদিও 'হেতুতা' শব্দে কারণতাকে বুঝায়, তথাপি এইস্থলে অজহৎস্বার্থলক্ষণাদ্বারা হেতুতাশব্দে কারণতা ও কার্যতা উভয়কেই বুঝিতে হইবে। "স্বনিরূপকত্বস্বাশ্রয়ত্বএতদন্যতরসম্বন্ধেন হেতুতাবত্ত্বং হেতুতাসঙ্গতিঃ। (ঘ) বিষয়সিদ্ধ্যা প্রতিবন্ধকীভূতজিজ্ঞাসানিবৃত্তৌ অনন্তরমবশ্যবক্তব্যত্বম্ অবসরঃ।– কোন বিষয়ের নিরূপণের ফলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইলে তাহার পর যাহা অবশ্যবক্তব্য, তাহার অবশ্যবক্তব্যতাই অবসর। যেমন—প্রত্যক্ষনিরূপণের পর প্রত্যক্ষের উপজীবকরূপে অনুমান ও উপমান উভয়ই নিরূপণীয় হইলেও প্রথমতঃ বহুবাদিসম্মত অনুমান প্রমাণের নিরূপণ করিয়া তাহার পর অবসরসঙ্গতিবলে উপমানপ্রমাণের নিরূপণ করা হইয়াছে। (ঙ) 'নির্বাহকৈক্যম্ একনির্বাহকনির্বাহ্যত্বম্'।—যে বিষয় পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে এবং যাহা তাহার পর নিরূপিত হইবে—এই উভয়ের নির্বাহক (প্রযোজক) এক হইলে সেইস্থলে 'নির্বাহকৈক্য' সঙ্গতি হয়। (চ) কার্যৈক্যম্ (এককার্যত্বম্) এককার্যানুকূলত্বম্। নিরূপিত এবং নিরূপণীয় উভয় একই কার্যের অনুকূল হইলে সেইস্থলে 'কার্যৈক্য' বা এককার্যত্ব সঙ্গতি হয়। যেমন অনুমানচিন্তামণি প্রকরণে ব্যাপ্তিনিরূপণের পর 'এককার্যানুকূলত্ব' (কার্যৈক্য) সঙ্গতিবলে পক্ষতার নিরূপণ করা হইয়াছে, যেহেতু ব্যাপ্তি ও পক্ষতা উভয়ই অনুমিতিরূপকার্যের অনুকূল। ২। সমন্বয়। যেমন—লক্ষ্যে লক্ষণসঙ্গতি ইত্যাদিস্থলে।

সঞ্চয়—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ১০২-৩] সমূহ; প্রতিসঞ্চয় = প্রত্যেক সমূহে। বৌদ্ধমতে অবয়ব হইতে উৎপন্ন অবয়বী স্বীকৃত হয় না। ঘট পার্থিবপরমাণুর সঞ্চয় বা সমূহমাত্র।

সজাতীয়ারম্ভকত্ব—[বৈঃ দঃ ১।১।৯] দ্রব্য ও গুণের সমানজাতীয় পদার্থের আরম্ভকত্ব—অর্থাৎ জনকত্ব বা কারণত্ব হইয়া থাকে। যথা, দ্রব্যজাতীয় তন্তু সমানজাতীয় অর্থাৎ দ্রব্যজাতীয় পটের আরম্ভক বা কারণ হইয়া থাকে। দ্রব্যপদার্থের ক্ষেত্রে এই আরম্ভকত্ব সমবায়িকারণত্ব বুঝিতে হইবে; গুণের ক্ষেত্রে এই আরম্ভকত্ব অসমবায়িকারণত্ব। তন্তু পটের সমবায়িকারণ, তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ। কিন্তু কর্ম সমান জাতীয়ের আরম্ভক হয় না; কর্ম সংযোগ, বা বিভাগ, বা বেগনামক গুণের অসমবায়িকারণ হইয়া থাকে।

সতি সপ্তমী—'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' (পাঃ ২।৩।৩৭) এই সূত্রের দ্বারা বিহিত সপ্তমী বিভক্তি। ১। 'সতিসপ্তম্যাঃ প্রযোজকত্বম্ অর্থঃ' (অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ২১) অর্থাৎ কোনো কোনো স্থলে 'সতিসপ্তমী'র অর্থ প্রযোজকত্ব। যেমন 'জলে পীতে সতি তৃষ্ণা শাম্যতি' (জল পান করিলে তৃষ্ণার উপশম হয়) এইস্থলে জলপানে তৃষ্ণা উপশমের প্রযোজকতার বোধ হইতেছে। ২। কচিৎ (যে স্থলে ক্রিয়া বিশেষ্য নহে সেইস্থলে) সামানাধিকরণ্যরূপ বৈশিষ্ট্য সতি সপ্তমীর অর্থ হয়। যেমন—ইদং দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ, ঘটঃ বিনাশী ভাবত্বে সতি জন্যত্বাৎ। ইত্যাদিস্থলে

গুণকর্মান্যত্বসমানাধিকরণ সত্তা ও ভাবত্বসমানাধিকরণ জন্যত্বের বোধ হইতেছে। [অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ২৬১] ৩। অন্যপদার্থের সহিত যাহার অভেদান্বয় হইতেছে এইরূপ কালার্থক কৃদন্ত নামের উত্তর বিহিত ভাবে সপ্তমীর অর্থ— তাদৃশকৃদন্তনামের শক্যতাবচ্ছেদক বর্তমানকালবৃত্তিত্ব। যেমন —'গোষু দুহ্যমানাসু আগতঃ' (গরুর দোহন হইতেছে এই সময়ে আগত) এইস্থলে "বর্তমান দোহনকর্ম যে গো, সেই গোর সম্বন্ধি বর্তমানকালে আগত" এই অর্থ হইবে। 'গোষু দুগ্ধাসু আগতঃ' (গরুর দোহন হইয়াছে এই সময়ে আগত) এইস্থলে অতীতকালীন যে দোহন সেই দোহনকর্ম যে গো, তাহার সম্বন্ধি বর্তমানকালে আগত এই অর্থ হইবে। 'গোষু দোগ্ধব্যাসু আগতঃ' (গরুর দোহন হইবে এইসময়ে আগত) এইস্থলে "ভবিষ্যৎকালীন দোহনকর্ম যে গো, তাহার সম্বন্ধী যে বর্তমান কাল, সেই কালে আগত" এইরূপ অর্থ হইবে। (শঃ প্রঃ ৩৮৭)।

সৎকার্যবাদ—[আঃ বিঃ ১ ; পৃঃ ১৭৯ চৌঃ] উৎপত্তির পূর্বেও কার্য অনাগতরূপে (সূক্ষ্মকারণরূপে) অবস্থান করে— এই সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্ত। এই মতে কার্য কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে।

সত্তা—জাতিবিশেষ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থে সত্তাজাতি স্বীকার করা হয়। যাহাতে সত্তাজাতি থাকে তাহা সৎ। সত্তাজাতি সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে এবং একার্থসমবায়সম্বন্ধে (অথবা সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে) সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থে থাকে ; অতএব এই ছয়টি ভাব পদার্থকে সৎ বলা যায়। অভাবপদার্থ সৎ নহে, যেহেতু তাহাতে ঐ উভয়সম্বন্ধের মধ্যে কোনোসম্বন্ধে সত্তা নাই। তবে অভাব অসৎ হইলেও আকাশকুসুমাদির ন্যায় অলীক নহে, যেহেতু তাহা প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ। (তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তি।—ন্যাঃ ভাঃ) দ্রব্যত্ব গুণত্ব ইত্যাদি নিখিলজাতির ব্যাপক বলিয়া 'সত্তা' জাতিকে পরাজাতি বলা হয়। (সঃ পঃ পৃঃ ৬৭)। সমবায়সম্বন্ধে সত্তাবচ্ছিন্নের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে দ্রব্যত্বরূপে কারণতা থাকায় কার্যতাবচ্ছেদকরূপে সত্তাজাতির সাধন করা হয়। (দিনঃ পৃঃ ৬১)। অনেকে বলেন যে, অভাবে সত্তা স্বীকার না করিলে 'ভূতলে ঘটাভাবঃ সন্' ইত্যাদি প্রতীতি হইতে পারে না, অতএব সত্তা জাতি স্বীকার না করিয়া 'কালসম্বন্ধিত্বই সত্তা' এইরূপ স্বীকার করা উচিত। রঘুনাথ শিরোমণি সত্তা জাতি স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে ভাবত্বরূপ অখণ্ডোপাধিই সত্তা।

সত্ত্বনিকায়—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।১৯] একজাতীয় বা সমানধর্মী প্রাণীসমূহ। সংহতভাব ; মিলন (বাৎঃ ভাঃ ১।১।২)।

সত্ত্বনিকায়—[ঐ ৪।১।৬৮] প্রাণীর যোনিবিশেষপ্রাপ্তি বা জন্ম। কর্মই তাহার সম্পাদক বা কারণ (বাৎঃ ভাঃ)।

সৎপক্ষ—[ন্যাঃ কুঃ হঃ টীঃ ১।১] প্রামাণিক পক্ষ ; পক্ষতাবচ্ছেদকধর্মবিশিষ্ট পক্ষ। সিষাধয়িষিতসাধ্যধর্মক যে ধর্মী, অর্থাৎ যে ধর্মীতে সাধ্যের (বহ্নি প্রভৃতির) সাধন বা অনুমিতি করিতে অভিলষিত হইয়াছে। প্রাচীনন্যায় মতে যাহাতে সাধ্য সন্দিগ্ধ হওয়াতে সাধন করিতে অর্থাৎ অনুমিতি করিতে অভিলষিত (সিষাধয়িষিত)তাহাই পক্ষ। অথবা, অনুমিতিতে যে উদ্দেশ্য পদার্থ তাহাই পক্ষ। (যাহা বিধেয় তাহা সাধ্য)।

সৎপ্রতিপক্ষ—হেত্বাভাসবিশেষ। প্রকৃতসাধ্যসাধকপরামর্শকালে সেই সাধ্যের বিপরীতকোটির (অর্থাৎ সাধ্যাভাবের) সাধক পরামর্শ থাকিলে সৎপ্রতিপক্ষদোষ হয়। [সাধ্যাভাবব্যাপ্যবৎপক্ষ'—সৎপ্রতিপক্ষ] যেস্থলে সৎপ্রতিপক্ষদোষ হয় সেইস্থলীয় হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ বা সৎপ্রতিপক্ষিত বলা হয়। যেমন—'ক্ষিতিঃ (সর্গাদ্যকালীন ক্ষিতি অর্থাৎ দ্ব্যণুকাত্মক ক্ষিতি) অকর্তৃকা, শরীরাজন্যত্বাৎ' এই অনুমানস্থলে 'অকর্তৃকত্বব্যাপ্যশরীরাজন্যত্ববতী ক্ষিতিঃ' এই পরামর্শ কালে 'অকর্তৃকত্বাভাবব্যাপ্যকার্যত্ববতী ক্ষিতিঃ' এই পরামর্শ থাকিলে ঐ শরীরাজন্যত্বরূপ হেতুটি

সংপ্রতিপক্ষিত হইবে।

সংপ্রত্যয়কর্মবিধি—[প্রঃ ভাঃ পৃঃ ১১৩] (বাঃ সঃ বিঃ) কারণসাপেক্ষ কর্মের প্রকার; অর্থাৎ, প্রযত্নপূর্বক যে কর্ম হয় তাহার প্রণালী বা ক্রম।

সদসদ্বিষয় (অনুমান)—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।৫] যে বর্তমান এবং অবর্তমান বিষয়কে গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র বর্তমান বা বিদ্যমান বিষয়কে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অনুমান (অনুমিতি) বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ—অতএব বিদ্যমান ও অবিদ্যমান সকল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে পারে।

সদ্ধেতু—১। ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্ট হেতু। অর্থাৎ যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে এবং যাহা পক্ষে বর্তমান। 'পক্ষধর্মত্বাভাবাচ্চাসদ্ধেতুত্ব ব্যবহারঃ' (ব্যাপ্তিপঞ্চক-মাথুরী), 'যদি চ সল্লিঙ্গক-পরামর্শাদপি ভ্রান্তানুমিতিঃ' (অনুমিতি দীধিতি)। গন্ধপ্রাগভাবাবচ্ছিন্নো ঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ' এই অসংকীর্ণবাধস্থলে হেতুটি বাধদোষে দুষ্ট হইলেও ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্ট হওয়ায় সদ্ধেতু। 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে এবং তাহা পক্ষবৃত্তি হইয়াছে, অতএব ধূম সদ্ধেতু। 'হ্রদঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে ধূমে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিলেও পক্ষবৃত্তিতা না থাকায় তাহা সদ্ধেতু নহে। 'হ্রদঃ বহ্নিমান্ দ্রব্যত্বাৎ' এইস্থলে দ্রব্যত্ব পক্ষবৃত্তি হইলেও তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, অতএব এই দ্রব্যত্বহেতু সদ্ধেতু নহে। ২। ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে যে সদ্ধেতুর কথা বলা হইয়াছে তাহা পূর্বোক্ত সদ্ধেতু নহে। তাহার লক্ষণ—'স্বাধিকরণতাব্যাপক-সাধ্যাধিকরণতাকত্বম্'—অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণতা যাহার অধিকরণতার ব্যাপক তাহা সদ্ধেতু। 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এইস্থলে যাহাতে যাহাতে ধূমাধিকরণতা আছে তাহাতে তাহাতে সাধ্যাধিকরণতা (বহ্ন্যধিকরণতা) থাকায়, সাধ্যাধিকরণতা হেত্বধিকরণতার ব্যাপক হইয়াছে, অতএব ঐ ধূম সদ্ধেতু। (পক্ষান্তরে, 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এইস্থলে হেত্বধিকরণতার ব্যাপক সাধ্যাধিকরণতা হয় নাই, কেননা বহ্নিরূপ হেতুর অধিকরণতা অয়োগোলকে থাকিলেও সেখানে ধূমাধিকরণতা নাই, অতএব এই বহ্নিহেতুটি সদ্ধেতু নহে।) এইরূপ সদ্ধেতুই ব্যাপ্তিলক্ষণস্থলে লক্ষ্য।

সন্তান—[ন্যাঃ লীঃ পৃঃ ২২১, ২৩৩ (চৌঃ সং)]। অঙ্গাঙ্গিপ্রবাহ, কার্যকারণপ্রবাহ। যাহা কার্য ও কারণে বিদ্যমান হইয়া কার্যমাত্রে বিদ্যমান তাহাই প্রবাহ বা সন্তান। ন্যায়-লীলাবতী প্রকাশ—পৃঃ ২২১)। দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্য অবয়বী পর্যন্ত এই প্রবাহ বা সন্তান তুল্যরূপে বিদ্যমান।

সন্নিকর্ষ—(সম্—নি—কৃষ্ + ঘঞ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৪] সম্বন্ধ; (জ্ঞানের কারণ) অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। প্রত্যক্ষের হেতু এই সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার হইতে পারে—সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায়, বিশেষণতা। লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। বেদান্ত মতে—সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য, তাদাত্ম্য—এই ত্রিবিধ।

সপক্ষ—'নিশ্চিতসাধ্যবান্ সপক্ষঃ'—যাহাতে সাধ্যের নিশ্চয় আছে। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিস্থলে মহানসকে সপক্ষ বলা হয়। যেহেতু, অনুমিতির পূর্বে পর্বতে বহ্নির সংশয় থাকিলেও মহানসে বহ্নির নিশ্চয় আছে।

সমনন্তর প্রত্যয়—[আঃ বিঃ ১; পৃঃ ১৮৪ চৌঃ] অব্যবহিত পূর্বের প্রত্যয় বা জ্ঞান; বৌদ্ধ মতে তাহাই মন। বৌদ্ধমতে অধিপতিপ্রত্যয়=ইন্দ্রিয়; আলম্বনপ্রত্যয়=নীলপীতাদি বিষয়; সহকারিপ্রত্যয়=আলোকাদি। যথাযোগ্য এই চারি প্রকার প্রত্যয় বা কারণ হইতে রূপরসাদি এবং সুখাদির জ্ঞান হইয়া থকে।

সমনিয়ত—যাহা কোনও পদার্থের ব্যাপ্য অথচ ব্যাপক, তাহা সেই পদার্থের সমনিয়ত। যেমন, ঘ্রাণগ্রাহ্যগুণত্ব ও গন্ধত্ব এবং কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব ও ঘটত্ব; ইহারা পরস্পর সমনিয়ত। যেখানে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব নাই (পটাদিতে) সেখানে ঘটত্বও

নাই, অতএব ঘটত্ব কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বের ব্যাপ্য। যেখানে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব আছে সেখানে ঘটত্বও আছে, অতএব ঘটত্ব কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বের ব্যাপক। কেবল ব্যাপ্য বা কেবল ব্যাপক হইলে তাহা সমনিয়ত হয় না। যেমন ঘটত্ব পৃথিবীত্বের ব্যাপ্য হইলেও পৃথিবীত্বের সমনিয়ত নহে। পৃথিবীত্ব ঘটত্বের ব্যাপক হইলেও ঘটত্বের সমনিয়ত নহে।

সমভিব্যাহার—কোনও পদ বা বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন—'ঘটম্' এই পদে অম্‌বিভক্তির ও ঘটশব্দের সমভিব্যাহার হইয়াছে। [একবাক্য-ঘটকত্বং সমভিব্যাহারঃ] 'যজেত' এই পদে বিধি-প্রত্যয়ের সমভিব্যাহার হইয়াছে।

সময়—[ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৫৪] ১। পদের সঙ্কেত (শক্তি)। সময়ো দুর্গ্রহঃ পূর্বং শব্দেনানুময়াপি বা (ন্যায় কুঃ ৩।১১)। ২। শক্তি; সঙ্কেত। এই শব্দের এই অর্থ অভিধেয় (বাচ্য, শক্য)- এইরূপে অভিধান (শব্দ) এবং অভিধেয়ের (অর্থের) যে নিয়ম বিধান। ইহার জ্ঞান থাকিলে তবেই শব্দ হইতে—অর্থাৎ শব্দের জ্ঞান হইতে অর্থের প্রত্যয় হয়। 'অস্য শব্দস্যেদমর্থজাতমভিধেয়মিত্যভিধানাভিধেয়-নিয়মনিয়োগঃ' (বাৎঃ ভাঃ)। ৩। সিদ্ধান্ত। ৪। নিয়মবন্ধ ৫। কাল

সমবায় — (সম্ অবায়=সম্যক্‌প্রাপ্তি=নিত্য সম্বন্ধ) সংযোগাদির ন্যায় একপ্রকার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ দ্রব্যাদি পাঁচপ্রকার ভাবপদার্থের অন্তর্গত না হওয়ায় ইহাকে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা হয়। সমবায়সম্বন্ধ নিত্য এবং এক। ['সমবায়স্তু সম্বন্ধো নিত্যঃ স্যাদেক এব তু'।—তাঃ রঃ ১৬০ পৃঃ] লক্ষণ—সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। এই লক্ষণে সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'নিত্য' পদ, আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'সম্বন্ধ' পদ এবং নিত্য-অভাবাত্মক স্বরূপসম্বন্ধে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি' এই বিশেষণ। অবয়বের সহিত অবয়বীর (অবয়বে অবয়বী যে সম্বন্ধে থাকে), ব্যক্তির (দ্রব্য, গুণ ও কর্মের) সহিত জাতির (সামান্যের), দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্মের এবং নিত্যদ্রব্যের সহিত বিশেষপদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্বন্ধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমবায় সম্বন্ধ সম্বন্ধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন নহে; অবয়বী, জাতি, গুণ, কর্ম ও বিশেষ—ইহাদের সকলের সমবায়ই এক। তবে নব্যমতে 'পৃথিব্যাং গন্ধস্য সমবায়ো ন জলে'—ইত্যাদি প্রতীতি অনুসারে সমবায়কে নানা স্বীকার করা হয়। (ভাঃ পৃঃ দিনকরী ১১ কাঃ)। ('গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ দণ্ডী-পুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ' এই অনুমানের দ্বারা ইতরবাধ ও লাঘবজ্ঞানসহকারে নিত্য এক সমবায় সম্বন্ধের সাধন হয়)। বৈশেষিক মতে—অযুতসিদ্ধানামাধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ-প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ (প্রঃ ভাঃ)—অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ দুইটি পদার্থের আধারাধেয়ভাববোধক সম্বন্ধ—সমবায় (অযুতসিদ্ধশব্দ দ্রষ্টব্য)। বৈশেষিক-মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অনুমান-সিদ্ধ। ন্যায়মতে সংযুক্তবিশেষণতা ইত্যাদি সন্নিকর্ষের দ্বারা যোগ্য পদার্থে বিদ্যমান সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় (ভাঃ পঃ ৬১ কাঃ)। ভট্টমীমাংসক সম্প্রদায় সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করেন না তাহাদের মতে অবয়ব-অবয়বী ইত্যাদির স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। প্রভাকরসম্প্রদায় সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

সমবায়িকারণ—যাহাতে সমবায়সম্বন্ধে কার্যের উৎপত্তি হয় তাহা। অবয়বী দ্রব্যমাত্রের প্রতি তাহাদের অবয়ব সমবায়িকারণ। গুণ ও কর্মের প্রতি তদাশ্রয় দ্রব্য সমবায়িকারণ। একমাত্র দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়, যেহেতু কার্যমাত্রই সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। নামান্তর—উপাদান কারণ। [সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কার্যতানিরূপিততাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নকারণত্বং সমবায়িকারণত্বম্।

সমবায়ী—সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী (অর্থাৎ যে সমবায়সম্বন্ধে কোথাও থাকে)। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি পদার্থ সমবায়ী।

সমব্যাপ্ত—সম=তুল্য, ব্যাপ্ত=ব্যাপ্তিযুক্ত। দুইটি বস্তুর মধ্যে পরস্পরের ব্যাপ্তি পরস্পরে থাকিলে তাহাদিগকে সমব্যাপ্ত বলা হয়। যেমন —ধূমের ব্যাপ্তি আর্দ্রেন্ধনসংযোগে আছে এবং আর্দ্রেন্ধনসংযোগের ব্যাপ্তি ধূমে আছে; এইভাবে পরস্পরের ব্যাপ্তি পরস্পরে থাকায় আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ ধূমের সমব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে কিন্তু বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই, অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপ্ত হইলেও সমব্যাপ্ত নহে। ('উপাধি' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

সম সহোপলম্ভনিয়ম—[আঃ বিঃ—৩; পৃঃ ৩২৬ চৌঃ] পরস্পরের সহিত একই জ্ঞানের বিষয় হওয়ার নিয়ম। একটিকে (যথা গুণীকে) বাদ দিয়া অপরের (যথা গুণের) জ্ঞান না হওয়ার নিয়মই সহোপলম্ভনিয়ম। দুইটি পদার্থের পরস্পর এইরূপ নিয়ম হইলে— তাহাই সম সহো-পলম্ভনিয়ম। বৌদ্ধগণ সমসহোপলম্ভনিয়ম-হেতু গুণের সহিত গুণীর অভেদ সাধন করিলেও ন্যায় মতে তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, গুণীকে বাদ দিয়া গুণের জ্ঞান না হইলেও গুণবিশেষকে বাদ দিয়া গুণীর জ্ঞান হইতে পারে। যথা, শ্বৈত্যগুণের (শ্বেতবর্ণের) জ্ঞান না হইয়াও (কামলা রোগে) 'পীতশঙ্খ' বলিয়া শঙ্খের জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং গুণ ও গুণীর সম সহোপলম্ভ অসিদ্ধ বলিয়া অভেদও অসিদ্ধ।

সমস্তরূপোপপন্ন (লিঙ্গ)—[ন্যাঃ কুঃ হঃ টীঃ—১।১] সকল-রূপবিশিষ্ট হেতু। ন্যায়মতে পঞ্চরূপ-বিশিষ্ট লিঙ্গ বা হেতুই অনুমিতিতে সাধ্যের সাধনে সমর্থ। (১) হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব, (২) বিপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্যাভাবের অধিকরণে অবৃত্তিত্ব, (৩) সপক্ষে – নিশ্চিত সাধ্যের অধিকরণে বৃত্তিত্ব, (৪) অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব—অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ-দোষ না থাকা, এবং (৫)অবাধিতত্ব—অর্থাৎ বাধ-দোষ না থাকা। এই পঞ্চরূপোপপন্ন হেতু বা লিঙ্গই সদ্ধেতু বা সাধ্যের অনুমাপক হেতু হইয়া থাকে।…বৌদ্ধমতে—প্রথম তিনটি থাকিলেই অর্থাৎ ত্রিরূপোপপন্ন হেতুই সৎ হেতু।

সমাধি—(সম্—আ—ধা+কি) [ন্যাঃ সূঃ—৪।২।৩৬] তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যা-হৃত মনের ধারক প্রযত্নের দ্বারা আত্মার সহিত সংযোগ। সমাধিকালে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; সমাধির অভ্যাসের ফলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। (বাৎঃ ভাঃ)।

সমানধর্ম — [ন্যাঃ ভাঃ ১।১।২৩] ১। দুই পদার্থে যে সমান অর্থাৎ সদৃশ ধর্ম, যথা, আরোহ (উচ্চতা) ও পরিণাহ (বিস্তার) স্থাণু (বৃক্ষ) ও পুরুষের সমান ধর্ম। দূর হইতে এই সমান-ধর্মের দর্শন সংশয়ের প্রযোজক হয়। ২। সাধর্ম্য; যথা, দ্রব্যাশ্রিতত্ব সকল গুণের সাধর্ম্য।

সমানাধিকরণ—[ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২০৭] ১। অভি-ন্নার্থবোধক; ভিন্নার্থবোধক একাধিক শব্দের একই অর্থে বৃত্তি অর্থাৎ বোধকতা=সামানাধি-করণ্য; তদ্বিশিষ্ট শব্দই সমানাধিকরণ শব্দ। যথা, পৃথিবী দ্রব্য, নীল উৎপল ইত্যাদি। ২। সমানবিভক্তিযুক্ত একাধিক পদকে সমানাধিকরণ পদ কহে। যথা, নীলম্ উৎপলম্। ৩। সমান অর্থাৎ অভিন্ন অধিকরণ যাহার। যেমন—'বহ্নি-সমানাধিকরণ ধূম' বলিলে যে ধূম বহ্নির সহিত এক অধিকরণে বর্তমান তাহাকে বুঝাইবে। 'হেতুসমানাধিকরণ অভাব' বলিলে হেতুর সমান বা এক অধিকরণ যাহার এমন অভাবকে বুঝাইবে। 'ধূমসমানাধিকরণ অভাব' বলিলে বহ্নির অভাবকে পাওয়া যায় না, যেহেতু ধূমের অধিকরণে বহ্নিই আছে, বহ্নির অভাব নাই। পক্ষান্তরে, 'বহ্নি-সমানাধিকরণ অভাব' বলিলে ধূমের অভাবকে পাওয়া যাইবে। যেহেতু বহ্নির অধিকরণে (অয়োগোলকে) ধূমের অভাব আছে, অতএব তাহা বহ্নির সমানাধিকরণ। (স্বাধিকরণনিরূপিত-বৃত্তিত্বং সমানাধিকরণত্বম্)।

সমাস—(সমাস=সংক্ষেপ, অনেক পদের এক-পদতা।) যে মহাবাক্যের অন্তে ত্ব, তল্ ইত্যাদি প্রত্যয় থাকিলে ঐ প্রত্যয়ার্থে স্বার্থের (মহা-বাক্যার্থের) অন্বয়বোধ হয় তাহাকে (ঐ মহা-বাক্যকে) ঐ অর্থে সমাস বলা হয়। এইস্থলে

'মহাবাক্য' বলিতে নিজের অন্তর্গত অনেক নামের দ্বারা যাহার অর্থের লাভ হয়—এইরূপ বাক্যকে বুঝিতে হইবে। যেমন 'নীলোৎপল' একটি মহাবাক্য, যেহেতু ইহার অন্তর্গত নীল ও উৎপল এই দুইটি নামের দ্বারা নীলোৎপলরূপ মহাবাক্যের অর্থকে পাওয়া যায়। ইহার উত্তর ভাবার্থে 'ত্ব' প্রত্যয় করিলে ভাব অর্থে নীলোৎপলের অন্বয়বোধ হইয়া থাকে, অতএব তাহা নীলাভিন্ন উৎপল অর্থে সমাস। সমাস ছয় প্রকার—কর্মধারয়, দ্বিগু, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব। যাঁহারা উপপদসমাসকে ('কুম্ভকার' ইত্যাদি) তৎপুরুষসমাসের অন্তর্গত বলেন না, তাঁহাদের মতে সমাস সাতপ্রকার। (শঃ প্রঃ পৃঃ ১৯২)। বাভট প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণের মতে সমাস পাঁচ প্রকার—পূর্বপদপ্রধান, মধ্যপদপ্রধান, অন্ত্যপদপ্রধান, সর্বপদপ্রধান ও অন্যপদপ্রধান। ১। পূর্বপদপ্রধান=অর্ধপিপ্পলী ইত্যাদি তৎপুরুষ, পুরুষসিংহ ইত্যাদি কর্মধারয়, উপকুম্ভ ইত্যাদি অব্যয়ীভাব। ২। মধ্যপদপ্রধান= 'ঘটানধিকরণ', 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক' ইত্যাদি নঞ্‌গর্ভত্রিপদ তৎপুরুষ। ৩। অন্ত্যপদপ্রধান—'রাজপুরুষ' ইত্যাদি তৎপুরুষ, 'নীলোৎপল' ইত্যাদি কর্মধারয়। ৪। সর্বপদপ্রধান=দ্বন্দ্বসমাস। ৫। অন্যপদপ্রধান=বহুব্রীহি। জয়াদিত্যের মতে সমাসকে দুই প্রকারও বলা যায়—নিত্যসমাস ও অনিত্যসমাস। (শঃ প্রঃ পৃঃ ১৯৬)। শব্দশক্তিপ্রকাশিকাতে সমাসমাত্রকেই 'যৌগিক' শব্দের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, যেহেতু সমাসের অন্তর্গত পদের শক্তিদ্বারা সমাসার্থের বোধ হয়, সমাসে নিষ্পন্ন সম্পূর্ণপদের স্বতন্ত্রভাবে কোনও অর্থ নাই। ইহাদের মতে—('বাক্যমেব সমাসী ভবতি') বিগ্রহবাক্যই বিভক্তিলোপাদিবশতঃ সমাসত্ব (একপদতা) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি ও মহাভাষ্যকারের মতে সমাস 'রূঢ়'শব্দের অন্তর্গত—যেহেতু সমাসের সমুদায়শক্তি স্বীকার করা হয়। ইহাদের মতে, বাক্য ও সমাস অত্যন্ত ভিন্ন। নীল শব্দ এবং উৎপলশব্দের যেরূপ তত্তৎ অর্থে শক্তি আছে, সেইরূপ 'নীলোৎপল' একটি স্বতন্ত্র শব্দ এবং তাহার নীলোৎপলত্বাবচ্ছিন্ন অর্থে শক্তি আছে। (শঃ প্রঃ পৃঃ ২০৯)।

সমুচ্চয়—১। একই ধর্মীতে (বিশেষ্যে) একাধিক বিষয়ের জ্ঞান। ঐ একাধিক বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিশেষ্যতাবচ্ছেদক বা প্রকারতাবচ্ছেদক না হওয়া আবশ্যক। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমবান্ চ' (পর্বত বহ্নিমান্ ও ধূমবান্) এইস্থলে একই পর্বতরূপ ধর্মীতে বহ্নি ও ধূমের জ্ঞান হইতেছে। অথচ বহ্নি ও ধূম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে বা অবচ্ছেদক নহে। ঐরূপ জ্ঞানের উল্লেখ করিতে হইলে সমুচ্চয়ার্থক 'চ' শব্দের ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে—(ক) পর্বতঃ বহ্নিমান্ নবা (পর্বতে বহ্নি আছে কি না) এইরূপ জ্ঞানকে সমুচ্চয় বলা যায় না। যেহেতু এইস্থলে একই পর্বতে বহ্নি ও বহ্ন্যভাবের জ্ঞান হইলেও বহ্নিও বহ্ন্যভাব এই দুইটি বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ। (খ) 'নীলপর্বতঃ বহ্নিমান্'—এইস্থলে একই ধর্মীতে (পর্বতে) নীলত্ব ও বহ্নির জ্ঞান হইতেছে কিন্তু নীলত্ব ধর্মিতাবচ্ছেদক হওয়ায় এইজ্ঞানকে সমুচ্চয় বলা যাইবে না। (গ) 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ঘটশ্চ বহ্নিমান্' (পর্বত বহ্নিমান্ এবং ঘটও বহ্নিমান্) অথবা 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ঘটশ্চ জলবান্' এইরূপ জ্ঞানকে সমুচ্চয় বলা যায় না। যেহেতু ঐ জ্ঞান বিভিন্ন ধর্মিবিষয়ক হইয়াছে। অতএব বলা যায় যে, একই ধর্মীতে অবচ্ছেদকতানাপন্ন অবিরুদ্ধ একাধিক ধর্মের জ্ঞান সমুচ্চয়।

সমূহালম্বনজ্ঞান—যে জ্ঞানে একাধিক পদার্থ মুখ্যবিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন—'ঘটপটৌ' বা 'ঘটঃ পটশ্চ' এইরূপ জ্ঞান ঘটত্বনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত ঘটনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী এবং পটত্বনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত পটনিষ্ঠবিশেষ্যতাশালী হইয়াছে। অতএব ঘট ও পট দুইটিই মুখ্যবিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় ঐ জ্ঞানকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলা হয়। (প্রকারত্বানবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাবিশিষ্ট জ্ঞানত্বং সমূহালম্বনত্বম্। বৈশিষ্ট্যং

চ স্বনিরূপকত্ব-স্বভিন্নতাদৃশবিশেষ্যতানিরূপকত্বোভয়সম্বন্ধেন)।

সম্পাতায়াত—১। অনবধানবশতঃ লিখিত। ২। প্রসঙ্গক্রমে আগত।

সম্প্রদায়—[কুঃ হঃ টীঃ ১।২] যাহা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শিষ্যকে দেওয়া হয়,—অর্থাৎ বেদ; গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্তি।

সম্বন্ধ—যাহা থাকিলে দুইটি বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রতীয়মান হয়। যেমন, ভূতল ও ঘটের সংযোগ হইলে 'ঘটবৎ ভূতলম্' এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি হয়, অতএব ঐ সংযোগকে 'সম্বন্ধ' বলা হয়। বালক ও বুদ্ধির সমবায় সম্বন্ধ থাকায় 'বুদ্ধিমান্ বালক' এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি হয়। এইভাবে সর্বত্র। সম্বন্ধ দুই প্রকার—বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক। যে সম্বন্ধে দুইটি বস্তুর আধার-আধেয়ভাব বোধ হয় তাহা বৃত্তিনিয়ামক। সংযোগ, সমবায় ও স্বরূপ; এই তিনটি সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক। 'ভূতলে ঘট' 'জলে মৎস্য' ইত্যাদি-স্থলে সংযোগ সম্বন্ধ থাকায় আধার-আধেয়ভাব বোধ হইতেছে। 'ঘটে রূপ' এইস্থলে সমবায় সম্বন্ধ থাকায় আধার-আধেয়ভাব বোধ হইতেছে। স্বরূপ সম্বন্ধ দুইপ্রকার—দৈশিক ও কালিক। তন্মধ্যে আবার দৈশিক স্বরূপ সম্বন্ধ দুইপ্রকার। ভাবীয় ও অভাবীয়। ভাব অর্থে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন পদের দ্বারা অভিহিত জাতিভিন্ন ধর্মমাত্রই ভাবীয় স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। যেমন, তদ্ঘটত্ব তদ্ঘটে; প্রমেয়ত্ব প্রমেয়ে, প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীতে, সামানাধিকরণ্য সমানাধিকরণে, অভাবত্ব অভাবে, সমবায়ত্ব সমবায়ে, ভাবত্ব ভাবে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। এইভাবে জাতিভিন্ন সমস্ত ধর্মই ধর্মীতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। ইহা ভাবীয় স্বরূপ। অভাবমাত্রই স্বীয় অধিকরণে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। যেমন 'এই গৃহে ঘটের অভাব আছে' (ঘটাভাববৎ গৃহম্)—গৃহাদিতে যে ঘটের অভাব আছে তাহা স্বরূপসম্বন্ধে। ইহাকে অভাবীয় স্বরূপসম্বন্ধ বলা হয়। স্বরূপ সম্বন্ধের অপর নাম 'বিশেষণতা'। 'ইদানীং ঘটঃ' (এতৎকালে ঘট), 'তদানীং ঘটঃ' (তৎকালে ঘট) ইত্যাদিস্থলে এতৎকালাদির সহিত ঘটের যে আধারাধেয়ভাব প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা কালিক সম্বন্ধে। এই সম্বন্ধকে 'কালিক স্বরূপ' বা 'কালিকবিশেষণতা' বলা হয়। (কোন্ সম্বন্ধে কে কোথায় থাকে)—যথা সংযোগ=কোন দ্রব্যই অপর দ্রব্যে সংযোগ সম্বন্ধে থাকিতে পারে। সমবায় = অবয়বী অবয়বে, জাতি ব্যক্তিতে, গুণ দ্রব্যে, কর্ম দ্রব্যে এবং বিশেষ নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। স্বরূপ=জাতিভিন্ন সমস্ত ধর্ম (সমবায়ত্ব অভাবত্ব ইত্যাদি) এবং অভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। কালিক = সমস্ত পদার্থই কালিক সম্বন্ধে মহাকালে ও জন্যবস্তুতে থাকে (কালাতিরিক্ত নিত্যবস্তুতে থাকে না।)। যদিও সংযোগ, সমবায় ও স্বরূপ (দৈশিক ও কালিক) সম্বন্ধকে বৃত্তিনিয়ামক বলা হয়, তথাপি 'সংযোগ'সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ও আত্মার সহিত মনের সংযোগকে বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ বলা হয় না, পতনবিরোধী (পতনের প্রতিবন্ধক) যে সংযোগসম্বন্ধ তাহাই বৃত্তিনিয়ামক। যেমন কোনও বৃক্ষে একটি বানর বসিয়াছে এই যে বানর ও বৃক্ষের সংযোগ ইহা পতনবিরোধী হওয়ায় ইহা বৃত্তিনিয়ামক। বৃক্ষাদি কোনও আশ্রয়ের সহিত বানরের সংযোগ না হইলে তাহার পতন হইত। মনের গুরুত্ব না থাকায় তাহার অধোদেশে পতনের সম্ভাবনাই নাই, অতএব মনের সংযোগকে পতনবিরোধী বলা যায় না। পার্থিব পরমাণু ও জলীয় পরমাণুতে গুরুত্ব থাকিলেও প্রকৃষ্টগুরুত্ব না থাকায় তাহা পতনের প্রযোজক নহে। অতএব পরমাণুর সংযোগ পতনবিরোধী না হওয়ায় বৃত্তিনিয়ামক নহে। যে সম্বন্ধ থাকিলে দুইটি সম্বন্ধীর আধার-আধেয়ভাববুদ্ধি হয় না অথচ বিশিষ্টবুদ্ধি হয়, তাহাকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয়। যেমন, তাদাত্ম্য, বিষয়তা, বিষয়িতা, প্রতিযোগিতা, অব্যাপ্যত্ব, জন্যত্ব, জনকত্ব ইত্যাদি। বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ অসংখ্য। কয়েকটি উদাহরণ—'ধনবান

দেবদত্ত'—এইস্থলে দেবদত্ত নামক ব্যক্তির সহিত ধনের 'স্বামিত্ব' সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইতেছে। 'ঘটের জ্ঞান' এইস্থলে জ্ঞানের সহিত ঘটের বিষয়িতা সম্বন্ধ, 'জ্ঞানীয় ঘট' এইস্থলে ঘটের সহিত জ্ঞানের বিষয়তা সম্বন্ধ, 'রামের পুস্তক' এইস্থলে পুস্তকের সহিত রামের স্বত্ব সম্বন্ধ, 'ঘটের অভাব' এইস্থলে অভাবের সহিত ঘটের প্রতিযোগিতা বা অনুযোগিতা সম্বন্ধ, 'অয়ং ঘটঃ' ('ইহা ঘট') এইস্থলে সম্মুখস্থ বস্তুর সহিত ঘটের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইতেছে। এই সমস্ত সম্বন্ধই বৃত্ত্যনিয়ামক। বিশেষ জ্ঞাতব্য—বিশিষ্টবুদ্ধি অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় তিনটি বস্তু হইয়া থাকে—বিশেষ্য, বিশেষণ (প্রকার) ও সম্বন্ধ। যেমন, 'ঘটঃ' এই যে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান, তাহার বিষয়—ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়সম্বন্ধ। ঘটে বিশেষ্যতা, ঘটত্বে প্রকারতা ও সমবায়ে সংসর্গতা আছে। এইজন্য 'ঘটঃ' এই জ্ঞানকে ঘটত্বপ্রকারক, ঘটবিশেষ্যক ও সমবায়সংসর্গক বলা হয়। ঘটত্ব একটি জাতি, তাহা ঘটরূপ-ব্যক্তিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। 'ঘটবৎ ভূতল' —এইস্থলে ভূতলে (দ্রব্যে) ঘট (দ্রব্য) সংযোগ সম্বন্ধে আছে। 'সম্বন্ধ' দুইটি বস্তুকে মিলিত করে অর্থাৎ দুইটি বস্তুর বিশিষ্টবুদ্ধি জন্মায়। কিন্তু যে দুইটি বস্তুকে মিলিত করে সে যদি স্বয়ং তটস্থ থাকে অর্থাৎ দুইটি বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় তাহা হইলে ঐ দুইটি বস্তুকে মিলিত করিতে পারে না, অতএব যে সংযোগ সম্বন্ধ ঘট ও ভূতলকে মিলিত (সম্বদ্ধ) করিতেছে সেই সংযোগ সম্বন্ধ অবশ্যই ঘট ও ভূতলে আছে। অর্থাৎ ঘট যেমন সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে আছে সেইরূপ সেই সংযোগও ঘট এবং ভূতলে আছে এবং কোনও সম্বন্ধেই আছে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধও অন্য একটি সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিতেছে। যেহেতু সংযোগ একটি গুণবিশেষ, অতএব তাহা ঘটাদি দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধেই আছে। সংযোগসম্বন্ধ বিষয়ে এইরূপ বলা হইল। সমবায় প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত সম্বন্ধই নিজ নিজ সম্বন্ধীতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। কিন্তু 'স্বরূপ' সম্বন্ধ স্ব-স্বসম্বন্ধিস্বরূপ (অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ স্বরূপ) হওয়ায় তাহা অপর কোনও সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না। এই জন্যই তাহাকে 'স্বরূপ' (স্ব-স্বরূপ) সম্বন্ধ বলা হয়। ইহাই স্বরূপসম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য। ২। (ন্যাঃ কঃ পৃঃ ৫) সঙ্গতি। অসঙ্গত অর্থাৎ অসম্বদ্ধ কথা প্রয়োগ করিবে না (নাসঙ্গতং প্রযুঞ্জীত)—এইরূপ শাস্ত্রনির্দেশ আছে। সম্বন্ধরহিত কথা বলিলে উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় বিবেচিত হয়।

সম্ভব—(সম্—ভূ+অপ্) [ন্যাঃ সূঃ ২।২।১—২] ১। অবিনাভাবী দুইটির মধ্যে একটির জ্ঞানের দ্বারা অপরটির জ্ঞান; যথা দ্রোণের সত্তাগ্রহণের দ্বারা আঢ়কের সত্তাগ্রহণ। (যেহেতু 'দ্রোণ'নামক পরিমাপের মধ্যে 'আঢ়ক'নামক পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত)। (বাৎঃভাঃ)। ২। ভূয়ঃ সহচারাধীন জ্ঞান; যথা ব্রাহ্মণে বিদ্যা সম্ভব (সম্ভবতি), সহস্রে শত সম্ভব, ইত্যাদি। (বিঃবৃঃ)। পৌরাণিকাদিমতে অতিরিক্ত প্রমাণ হইলেও ন্যায়মতে অনুমানের অন্তর্গত।

সম্ভাবনা—সংশয় বিশেষ। [উৎকটৈকতরকোটিক-সংশয়ঃ সম্ভাবনা।] যে সংশয়ের বিষয়ীভূত কোটিদ্বয়ের মধ্যে একটি কোটি উৎকট হয় অর্থাৎ একতর কোটির উপস্থাপক সামগ্রীতে নিশ্চায়ক কারণও নিহিত থাকে তাদৃশ সংশয়কে 'সম্ভাবনা' বলা হয়।

সম্মূর্চ্ছন—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ] সমানবেগবিশিষ্ট বিরুদ্ধ দিগ্‌গামী বায়ুর সংযোগবিশেষ, বা ঘাত প্রতিঘাত- যাহার ফলে ধূলি ও শুষ্কপত্র ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। সুতরাং পত্রাদির ঊর্ধ্বে উত্থানের দ্বারা বায়ুর সম্মূর্চ্ছন অনুমিত হয়।

সরূপৈকশেষ—যেস্থলে সমানরূপ অর্থাৎ সমানানুপূর্বীক একাধিক শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে (অন্য শব্দের লোপ হয়) তাহাকে সরূপৈক-শেষ বলা হয়। যেমন— ঘটশ্চ ঘটশ্চ=ঘটৌ। এই স্থলে একটি ঘটশব্দের লোপ হইয়া একটি ঘটশব্দ অবশিষ্ট আছে। ঘটশ্চ ঘটশ্চ ঘটশ্চ=ঘটাঃ। হরিশ্চ হরিশ্চ হরিশ্চ=হরয়ঃ।—এইরূপ স্থলে

সমানার্থক এবং সমানানুপূর্বীক দুইটি ঘটশব্দ লুপ্ত হইয়া একটি অবশিষ্ট আছে। বিভিন্নার্থক (ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু) এবং সমানানুপূর্বীক দুইটি হরিশব্দ লুপ্ত হইয়া একটি অবশিষ্ট থাকিল।

সর্গ—[কুঃ ২।১] সৃষ্টি। ন্যায়াদি মতে—পরমাণু হইতে ঈশ্বরকর্তৃক জীবাদৃষ্ট সহকারে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের (জন্য পদার্থের) সৃষ্টি হয়। কারণের গুণ হইতে কার্যে গুণের সৃষ্টি হয়। সাংখ্যমতে—জীবের অদৃষ্টের দ্বারা ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া গুণের বৈষম্য হেতু—মহৎ (সমষ্টি-বুদ্ধি), অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত), স্থূলভূত প্রভৃতির সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে হইয়া থাকে। পূর্বটি হইতে পরেরটি উৎপন্ন হয়। বেদান্তমতে—মায়াবিশিষ্টচৈতন্য হইতে,বা সমায়-ব্রহ্ম হইতে প্রথম সূক্ষ্মভূত আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু (সূক্ষ্ম), বায়ু হইতে তেজ (সূক্ষ্ম), তেজ হইতে জল (সূক্ষ্ম), জল হইতে সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পঞ্চীকরণ (পাঁচ-মিশালি) হইয়া স্থূলভূতের সৃষ্টি, ও তাহাদ্বারা স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়।

সর্বগতত্ব — সর্বমূর্তসংযোগিত্ব। সকল মূর্ত পদার্থের সহিত সংযোগ থাকাই সর্বগতত্ব। (ভাঃ পঃ মুঃ ২৬ কা)। আত্মা, আকাশ, কাল ও দিক্ - ইহারা সর্বগত এবং সর্বগতত্ব ইহাদের ধর্ম।

সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত—[ন্যাঃ সূঃ ১।১।২৮] ১। সকল-শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ শাস্ত্রবিশেষের যে সিদ্ধান্ত অর্থাৎ শাস্ত্রিতার্থের নিশ্চয়। যথা, ঘ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এইগুলি অর্থ (বিষয়)। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ভূত। প্রমাণসকলের দ্বারা অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইত্যাদি। ২। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের স্বীকৃত যে কথার অনুকূল বিষয় তাহাও সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত (বিঃ বৃঃ)।

সবিকল্পকজ্ঞান—সপ্রকারক জ্ঞান ; বিশিষ্টবুদ্ধি। (বিকল্প=বিশেষণবিশেষ্যভাব অথবা প্রকারতা।) কোনও বিশেষণবিশিষ্টরূপে বস্তুর জ্ঞান হইলে তাহাকে সবিকল্পক জ্ঞান বলা হয়। যেমন—'অয়ং ঘটঃ' এইজ্ঞান ঘটত্বপ্রকারক ঘটবিশেষ্যক। 'অয়ং দণ্ডী' এইজ্ঞান দণ্ডপ্রকারক পুরুষবিশেষ্যক (দণ্ডাংশে দণ্ডত্ব প্রকার এবং পুরুষাংশে দণ্ড প্রকার)। এইরূপ বিশেষণবিশেষ্যভাবযুক্ত জ্ঞান মাত্রই সবিকল্পক।

সব্যভিচার—হেত্বাভাসবিশেষ। ব্যভিচার দোষ যুক্ত হেতু। নামান্তর – অনৈকান্ত (বা অনেকান্ত) বা ব্যভিচারী। সব্যভিচার তিন প্রকার – সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী। (অনুঃ চিঃ সব্য-ভিচার প্রঃ)। (ক) সাধারণ—'সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি হেতু' যেমন—'অয়ং ধূমবান্ বহ্নেঃ' এইস্থলে—বহ্নিহেতু সাধ্যাভাবের (ধূমাভাবের) অধিকরণে (অয়োগোলকে) থাকায় 'ধূমাভাববদ্ বৃত্তিবহ্নি'কে সাধারণরূপ সব্যভিচার বলা হয়। সপক্ষ ও বিপক্ষে থাকে বলিয়া ইহাকে সাধারণ (উভয়-সাধারণ হওয়ায়) বলা হয়। (খ) অসাধারণ= সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগী হেতু। অর্থাৎ হেতুর অভাব যদি সাধ্যের ব্যাপক হয়,সেই হেতু। ইহা সপক্ষে বা বিপক্ষে থাকে না বলিয়াই অসা-ধারণ বলা হয়। যেমন—'শব্দঃ নিত্যঃ শব্দত্বাৎ' (শব্দ পক্ষ, নিত্যত্ব সাধ্য, শব্দত্ব হেতু)। এইস্থলে নিত্যত্বরূপসাধ্যের ব্যাপক যে অভাব অর্থাৎ শব্দত্বাভাব তাহার প্রতিযোগী শব্দত্ব ; অতএব এই শব্দত্ব হেতুটি অসাধারণনামক সব্যভিচার। (গ) অনুপসংহারী—যাহাতে উপসংহার অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে এইরূপ স্থল না থাকিলে সেই হেতুকে অনুপসংহারী বলা হয়। অন্বয়িস্থলে সপক্ষ অন্তর্ভাবে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, যেমন 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইস্থলে সপক্ষ মহানস অন্তর্ভাবে বহ্নি ও ধূমের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। ব্যতিরেকিস্থলে বিপক্ষকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হয়। যেমন—'পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ' এইস্থলে জলাদিবিপক্ষ অন্তর্ভাবে ব্যতিরেকব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়। কিন্তু 'সর্বম্ অভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ' ইত্যাদিস্থলে সর্ব অর্থাৎ নিখিল পদার্থই পক্ষের অন্তর্গত হওয়ায় (এবং পক্ষমাত্রই সন্দিগ্ধসাধ্যবান্) এইস্থলে সপক্ষ বা বিপক্ষের সম্ভাবনা নাই, অত-

এব কোনও অধিকরণকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইতে পারে না, এই জন্য ঐ স্থলে প্রমেয়ত্ব হেতুকে 'অনুপসংহারী' নামক সব্যভিচার বলা হয়। লক্ষণ—'কেবলান্বয়িধর্মাবচ্ছিন্নপক্ষকত্বম্' 'অনুপসংহারিত্বম্'। (মতান্তরে—'কেবলান্বয়িধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যকত্বম্', অথবা 'কেবলান্বয়িহেতুত্বম্।' উদাহরণ 'ঘটঃ বাচ্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ')।

সহকারিতাবচ্ছেদক—যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নের সমবধান না হইলে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন ফলোপধায়ক হয় না, তদ্ধর্ম তদ্ধর্মের সহকারিতাবচ্ছেদক। 'তদবচ্ছিন্নাসমবধান-প্রযুক্তফলোপধায়কত্বাভাববৎস্বাবচ্ছিন্নকত্বং সহকারিতাবচ্ছেদকত্বম্'। [তত্ত্ব-চিঃ, অনুমান-সব্যভিচার গদাধরী] যেমন—দণ্ডত্বের সহকারিতাবচ্ছেদক—চক্রত্ব। যেহেতু, চক্রত্বাবচ্ছিন্নের সমবধান না হইলে দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন ঘটকার্যের উপধায়ক (জনক) হয় না।

সহকারি-শক্তি—[কুঃ ১।২০] সহকারিকারণ; (ঈশ্বরের সহকারিকারণ=জীবগণের অদৃষ্ট,) ন্যায়মতে তাহাই মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত শব্দের অর্থ।

সহকারি-সমবধান—[আঃ বিঃ ১; পৃঃ ১১ চৌঃ] সহকারিকারণের উপস্থিতি। যে কারণান্তরের যোগ না হইলে প্রসিদ্ধ কারণেরও কার্যোৎপত্তি হয় না, তাহা সহকারিকারণ। যথা, অঙ্কুরোৎপত্তির প্রসিদ্ধ কারণ বীজের সহিত ভূমি (ক্ষেত্র), জল, আতপ প্রভৃতি সহকারিকারণের সমবধান বা যোগ হইলেই কার্য অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, নতুবা নহে।

সহকারী (সহকারিতা)—যাহার সমবধান না হইলে যাহা ফলোপধায়ক হয় না অর্থাৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারে না তাহা তাহার সহকারী বা সহকারি কারণ। (তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তজ্জন্য-জনকত্বং সহকারিত্বম্)। যেমন, দণ্ডের সহকারী চক্র বা চক্রের সহকারী দণ্ড। যেহেতু দণ্ড ব্যতীত চক্র বা চক্র ব্যতীত দণ্ড ঘটকার্যের উৎপাদক হয় না। এইভাবে, পক্ষতা পরামর্শের সহকারী। পক্ষতা না থাকিলে পরামর্শ অনুমিতিরূপ কার্যের জনক হয় না। সহকারীর ধর্ম সহকারিতা। এককার্যকারিতা।

সহচার—সহ অবস্থান। সামানাধিকরণ্য। দুইটি বস্তুর এক অধিকরণে থাকা। [ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽপি সহচারগ্রহস্তথা হেতুর্ব্যাপ্তিগ্রহে……—ভাষাপরিচ্ছেদ। 'সহচারদর্শনব্যভিচারাদর্শন-সহকৃতঃ স এব ব্যাপ্তিগ্রাহকঃ'—অনুঃ চিঃ পৃঃ ৬৪৪] সহচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের অন্যতম কারণ। সহচার দ্বিবিধ— অন্বয়সহচার ও ব্যতিরেক সহচার। হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যকে অন্বয় সহচার, এবং সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সামানাধিকরণ্যকে ব্যতিরেক সহচার বলা হয়। অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি অন্বয়সহচারজ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান কারণ। উদয়নাচার্যের মতে উভয় সহচারজ্ঞান হইতেই অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এবং অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির কারণ, ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ নহে।

সহানবস্থান—(বিরোধ) [ন্যাঃ কঃ পৃঃ ২৮৭] (বাঃ বিঃ সঃ) যে বিরোধে বিরোধী পদার্থের উৎপত্তিক্ষণেই (পরক্ষণে নহে) অপর পদার্থের বিনাশ হয়। যথা, তদ্বত্তাজ্ঞানের সহিত তদভাববত্তা জ্ঞানের বিরোধ। যে ক্ষণে অভাববত্তা জ্ঞান হয় সেইক্ষণেই তদ্‌বত্তা জ্ঞান বিনষ্ট হয়। বধ্যঘাতকস্বভাব-বিরোধে এরূপ হয় না; বিরুদ্ধ ঘাতক উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণে বধ্যকে নষ্ট করে। বিরোধীর উৎপত্তিক্ষণে উভয়েই অবস্থান করে। যথা, পূর্বজ্ঞান ও উত্তরজ্ঞানস্থলে। ন্যায়মতে উত্তরজ্ঞানমাত্রই পূর্বজ্ঞানের বিরোধী। অতএব (অপেক্ষাবুদ্ধি-নামক জ্ঞানভিন্ন) জ্ঞানমাত্রই—দুইক্ষণ থাকিয়া তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মার সকল মানস-প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণেরই (জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্নের) এই নিয়ম।

সংকল্প—[প্রঃ ভাঃ] অনাগত বিষয়ে ক্রিয়ার ইচ্ছা; 'আমি এইরূপ করিব'—ইত্যাকারক মানস ব্যাপারবিশেষ। সংকল্প দ্বিবিধ—ভাব-

বিষয়ক ও অভাববিষয়ক। যেমন, পূজাবিষয়ক সংকল্প ভাববিষয়ক। উপবাসবিষয়ক সংকল্প অভাববিষয়ক।

সংখ্যা—'অয়ম্ একঃ', 'ইমৌ দ্বৌ', 'ইমে ত্রয়ঃ', 'ইমে বহবঃ' ইত্যাদি গণনার অসাধারণ কারণ। সংখ্যা না থাকিলে বস্তুর গণনা সম্ভব হইত না। 'এক', 'দ্বি', 'ত্রি', 'বহু' ইত্যাদি শব্দ সংখ্যেয়বাচক, ঐরূপ শব্দ হইতে সংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুর (সংখ্যেয়ের) বোধ হয়। এক হইতে অষ্টাদশ (১৮) পর্যন্ত সংখ্যা বুঝাইতে একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, চতুষ্ট্ব, পঞ্চত্ব, ষট্ত্ব, সপ্তত্ব, বহুত্ব ইত্যাদি ত্বপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার হয়। আদশতঃ সংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে বর্তন্তে, অতঃপরং সংখ্যানে সংখ্যেয়ে চ"—এই নিয়ম অনুসারে 'এক' শব্দ হইতে 'অষ্টাদশ' শব্দ পর্যন্ত শব্দগুলি কেবল সংখ্যাবিশিষ্টবস্তুকে বুঝায় এবং ঊনবিংশ হইতে সমস্তসংখ্যাবাচকশব্দ সংখ্যা ও সংখ্যেয় উভয়কে বুঝায়। ('গণনাসাধারণং কারণং সংখ্যা'—সঃ পঃ পৃঃ ৫৬) একত্বসংখ্যা নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। নিত্যবস্তুতে (আত্মা, আকাশ ইত্যাদিতে) যে একত্বসংখ্যা আছে তাহা নিত্য। অনিত্য ঘটাদিতে যে একত্বসংখ্যা আছে তাহা অনিত্য। দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যামাত্রই অনিত্য। এই দ্বিত্বাদি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে তাহাদের নাশ হয়। [দ্বিত্বাদয়ঃ পরার্ধান্তা অপেক্ষাবুদ্ধিজা মতাঃ। অপেক্ষাবুদ্ধিনাশাচ্চ নাশস্তেষাং নিরূপিতঃ॥ —ভাঃ পঃ পৃঃ ১০৭]। দ্বিত্বাদি সমস্ত সংখ্যাই নিজ আশ্রয়ে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে এবং ব্যাসজ্যবৃত্তি। 'ন্যায়কন্দলী'-কার শ্রীধরাচার্যের মতে ত্রিত্বাদিসংখ্যাব্যতিরিক্ত বহুত্বসংখ্যা স্বীকার করা হয়, যেস্থলে অনিয়ত অপেক্ষাবুদ্ধি (অনেক একত্ববুদ্ধি) হয় সেইস্থলে বহুত্বসংখ্যার উৎপত্তি হয়। উদয়নাচার্যের মতে ত্রিত্বাদিব্যতিরিক্ত বহুত্ব সংখ্যা স্বীকার করা হয় না। [এক দশ শত সহস্রাযুত লক্ষ প্রযুত কোটয়ঃ ক্রমশঃ। অর্বুদমব্জং খর্ব নিখর্ব মহাপদ্ম শঙ্কবস্তস্মাৎ। জলনিধিশ্চান্ত্যং মধ্যং পরার্ধমিতি দশোত্তরগুণাঃ সংজ্ঞাঃ, সংখ্যায়াঃ স্থানানাং ব্যবহারার্থং কৃতাঃ পূর্বৈঃ॥ —লীলাবতী ২।৩]

সংখ্যৈকান্ত—(সংখ্যা+একান্ত) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৪১] বিশ্বের তত্ত্ব বা পদার্থবিষয়ে এক, দুই, তিন ইত্যাদি নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে—এই মতবাদ। বাৎস্যায়নভাষ্যে সংখ্যৈকান্তের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যথা, সতের সহিত অভিন্ন (ঘটঃ সন্ পটঃ সন্—ঘট আছে, পট আছে—ইত্যাদিরূপে ঘট পট সবই সৎ'এর সহিত অভিন্ন) বলিয়া সবই এক (সর্বমেকং সদবিশেষাৎ)। সবই দুই—নিত্য এবং অনিত্য। সবই তিন - জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—ইত্যাদি।

সংগ্রহ—[ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৩৩] ১। স্নেহ ও দ্রবত্বের দ্বারা কারিত সংযোগবিশেষ; নিবিড়সংযোগরূপ একটি গুণ। সংযোগের সহচরিত, অর্থাৎ সহ বিদ্যমান অপর একটি গুণ (বাৎঃ ভাঃ)। এই সংগ্রহ থাকাতেই ঘটাদির জলধারণের সামর্থ্য হয়। ২। সংক্ষেপে কথন। সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ (গ্রন্থ)।

সংজ্ঞা—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ ১।১] ১। সম্যক্ জ্ঞান; বোধ, চৈতন্য। (সম্যক্ জ্ঞায়তে অনয়া ইতি)—সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম; অভিধান, বাচক শব্দ। ২। রূঢ় শব্দ (শঃ প্রঃ ১৬ পৃঃ)। যে শব্দের রূঢ়ি অর্থাৎ সমুদায়শক্তি আছে তাহাকে 'সংজ্ঞা' বলা হয়। ইহা 'রূঢ়' শব্দেরই নামান্তর। ইহা তিন প্রকার—নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী। যে শব্দের জাত্যবচ্ছিন্নে (জাতিবিশিষ্টে) শক্তি, তাহা নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা। যেমন—গো, ঘট ইত্যাদি সংজ্ঞা। যাহাদের উভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নে শক্তি তাহারা পারিভাষিকী সংজ্ঞা। যেমন—আকাশাদি শব্দ। জাতিভিন্ন অনুগত ধর্মাবচ্ছিন্নে যাহাদের শক্তি, সেই সকল শব্দকে ঔপাধিকী সংজ্ঞা বলা হয়। যেমন—ভূত, দূত ইত্যাদি শব্দ। ('রূঢ়'শব্দ দ্রষ্টব্য)।

সংপ্রতিপত্তি—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।৩] নিশ্চয়। প্রত্যভিজ্ঞা। উৎপত্তি। অনুভব।···ব্যবহারশাস্ত্রে—

সত্যোত্তর ; স্বীকার।

সংপ্লব—[ন্যাঃ ভাঃ বাঃ ১।১।১] কোনও বিভক্তি-প্রত্যয় যেস্থলে সকল বচনকে বুঝায় সেইস্থলে সংপ্লবরূপ বচনব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়। যথা, ন্যায়ভাষ্যে (১।১।১)—'প্রমাণতঃ অর্থপ্রতিপত্তৌ' এইস্থলে 'তস্' প্রত্যয়ের দ্বারা সকল বচনই বুঝাইয়াছে—অর্থাৎ একটি প্রমাণের দ্বারা, দুইটি প্রমাণের দ্বারা, এবং বহু প্রমাণের দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি (অর্থের জ্ঞান) বুঝাইতেছে। ইহাই সংপ্লবরূপ বচন-ব্যাপ্তি।

সংভাবনা—অনবধারণজ্ঞান ; ইহা এইরূপ হইতে পারে—এইরূপ অনিশ্চিত জ্ঞান।...যে সংশয়ে একটি কোটি বা পক্ষ উৎকট (জোরালো) হয়, সেইরূপ সংশয়বিশেষ (উৎকটৈকতরকোটিক-সংশয়)।

সংযোগ—'ইহা ইহার সহিত সংযুক্ত' এইরূপ ব্যবহারের কারণ গুণবিশেষ। 'অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ'।—(ভাঃ পঃ ১১৫ শ্লো)। অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অসম্বদ্ধ (পৃথক্‌ভাবে স্থিত) বস্তুদ্বয়ের যে প্রাপ্তি অর্থাৎ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ, তাহাই সংযোগ। 'সংযোগস্তু বিরোধী স্যাদ্ গুণত্বে সতি কর্মণঃ'।—তার্কিকরক্ষা, পৃঃ ১৪৪। অর্থাৎ কর্মবিরোধী যে গুণ তাহাই সংযোগ। 'সংযোগত্বসামান্যবান্ অনিত্যসম্বন্ধঃ সংযোগঃ'। —সপ্তপদার্থী পৃঃ ৫৮। 'দ্রব্যাসমবায়িকারণগুণ-বৃত্ত্যত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি গুণত্বাবান্তরজাতিঃ সং-যোগত্বম্,—(ঐ টীকা) অর্থাৎ দ্রব্যের অসমবায়ি-কারণ যে গুণ, তাহাতে যাহার অত্যন্তাভাব থাকে না এমন যে গুণত্বের ব্যাপ্যজাতি তাহাই সংযোগত্ব। সংযোগমাত্রই অনিত্য এবং অব্যাপ্য-বৃত্তি। সংযোগ তিন প্রকার — একতরকর্মজ, উভয়কর্মজ ও সংযোগজ। যে স্থলে একের ক্রিয়ার ফলে উভয়ের সংযোগ হয় তাহা একতরকর্মজ। যেমন বৃক্ষের সহিত পক্ষীর সংযোগ, ইহা পক্ষীর ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। উভয়ের ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সংযোগকে উভয়কর্মজ বলা হয়। যথা পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান ব্যক্তিদ্বয়ের সংযোগ (যেমন—মল্লদ্বয়ের অথবা মেষদ্বয়ের সংযোগ)। সংযোগ হইতে উৎপন্ন সংযোগ — সংযোগজ-সংযোগ। যেমন—কপালের সহিত বৃক্ষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে ঘটবৃক্ষসংযোগ (অবয়ব সংযোগের ফলে জাত অবয়বিসংযোগ)। যে বস্তুদ্বয়ের সংযোগ হয় তাহা সেই বস্তুদ্বয়ের একাংশেই হয়, সম্পূর্ণবস্তু ব্যাপিয়া (সর্বাংশে) হয় না, এইজন্য সংযোগকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়। সর্বাংশে সংযোগ স্বীকার করিলে সংযোগ হইতে বস্তুর উপচয় (বৃদ্ধি) হইতে পারে না। কর্মজ সংযোগ দুই প্রকার—অভিঘাত ও নোদন। যে সংযোগের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা অভিঘাত-সংযোগ। যেমন—ঢাকের সহিত কাঠির সংযোগ। যে সংযোগের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয় না তাহা নোদন সংযোগ।

সংবাদ—[ন্যাঃ সূঃ ৪।২।৪৫ ; আঃ বিঃ ৪ ; পৃঃ ৪১৪ চৌঃ] ১। আলোচনা ; নিজের অনুভবের পরিপাক বা দৃঢ়তার জন্য অপর বিদ্বজ্জনের সহিত আলোচনা (কথার দ্বারা চিন্তার বা অনুভবের আদান প্রদান)। যথা—তদ্বিদ্যসংবাদ। ২। ফলের যোগ ; ফলপ্রাপ্তি। বিসংবাদ=ফলের অপ্রাপ্তি।

সংবাদিপ্রবৃত্তি—সফল প্রবৃত্তি। যে বস্তুকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি হয় প্রবৃত্তির ফলে সেই বস্তুর লাভ হইলে সেই প্রবৃত্তিকে সংবাদি-প্রবৃত্তি বলা হয়। যেমন—রজতার্থী ব্যক্তির রজতে প্রবৃত্তি হইলে তাহা সংবাদিপ্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু রজতার্থীব্যক্তির শুক্তিতে প্রবৃত্তি হইলে (যেমন ভ্রমস্থলে হয়) তাহা সংবাদি-প্রবৃত্তি নহে।

সংবৃত্তি—[আঃ বিঃ ২ ; পৃঃ ২২১, ২২৩ চৌঃ] মিথ্যা ; অসত্য। অবিদ্যা, অজ্ঞান।

সংশয় (সং—শী+অচ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১ ; ১।১।২৩] ১। 'ইহা কোন্ পদার্থ?'—পদার্থের এই প্রকার অনবধারণাত্মক বিমর্শ বা জ্ঞানমাত্র। বিশেষধর্মকে অপেক্ষা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা স্মরণ করিয়া সমানধর্মদর্শনহেতু, অনেকধর্মদর্শনহেতু

এবং বিপ্রতিপত্তিহেতু অর্থাৎ বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থাপক বাক্য হইতে সংশয় উৎপন্ন হয়। সংশয় দ্বিকোটিক, বা চতুষ্কোটিক। দ্বিকোটিক যথা—উহা বৃক্ষ কি না? (স্থাণুর্ন বা?); চতুষ্কোটিক যথা—উহা কি বৃক্ষ না মানুষ? (স্থাণুর্বা পুরুষো বা?)। ন্যায়সূত্রে উদ্দিষ্ট তৃতীয় পদার্থ। ২। একইবস্তুতে (ধর্মীতে) বিরুদ্ধ উভয়প্রকারক জ্ঞান। (একধর্মিকবিরুদ্ধোভয়প্রকারকজ্ঞানং সংশয়ঃ), (অমুঃ চিঃ সং প্রঃ দীঃ)। যেমন—'শব্দঃ নিত্যঃ ন বা'—এইজ্ঞান শব্দরূপ একই ধর্মীতে নিত্যত্ব-নিত্যত্বাভাবপ্রকারক হইয়াছে, অতএব ইহা সংশয়। 'আত্মা নিত্যঃ বুদ্ধিঃ অনিত্যা' এইরূপ সমূহালম্বন জ্ঞানকে সংশয় বলা যায় না, যেহেতু নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই দুইটি বিরুদ্ধধর্ম প্রকার হইলেও ধর্মী (আত্মা ও বুদ্ধি) ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। 'আত্মা নিত্যঃ বিভুশ্চ' এইরূপ জ্ঞানকেও সংশয় বলা যায় না, যেহেতু এইস্থলে ধর্মী (আত্মা) এক হইলেও নিত্যত্ব ও বিভুত্ব এই দুইটি প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। এইভাবে 'অয়ং বৃক্ষঃ কপিসংযোগবান্ কপিসংযোগাভাববান্ চ' এইজ্ঞানও সংশয় নহে; যেহেতু একই বৃক্ষে অবচ্ছেদকভেদে কপিসংযোগ ও তাহার অভাব থাকিতে পারে, অতএব তাহারা বিরুদ্ধ নহে। [সংশয়ঃ কথিতো জ্ঞানমবধারণবর্জিতম্। সমানানেকধর্মাভ্যাং বিমতেশ্চ তদুদ্ভবঃ॥ —তাঃ রঃ পৃঃ ১৬৫] অর্থাৎ ভাব ও অভাব এই দুইটি কোটির মধ্যে কোনও কোটির (বিষয়ের) অবধারণ (নিশ্চয়) না হইলে তাহাই সংশয়। তিন প্রকার কারণ হইতে সংশয় হইতে পারে—সাধারণধর্মজ্ঞান, অসাধারণধর্মজ্ঞান ও বিপ্রতিপত্তিবাক্য। যেমন—দূর হইতে মাঠে শাখাপল্লবাদিহীন বৃক্ষকে দেখিয়া সংশয় হয় 'ইহা কি বৃক্ষ অথবা মানুষ?' এইস্থলে উচ্চতা একটি সাধারণধর্ম যাহা বৃক্ষ ও মানুষ উভয়ে আছে—এই উচ্চতা দেখিয়াই ঐরূপ সংশয় হয়। অসাধারণধর্ম—যাহা উভয়ের মধ্যে কাহারও ধর্ম নহে। যেমন 'শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য' এইরূপ সংশয় অসাধারণধর্মের জ্ঞান হইতে—হইতে পারে। শব্দে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের নিশ্চয় না থাকিলেও শব্দত্বের নিশ্চয় আছে। এই যে শব্দত্বধর্ম, তাহা নিত্য আত্মাদিতে এবং অনিত্য ঘটাদিতে নাই, অতএব শব্দত্বরূপ অসাধারণধর্মের জ্ঞান হইতে ঐরূপ সংশয় হইতে পারে। বিপ্রতিপত্তি- একই-ধর্মীতে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের উপস্থাপক বাক্য। নৈয়ায়িক বলিলেন 'আত্মা নিত্য, বৌদ্ধ বলিলেন আত্মা অনিত্য। ঐরূপ পরস্পর বিরোধী বাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যস্থ শ্রোতার সংশয় হইল—'আত্মা নিত্য না অনিত্য?'। বিশেষদর্শন (ব্যাপ্যধর্মের জ্ঞান=যে ধর্মের জ্ঞান থাকিলে একতর কোটির নিশ্চয় হয়) সংশয়ের প্রতিবন্ধক, তাহা থাকিলে সাধারণধর্মাদির জ্ঞান থাকিলেও সংশয় হইবে না। যেমন—নিকটস্থ বৃক্ষে উচ্চতারূপ সাধারণ ধর্মের জ্ঞান থাকিলেও 'বৃক্ষত্বব্যাপ্য শাখাদিমান্ অয়ম্' (অথবা 'মনুষ্যত্বাভাবব্যাপ্য-শাখাদিমান্ অয়ম্') এইভাবে বৃক্ষত্বের নিশ্চায়ক শাখাদির জ্ঞান থাকায় সংশয় হইবে না। এইভাবে নিকটস্থ মনুষ্যে উচ্চতারূপ সাধারণধর্মের জ্ঞান থাকিলেও 'মনুষ্যত্বব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্' বা 'বৃক্ষত্বাভাবব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্' এইরূপ বিশেষদর্শন থাকায় সংশয় হয় না। ('রত্নকোষ'-কার তরণিমিশ্রের মতে সংশয়ত্ব কার্যতাবচ্ছেদক হয় না — সংশয়ত্বাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিতকারণতা স্বীকার করা হয় না, প্রত্যেককোটির ভাসক সামগ্রীবশতঃ জ্ঞানে কোটিদ্বয়ের ভান হইয়া ফলতঃ তাহা সংশয়ে পর্যবসিত হয়। (সং প্রঃ দীঃ), [দোলায়মানা প্রতীতিঃ সংশয়ঃ।—ষড়্ঃ সমুঃ গুণরত্ন পৃঃ ৫৫]।

সংশয়যোগ্যতা—সাধক প্রমাণ ও বাধক প্রমাণের অভাব। সাধকপ্রমাণ বলিতে সিদ্ধি (পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়) এবং বাধক প্রমাণ বলিতে বাধ-নিশ্চয়কে বুঝিতে হইবে। যে স্থলে (যে পক্ষে) সাধ্যনিশ্চয় বা বাধনিশ্চয় থাকে সেইস্থলে (সেই পক্ষে) সাধ্যের সংশয় হইতে পারে না, এইজন্য সিদ্ধি ও বাধনিশ্চয়ের অভাবকে সংশয়ের যোগ্যতা

বলা হয়। ['সংশয়যোগ্যতাং নিরস্যতি নাপীতি।' —পক্ষতা-দীঃ] প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মধ্যে—কেহ কেহ সংশয়ের যোগ্যতাকে পক্ষতা বলিতেন, অনুমানচিন্তামণির পক্ষতাপ্রকরণে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

সংশয়সমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।১৪] সাধ্যের অভাববিশিষ্ট কোনও পদার্থের সহিত সাধর্ম্যবশতঃ সাধ্যের সংশয়ের আপত্তি। যথা, শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা কার্য, যথা ঘট—এই অনুমিতিতে যদি আপত্তি করা হয় যে,—ঘটের সাধর্ম্যবশতঃ যদি অনিত্যত্বের নিশ্চয় করা যায়, তবে গোত্বাদি সামান্যের সহিত ঐন্দ্রিয়কত্ব (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব) সাধর্ম্যবশতঃ গোত্বের ন্যায় নিত্যত্বের সংশয় করা যাইবে না কেন ?—এইরূপ আপত্তি করিলে তাহাই সংশয়সমাজাতি বা সংশয়সম প্রতিষেধ। এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, শব্দ যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ন্যায়মতে গোত্বাদি সামান্যও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং গোত্বাদির সহিত শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ সাধর্ম্য আছে।

সংসর্গমর্যাদা — আকাঙ্ক্ষা। ['শাব্দবোধে চৈকপদার্থেঽপরপদার্থস্য সংসর্গঃ সংসর্গমর্যাদয়া ভাসতে।'—ব্যুঃ পৃঃ ১]। শাব্দবোধের বিষয়ীভূত পদার্থসমূহ তত্তৎপদের বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত হইলেও তাহাদের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা সংসর্গমর্যাদালভ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাভাস্য (আকাঙ্ক্ষাবশতঃ তত্তৎ সম্বন্ধ শাব্দবোধের বিষয় হয়)। যেমন—'গ্রামং গচ্ছতি' (গ্রামনিষ্ঠকর্মতানিরূপকগমনানুকূলকৃতিমান্)—এইস্থলে 'গ্রাম' 'কর্মতা' 'গমন' 'কৃতি' এই পদার্থসমূহ পদের বৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত হইলেও 'নিষ্ঠত্ব' 'নিরূপকত্ব' 'অনুকূলত্ব' ও 'সমবায়' সম্বন্ধ কোনও পদের বৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ বৃত্তিভাস্য নহে, পরন্তু আকাঙ্ক্ষাভাস্য।

সংসর্গাভাব—প্রতিযোগীর সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধের আরোপপূর্বক যে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। 'এখানে যদি ঘট থাকিত তাহা হইলে ইহা সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্টরূপে উপলব্ধ হইত'—এইরূপ আরোপ হইয়াই ভূতলাদিতে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। 'সংসর্গারোপজন্যপ্রতীতিবিষয়াভাবঃ সংসর্গাভাবঃ' — অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর আরোপ হইয়া যে অভাবের প্রতীতি হয় তাহা সংসর্গাভাব। সংসর্গাভাব তিনপ্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব। প্রাগভাব ও ধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যথাক্রমে উত্তরকাল ও পূর্বকাল (সিঃ জাঃ পৃঃ ২৬), অতএব তাহাতে লক্ষণ সমন্বয় হইল। নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে প্রাগভাব ও ধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না, অতএব তাঁহাদের মতে ধ্বংস ও প্রাগভাবে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে না। এই কারণেই নব্যমতে—'অন্যোন্যাভাবভিন্নাভাবত্বং সংসর্গাভাবত্বম্' এইরূপ বলা হয়। (সিদ্ধান্ত-মুঃ) অর্থাৎ (তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবঃ সংসর্গাভাবঃ) যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে তাহাই সংসর্গাভাব। অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা সংযোগাদিসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং ধ্বংস ও প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা কোনও সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইল। তিন প্রকার সংসর্গাভাবের মধ্যে অত্যন্তাভাব নিত্য। ধ্বংস ও প্রাগভাব অনিত্য।

সংসার — ১। জন্মমৃত্যুপ্রবাহ। ২। পূর্বের দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতকে (শরীরকে) পরিত্যাগ করিয়া মনের অন্য দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতের গ্রহণ। ইহা প্রেত্যভাব বা সংসার। ৩। দ্ব্যণুকাদি নিখিল অনিত্যজগৎ। ['সংসারমহীরুহস্য বীজায়'—ভাঃ পঃ শ্লোঃ ১] ৪। স্বীয় অদৃষ্টবলে শরীরগ্রহণ [স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধশরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ]।

সংস্কার— ১। সংস্কারত্বজাতিবিশিষ্ট গুণ। সংস্কার তিন প্রকার—বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক। সংস্কারত্ব এমন একটি জাতি বা উপাধি যাহা ঐ তিনটিতে আছে। এইভাবে ত্রিতয়সাধারণ একটি সামান্যধর্ম স্বীকারের কারণ এই যে, ঐ তিনটি সংস্কারের স্বভাব এই, তাহারা নিজ নিজ উৎপত্তি সময়ে দ্রব্যের যে অবস্থা ছিল সেই

অবস্থাকে পুনঃ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। যেমন—বেগ নিজের উৎপত্তিকালে দ্রব্যের মধ্যে যে গতি ছিল সেই গতিকে, ভাবনা নিজের উৎপত্তিকালে দ্রব্যের (আত্মার) যে জ্ঞানবত্তা ছিল সেই জ্ঞানবত্তাকে (স্মৃতিরূপে) এবং স্থিতিস্থাপক নিজের উৎপত্তিকালে কটাদি দ্রব্যের যে বেষ্টনাদি অবস্থা ছিল সেই অবস্থাকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। [সংস্কারত্বজাতিমান্ স্বোৎপত্ত্যবস্থাপাদকো গুণঃ সংস্কারঃ— সঃ পঃ পৃঃ ৬১] অথবা, যাহা নিজের উৎপাদকের সমানজাতীয় বস্তুর উৎপাদন করে অথচ স্বয়ং তাহা হইতে বিজাতীয়—এইরূপ গুণকে সংস্কার বলা হয়। যেমন, বেগ নিজের উৎপাদক যে কর্ম সেই কর্মজাতীয় আর একটি কর্মকে সৃষ্টি করে, অথচ স্বয়ং কর্মজাতীয় নহে। ভাবনা নিজের উৎপাদক যে পূর্বানুভবরূপ জ্ঞান তাহার সজাতীয় অন্য জ্ঞানকে (স্মৃতিকে) সৃষ্টি করে, অথচ স্বয়ং জ্ঞানজাতীয় নহে, স্থিতিস্থাপক যে বেষ্টনাদিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন তাহার সমান জাতীয় বেষ্টনাদি ক্রিয়াকে উৎপন্ন করে অথচ স্বয়ং ক্রিয়াজাতীয় নহে। [তাঃ রঃ পৃঃ ১৪৭]। ২। ভাবনা; জ্ঞান বা অনুভবের দ্বারা জনিত স্মৃতির হেতুভূত আত্মার একটি বিশেষ গুণ। 'সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ।' (তর্কসংগ্রহ)। ৩। [কুঃ ২।৩] গর্ভাধান, জাতেষ্টি, উপনয়ন প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রবিহিত ৪৮ প্রকার সংস্কার আছে। ৪। অতিশয় বা গুণান্তরের আধান; যথা, ঘর্ষণের দ্বারা দর্পণের সংস্কার।

সংস্থান—(সম্—স্থা+ল্যুট্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।২।২১; বিঃ বৃঃ ২।২।৬৯] ১। অবয়বের সন্নিবেশ; অবয়বের রচনাবিশেষ। ২। প্রচয় নামক শিথিল সংযোগবিশেষ (ন্যাঃ বাঃ ১।৪) ৩। সম্যক্ স্থিতি।

সংহত—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৯৪] (বিঃ বিঃ প্রেস্)। সংঘাতপ্রাপ্ত। নিবিড় অবয়ববিশিষ্ট। অবিশীর্ণভাবে অবস্থিত। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে উৎপন্ন পৃথিবী সংহতরূপে অবস্থান করে। সাংখ্যমতে—যাহা সংহত হয় তাহাই পরার্থ অর্থাৎ পরের জন্য হয়।

সাদিপদ—যে পদ ব্যক্তিবিশেষকর্তৃক তত্তৎ অর্থে পরিকল্পিত। (তাহার পূর্বে অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ অর্থে ঐ পদের ব্যবহার করে নাই)। যেমন—কোনও ব্যক্তি নিজপুত্রের নাম রাখিল—'দেবদত্ত।' এই 'দেবদত্ত' পদ সাদি। কিন্তু ঘট অর্থে ঘটাদিপদ সাদি নহে, যেহেতু ঘটত্বাবচ্ছিন্ন অর্থে ঘটাদিপদের নিত্যসঙ্কেত থাকায় তাহা ব্যক্তিবিশেষের পরিকল্পিত নহে। ['সাদিত্বং চ তত্তদর্থকতত্তৎপদ-জাতীয়পদাসমানকালীনপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বম্।' —শক্তিবাদ টীকা পৃঃ ১০]।

সাদৃশ্য—তুল্যতা বা সমানরূপতা। সাদৃশ্য নিয়ত প্রতিযোগী ও অনুযোগীকে অপেক্ষা করে। যাহার সাদৃশ্য, সে প্রতিযোগী এবং সাদৃশ্য যাহাতে থাকে সে অনুযোগী। যেমন—'চন্দ্রবৎ মুখম্' (চন্দ্রসদৃশ মুখ) চন্দ্রের সাদৃশ্য মুখে থাকায় সাদৃশ্যের প্রতি-যোগী—চন্দ্র, এবং অনুযোগী—মুখ। 'তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গত ভূয়োধর্মবত্ত্বং সাদৃশ্যম্' ('সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী)—এইস্থলে 'তৎ' শব্দে সাদৃশ্যের প্রতি-যোগীকে বুঝিতে হইবে। 'চন্দ্রবৎ মুখম্' এইস্থলে 'তৎ' শব্দে চন্দ্র। মুখ চন্দ্র হইতে ভিন্নবস্তু অথচ তাহাতে চন্দ্রগত আহ্লাদকত্বাদি ধর্ম থাকায় চন্দ্রের সাদৃশ্য আছে। (যে মুখকে দর্শন করিলে চন্দ্রদর্শনজনিত আনন্দের ন্যায় আনন্দ লাভ হয় তাহা চন্দ্রসদৃশ)। আলঙ্কারিকগণ সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহাকে সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত সখণ্ডোপাধি বলিয়া থাকেন।

সাধকমান— ১। সিদ্ধিজনক প্রমাণ। যাহা দ্বারা বস্তুবিশেষের সিদ্ধি (সত্তানিশ্চয়) হয় তাদৃশ প্রমাণ। ['তৎসাধকপ্রমাণাসম্ভবাৎ' — ন্যাঃ কুঃ ১।২] ২। সিদ্ধি (সাধ্যনিশ্চয়)। 'সাধকেন জনিতং মানম্' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'সাধকমান' শব্দের অর্থ—সিদ্ধি। ['সাধকবাধকমানে সিদ্ধি-বাধৌ'—অনুঃ চিঃ দীঃ পৃঃ ১০৮৮]।

সাধর্ম্য—সমানধর্ম। যে ধর্ম একাধিক দ্রব্যে বা একাধিক পদার্থে থাকে, তাহা তাহাদের

সাধর্ম্য। সমান ধর্ম যাহাদের তাহারা সধর্মা, তাহাদের ভাব সাধর্ম্য। [সমানঃ ধর্মঃ যেষাং তে সধর্মাণঃ, তেষাং ভাবঃ—সাধর্ম্যং—সমানো ধর্ম ইনি ফলিতার্থঃ—সিঃ মুঃ ১৩ শ্লোঃ] যথা—জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব ইত্যাদি ধর্ম নিখিল পদার্থেই থাকে, অতএব তাহারা দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থেরই সাধর্ম্য। অনেকত্বসহিত ভাবত্ব ও সমবায়িত্ব দ্রব্যাদি পাঁচ প্রকার পদার্থের সাধর্ম্য। সত্তাবত্তা - দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য। নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব গুণাদি ৬টি পদার্থের সাধর্ম্য। জাতিশূন্যতা সামান্যাদি চারি পদার্থের সাধর্ম্য। কারণত্ব — পারিমাণ্ডল্যভিন্ন সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্য। সমবায়িকারণত্ব — দ্রব্যের সাধর্ম্য। অসমবায়িকারণত্ব—গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য। আশ্রিতত্ব — নিত্যদ্রব্যভিন্ন সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্য। গুণাশ্রয়ত্ব — পৃথিব্যাদি ৯টি দ্রব্যের সাধর্ম্য। মূর্তত্ব, পরত্ববত্ব, ক্রিয়াবত্ব ও বেগবত্ব, - ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মন— ইহাদের সাধর্ম্য। সর্বগতত্ব ও পরমমহৎপরিমাণবত্ব — কাল, দিক্, আত্মা ও আকাশের সাধর্ম্য। ভূতত্ব — পৃথিব্যাদি ৫টি দ্রব্যের সাধর্ম্য। স্পর্শবত্ব ও দ্রব্যারম্ভকত্ব - ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুর সাধর্ম্য। অব্যাপ্যবৃত্তি-ক্ষণিক-বিশেষ গুণবত্ব—আত্মা ও আকাশের সাধর্ম্য। রূপবত্তা, দ্রবত্ববত্তা ও প্রত্যক্ষবিষয়তা - ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের সাধর্ম্য। গুরুত্ববত্তা ও রসবত্তা—ক্ষিতি ও জলের সাধর্ম্য। নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্তা - ক্ষিতি ও তেজের সাধর্ম্য। বিশেষগুণবত্তা—আত্মা ও পঞ্চভূতের সাধর্ম্য।

সাধারণকারণ — কার্যমাত্রের প্রতি কারণ। ঈশ্বর, ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরেচ্ছা, ঈশ্বরকৃতি, প্রাগভাব, কাল, দিক্ ও অদৃষ্ট ;—এই আটটি কার্যমাত্রের প্রতি সাধারণকারণ। কেহ কেহ প্রতিবন্ধকাভাবকেও সাধারণকারণ বলেন।

সাধারণবিগ্রহবত্ত্বপ্রসঙ্গ—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ পৃঃ ১৫৭] (বিঃ বিঃ প্রেস্) চেতনদ্বয়ের অভিন্ন শরীর হওয়ার আপত্তি। মনের চৈতন্য বা জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে একই শরীরে আত্মার ও মনের উভয়ের জ্ঞাতৃত্বহেতু অভিপ্রায়বিরোধবশতঃ কাহারও প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি না হউক—এইরূপ প্রসঙ্গ বা আপত্তি হইতে পারে বলিয়া মনকে অচেতন বা অজ্ঞ মানিতে হয়।

সাধুপদ (সাধুশব্দ)—যে শব্দের প্রয়োগ শক্তিভ্রমজনিত নহে। (তত্ত্বঃ চিঃ পৃঃ ৬১৯)। অথবা যেশব্দ যে অর্থে ঈশ্বরকর্তৃক সঙ্কেতিত সেই শব্দ সেই অর্থে সাধু (তত্ত্বঃ চিঃ পৃঃ ৬৪৮)। অথবা, যে শব্দ যে অর্থে ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত তাহা সেই অর্থে সাধু (ব্যাকরণব্যুৎপাদ্যত্বং সাধুত্বম্)। অথবা, (প্রয়োগে পুণ্যজনকত্বং সাধুত্বম্) যাহার উচ্চারণ করিলে শুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা সাধুশব্দ। (তত্ত্বঃ চিঃ পৃঃ ৬৪৭)।

সাধর্ম্যসমা (ন)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।১] ন্যায়দর্শনে উদ্দিষ্ট চতুর্বিংশতিপ্রকার জাতির মধ্যে প্রথম উল্লিখিত জাতি বা প্রতিষেধ (জাতি মাত্রই অসদুত্তর)। যে স্থলে কোনও সাধর্ম্যের দ্বারা অর্থাৎ সমানধর্ম বা সাদৃশ্যের দ্বারা অনুমিতি বা সিদ্ধান্ত করা হয়, সেই স্থলে ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ সাধর্ম্যের দ্বারাই সেই সিদ্ধান্তের বিরোধ করা হইলে, এবং কোনও পক্ষের সমর্থনে কোনও বিশেষহেতু না থাকিলে সাধর্ম্যসমা জাতি বা সাধর্ম্যসম প্রতিষেধ হইয়া থাকে। যথা,– কোনও বাদী সিদ্ধান্ত করিল—আত্মা ক্রিয়াবান্, যেহেতু দ্রব্যমাত্রই ক্রিয়ার হেতু গুণবিশিষ্ট হয়। দ্রব্য যে লোষ্ট (মাটির ঢেলা) তাহা ক্রিয়ার হেতু (বেগাদি) গুণযুক্ত। আত্মাও সেই প্রকার (প্রযত্নাদি গুণবান্) দ্রব্য, অতএব ক্রিয়াবান্; এইরূপ উপসংহার বা সিদ্ধান্ত করিলে যদি অপরপক্ষ সাধর্ম্যের দ্বারাই বিরোধ করে যে—আত্মা নিষ্ক্রিয়। যেহেতু বিভু (সর্বব্যাপী) দ্রব্য নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, যেমন বিভু আকাশ নিষ্ক্রিয়। আত্মাও সেইরূপ বিভু দ্রব্য, সুতরাং নিষ্ক্রিয়।—এইস্থলে সাধর্ম্যসম প্রতিষেধ বা জাতি হইল। (বাৎঃ ভাঃ)। বাদী সাধ্যের উপসংহার করিলে প্রতিবাদী যদি কেবল

ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ সাধর্ম্যের দ্বারাই সেই সাধ্যের অভাব আপাদান (আপত্তি) করে— তাহা সাধর্ম্য-সমা। যথা—শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা ঘটের ন্যায় কৃতক (কার্য)।—এইরূপ উপসংহারের প্রতিবাদে যদি বলা হয়,—তাহা নহে, যদি ঘটের সাধর্ম্যবশতঃ শব্দ অনিত্য হয়, তবে নিত্য আকাশের সাধর্ম্যবশতঃ অমূর্তত্বহেতু শব্দের নিত্যতা কেন হইবে না, তাহার বিশেষহেতু কিছুই নাই। (তাহার বিশেষ হেতু বল!)—ইহাই সাধর্ম্যসমা জাতির দৃষ্টান্ত। (বিঃ বৃঃ)। নব্যন্যায়মতে—এইরূপ স্থলে সংপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হইয়া থাকে।

সাধ্য—১। অনুমিতিতে যাহা বিধেয় তাহাকে সাধ্য বলা হয়। যেমন, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতিতে পর্বত উদ্দেশ্য এবং বহ্নি বিধেয়, অতএব বহ্নিকে সাধ্য বলা হয়। 'হ্রদঃ দ্রব্যম্' এই অনুমিতিতে দ্রব্যত্ব বিধেয় হওয়ায় তাহাই সাধ্য। যাহারা ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তাহাদের সহজে বোধের জন্য প্রাচীনকালে একটি বাংলা ভণিতা রচিত হইয়াছিল—'বান্ মান্ বর্জিয়া সাধ্য আন্ গর্জিয়া। যদি না থাকে বান্ মান্ ত্ব চড়াইয়া সাধ্য আন্'॥ অর্থাৎ যেস্থলে মতুপ্, বতুপ্, বিন্, ইন্— এই মত্বর্থীয় প্রত্যয়সমূহের মধ্যে কোন একটি প্রত্যয়ের দ্বারা নির্দেশ করা হইবে সেইস্থলে সেই প্রত্যয়কে বর্জন করিয়া অবশিষ্ট অংশকে সাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। যেমন, 'পর্বতঃ বহ্নিমান্', 'অয়ং সত্তাবান্', 'অয়ং মেধাবী', 'অয়ং গুণী' এই সমস্ত অনুমিতিতে যথাক্রমে বহ্নি, সত্তা, মেধা ও গুণ সাধ্য হইবে। যেস্থলে ঐরূপ প্রত্যয় নাই সেইস্থলে ত্ব প্রত্যয় যোগ করিয়া সাধ্য বুঝিতে হইবে। যেমন 'ইদং দ্রব্যম্'—এইরূপ স্থলে 'দ্রব্যত্ব' সাধ্য হইবে। অবশ্য ইহা একটি সাধারণ নিয়ম। বাস্তবিকপক্ষে বিবক্ষা অনুসারেই সাধ্য নির্ণয় হয়। পর্বতঃ বহ্নিমান্—এইস্থলে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইলেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহ্নিমান্‌ও সাধ্য হইতে পারে। 'ইদং দ্রব্যম্'—এইস্থলে যেমন সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব সাধ্য হয়, সেইরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে দ্রব্যও সাধ্য হইতে পারে। ২। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন (১।১।৩৬)—'সাধ্যং দ্বিবিধম্, ধর্মিবিশিষ্টো বা ধর্মঃ, যথা শব্দস্যানিত্যত্বম্। ধর্মবিশিষ্টো বা ধর্মী, যথা অনিত্যঃ শব্দ ইতি।' 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইস্থলে যেমন পর্বতনিষ্ঠ বহ্নিকে সাধ্য বলা যায়, সেইরূপ বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতকেও সাধ্য বলা যায়। (পর্বতত্বরূপেণ পর্বতঃ সিদ্ধোঽপি বহ্নিমত্তয়া সাধ্যঃ) এইজন্যই 'সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা' এই ন্যায়সূত্রে (১।১।৩৩) প্রতিজ্ঞাবাক্যকে সাধ্যনির্দেশ বলা হইয়াছে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক— সাধ্যতার অবচ্ছেদক (বিশেষক বা পার্থক্যকারক)। অথবা, (সাধ্যতায়াঃ অবচ্ছেদঃ যেন) সাধ্যতার অবচ্ছেদ অর্থাৎ ভেদ হয় যাহা দ্বারা। যেমন—পর্বতঃ বহ্নিমান্, পর্বতঃ মহানসীয়বহ্নিমান্, পর্বতঃ দ্রব্যবান্— এই তিন প্রকার অনুমিতিতে যথাক্রমে বহ্নি, মহানসীয়বহ্নি ও দ্রব্য সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথম অনুমিতির ন্যায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুমিতিতেও বহ্নি সাধ্যরূপে বিষয় হইয়াছে, যেহেতু মহানসীয় বহ্নিও বহ্নি, এবং দ্রব্য বলিলেও বহ্নিকে পাওয়া যায় (বহ্নিও দ্রব্যবিশেষ)। অতএব ঐ তিন প্রকার অনুমিতিরই বিধেয়তারূপ সাধ্যতা বহ্নিতে আছে। অনুমিতির প্রতি সিদ্ধি প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় থাকিলে সাধারণতঃ অনুমিতি হয় না। অতএব পর্বতে যে কোন বহ্নির নিশ্চয় থাকিলে প্রথম অনুমিতি হইবে না কিন্তু বহ্নিভিন্ন বস্তুর নিশ্চয় থাকিলে হইতে বাধা নাই। পর্বতে কেবল মহানসীয়বহ্নির নিশ্চয় থাকিলে 'পর্বতঃ মহানসীয়বহ্নিমান্' এই অনুমিতি হইবে না, কিন্তু অন্য বহ্নির নিশ্চয় থাকিলে হইতে বাধা নাই। পর্বতে যে কোন দ্রব্যের নিশ্চয় থাকিলে 'পর্বতঃ দ্রব্যবান্' এই অনুমিতি হইবে না। অতএব ঐ তিন প্রকার অনুমিতিতেই বহ্নিতে সাধ্যতা থাকিলেও এই সাধ্যতার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। সাধ্যতার এই ভেদক ধর্মকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক বলা হয়। প্রকৃতস্থলে ঐ তিন

অনুমিতিতে যথাক্রমে বহ্নিত্ব, মহানসীয়-বহ্নিত্ব ও দ্রব্যত্ব সাধ্যতার অবচ্ছেদক হইয়াছে অর্থাৎ তত্তৎস্থলীয় সাধ্যতা ঐ ঐ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশেষিত) হইয়াছে। এই কারণেই প্রথম অনুমিতিকে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাক, দ্বিতীয় অনুমিতিকে মহানসীয়-বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাক ও তৃতীয় অনুমিতিকে দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাক বলা হয়। বহ্নিত্বাদি ধর্মের ন্যায় সংযোগ, সমবায়াদি সম্বন্ধও সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয়। যে স্থলে যে সম্বন্ধ সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয়, সেই স্থলে সাধ্যতাটি তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। যেমন—'পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইস্থলে বহ্নিতে যে সাধ্যতা আছে তাহা সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। যেস্থলে বহ্নির অবয়ব পক্ষ এবং বহ্নি সাধ্য, সেইস্থলে সমবায় এবং যেস্থলে কাল পক্ষ ও বহ্নি সাধ্য, সেইস্থলে কালিকসম্বন্ধ সাধ্যতার অবচ্ছেদক হইবে। এইভাবে সর্বত্র। [সাধ্যাভাবশ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধানবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতি - যোগিতাকো বোধ্যঃ।—ব্যাপ্তিপঞ্চক মাথুরী]।

সাধ্যসম— [ন্যাঃ সূঃ ১।২।৪ ; ১।২।৮] এক প্রকার হেত্বাভাস। যে হেতু সাধ্যেরই ন্যায় সাধনীয় বলিয়া সাধ্যাবিশিষ্ট অর্থাৎ সাধ্যতুল্য তাহাই সাধ্যসম ; যথা, 'ছায়া (অন্ধকার) দ্রব্য, যেহেতু তাহার গতি আছে।' এ স্থলে ছায়াতে দ্রব্যত্ব যেমন সাধনীয়, সেরূপ তাহাতে (হেতু) গতিমত্ত্বও সাধনীয় হওয়াতে ঐ হেতু সাধ্যসম। (বাৎ: ভাঃ)। সাধ্যটি যেরূপ সাধনীয় হেতুও সেইরূপ সাধনীয় হইলে সাধ্যসম হয়। ইহাই অসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। অসিদ্ধি ত্রিবিধ— আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি (বিঃ বৃঃ)। (ন্যায়সূত্রে স্বরূপাসিদ্ধি লক্ষিত হইয়াছে)।

সাধ্যসমা (জাতি)—[ন্যাঃ সূঃ ৫।১।৪] পক্ষ ও দৃষ্টান্ত—এই উভয়ই যখন সাধ্য বলিয়া আপত্তি করা হয়, অর্থাৎ সাধ্যের ন্যায় পক্ষ ও দৃষ্টান্ত যদি সাধ্য অর্থাৎ অনুমিতির বিষয় বলিয়া আপত্তি করা যায়, তবে তাহা সাধ্য-সমা। অর্থাৎ— অনুমিতিতে পক্ষ ও দৃষ্টান্ত—এই দুইটি সিদ্ধই থাকে। এই দুইটিকেও সাধনীয় অর্থাৎ অনুমিতির বিষয় বলিয়া আপত্তি করিলে তাহাই সাধ্যসমা জাতি। আবার, যে মতে অনুমিতিতে লিঙ্গোপহিত (পক্ষের) ভান হয়—অর্থাৎ—'ধূমবৎ পর্বতঃ বহ্নিমান্'—এই আকারে হেতুবিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি হয়, সেইমতে হেতুটিও সাধ্য (অনুমিতির বিষয়) হয় বলিয়া আপত্তি করিলে সাধ্যসমা, এবং হেতু সাধ্য হইলে হেতুমান্ দৃষ্টান্তও সাধ্য—এইরূপ আপত্তি করিলে সাধ্যসমা জাতি হইয়া থাকে। (বিঃ বৃঃ)।

সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি — যে অনুমিতিতে সাধ্য বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন— 'বহ্নিঃ পর্বতে' এই অনুমিতিতে সাধ্য (বহ্নি) বিশেষ্যরূপে এবং আধেয়তাসম্বন্ধে পর্বত বা স্বরূপ সম্বন্ধে পর্বতবৃত্তিত্ব প্রকাররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ অনুমিতিকে সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি বলা হয়। ('অনুমিতি' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

সামগ্রী—কারণকূট (কারণ সমষ্টি)। যাহারা থাকিলে কার্য অবশ্যই উৎপন্ন হয় তাদৃশ কারণসমুদায়কে 'সামগ্রী' বলা হয়। [ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণসমুদায়ঃ]। সামগ্রী দ্বিবিধ—সামান্যসামগ্রী ও বিশেষসামগ্রী। সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন কার্যের সামগ্রীকে সামান্যসামগ্রী বলা হয়। যেমন—আত্মা, আত্মমনঃসংযোগ ইত্যাদি জ্ঞান সামান্যের সামগ্রী। প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ইত্যাদি বিশেষ সামগ্রী। এইভাবে অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরামর্শ ইত্যাদি, শাব্দবোধের প্রতি পদজ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ইত্যাদি কারণসমুদায়কে বিশেষ সামগ্রী বলা হয়, যেহেতু তাহারা তত্তৎ জ্ঞানবিশেষের সামগ্রী। এইরূপও বলা যায় যে, ব্যাপকধর্মাবচ্ছিন্নকার্যের উৎপাদক সামগ্রী—সামান্য সামগ্রী, এবং ব্যাপ্যধর্মাবচ্ছিন্নকার্যের উৎপাদক সামগ্রীবিশেষ সামগ্রী। সামান্য সামগ্রী না থাকিলে বিশেষ সামগ্রী হইতে কার্যের উৎপত্তি হয় না। ['ব্যাপ্যধর্মাবচ্ছিন্নে কার্যে জননীয়ে ব্যাপকধর্মাবচ্ছিন্নকার্যোৎপাদকসামগ্রী অপেক্ষ্যতে')— ব্যুৎ:

বাদ। 'কার্যাযোগব্যবচ্ছিন্না সামগ্রী'। (সঃ পঃ পৃঃ ৮৬]

সাময়িক—[বৈঃ সূঃ ৭।২।২০] সময় অর্থাৎ সঙ্কেতের অধীন ; এই শব্দ এই অর্থের বোধক হউক—এইরূপ ইচ্ছাই (ঈশ্বরেচ্ছা) সঙ্কেত।

সামানাধিকরণ্য—[ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৩৪] ১। পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য হয়। তাহার লক্ষণ—'ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং পদানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ।' অথবা, 'ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তত্বে সতি একার্থবোধকত্বম্।' যে দুইটি পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন ভিন্ন, অথচ দুইটি পদ একটি অভিন্ন বস্তুর বোধ জন্মায়, সেই দুইটি পদের সামানাধিকরণ্য স্বীকার করা হয়। যেমন 'নীলম্ উৎপলম্' এই সমান বিভক্ত্যন্ত 'নীল'পদ ও 'উৎপল' পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন (নীলত্ব ও উৎপলত্ব), অথচ দুইটিপদ মিলিতভাবে নীলোৎপলরূপ একটি বস্তুকে বুঝাইতেছে (যাহা নীল তাহাই উৎপল) অতএব এই দুইটি পদের সামানাধিকরণ্য আছে। ২। সমান অর্থাৎ এক অধিকরণে থাকা। 'স্বাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বম্'—যেমন, বহ্নির সামানাধিকরণ্য ধূমে আছে। স্ব = 'বহ্নি', তাহার অধিকরণ—মহানসাদি, সেই মহানসাদিনিরূপিত যে বৃত্তিতা অর্থাৎ আধেয়তা, তাহা ধূমে আছে। স্ব পদে ধূমকে গ্রহণ করিলে তাহার অধিকরণ—মহানসাদি, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা বহ্নিতে আছে। অতএব ধূমসামানাধিকরণ্য বহ্নিতে আছে। স্বপদে দ্রব্যত্বকে গ্রহণ করিলে, তাহার অধিকরণ দ্রব্য, তন্নিরূপিতবৃত্তিতা গুণে থাকায় দ্রব্যত্বের সামানাধিকরণ্য গুণে আছে। ৩। 'একবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্বং সামানাধিকরণ্যম্।' (সপ্তপদার্থী পৃঃ ৯২)। সমানবিভক্তিযুক্ত দুইটি পদের দ্বারা যে যে অর্থের বোধ হয় তাহাদের সামানাধিকরণ্য থাকে। যেমন 'নীলম্ উৎপলম্' এইস্থলে দুইটি প্রথমাবিভক্তিযুক্ত পদের দ্বারা 'নীল' ও 'উৎপলের' বোধ হইতেছে, অতএব এই দুইটি পদার্থের সামানাধিকরণ্য আছে। 'সোঽয়ম্' (সঃ অয়ম্) এইস্থলে 'সঃ' এই তৎপদার্থ ও 'অয়ম্' এই ইদম্‌পদার্থের সামানাধিকরণ্য আছে। 'তৎ-ত্বমসি' এই বৈদিকবাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই দুইটি সমানবিভক্তিযুক্ত হওয়ায় তৎপদার্থ ও ত্বম্‌পদার্থের সামানাধিকরণ্য আছে।

সামান্য—[ন্যাঃ ভাঃ ২।১।৩২] ১। সাধারণ ধর্ম। (সমানানাং ভাবঃ)—সমান অর্থাৎ একজাতীয় বহু বস্তুর মধ্যে যে ধর্ম থাকে তাহাই সামান্য। সামান্য দুই প্রকার—জাতি ও উপাধি। জাতিরূপ সামান্য ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি। উপাধিরূপ সামান্য—অভাবত্ব, অধিকরণত্ব, আধেয়ত্ব ইত্যাদি। ঘট, পট প্রভৃতিও ঘটবৎ [সঃ পঃ পৃঃ ৩৭] পদার্থসকলের এবং পটবৎ পদার্থসকলের সামান্য (সমানের ভাব বা ধর্ম) হইতে পারে। নব্যন্যায়ের পরিভাষায়—জাতি। নব্যন্যায় ও বৈশেষিকসম্মত ছয় প্রকার ভাবপদার্থের অন্যতম। এই জাতি বহু পদার্থে অনুবৃত্ত বা অনুগত সদৃশপ্রত্যয় ও ব্যবহারের (শব্দ প্রয়োগের) হেতু। যাহা নিত্য হইয়া অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যথা, গোত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, পীতত্ব, কর্মত্ব, উৎক্ষেপণত্ব ইত্যাদি। সামান্য দ্বিবিধ—পর ও অপর, অর্থাৎ অধিকদেশবৃত্তি, ও ন্যূনদেশবৃত্তি। যথা, দ্রব্যত্ব ও ঘটত্ব। ইহাও আপেক্ষিক বুঝিতে হইবে। ঘটত্ব অপেক্ষা পর যে দ্রব্যত্ব তাহাও সকল দ্রব্য গুণ কর্মে বিদ্যমান সত্তা জাতি অপেক্ষা অপর। সত্তা জাতি পরা জাতি, ইহা সর্বাপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি। ২। সাধারণ, ব্যাপক। যথা, হেত্বাভাসের 'সামান্য'লক্ষণ — ইত্যাদি। ৩। সাংখ্যাদিমতে যাহা অনুবৃত্ত উপাদান তাহাই সামান্য ; যথা, সুবর্ণ, বা মৃত্তিকা। যাহা ব্যাবৃত্ত কার্য, তাহাই বিশেষ ; যথা কুণ্ডল, বা ঘট।

সামান্য গুণ—যে গুণ ক্ষিত্যাদি নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে একাধিক দ্রব্যে থাকে। ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার ; ইহারা সামান্যগুণ। (ভাঃ পঃ ৯১ শ্লো)। [রূপস্পর্শান্যত্বে সতি দ্রব্যবিভাজকোপাধিব্যাপ্যতাবচ্ছেদকসংযোগবিভাগ-

বেগদ্রবত্বাবৃত্তিজাতিশূন্যগুণত্বং — সামান্যগুণত্বম্। —দিনকরী পৃঃ ৩৫৭]।

সামান্যতোদৃষ্ট (অনুমান = অনুমিতি)— [ন্যাঃসূঃ ১।১।৫] যেঅনুমিতিতে কোনও অতীন্দ্রিয় পদার্থ সাধ্য হয়। যে স্থলে সাধ্য (লিঙ্গী) ও হেতুর (লিঙ্গের) সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সেই স্থলে সেই হেতুর সামান্যবিশিষ্ট অর্থাৎ সদৃশ কোন পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ অপ্রত্যক্ষ সাধ্যের অনুমিতি হইলে তাহাই সামান্যতো দৃষ্ট। যথা, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা আত্মার অনুমিতি। ইচ্ছা প্রভৃতি কোনও দ্রব্যে আশ্রিত, যেহেতু তাহারা গুণ; যাহা গুণ হয়, তাহা নিশ্চয়ই দ্রব্যাশ্রিত হয়; যথা, ঘটের রূপ। ইচ্ছাদির আশ্রয় যে দ্রব্য তাহাই আত্মা (বাৎঃ ভাঃ)। ২। কার্যলিঙ্গক অনুমিতি ও কারণলিঙ্গক অনুমিতি ভিন্ন যে অনুমিতি (বিঃ বৃঃ)। ৩। অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমিতি; যথা বহ্নিমান্ ধূমাৎ —ইত্যাদি স্থলে (বিঃ বৃঃ)। (সাংখ্য) যাহার সামান্যই কেবলমাত্র দৃষ্ট হয়, সামান্যের একটিও স্বলক্ষণ (ব্যক্তি) দৃষ্ট হয় না, তদ্বিষয়ক অনুমিতি; যথা—ইন্দ্রিয়ের অনুমিতি। (রূপাদির সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই কোনও করণজনিত, যেহেতু তাহা কার্য, যেমন ছেদনকার্য কুঠারকরণজন্য)।

সামান্যলক্ষণা—ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যাসত্তির (সন্নিকর্ষের) অন্যতম। লক্ষণশব্দের দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে—স্বরূপ ও বিষয়। সামান্যই লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, এইরূপ অর্থে সামান্যই প্রত্যাসত্তি। সামান্য লক্ষণ অর্থাৎ বিষয় যাহার —এইরূপ অর্থে সামান্যজ্ঞানই প্রত্যাসত্তি। যেস্থলে লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা সম্মুখস্থ ঘটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় সেইস্থলে সামান্যলক্ষণারূপ অলৌকিক প্রত্যাসত্তি দ্বারা দেশান্তরীয় কালান্তরীয় নিখিল ঘটাদিবস্তুর অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপস্থলে নিখিল ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 'স্বসম্বদ্ধবিশেষ্যকজ্ঞানপ্রকারীভূতধর্মবত্তা' রূপ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধই সামান্যলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি। এই স্থলে সামান্য শব্দটি কেবল জাতি অর্থে প্রযুক্ত নহে পরন্তু তাদৃশ প্রকারীভূত ধর্মমাত্রের বোধক। অতএব যেস্থলে ঘটের প্রত্যক্ষ হইবে সেইস্থলে 'ঘটত্ব' সামান্য। কিন্তু যে স্থলে ঘটবৎ ভূতলের প্রত্যক্ষ হইতেছে সেইস্থলে 'ঘটবত্ত্বা' বা 'ঘট'ই সামান্য।

সামান্যবিশেষ—[প্রঃ ভাঃ পৃঃ ৭৪৭] (বাঃ সঃ বিঃ) দ্রব্যত্বপ্রভৃতি সামান্য (জাতি); দ্রব্যত্ব সত্তারূপসামান্যবিশিষ্ট গুণ ও কর্ম হইতে দ্রব্যের ব্যাবর্তক বলিয়া বিশেষও বটে। সুতরাং, বৈশেষিকদর্শনে দ্রব্যত্ব প্রভৃতি সামান্য সামান্য-বিশেষ বলিয়া অভিহিত। কিন্তু, সত্তা সামান্যই, সামান্যবিশেষ নহে।

সামান্যাভাব— সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব। যেমন—'রূপং নাস্তি', 'ঘটঃ নাস্তি' ইত্যাদি। সামান্যাভাব বিশেষাভাব হইতে স্বতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন — বিশেষাভাব-কূটই সামান্যাভাব। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। বায়ুতে প্রসিদ্ধ সকল রূপের অভাব অবগত হইলেও 'বায়ুতে রূপ আছে কিনা' 'বায়ু রূপবান্ কিনা?' —এইরূপ সংশয় হয়। অতিরিক্ত সামান্যাভাব স্বীকার না করিলে ঐরূপ সংশয়ের অনুপপত্তি হয়। (তত্ত্বচিন্তামণি, অনুমানখণ্ড, সামান্যাভাব প্রকরণ, পৃঃ ৫৩১)। সামান্যাভাব-সাধক অনুমান—রূপত্বাদ্যবচ্ছিন্নাভাবো রূপত্বাদি-ন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নাভাবেভ্যস্তদবচ্ছিন্নন্যূনবৃত্তিতাব-চ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নাভাবেভ্যো বা ভিন্নঃ তাদৃশ-যাবদভাবনিশ্চয়কালীন - তৎসমানধর্মিতাবচ্ছেদ - ককসমানাধিকরণসংশয়কোটিত্বাৎ ঘটাদ্যভাববৎ। (ঐ গাদাধরী, পৃঃ ৫৩২)। অত্যন্তাভাব ('ঘটো নাস্তি' ইত্যাদি) ও অন্যোন্যাভাব ('ঘটো ন' ইত্যাদি) সামান্যাভাব হয়। ধ্বংস ও প্রাগভাব সামান্যাভাব হয় না, কেননা ধ্বংস ও প্রাগভাব সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক হইতে পারে না। ঘটের ধ্বংস এবং ঘটের প্রাগভাব তত্তদ্ ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক। (ঐ দীধিতি, পৃঃ ৫৪৪)। পক্ষধরমিশ্রের মতে ঘটের প্রাগভাব-উত্তরকালীনতদ্ঘটত্বাচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক এবং

ঘটের ধ্বংস — পূর্বকালীনতদ্ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতাক।

সার্থক শব্দ—যে শব্দ শব্দান্তরের সহিত যুক্ত হইয়াই স্বার্থের বোধক হয় (অন্যশব্দের সহিত যুক্ত না হইলে যে শব্দের অর্থের বোধ হয় না)। সার্থক শব্দ তিন প্রকার—প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত। ঘট, বৃক্ষ, ভূ, স্থা ইত্যাদি প্রকৃতি প্রত্যয়ের সহিত যুক্ত না হইলে অর্থবোধ জন্মায় না। সুপ, তিঙ্, ষ্ণ, ক্তাচ ইত্যাদি প্রত্যয় কোনও প্রকৃতির সহিত যুক্ত না হইলে অর্থবোধ জন্মায় না। চ, বা ইত্যাদি নিপাত অন্যপদের সহিত যুক্ত না হইলে সমুচ্চয়াদি অর্থের বোধ জন্মায় না। (শব্দ প্রঃ পৃঃ ২৯)।

সিদ্ধদর্শন—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪৭] (বিঃ বিঃ প্রেস) যাহারা প্রযত্নপূর্বক ঔষধাদিপ্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধিবিশেষ লাভ করিয়া সূক্ষ্মদর্শন, ব্যবহিত-দর্শন, দূরদর্শন প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তাহাদের সেই দর্শনকে সিদ্ধদর্শন কহে। ইহা প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত, অন্যপ্রকার জ্ঞান নহে। কোনও সম্প্রদায় সিদ্ধদর্শনকে প্রত্যক্ষাদি হইতে ভিন্ন একপ্রকার জ্ঞান বলেন।

সিদ্ধসাধন—যাহা সিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত, তাহার সাধন। যাহার যে বিষয়ে নিশ্চয় আছে তাহার প্রতি সেই বিষয়ের সাধন (প্রতিপাদন বা তদ্-বিষয়ক অনুমিতির অনুকূল বাক্যপ্রয়োগ)। পরার্থানুমানস্থলে সিদ্ধ্যভাবরূপ পক্ষতার বিঘটক হওয়ায় সিদ্ধসাধন অনুমিতির পক্ষে দোষাবহ।

সিদ্ধান্ত—(সিদ্ধ + অন্ত) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১; ১।১।২৬-৩১] রাদ্ধান্ত; পদার্থের তত্ত্বনিশ্চয় বা ধর্ম-নিশ্চয়। ইহা এই প্রকার এইরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত যে অর্থ তাহার যে সংস্থিতি, অর্থাৎ ধর্ম-নিয়ম বা ইত্থংভাবব্যবস্থা। শাস্ত্রবিচারের ফলে অর্থের যে নিশ্চয়। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার—সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। ন্যায়সূত্রে উদ্দিষ্ট ষষ্ঠ পদার্থ।

সিদ্ধার্থক বাক্য — যে বাক্য লিঙ্ ইত্যাদি বিধিপ্রত্যয়ঘটিত নহে, পরন্তু বস্তুবিশেষ বা কোনও ঘটনার প্রতিপাদক। যেমন—'ঘটঃ অস্তি', 'বনে সিংহঃ প্রতিবসতি' ইত্যাদি বাক্য। এইভাবে কাব্য, নাটকাদিও সিদ্ধার্থক বাক্য।

সিদ্ধি— ১। সাধ্যবত্তা নিশ্চয় (সাধ্যনিশ্চয়)। [সিষাধয়িষয়া শূন্যা সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে। স পক্ষঃ] (ভাষা পঃ)। সিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যবত্তা নিশ্চয় দুই প্রকার- পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে ও পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে। পক্ষতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছেদে অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকা-বচ্ছেদে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক। সামানাধিকরণ্যে অনু-মিতির প্রতি পূর্বোক্ত দুই প্রকার সিদ্ধিই প্রতি-বন্ধক। ২। কেবল 'নিশ্চয়' অর্থেও 'সিদ্ধি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

সিষাধয়িষা (সাধয়িতুমিচ্ছা) - পক্ষে সাধ্য-সাধনের ইচ্ছা। অনুমিৎসা। এই ইচ্ছার আকার নানারূপ হইতে পারে। যেমন— পর্বতে বহ্নিম্ অনু-মিনুয়াম্। পর্বতে বহ্ন্যনুমিতিঃ জায়তাম্। পর্বতে প্রত্যক্ষাদিভিন্নং বহ্নিজ্ঞানং জায়তাম্। ধূমেন পর্বতে বহ্নিজ্ঞানং জায়তাম্, ধূমেন (অথবা আলোকেন, অথবা ভস্মনা) পর্বতে বহ্নিং সাধয়েয়ম্ ইত্যাদি।

সিংহব্যাঘ্রীয় লক্ষণদ্বয়—তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে অনু-মানখণ্ডে (ব্যাপ্তিবাদে) ব্যাপ্তির স্বরূপনিরূপণ প্রসঙ্গে দুইটি ব্যাপ্তিলক্ষণের উল্লেখ আছে। ১। সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্ ২। সাধ্য-বৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বং বা (ব্যাপ্তিঃ)। ব্যাপ্তির এই দুইটি লক্ষণ সিংহশিশুক ও ব্যাঘ্রশিশুক নামক নৈয়ায়িকদ্বয়ের অভিমত। কেহ কেহ বলেন— আনন্দসূরি ও অমরচন্দ্রসূরি নামক জৈন নৈয়া-য়িকদ্বয়ের অপর নাম যথাক্রমে ব্যাঘ্রশিশুক ও সিংহশিশুক।

সুখ—(সুখ + অচ্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১০] ১। উক্ত ন্যায়সূত্রে পূর্বসুখের স্মরণ পূর্বক সুখের সাধনকে গ্রহণ করিলে পুনরায় যে সুখ উৎপন্ন হয়; (তাহাকেই ধরিয়া অভিন্ন অনুসন্ধাতারূপে আত্মার অনুমান করা হইয়াছে)। ২। সকলেরই যাহা সর্বদা অনুকূল বলিয়া বোধ হয়; স্বতঃকাম্য যে গুণ; ভাব-পদার্থ হইয়া যাহা ইতরেচ্ছার অনধীন ইচ্ছার

বিষয়। দুঃখাভাবও স্বতঃকাম্য, বা ইতরেচ্ছানধীন ইচ্ছাবিষয় হইলেও তাহা গুণ, বা ভাবপদার্থ নহে, সুতরাং সুখ নহে। ৩। ধর্মমাত্র যাহার অসাধারণ কারণ – এরূপ গুণ। ন্যায়বৈশেষিকমতে আত্মার আগন্তুক বিশেষগুণ। বৈষয়িক, আভিমানিক, মানোরথিক, আভ্যাসিক—এই চতুর্বিধ (সুখ)। ৪। কোন কোন স্থলে দুঃখাভাবকেই সুখশব্দের দ্বারা উপচরিত রূপে বুঝান হয়। যথা, ভারাপগমে বা জ্বরাপগমে 'আমি সুখী হইয়াছি' এইরূপ বলা হয়। ৫। সাংখ্যমতে—বুদ্ধিসত্ত্বের (বুদ্ধির সত্ত্বগুণের) পরিণামবিশেষ। তথাপি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে সুখ ত্রিবিধ (গীতা)। ৬। অদ্বৈতবেদান্তমতে— ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ, সুতরাং নিত্যবস্তু। সাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত সেই সুখই জন্যসুখ। সুখ দ্বিবিধ–(ক) ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ, (খ) বিষয়ানন্দ (পঞ্চদশী, ১১।১১)। বিষয়ানন্দ প্রভৃতি জন্যসুখ বুদ্ধির ধর্ম হইয়াও আত্মাতে আরোপিত হয়।

সুখবিপাক (কর্ম)—[ন্যাঃ সূঃ ভাঃ ১।১।২০] সুখ যাহার বিপাক অর্থাৎ ফল—এরূপ কর্ম।

সুষুপ্ত—(সু–স্বপ + ক্ত) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৬৩] সুষুপ্তি নামক অবস্থাবিশিষ্ট; জীবনকালীন জ্ঞানাভাবের অবস্থাই সুষুপ্তি। পুরীতৎ নাড়ীর সহিত মনের সংযোগহেতু সকল জ্ঞানের অভাববিশিষ্ট অবস্থা; ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ জ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ বলিয়া পুরীতৎ নাড়ীতে ত্বগিন্দ্রিয়ের অভাববশতঃ সুষুপ্তিকালে মন পুরীতৎ নাড়ীতে প্রবেশ করিলে ত্বকের সহিত মনঃসংযোগের অভাবহেতু সকল জ্ঞানের অভাব ঘটে (ন্যায়)। পাতঞ্জলে—তমোবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির অবস্থা। সুষুপ্তিতেও অন্তঃকরণবৃত্তি অন্য সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান বা তমঃকে বিষয় করে। অদ্বৈতবেদান্তে—অবিদ্যা বা অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির অবস্থা। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের কারণে (অবিদ্যাতে) লয় হওয়াতে অন্তঃকরণবৃত্তি থাকিতে পারেনা; কিন্তু সেই অবিদ্যা (কারণাবস্থ অন্তঃকরণ) অজ্ঞানবিষয়ক বৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে—অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি থাকে—যাহার ফলে সুপ্তোত্থিতের এইরূপ স্মৃতি হয় যে—'গভীরভাবে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।' অর্থাৎ এইরূপ স্মৃতির হেতু সংস্কারের উৎপত্তির জন্যই ঐরূপ অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকৃত হয়।

সুষুপ্তি—মনের পুরীতৎ নাড়ীতে প্রবেশহেতু সকল জ্ঞানের অভাবের অবস্থা। জ্ঞানশূন্য জীবনাবস্থা। (ন্যায়)। সুষুপ্তি দ্বিবিধ (সাংখ্য)—(ক) সমগ্রলয়—সকল বৃত্তির অভাববিশিষ্ট অবস্থা। (খ) অর্ধলয় - সুখ-দুঃখ-মোহাকারবৃত্তির অবস্থা। (বেদান্ত)—অজ্ঞানবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির অবস্থা। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের কারণে লয়হেতু অন্তঃকরণবৃত্তি না থাকিলেও অজ্ঞান ও সুখবিষয়ক সূক্ষ্ম অবিদ্যার বৃত্তি থাকে।

সূচীকটাহন্যায়—সূচী ও কটাহকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত ন্যায়। যে স্থলে সূচী (ছুঁচ) ও কটাহ (কড়াই)—এই দুইটি বস্তু নির্মাণ করিতে হইবে, সেইস্থলে সূচী অল্পায়াসসাধ্য বলিয়া প্রথমে তাহারই নির্মাণ করা হয় এবং তাহার পর তদপেক্ষা অধিকপ্রয়াসসাধ্য কটাহের নির্মাণ করা হয়। এইভাবে, যাহা সহজবোধ্য, প্রথমে তাহার নিরূপণ করিয়া তাহার পর দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করা হয়। ইহাই সূচীকটাহন্যায়। (অনুঃ চিঃ গাঃ পৃঃ ১৮)।

স্নেহ—স্নিগ্ধব্যবহারের অসাধারণ কারণ গুণবিশেষ। (তাঃ রঃ টীঃ ১৪৭ পৃঃ)। [চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুর্গুণঃ স্নেহঃ। (তঃ সঃ)। স্নেহত্বসামান্যবান্ দ্রবত্বত্বশূন্যঃ সংগ্রহাসাধারণকারণং স্নেহঃ (সঃ পঃ পৃঃ ৬১)] যে গুণের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন চূর্ণগুলি সংযুক্ত হইয়া পিণ্ডীভূত হয় (একটি অখণ্ডবস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়) তাহাই স্নেহ। ইহা একমাত্র জলের গুণ। কার্য অনুসারে এই স্নেহগুণকে দুইপ্রকার বলা হয়—প্রকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। তৈল, ঘৃতাদি পার্থিব বস্তুর জলীয় অংশে যে স্নেহ আছে তাহা প্রকৃষ্ট স্নেহ। সাধারণ জলে যে স্নেহ আছে তাহা অপকৃষ্ট স্নেহ। প্রকৃষ্ট স্নেহ দাহের (জ্বলনের) অনুকূল। অপকৃষ্টস্নেহ দাহের প্রতিকূল। এই

জন্যই ঘৃতাদির দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত হয় এবং জলের দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয়। প্রকারান্তরে স্নেহ দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও ঔপাধিক। জলে যে স্নেহ আছে তাহা স্বাভাবিক, এবং তৈলাদিতে যে স্নেহ আছে তাহা ঔপাধিক। (সঃ পঃ পৃঃ ৩৫)।

স্পর্শ—একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাহাই স্পর্শ। স্পর্শ তিন প্রকার—শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত। জলের স্পর্শ–শীত (শীতল), তেজের স্পর্শ—উষ্ণ এবং পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ—অনুষ্ণাশীত। [স্পর্শত্বজাতিযোগী স্পর্শনমাত্রগ্রাহ্যো গুণঃ স্পর্শঃ। - সঃ পঃ পৃঃ ৫৬]।

স্মৃতি—(স্মৃ+ক্তিন্) [ন্যাঃ সূঃ ৩।১।১৩, ১৫] ১। আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ হইতে এবং সংস্কার হইতে স্মৃতিনামক বুদ্ধি বা জ্ঞান (আত্মাতে) উৎপন্ন হয় (বৈঃ সূঃ ৯।২।৬)। উপেক্ষানাত্মক জ্ঞান বা অনুভব হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়; উদ্বুদ্ধ সংস্কার স্মৃতি জন্মায়। সদৃশদর্শন প্রভৃতি সংস্কারের উদ্বোধক। ন্যায়-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে (৪৪ সূঃ) প্রণিধান প্রভৃতি বহু প্রকার স্মৃতির কারণ বা সংস্কারের উদ্বোধক বর্ণিত হইয়াছে।…অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্যে স্মরণ করিতে পারে না (বাং : ভাঃ)। ২। সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞান স্মৃতি। একমাত্র সংস্কাররূপ অসাধারণ কারণ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়—তাহাই স্মৃতি। ইহাকেই স্মরণ বা অনুসন্ধান বলা হয়। যে জ্ঞান উপেক্ষাত্মক নহে তাদৃশ জ্ঞান হইতে আত্মাতে ভাবনাখ্যসংস্কার উৎপন্ন হয়, এবং পরে কদাচিৎ কোন উদ্বোধকবশতঃ ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে পূর্বে অনুভূত বস্তুর স্মৃতি হয়। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' (এই সেই দেবদত্ত) ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা 'অয়ম্' অংশে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত হইলেও 'সঃ' অংশে সংস্কারজনিত হইয়াছে। অতএব 'সংস্কারজন্য জ্ঞান'কে স্মৃতি বলিলে প্রত্যভিজ্ঞাতে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই দোষ বারণের জন্য সংস্কারমাত্রজন্যজ্ঞানকে স্মৃতি বলা হইয়াছে। যাহা 'সংস্কারমাত্রজন্য' তাহাই স্মৃতি—এইরূপ বলিলে সংস্কার ধ্বংসে অতিব্যাপ্তি হইবে, এইজন্য 'জ্ঞান'পদের নিবেশ। সংস্কারের ধ্বংস সংস্কারজন্য হইলেও জ্ঞান নহে। লক্ষণে 'মাত্র' পদ নিবেশ করায় লক্ষণের অর্থ এইরূপ হইবে যে, যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-জন্য নহে অথচ সংস্কারজন্য, এইরূপ জ্ঞানই স্মৃতি। এইরূপ অর্থ না করিলে কোন স্মৃতিতেই লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় 'অসম্ভব' দোষ হইবে; কেননা স্মৃতির প্রতি যেমন সংস্কার কারণ, সেইরূপ আত্মা, আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতিও কারণ, অতএব স্মৃতিকে 'সংস্কারমাত্রজন্য' বলা যায় না। (তর্কসংগ্রহ দীপিকার নীলকণ্ঠ টীকা পৃঃ ৩৩)। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে 'মাত্র' পদ নিবেশের প্রয়োজন নাই। 'সংস্কারজন্য জ্ঞান'কেই স্মৃতি বলা যাইতে পারে। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাতে যে 'সঃ' এই তত্তা অংশের ভান হয় তাহা স্মৃতিরূপ জ্ঞান-লক্ষণা প্রত্যাসত্তির দ্বারা উপনীত। অতএব প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতিজন্য হইলেও সংস্কারজন্য না হওয়ায় তাহাতে অতিব্যাপ্তির অবকাশই নাই। স্বপ্নদর্শনও স্মৃত্যাত্মক। স্বপ্নকালে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই, পূর্ব সংস্কার-বশতঃ তাহা জ্ঞানের বিষয় হয়। স্মৃতি অনুভব নহে বলিয়া প্রমা না হইলেও যথার্থ ও অযথার্থ—এই দুই প্রকার হয়।

স্বক্রিয়াব্যাঘাত—স্ব='ইহা যদি বহ্নিশূন্য হইত তাহা হইলে ধূমশূন্য হইত' ইত্যাদি তর্কের উপ-স্থাপনকারী পুরুষ। তাহার ক্রিয়া=('ক্রিয়তেপ্রব-র্ত্যতে অনেন' এই ব্যুৎপত্তিঅনুসারে) প্রবৃত্তির কারণীভূত অন্বয়ব্যতিরেকজ্ঞান। তাহার ব্যাঘাত=(অনুৎপত্তি উৎপন্ন না হওয়া)। অথবা, স্বক্রিয়া=নিজের প্রবৃত্তি। ব্যাঘাত=বিরোধ (অথবা অনুপ-পত্তি),(স্বীয় প্রবৃত্তির সহিত বিরোধ)। এমন আশঙ্কা কখনো হইতে পারে না, যে বিষয়ে আশঙ্কা করিলে স্বক্রিয়াব্যাঘাত হয় অর্থাৎ নিজের নিয়ত প্রবৃত্তি বা অন্বয়ব্যতিরেক জ্ঞানের সহিত বিরোধ হয়। যেমন—কেহ এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারে

না যে—'বহ্নিভিন্ন বস্তু হইতে ধূম উৎপন্ন হউক' অথবা 'ক্বচিৎ বহ্নি বিনাই ধূম উৎপন্ন হউক', অথবা 'বহ্নি অহেতুকই উৎপন্ন হউক'। কেননা এইরূপ আশঙ্কা করিলে স্বক্রিয়াব্যাঘাত হইবে, যে ব্যক্তি ঐরূপ আশঙ্কা করিতেছে সে সর্বদাই ধূমের প্রয়োজন হইলে বহ্নি আনয়নে প্রবৃত্ত হয়, ঐ প্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে ধূমের সহিত বহ্নির অন্বয়ব্যতিরেক জ্ঞান। অতএব এই যে ধূমে বহ্নির নিয়ত অন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বজ্ঞান বা নিয়ত বহ্নিবিষয়ক প্রবৃত্তি, তাহাই ঐরূপ আশঙ্কার প্রতিরোধক। "তদেব হ্যাশঙ্ক্যতে যস্মিন্নাশঙ্ক্যমানে স্বক্রিয়াব্যাঘাতো ন ভবতি। ন হি সম্ভবতি স্বয়ং বহ্ন্যাদিকং ধূমাদিকার্যার্থং নিয়মত উপাদত্তে, তৎকারণং তন্নেত্যাশঙ্কতে চেতি।" (অনুঃ চিঃ। ৭১৯) পৃঃ।

স্বতন্ত্রান্বয়ব্যতিরেকশালী—প্রকৃত কার্যের সহিত যাহার অন্বয়-ব্যতিরেক স্বভিন্নকারণের অন্বয়-ব্যতিরেকপ্রযুক্ত নহে। যেমন—ঘটকার্যের সহিত দণ্ডের অন্বয়ব্যতিরেক (দণ্ড সত্ত্বে ঘটের সত্তা এবং দণ্ডের অসত্ত্বে ঘটের অসত্তা) অন্য কোনও বস্তুর অন্বয়ব্যতিরেকপ্রযুক্ত নহে, অতএব ঘটকার্যের প্রতি দণ্ড স্বতন্ত্রান্বয়ব্যতিরেকশালী। কিন্তু ঘট-কার্যের সহিত দণ্ডরূপের অন্বয়ব্যতিরেক থাকিলেও দণ্ডরূপকে স্বতন্ত্রান্বয়ব্যতিরেকশালী বলা যায় না, যেহেতু তাহার অন্বয়ব্যতিরেক দণ্ডের অন্বয়ব্যতি-রেকপ্রযুক্ত হইয়াছে (দণ্ড আছে—বলিয়াই দণ্ডরূপ আছে)। যাহাদের স্বতন্ত্র অন্বয়ব্যতিরেক নাই তাহারা অন্যথাসিদ্ধের অন্তর্গত হওয়ায় সেই কার্যের কারণ হয় না।

স্বতঃ পুরুষার্থ—যাহার পুরুষার্থতা অন্যের উপর নির্ভর করে না। 'অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়তাবচ্ছে-দকধর্মবত্ত্বং স্বতঃ পুরুষার্থত্বম্।' (বিধিবাদ মাথুরী, পৃঃ ৯৩)। যে বিষয়ের ইচ্ছা অন্যবিষয়ক ইচ্ছার অধীন নহে তাহা স্বতঃ পুরুষার্থ। যেমন সুখ। 'আমার সুখ হউক' এইরূপ ইচ্ছা প্রাণিমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ, ইহা অন্য ইচ্ছাকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু পুত্র, ধন প্রভৃতি বিষয়ে যে ইচ্ছা হয় তাহার মূলে আছে সুখের ইচ্ছা। অতএব সুখেচ্ছার অধীন যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার বিষয় হওয়ায় পুত্রাদি 'স্বতঃ পুরুষার্থ' নহে।

স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ—জ্ঞানের প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) স্বতঃই উৎপন্ন হয় ও গৃহীত (জ্ঞাত) হয়—এই মীমাংসকমত। জ্ঞান প্রমা ও অপ্রমা ভেদে দ্বিবিধ, অতএব জ্ঞানে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব এই দুইটি ধর্ম আছে। যে কারণসমূহ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই কারণ হইতেই তাহাতে প্রমাত্ব (ও অপ্রমাত্ব) উৎপন্ন হয় কি না এবং যৎকালে জ্ঞানের জ্ঞান হয় ('ঘটমহং জানামি' ইত্যাদি) তৎকালে একই কারণে জ্ঞানগত প্রমাত্বেরও (বা অপ্রমাত্বের) জ্ঞান হয় কি না,—এ বিষয়ে মীমাংসকগণের মত এই যে, যে কারণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই কারণ হইতেই জ্ঞানে প্রমাত্ব উৎপন্ন হয়, এবং যে কারণে জ্ঞানের জ্ঞান হয় সেই কারণ হইতেই (অর্থাৎ জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী হইতে) জ্ঞানগত প্রমাত্বেরও জ্ঞান হয়। এই উভয় স্থলে অন্য কোন সামগ্রীর অপেক্ষা নাই। অতএব [প্রামাণ্যং (প্রমাত্বং) স্বত এব উৎপদ্যতে জ্ঞায়তে চ] জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতই উৎপন্ন হয় এবং স্বতই জ্ঞাত হয় ('স্বতঃ' এই পদের অর্থ যথাক্রমে— 'জ্ঞানসামান্যের উৎপাদক সামগ্রী হইতে' এবং 'জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী হইতে')। ভট্ট, প্রভাকর ও মুরারিমিশ্র এই তিন মীমাংসক সম্প্রদায়ই প্রামাণ্যের স্বতোগ্রাহ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাহার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। যেমন— (ক) ভট্টসম্প্রদায়ের মতে জ্ঞানমাত্রই অতী-ন্দ্রিয়, অতএব জ্ঞানের জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক (বা অর্থাপত্ত্যাত্মক)। (নৈয়ায়িকের ন্যায় প্রত্যক্ষাত্মক নহে)। ইহাকে বলা হয় জ্ঞাততা-লিঙ্গক অনুমিতি (ইয়ং জ্ঞাততা ঘটবিশেষ্যকঘটত্ব-প্রকারকজ্ঞানজন্যা .ঘটবৃত্তিঘটত্বপ্রকারকজ্ঞাত-তাত্বাৎ)। এই অনুমিতিদ্বারা জ্ঞানের জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রমাত্বের জ্ঞান হয়। (খ) প্রভাকর-মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান যেমন প্রমাতা (আত্মা) ও প্রমেয়কে (ঘটাদি বস্তুকে) বিষয়

করে, সেইরূপ, নিজকেও (প্রমিতিকেও) বিষয় করে (ঘটত্ববিশিষ্টঘটবিষয়কজ্ঞানবান্ অহম্— এই ভাবে)। অতএব জ্ঞান যেমন নিজকে বিষয় (প্রকাশ) করে, তেমনি স্বগত প্রমাত্বকেও বিষয় করে। (গ) মুরারিমিশ্রমতে (নৈয়ায়িকের ন্যায়) অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হয় (জ্ঞানের জ্ঞান হয়) এবং তাহার দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাণ্যও (জ্ঞানগত প্রমাত্ব) গৃহীত হয়।

স্বতোব্যাবৃত্ত—যাহার অন্য কোন ব্যাবর্তক নাই। যেমন 'বিশেষ'কে নিত্যদ্রব্যের ব্যাবর্তক (পরস্পর ভেদক) বলা হয়, কিন্তু অনন্ত বিশেষের পরস্পর ব্যাবর্তক অর্থাৎ ভেদক কে? এই প্রশ্নের উত্তর এই,—বিশেষের ব্যাবর্তক বিশেষান্তর স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হয়। এইজন্য বিশেষ 'স্বতোব্যাবৃত্ত'। [স্বতোব্যাবৃত্তত্বং চ স্বভিন্নলিঙ্গক-স্ববিশেষ্যক-স্বসজাতীয়েতরভেদানুমিত্যবিষয়ত্বম্। সাজাত্যং চ পদার্থবিভাজকোপাধিরূপেণ। ......। —ভাঃ পঃ দিঃ পৃঃ ৬২]।

স্বত্বঘটিত — কোনও পদার্থের নির্বচনে যদি 'স্বত্বে'র নিবেশ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বত্বঘটিত বলা হয়। 'স্বত্ব' এমন একটি ধর্ম, যাহা 'স্ব'তে অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষে থাকে। প্রত্যেক বস্তুর স্বত্ব (নিজত্ব) ভিন্ন ভিন্ন। অতএব কোনও লক্ষণ বা পদার্থের স্বরূপ নির্বচন যদি স্বত্বঘটিত হয় তবে তাহা অনুগত (সর্বসাধারণ) হইবে না, যেহেতু স্বত্ব একটি প্রত্যেক বিশ্রান্ত ধর্ম। যেমন—স্বব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ। এইভাবে ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্বচন করিলে তাহা স্বত্বঘটিত হওয়ায় তাহাকে অনুগতরূপে সমস্ত হেতুর ব্যাপ্তি বলা যায় না। 'স্ব' পদে যাহাকে ধরা হইবে কেবল সেই হেতুগতব্যাপ্তিকেই পাওয়া যাইবে। স্বত্বের নিবেশ দুই প্রকার হইতে পারে,—প্রতিযোগীতে এবং অনুযোগীতে। অনুযোগীতে স্বত্বের নিবেশ হইলে অননুগম দোষ হইবে অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থটি সর্বসাধারণ না হইয়া ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। [অনুঃ চিঃ গাঃ পক্ষতা পৃঃ ১১৪৭) কিন্তু, প্রতিযোগীতে স্বত্বের নিবেশ হইলে ঐ দোষ হইবে না, অর্থাৎ ঐ বিবক্ষিত অর্থটি অনুগত হইবে। উদাহরণ—(ক) 'স্বব্যাপক সাধ্যসামানাধিকরণ্য'কে ব্যাপ্তি বলিলে ঐ সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি হেতুতে থাকায় তাহাই ব্যাপ্তিপদার্থের অনুযোগী এবং তাহাই 'স্ব'পদে গ্রাহ্য, এইজন্য ইহা অনুযোগিনিষ্ঠ স্বত্ব। অতএব এইভাবে অনুযোগিনিষ্ঠ স্বত্বের নিবেশ থাকায় ঐ লক্ষণ অনুগত না হইয়া (অর্থাৎ নিখিল হেতুনিষ্ঠ না হওয়ায়) অননুগত হইল। (খ) স্বব্যাপক সাধ্যসমানাধিকরণভিন্নত্বম্ অব্যাপ্যত্বম্, — এই অব্যাপ্যত্বের লক্ষণে ভিন্নত্বের অন্তর্গত যে ভেদ তাহার প্রতিযোগী যে (স্বব্যাপক সাধ্যসমানাধিকরণ) তাহাতে স্বত্বের প্রবেশ হওয়ায় ইহা প্রতিযোগিনিষ্ঠ স্বত্ব;—এইরূপ স্বত্বের নিবেশের দ্বারা অননুগম দোষ হইবে না। ঐ লক্ষণের অর্থ হইবে — স্বব্যাপকসাধ্যসমানাধিকরণং যৎ যৎ তদ্‌ভেদকূটবত্ত্বম্। যাহা যাহা স্বব্যাপক সাধ্যের সমানাধিকরণ হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা যাহা ব্যাপ্য হইয়াছে) তাহাদের সকলের ভেদ যাহাতে আছে তাহাই 'অব্যাপ্য'।

স্বপ্ন (স্বপ্+নন্) [ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৬৩] নিদ্রানামক-দোষহেতু অযথার্থ স্মৃতির অবস্থা; মনের মেধ্যা (বা হিতা) নামক নাড়ীর সহিত সংযোগ হইলে নিদ্রাদোষ (তন্দ্রা) উপস্থিত হয়। তাহার ফলে নানাপ্রকার স্মৃতিবিপর্যয় বা স্মৃতিভ্রম জন্মে। তাহাই স্বপ্ন (ন্যায়)। অদ্বৈতবেদান্ত — নিদ্রাদোষজনিত ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা অজনিত জ্ঞানের অবস্থা। স্বপ্নের দৃষ্ট বিষয়সকল জীব তৎকালে সংস্কার, দোষ ও অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্টি করিয়া দর্শন করে; সুতরাং প্রত্যক্ষভ্রম।

স্বপ্নান্তিক—[বৈঃ সূঃ ৯।২।৮] স্বপ্নের মধ্যেই অনুভূত পদার্থের (দ্রব্যের) যে স্মৃতি, অথবা স্বপ্নের মধ্যেই আমি 'শয়ান আছি'—ইত্যাদি যথার্থ জ্ঞানকে স্বপ্নান্তিক কহে।

স্বপ্রাধান্যপ্রতীতি—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ৩৪] স্বপ্রধানভাবে অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে প্রতীতি; ইহা দ্রব্যত্ব-প্রতীতি, কেননা, গুণ, কর্ম প্রভৃতি অপর সকল

পদার্থই অন্যাশ্রিত বা অস্বতন্ত্ররূপে প্রতীতির বিষয় হয়। এই স্বতন্ত্ররূপে প্রতীতি জল, বহ্নি প্রভৃতি বিজাতীয় পদার্থেও আছে বলিয়া তাহারা এক দ্রব্যত্বজাতিবিশিষ্ট হইয়াছে।

স্বভাব-বর্ণনা—[কুঃ ১।৫] স্বভাবরূপ অর্থ করা। ('অকস্মাৎ ভবতি'—চার্বাকগণের এই উক্তির অর্থ 'স্বভাব' হইতে পারে না; স্বভাব হইতেই কার্যের উৎপত্তি—অর্থাৎ কার্য হইতেই কার্যের উৎপত্তি—এইরূপ অর্থের বর্ণনা হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে কার্যের কাদাচিৎকত্ব উপপন্ন হয় না)।

স্বরসনির্বাণ—(**ক্ষণ**) [ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ৮] বৌদ্ধমতে ক্ষণ অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞান (বা যে কোন ক্ষণিক-ভাবপদার্থ) স্বভাবতঃই একক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই নির্বাণ (বিনাশ) প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ক্ষণসমূহ স্বরসনির্বাণ, অর্থাৎ স্বভাবতঃই বিনাশ-শীল।

স্বরসবাহিবিজ্ঞানপ্রবাহ—[আঃ বিঃ ২; পৃঃ ১৯২ চৌঃ] পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞান হইতে পর পর উৎপন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারা।

স্বরসবাহী (ভ্রম)—[আঃ বিঃ ৪; পৃঃ ২৫৩ চৌঃ] স্বকারণ হইতে উৎপন্ন (ভ্রম); যে ভ্রম ভ্রমের প্রসিদ্ধ কারণ দোষ, অজ্ঞান প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন তাহাই স্বরসবাহী ভ্রম। (আহার্যভ্রম ইহা হইতে বিলক্ষণ)।

স্বরূপতো ভান—স্বরূপতঃ=স্বরূপে অর্থাৎ অন্য কোন ধর্মের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া। ভান= জ্ঞান। সাধারণতঃ সবিকল্পকজ্ঞানে সমস্ত পদার্থই কিঞ্চিদ্ধর্মপ্রকারে অর্থাৎ কোনও ধর্মের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই ভাসে। যেমন 'ভূতলং ঘটবৎ', 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' ইত্যাদি জ্ঞানে ভূতল, ঘট, পর্বত, বহ্নি ইত্যাদিবস্তু যথাক্রমে ভূতলত্ব, ঘটত্ব, পর্বতত্ব, বহ্নিত্ব ইত্যাদি ধর্মবিশেষিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয়, কিন্তু জাতি ও অখণ্ডোপাধি স্বরূপতঃই (কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া) জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন—পূর্বোক্ত দুই স্থলে ভূতলত্ব, ঘটত্ব, পর্বতত্ব, বহ্নিত্ব, জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে— তাহা স্বরূপতঃ, (অর্থাৎ ভূতলত্বত্ব, ঘটত্বত্বাদি-ধর্মবিশিষ্টরূপে ভূতলত্ব ঘটত্বাদির জ্ঞান হয় নাই। ন্যায়ের ভাষায় এইরূপ বলা হয়—'ভূতলং ঘটবৎ' এই জ্ঞানীয় ভূতলনিষ্ঠবিষয়তা (বিশে-ষ্যতা) ভূতলত্বাবচ্ছিন্ন এবং ঘটনিষ্ঠবিষয়তা (প্রকা-রতা) ঘটত্বাবচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভূতলত্ব-নিষ্ঠবিষয়তা (বিশেষ্যতাবচ্ছেদকতা) ভূতলত্ব-ত্বাদি কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে এবং ঘটত্ব-নিষ্ঠবিষয়তা (প্রকারতাবচ্ছেদকতা) ঘটত্বত্বাদি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, (পরন্তু কিঞ্চিদ্ধর্মান-বচ্ছিন্ন)। এইস্থলে বিশেষ এই যে, উল্লিখ্যমান জাতি ও অখণ্ডোপাধি কিঞ্চিদ্ ধর্মপ্রকারে জ্ঞানের বিষয় হয় যেমন—'অয়ং ঘটত্ববান্' (ইহা ঘটত্ব-বিশিষ্ট) এই জ্ঞানের বিষয় 'ঘটত্ব' জাতি হইলেও এইস্থলে তাহা উল্লিখ্যমান হওয়ায় ঘটত্বত্বরূপে তাহার জ্ঞান হইবে। 'অয়ং ঘটঃ' এই জ্ঞানের বিষয় যে ঘটত্ব তাহা অনুল্লিখ্যমান হওয়ায় তাহার স্বরূপতঃ ভান হইবে। [অনুল্লিখ্যমানজাতেঃ (অখণ্ডোপাধেশ্চ) স্বরূপতো ভানম্]। বিশিষ্ট-বুদ্ধির বিষয়ীভূত সম্বন্ধেরও স্বরূপতঃ ভান হয়। যেমন 'অয়ং দণ্ডী' এইস্থলে দণ্ড ও পুরুষের সং-যোগসম্বন্ধ স্বরূপতঃ জ্ঞানের বিষয় হয়।

স্বরূপযোগ্য—কার্য উৎপাদনের যোগ্যতাশালী বস্তু। (কারণতাবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বং স্বরূপযোগ্যত্বম্।) যে ধর্মরূপে কোনও বস্তুতে কার্যের কারণতা স্বীকৃত হয় সেই ধর্মযুক্ত বস্তুমাত্রই সেই কার্যের স্বরূপযোগ্য। যেমন, ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডত্বরূপে দণ্ডের কারণতা এবং কপালত্বাদি ধর্মরূপে কপা-লাদির কারণতা স্বীকার করা হয়, অতএব দণ্ডত্ব-বিশিষ্ট নিখিল দণ্ড এবং কপালত্ববিশিষ্ট নিখিল কপালই স্বরূপযোগ্য কারণ। যে কারণ ফল (কার্য) জন্মাইয়াছে তাহাকে ফলোপধায়ক বলা হয়, কিন্তু ফলের উৎপাদক না হইলেও যাহাতে ফলোৎপাদনের যোগ্যতা আছে তাহাকে স্বরূপ-যোগ্য বলা হয়। এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে —"নিত্যস্য স্বরূপযোগ্যত্বে ফলাবশ্যম্ভাবনিয়মঃ" —অর্থাৎ নিত্যবস্তুতে স্বরূপযোগ্যতা থাকিলে

তাহা কোনোদিন অবশ্যই ফল উৎপাদন করিবে। অতএব যে নিত্যবস্তুতে ফল উৎপাদনের সম্ভাবনাই নাই– তাহার স্বরূপযোগ্যতা স্বীকার করা হয় না। যেমন– সুখদুঃখাদির সমবায়িকারণ —আত্মা, কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম—আত্মত্ব। এই আত্মত্ব ধর্ম জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরেও আছে, অতএব তাহাতেও স্বরূপযোগ্যতা স্বীকার করিতে হয়, অথচ ঈশ্বরের অদৃষ্টাদি না থাকায় তাহাতে কখনও সুখাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব সুখাদির প্রতি তাহার স্বরূপযোগ্যতা স্বীকার করা যায় না। এই কারণেই অনেকে বলেন যে -আত্মত্ব জাতি জীবেই আছে, ঈশ্বরে নাই। "স্বরূপযোগ্য হইলে কদাচিৎ তাহা হইতে ফলের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী" এই নিয়ম অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে বলা যায় না, কেননা 'অন্যান্য সহকারীর সমবধান হওয়ার পূর্বেই তাহার বিনাশ হইতে পারে।

স্বরূপসত্তাসম্বুদ্ধিসংবেদ্যত্ব—[ন্যাঃ কঃ, পৃঃ ৩১] (সামান্যরূপ সত্তা নহে) স্বরূপসত্তা অর্থাৎ ভাবত্বরূপসত্তার যে সম্বুদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান, তাহার সংবেদ্যত্ব—তাহার বিষয় হওয়া; সামান্যাদিতে সামান্যসত্তা না থাকিলেও, ইহা সামান্যাদিতেও থাকাতে সামান্যাদিতে 'সৎ' বুদ্ধি হইয়া থাকে। (বৈশেষিক মতে অভাবে তাদৃশ ভাবত্ববুদ্ধি না থাকাতে অভাবে 'সৎ' বুদ্ধি হয় না)।

স্বর্গ—দুঃখসংস্পর্শবর্জিত অবিচ্ছিন্ন সুখবিশেষ। অথবা—তাদৃশসুখভোগযোগ্য দেশবিশেষ। [যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥ অর্থাৎ যাহা দুঃখমিশ্রিত নহে, যাহার বিনাশ হয় না এবং ইচ্ছা হওয়া মাত্রই যাহা লাভ করা যায়, সেইরূপ সুখকে 'স্বর্গ' বলা হয়। যে লোক বিশেষে (অর্থাৎ দেশবিশেষে) ঐরূপ সুখভোগ করা যায় তাহাকে স্বর্গলোক বলা হয়। পুরাণাদিমতে ঐ লোক দেবগণের আবাসস্থান। – শঃ প্রঃ পৃঃ ১১০]।

স্বলক্ষণ—[আঃ বিঃ ১; পৃঃ ১১৬ চৌঃ] 'স্ব' —অর্থাৎ স্বস্বরূপ অর্থাৎ নিজের অসাধারণরূপ যাহার লক্ষণ বা তত্ত্ব (গোত্ব প্রভৃতি সামান্য-লক্ষণ নহে)—এইরূপ বস্তু বা পদার্থ। বৌদ্ধমতে ইহাই প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তুর স্বরূপ। ইহা কেবলমাত্র নামজাত্যাদি কল্পনাবর্জিত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। …যে বস্তুটি নিকটে থাকাহেতু স্পষ্ট দেখা যায়, এবং দূরে থাকা হেতু অস্পষ্ট দেখা যায়, সেই বস্তুটিই স্বলক্ষণ (ন্যায়বিন্দু)। ইহা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, বা শাব্দজ্ঞানের বিষয় হয় না।

স্ববিষয়সর্বগত—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৭১] (বিঃ বিঃ প্রেস্) প্রত্যেক সামান্য এক ও নিত্য; কিন্তু, অনেকসমবেত, অর্থাৎ অনেক আশ্রয়ে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। এক্ষণে ইহা বুঝিতে হইবে যে গোত্বাদি জাতি এক, নিত্য ও সকল গরুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকিলেও আকাশের পরিমাণের মত সর্বগত বা সর্বব্যাপী নহে, কিন্তু সকল স্ববিষয়ে সর্বব্যাপী। সুতরাং, গোত্বও স্ববিষয়ে গরুতে সর্বব্যাপী; কিন্তু অন্তরালে অর্থাৎ মাঝখানের ফাঁকে (যেখানে কোন গো নাই) সেখানে আশ্রয়ের অভাবহেতু গোত্বের ব্যবহার হয় না।

স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ব — [প্রঃ ভাঃ ১।১] নিজেদের (বৈশেষিকশাস্ত্রের) সময় অর্থাৎ সংকেত বা পরিভাষাদ্বারা 'অর্থ'শব্দের অভিধেয়ত্ব বা বাচ্যত্ব দ্রব্য, গুণ, কর্ম – এই তিনটিতে আছে; অর্থাৎ বৈশেষিকশাস্ত্রে নিজেদের সংকেত অনুসারে 'অর্থ' বলিলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম—এই তিনটিকে বুঝিতে হইবে, অপর কিছুকে নহে। সামান্যাদি 'অর্থ' শব্দের অভিধেয় হয় না।

স্বসংবিদিতরূপত্ব—[আঃ বিঃ ২; পৃঃ ১৯২ চৌঃ] নিজের দ্বারাই বিদিত বা প্রকাশিত স্বরূপ যাহার তাহা স্বসংবিদিতরূপ, তাহার তাদৃশ ধর্ম—স্বসংবিদিতরূপত্ব। (বৌদ্ধমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্রই স্বসংবিদিতরূপ। ক্ষণিক বিজ্ঞানেরই পরিণাম সুখ, দুঃখাদিও স্বসংবিদিতরূপ)।

স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ] নিজেতে সমবেত (সমবায়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ) কার্যের জনকত্ব;

সমবায়িকারণত্ব। (ইহা নবদ্রব্যের সাধারণ ধর্ম বা সাধর্ম্য)।

স্বাত্মবৃত্তি—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৭৬] (বিঃ বিঃ প্রেস্) সমবায়সম্বন্ধ নিত্য ও এক বলিয়া স্বীকৃত। ইহার আর কোনও বৃত্তি বা সম্বন্ধ নাই। নিজেই শুদ্ধ সম্বন্ধাত্মক বলিয়া ইহার আর কোনও সম্বন্ধ নাই এবং প্রয়োজন হয় না। সমবায়ের অন্য কোনও বৃত্তি (সম্বন্ধ) নাই বলিয়া উহা স্বাত্মবৃত্তি, —অর্থাৎ নিজে নিজেই সম্বদ্ধ, বা স্বরূপসম্বন্ধেই সম্বদ্ধ। অতএব সমবায় অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষপদার্থে থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। (বৈশেষিকমতে)।

স্বাত্মসত্ত্ব—[বৈঃ প্রঃ ভাঃ] নিজের দ্বারাই সত্ত্ব; সত্তাজাতির অভাব। এইটি সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্য।

স্বাত্মৈকগুণগ্রহণযোগ্যতা নিয়ম (মনের)—[ন্যাঃ লীঃ পৃঃ ২৮৫] যেমন চক্ষুর রূপগ্রহণ-যোগ্যতা, শ্রোত্রের শব্দগ্রহণযোগ্যতাআছে, সেই-রূপ মনের যে স্বাত্মা, অর্থাৎ স্বসম্বন্ধী আত্মা কেবলমাত্র তাহারই গুণের—তাহারই জ্ঞান, সুখ, দুঃখাদির গ্রহণের যোগ্যতা মনের আছে, অপরের আত্মার গুণ জ্ঞানসুখাদির গ্রহণ কোনও মনের দ্বারা হয় না—এই নিয়ম। আত্মার গুণ জ্ঞানসুখাদির সাক্ষাৎকারে মনই করণ হয়। কিন্তু, যে আত্মা অদৃষ্টবিশেষবশতঃ যে মনের সহিত সংযোগবিশেষ প্রাপ্ত হয় সেই মনের দ্বারা সেই আত্মারই সুখদুঃখাদির গ্রহণ বা সাক্ষাৎ-কার হইতে পারে, অপর আত্মার সুখদুঃখাদির গ্রহণ হয় না- এই যে নিয়ম।

স্বার্থানুমান—[আঃ বিঃ ৪; পৃঃ ৩৭৮ চৌঃ] অনুমিতি (বা অনুমান) দ্বিবিধ—স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতি। লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তিস্মরণ, পরামর্শের দ্বারা যেস্থলে স্বয়ং অর্থকে অনুমিতি করা হয় তাহাই স্বার্থানুমিতি। প্রাচীন ন্যায়মতে এস্থলে পরামর্শই অনুমান (প্রমাণ)। সেই অনুমিত অর্থ বা অন্যভাবে নিশ্চিত অর্থকে পরকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যখন—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন- এই পঞ্চ অবয়ব বাক্য প্রয়োগ করা হয় এবং তাহাদ্বারা পর সেই অর্থের (সাধ্যের) অনুমিতি করে—তখন ইহাই পরার্থানুমিতি। এস্থলেও উপনয়ে নিহিত পরামর্শই পরার্থানুমান (প্রমাণ)।

হ

হিংসা—মরণোদ্দেশ্যক মরণানুকূল ব্যাপার—(তত্ত্বঃ চিঃ বিধিবাদ পৃঃ ২১৩)। মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর অনুকূল কোনও কার্য করিলে তাহাকে হিংসা বলা হয়। চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের ফলে কদাচিৎ রোগীর মৃত্যু হইলেও ঐ ব্যাপারকে হিংসা বলা যায় না, যেহেতু তাহা মৃত্যুকামনায় অনুষ্ঠিত হয় নাই। কূপে পতিত হইয়া কাহারও মৃত্যু হইলেও কূপখনন কার্যকে হিংসা বলা যায় না, যেহেতু মৃত্যুর উদ্দেশ্যে কূপ খনন করা হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে, ঐ লক্ষণে 'অদৃষ্টাদ্বারক' (অদৃষ্টকে দ্বার না করিয়া) বিশেষণ যোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে ব্যাপার (ক্রিয়া) মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এবং অদৃষ্টকে দ্বার না করিয়া মরণের অনুকূল হয় তাহাই হিংসা। কাশীমৃত্যু-কামনায় শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইলে বা গঙ্গামৃত্যু-কামনায় বিষ্ণুনামাষ্টক পাঠ করিলে তাহা মরণো-দ্দেশ্যক মরণানুকূল ব্যাপার হইলেও 'হিংসা' হইবে না, যেহেতু তাহা অদৃষ্টদ্বারক হইয়াছে (শিব-পূজাদির দ্বারা শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে কাশীমৃত্যু ইত্যাদি ফল লাভ হয়)। (ভাষা-মুঃ পৃঃ ৫৩১)।

হেতু—(হি+তুন্) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।৩২, ৩৪, ৩৫] ১। ন্যায়ের দ্বিতীয় অবয়ব—যাহা উদাহরণের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা সাধ্য অর্থাৎ অনুমেয় ধর্মের জ্ঞাপক; যথা, (শব্দ অনিত্য) যেহেতু উৎপত্তিধর্মক; (উদাহরণসাধর্ম্য উৎপত্তিধর্মক ঘটাদি অনিত্য; অথবা উদাহরণবৈধর্ম্য উৎপত্তি ধর্মরহিত আত্মা নিত্য) (বাৎঃ ভাঃ) ২। কারণ। হেতু দ্বিবিধ কারক ও জ্ঞাপক। (ক) যাহা কার্যের উৎপাদক তাহাকে কারকহেতু বলা হয়। যেমন

ঘটের প্রতি দণ্ড কারকহেতু। (যাহা অনন্যথাসিদ্ধ ও কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী তাহা কারকহেতু। (খ) যাহার জ্ঞান অন্যজ্ঞানের কারণ হয় তাহা জ্ঞাপক হেতু। যেমন ধূমের জ্ঞান বহ্নিজ্ঞানের জনক হওয়ায় ধূম বহ্নির জ্ঞাপক হেতু। কিন্তু, বহ্নি ধূমের কারকহেতু। (জ্ঞাপকত্বং—জ্ঞানজনকজ্ঞানবিষয়ত্বম্।) ৩। ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাতার্থের সাধকরূপে উপন্যস্ত পঞ্চম্যন্ত পদ। যেমন 'ধূমাৎ'। ৪। অসাধারণ কারণ; যথা,—প্রাচী, প্রতীচী, প্রভৃতি ব্যবহারের হেতু দিক্ পদার্থ।

হেতুতা—হেতুনিষ্ঠ কার্যনিরূপিত ধর্ম। যেমন—ঘটকার্যের হেতুতা কপালাদিতে আছে। 'পর্বতঃ বহ্নিমান্' ইত্যাদি অনুমিতির হেতুতা ধূমাদিতে আছে। প্রত্যেক হেতুতারই অবচ্ছেদক ধর্ম ও সম্বন্ধ আছে। যেমন—কপালে যে ঘটের হেতুতা আছে তাহার অবচ্ছেদক ধর্ম কপালত্ব এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। (যেহেতু সমবায় সম্বন্ধে ঘটকার্যের প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কপাল হেতু)। ধূমে যে বহ্ন্যনুমিতির হেতুতা আছে তাহার অবচ্ছেদক ধর্ম—ধূমত্ব এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। ২। উপোদ্‌ঘাতাদি ছয় প্রকার সঙ্গতির অন্যতম।

হেতুতাবচ্ছেদক—হেতুতার অবচ্ছেদক (বিশেষক)। যাহার দ্বারা হেতুতা বিশেষিত হয় তাহাই হেতুতাবচ্ছেদক। ধর্ম ও সম্বন্ধভেদে হেতুতাবচ্ছেদক দ্বিবিধ। যে ধর্ম প্রকারে অর্থাৎ যদ্ধর্মবিশিষ্টরূপে হেতু সাধ্যের সাধকরূপে বিবক্ষিত, সেই ধর্মকে হেতুতাবচ্ছেদক বলা হয়; যেমন পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ- এইস্থলে ধূমে যে বহ্নির হেতুতা (অনুমাপকতা) আছে তাহা ধূমত্বরূপ ধর্মের দ্বারা বিশেষিত, অতএব ধূমত্ব হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম। যে সম্বন্ধের দ্বারা হেতুতা বিশেষিত হয় (অর্থাৎ যে সম্বন্ধে হেতু পক্ষে বর্তমান) সেই সম্বন্ধকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলা হয়। যেমন- ঐস্থলে সংযোগসম্বন্ধে ধূমকে হেতু করা হইয়াছে অর্থাৎ ধূমনিষ্ঠ যে হেতুতা তাহা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্না, অতএব সংযোগ হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। [বৃত্তিশ্চ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়া…… —ব্যাপ্তিপঞ্চক—প্রথম লক্ষণ।]

হেতুশক্তি—[কুঃ ১।১৮] হেতুত্ব; কারণত্ব।

হেত্বন্তর—[ন্যাঃ সূঃ—৫।২।৬] অন্যতম নিগ্রহস্থান। অবিশিষ্টরূপে হেতু কথিত হইবার পর প্রতিবাদিকর্তৃক দোষ প্রদর্শিত হইলে, সেই দোষ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত হেতুতে অন্য বিশেষণ প্রক্ষেপ, অথবা পূর্বের হেতুকে ত্যাগ করিয়া অপর হেতু প্রদর্শন—ইহাই হেত্বন্তর। যথা, —শব্দ অনিত্য, যেহেতু বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, —এইরূপ বলিলে, সামান্যে (শব্দত্বাদিতে) ব্যভিচার প্রদর্শিত হইলে, যদি পুনরায় হেতুকে বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া বলা হয় যে, 'যেহেতু ইহা সামান্যবিশিষ্ট হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ'—তবে ব্যভিচার বারণ (শব্দত্বাদি সামান্য বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইলেও সামান্যবিশিষ্ট নহে,; কারণ, সামান্যে আর সামান্য থাকে না) হয় বটে, কিন্তু প্রথমোক্ত হেতুকে পরিবর্তন করাতে ও পূর্বহেতু অসাধক হওয়াতে 'হেত্বন্তর' নিগ্রহস্থান হইয়া থাকে।

হেত্বাভাস—(হেতুবৎ আভাসতে) [ন্যাঃ সূঃ ১।১।১ ; ১।২।৪] ১। যাহা হেতুর লক্ষণের অভাববশতঃ হেতু নহে, অথচ হেতুর ন্যায় আভাসমান বা প্রতীয়মান হয়। হেত্বাভাস পঞ্চবিধ—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত। প্রাচীনন্যায়মতে এই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস অন্যতম নিগ্রহস্থানরূপেও পরিগণিত হইয়াছে। (ন্যাঃ সূঃ ৫।২।২৫) ২। নব্যন্যায়ে—দুষ্টহেতু (হেতুবৎ আভাসতে=যাহা আপাততঃ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়)। (পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব— এই পাঁচটি ধর্ম যাহাতে আছে তাহাই প্রকৃতহেতু। ['গমক' শব্দ দ্রষ্টব্য]) যাহা প্রকৃতহেতু নহে—অথচ ন্যায়বাক্যের প্রয়োগকালে হেতুর ন্যায় উল্লিখিত হওয়ায় হেতুরূপে প্রতীয়মান হয়,

তাহাকে হেত্বাভাস বলা হয়। এই হেত্বাভাস (দুষ্টহেতু) পাঁচ প্রকার—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত। (ইহাদের পরিচয় ও উদাহরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য)। ২। হেতুর দোষ। যে যে দোষ থাকিলে আপাততঃ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাহাকে প্রকৃত-হেতু বলা যায় না সেইরূপ দোষকে 'হেত্বাভাস' বলা হয়। (হেতোঃ আভাসঃ=হেতুর দোষ)। এই হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ পাঁচ প্রকার ব্যভিচার, বিরোধ, বাধ, সৎপ্রতিপক্ষ ও অসিদ্ধ। বৈশেষিকসূত্রকার কণাদের মতে হেত্বাভাস বা দুষ্ট-হেতু তিনপ্রকার—বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ ও সন্দিগ্ধ। ভাষ্য-কার প্রশস্তপাদের মতে ইহা চারিপ্রকার—পূর্বোক্ত তিনপ্রকার ও অনধ্যবসিত। সপ্তপদার্থীকার শিবা-দিত্যের মতে হেত্বাভাস ছয়প্রকার। ন্যায়সম্মত পাঁচপ্রকার ও অনধ্যবসিত। হেত্বাভাসের লক্ষণ—অনুমিতিপ্রতিবন্ধকযথার্থজ্ঞানবিষয়ত্বম্। অথবা যদ্বিষয়কং জ্ঞানম্ অনুমিতিপ্রতিবন্ধকং তত্ত্বম্। এই দুই প্রকার হেত্বাভাসের লক্ষণে 'অনুমিতি' পদের দ্বারা অনুমিতি ও পরামর্শ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। লক্ষণার্থ—অনুমিতি বা পরা-মর্শের প্রতিবন্ধক যে যথার্থজ্ঞান তাহার বিষয় হেত্বাভাস। অথবা—যদ্বিষয়ক জ্ঞান অনুমিতি বা পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয় তাহা হেত্বাভাস। যেমন—'হ্রদঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে 'বহ্ন্যভাব-বান্ হ্রদঃ' এই বাধজ্ঞান (বহ্ন্যভাববদ্হ্রদবিষয়ক জ্ঞান) 'হ্রদঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হওয়ায় 'বহ্ন্যভাববদ্হ্রদ'কে হেত্বাভাস (বাধ) বলা হয়। 'হ্রদঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ' এইস্থলে 'ধূমা-ভাববদ্বৃত্তির্বহ্নিঃ' এই ব্যভিচারবিষয়ক জ্ঞান 'ধূম-ব্যাপ্যবহ্নিমান্হ্রদঃ' এই পরামর্শের প্রতিবন্ধক হওয়ায় 'ধূমাভাববদ্বৃত্তিবহ্নি'কে হেত্বাভাস বলা হয়। হেত্বাভাসের কয়েকটি উদাহরণ—অয়ং ধূমবান্ বহ্নেঃ (সাধারণ), শব্দঃ নিত্যঃ শব্দত্বাৎ (অসাধারণ), সর্বম্ অভিধেয়ম্ প্রমেয়ত্বাৎ (অনুপসংহারী), অয়ং গৌঃ অশ্বত্বাৎ (বিরুদ্ধ) হ্রদঃ দ্রব্যং ধূমাৎ (স্বরূপাসিদ্ধ), উৎপত্তিকালীন ঘটঃ গন্ধবান্ পৃথি-বীত্বাৎ (বাধিত); বায়ুঃ গন্ধবান্ স্নেহাৎ - ইত্যাদি স্থলে পাঁচপ্রকার হেত্বাভাসই আছে। ৩। বৈশেষিক-মতে হেত্বাভাস বা হেতুর দোষও ত্রিবিধ—অসিদ্ধি, বিরোধ, ও সন্দিগ্ধত্ব—অর্থাৎ অনৈকান্তিকত্ব। তাহাদের মতে বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষ স্বতন্ত্র হেত্বা-ভাস নহে; যেহেতু, বাধস্থলে অসিদ্ধি অথবা ব্যভিচার (অনৈকান্তিকত্ব) অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং বাধ অসিদ্ধি বা অনৈকান্তিকত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সৎপ্রতিপক্ষস্থলেও অন্যতর পক্ষের ব্যাপ্তির সংশয় জন্মাইয়া উহা অনৈকান্তিকত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ......কাহারও মতে ইহা অনধ্যবসিতত্ব নামক হেত্বাভাস।

হেয়—[ন্যাঃ ভাঃ ১।৪।১] পরিহার্য; হান অর্থাৎ বিনাশের বা পরিহারের যোগ্য অনর্থ বা দুঃখ। হান - হেয়ের নাশ, অনর্থ বা দুঃখের নাশ। দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ। সাংখ্যপাতঞ্জল মতে —অনাগত দুঃখই হেয় (হেয়ং দুঃখমনাগতম্)।

হেয়ব্যতিকর—[আঃ বিঃ ৪; পৃঃ ৪৪৭ চৌঃ] শরীরাদি হেয়পদার্থের সহিত ব্যতিকর অর্থাৎ—মিশ্রণ; শরীরাদিতে আসক্তি। শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি।

ভারতীয় দর্শন কোষ

পরিশিষ্ট

ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের কতিপয় আচার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

অ

অক্ষপাদ—ন্যায়সূত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ। নামান্তর=গোতম। গৌতম। অক্ষচরণ। চরণাক্ষ। মেধাতিথি।

অন্নম্‌ভট্ট (১৫৫৯ খৃঃ) — কাশীবাসী তৈলঙ্গ। নিজামরাজ্যের অন্তর্গত গরিকপাদ গ্রামে (মতান্তরে কৃষ্ণানদীর তীরস্থ কেশবপুর গ্রামে) জন্ম। পিতা—তিরুমলাচার্য। অগ্রজ—রামকৃষ্ণ ভট্ট। রচিত গ্রন্থ— ১। তর্কসংগ্রহ ও তাহার টীকা 'দীপিকা'। ২। পক্ষধরকৃত মণ্যালোকের টীকা 'সিদ্ধাঞ্জন'। ৩। রঘুনাথকৃত দীধিতির টীকা 'সুবুদ্ধিমনোহরা'। ৪। বেদান্তভাষ্য টীকা—মিতাক্ষরা। ৫। ভাষ্য প্রদীপোদ্যোতন (কৈয়টকৃত মহাভাষ্যপ্রদীপের ব্যাখ্যা)।

উ

উদয়নাচার্য (১০৫০-১০৫৪ খৃঃ মধ্যে)—মিথিলানিবাসী। গুরু—শ্রীবৎস। ন্যায়শাস্ত্রে 'আচার্যমত' বলিতে উদয়নাচার্যের মতকেই বুঝায়। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতবৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। (ক) অনুমিতির আকার='হেতুমান্ পক্ষঃ সাধ্যবান্' এইরূপ। (লিঙ্গোপহিত লৈঙ্গিকভান)। (খ) ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ নহে। (গ) অন্বয়সহচার ও ব্যতিরেকসহচার হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই হয়। ব্যাপ্তিভেদে অনুমানের ভেদ নহে, সহচারভেদে অনুমানের ভেদ। (ঘ) বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ আপ্তাভিপ্রায়। রচিত গ্রন্থ— ১। লক্ষণাবলী। ২। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি। ৩। প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা 'কিরণাবলী'। ৪। আত্মতত্ত্ববিবেক (বা বৌদ্ধাধিকার)। ৫। ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য পরিশুদ্ধি (বা 'ন্যায় নিবন্ধ')। ৬। লক্ষণমালা। ৭। ন্যায় পরিশিষ্ট (বা প্রবোধসিদ্ধি)। [ন্যায়সূত্রের পঞ্চমাধ্যায় অবলম্বনে রচিত]।

উদ্যোতকর (বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি ও বসুবন্ধুর পরবর্তী)—প্রকৃত দেশ ও কাল অপরিজ্ঞাত। নামান্তর=ভারদ্বাজ। ইঁহার প্রণীত ন্যায়বার্তিক অতি বিখ্যাত ও প্রামাণিক গ্রন্থ। বার্তিকের অন্তে এই শ্লোক আছে—যদক্ষপাদপ্রতিভো ভাষ্যং বাৎস্যায়নো জগৌ। অকারি মহতস্তস্য ভারদ্বাজেন বার্তিকম্॥ এই বার্তিকগ্রন্থের ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইয়া বাচস্পতিমিশ্র (তাৎপর্য টীকাতে) বলিয়াছেন—'ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাম্। উদ্যোতকরগবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ॥'

ক

কণাদ (খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী ?)—বৈশেষিক সূত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। নামান্তর = কণভক্ষ। কণভুক্। কাশ্যপ। উলূক। ঔলুক্য। ইহার প্রণীত বৈশেষিকদর্শনকে যৌগদর্শনও বলা হয়। সম্ভবতঃ —যোগাচারবিভূত্যা যন্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্। চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ॥ ইত্যাদি উক্তিই তাহার মূল। 'বিশেষ' পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় এই দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়।

কণাদ তর্কবাগীশ (১৪৬০ খৃঃ)—নবদ্বীপ নিবাসী নৈয়ায়িক। অধ্যাপক—জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি ও বাসুদেব সার্বভৌম। পিতা—কুমুদানন্দ (বা মুকুন্দ বা মকরন্দ)। বন্দ্যঘটীয়। রচিত গ্রন্থ— ১। ভাষারত্ন। ২। তর্কবাদার্থমঞ্জরী। ৩। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা।

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস—(১৫০০ খৃঃ) ১৫৫৬ খৃঃ সম্রাট্ আকবরের সভায় ভারতবর্ষের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নাম ঘোষিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এই বিদ্যানিবাসের নাম আছে। অনেকস্থলে কেবল বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য নামে উল্লেখ আছে। পিতামহ—নরহরি বিশারদ। পিতা—বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি। পুত্র—রুদ্রন্যায় বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন। রচিত গ্রন্থ— ১। তত্ত্বচিন্তামণিবিবেচন ২। দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি ৩। সচ্চরিতমীমাংসা ৪। শ্রাদ্ধমীমাংসা ৫। গীতাভাষ্য ৬। কল্পতরু (স্মৃতিনিবন্ধ)।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ — (১১৬০ বঙ্গাব্দ) নবদ্বীপবাসী খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। (পূর্বনিবাস—পাটলী)। রচিত গ্রন্থ – ১। শব্দশক্তি প্রকাশিকার টীকা 'শক্তিসন্দীপনী' ২। ন্যায়রত্নাবলী (বিভিন্নবাদগ্রন্থের সমষ্টি) ৩। তৃতীয়মণিদীপনী (উপমান খণ্ডের টীকা) ৪। পদার্থখণ্ডনের টীকা ৫। ন্যায়সূত্রের টীকা 'সৌত্রসন্দীপনী' ৬। তর্কামৃততরঙ্গিণী ৭। ন্যায়পত্রিকা ৮। দায়ভাগের টীকা ৯। তারার্চন ১০। অন্নদাতত্ত্বামৃত ১১। কালীপদামৃত ১২। বেদান্তসারের টীকা ১৩। কলিকল্মষকৌতুক (চম্পূকাব্য) ১৪। চৈতন্যচিন্তামৃত ১৫। কামিনীকামকৌতুক ১৬। গঙ্গাষ্টক ১৭। গোপাললীলামৃত।

কৃষ্ণদাস সার্বভৌম (১৫০০ খৃঃ) নবদ্বীপবাসী। দীধিতির ব্যাখ্যা রচয়িতাদের অন্যতম মহানৈয়ায়িক। ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশের গুরু। পিতা—শিবানন্দ (বন্দ্যঘটীয়)। রচিত গ্রন্থ— ১। প্রত্যক্ষ দীধিতিপ্রসারিণী ২। অনুমান দীধিতিপ্রসারিণী ৩। আখ্যাতবাদ প্রসারিণী ৪। নঞ্‌বাদ টিপ্পনী ৫। গুণদীধিতি টীকা ৬। অনুমানালোক প্রসারিণী ৭। ভাষাপরিচ্ছেদ ও তাহার টীকা—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী (মতান্তরে)। (যদিও এই গ্রন্থদ্বয় বিদ্যানিবাসপুত্র বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চাননরচিত বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ, তথাপি 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থে (পৃঃ ১১৭) অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচায প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহা কৃষ্ণদাস সার্বভৌম রচিত। অবশ্য তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সর্বজনপ্রসিদ্ধির বিরোধী, অতএব বিশেষভাবে অনুসন্ধেয়)।

গ

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—(১৩০০ খৃঃ) বর্তমানে প্রচলিত নব্যন্যায়ের প্রবর্তক। নব্যন্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি'র প্রণেতা। ইহার পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় অনেকস্থলে 'গঙ্গেশ্বর'নামে পিতার উল্লেখ করিয়াছেন। জন্ম—মিথিলার অন্তর্গত কমলা নদীর তীরবর্তি-কোরান্ নামক গ্রামে, কাশ্যপগোত্রীয় 'ছাদন' বংশে। ন্যায়শাস্ত্রের মতো মীমাংসাশাস্ত্রেও (বিশেষতঃ প্রভাকরমীমাংসায়) ইহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি'-গ্রন্থ ন্যায়দর্শনে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে তৎকালে বহুল প্রচারিত প্রভাকরসম্প্রদায়সম্মত মীমাংসার প্রমাণাংশের বহু সিদ্ধান্ত ন্যায়মতে খণ্ডিত হইয়াছে।

গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী (জন্ম ১০১১ বঙ্গাব্দ, পৌষমাস। মৃত্যু ১১১৫ বঙ্গাব্দ ফাল্গুনমাস)—

বিস্তৃত টীকা রচনায় দক্ষ—ভারতবিশ্রুতকীর্তি মন্ত্রসিদ্ধ মহানৈয়ায়িক। পিতা—জীবু আচার্য (তান্ত্রিক সাধক)। অধ্যাপক—হরিরাম তর্কবাগীশ। বারেন্দ্রশ্রেণী। ঋগ্‌বেদী। রচিত গ্রন্থ- ১। মূল তত্ত্বচিন্তামণির টীকা ২। পক্ষধরকৃত মণ্যালোকের টীকা ৩। অনুমানখণ্ডের দীধিতির টীকা ৪। শিরোমণিকৃত নঞ্‌বাদ ব্যাখ্যা ৫। বৌদ্ধাধিকার দীধিতি টীকা ৬। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকা ৭। শক্তিবাদ ৮। ব্যুৎপত্তিবাদ ৯। মুক্তিবাদ ১০। বিধিস্বরূপবিচার ১১। বিষয়তাবাদ ইত্যাদি ৬৪ খানি বাদগ্রন্থ ১২। কাব্যপ্রকাশ টীকা।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ (১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ)—নদীয়ার অন্তর্গত গাঙ্গুরিয়া গ্রামনিবাসী। রচিতগ্রন্থ—১। গুণপ্রকাশদীধিতির টীকা (বিবেক) ২। বৌদ্ধাধিকার দীধিতিবিবেক ৩। অনুমান দীধিতিবিবেক ৪। লীলাবতী দীধিতিবিবেক ৫। আখ্যাতবাদাদির টীকা ৬। প্রত্যক্ষমণি টীকা ৭। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-তাৎপর্যবিবেক ৮। শব্দালোকবিবেক।

গোপীনাথ ঠকুর (১৪১৫—১৫০০ খৃঃ)—ভবনাথ ঠকুরের পুত্র। মৈথিল। রচিত গ্রন্থ - ১। মণিসার (তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যা) ২। তর্কভাষা ব্যাখ্যা ৩। অনুমানালোকভূষণ ৪। প্রত্যক্ষালোকভূষণ।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন (১৮০৬—১৮৫৫ খৃঃ) —নবদ্বীপের বিখ্যাতনৈয়ায়িক। পিতা—হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক—শ্রীরাম শিরোমণি। পুত্র—হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (শক্তিবাদের বিখ্যাত টীকাকার)। রচিত গ্রন্থ—ন্যায়শাস্ত্রীয় বিভিন্ন প্রকরণের পত্রিকা। এইগুলি 'গোলোকী' বা 'গোলোকন্যায়রত্নীয়' নামে প্রসিদ্ধ।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য সার্বভৌম (১৬০০ খৃঃ) —ইহার বিদ্যাগুরু—রামভদ্র সার্বভৌম (নবদ্বীপ)। দীক্ষাগুরু—বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী। রচিত গ্রন্থ— ১। তর্ক-ভাষার টীকা (ভাবার্থ দীপিকা) ২। বৈশেষিক ভাষ্যবিবরণ ৩। মণিদীধিতিবিবেচন ৪। সদ্যুক্তি মুক্তাবলী ৫। আনন্দলহরীতরি ৬। বিদগ্ধ মুখমণ্ডনবীটিকা।

চ

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—কাশীবাসী। জন্ম =ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণার ধানুকা গ্রামে। পাশ্চাত্যবৈদিক, সামবেদী, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র। ইনি নব্যন্যায়ের বহু গ্রন্থের উপর পত্রিকা রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। ইহা চান্দ্রী বা চান্দ্রনারায়ণী পত্রিকানামে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য গ্রন্থ— ১। কুসুমাঞ্জলির টীকা ২। ন্যায়সূত্রবৃত্তি ৩। চিন্তামণি টীপ্পনী ৪। ইন্দ্রিয়ার্থবাদ ৫। কালখণ্ডন বিচার।

জ

জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৫৫০ হইতে ১৬০০ খৃঃ মধ্যে)—নবদ্বীপবাসী ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক। রামভদ্র সার্বভৌমের ছাত্র। পাশ্চাত্যবৈদিক। কাশ্যপগোত্র। যজুর্বেদী। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়াপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতনমিশ্রের প্রপৌত্র। তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান 'নৈয়ায়িক পদে অধিষ্ঠিত থাকায় 'জগদ্‌গুরু' আখ্যা লাভ করেন। রচিত গ্রন্থ—১। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা— 'ময়ূখ'। ২। তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির টীকা ৩। ন্যায়লীলাবতীদীধিতির টীকা ৪। প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা—'সূক্তি' ৫। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ৬। ন্যায়াদর্শ (বিভিন্নবাদগ্রন্থ) ৭। তর্কামৃত।

জয়ন্ত ভট্ট (৮৫০ খৃঃ)—কাশ্মীরনিবাসী সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত নৈয়ায়িক। প্রাচীন ন্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ন্যায়মঞ্জরী' তাঁহার অপূর্ব কীর্তি। গোতমকৃত ন্যায়সূত্রের অন্তর্গত কতিপয় সূত্র অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত। ইহা প্রমাণনিরূপণ ও প্রমেয়নিরূপণ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। জয়ন্ত ভট্ট রাজরোষে পতিত হইয়া কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। কারাগারে থাকিয়াই তিনি এই প্রখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই ঘটনা ন্যায়মঞ্জরীতে নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন—রাজ্ঞা তু গহ্বরেঽস্মিন্নশব্দকে বন্ধনে বিনিহতোঽহম্। গ্রন্থরচনাবিনোদাদিহ হি ময়া বাসরা গমিতাঃ॥ (পৃঃ ৩৬৩)।

জলেশ্বর—(বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য)। বঙ্গীয়। মহানৈয়ায়িক। বাসুদেব সার্বভৌমের জ্যেষ্ঠপুত্র। রচিতগ্রন্থ— ১। পক্ষধরমিশ্রকৃত শব্দমণ্যালোকের টীকা—উদ্যোত ২। দ্রব্যপ্রকাশ টীপ্পনী ৩। মীমাংসাদর্শনের গ্রন্থ (নাম অজ্ঞাত)।

জানকীনাথ ভট্টাচার্যচূড়ামণি (১৪৬০ খৃঃ)—রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী ২। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা—মণিমরীচি ৩। তাৎপর্যপরিশুদ্ধির টীকা—তাৎপর্যদীপিকা ৪। ন্যায়সূত্রের টীকা—আন্বীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ ৫। আত্মতত্ত্ব দীপিকা।

ত

তরণি মিশ্র—গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী নৈয়ায়িক। ইনি 'রত্নকোষ'কার নামে খ্যাত। 'সৎপ্রতিপক্ষ', 'ঈশ্বরানুমান' ইত্যাদি প্রকরণে গঙ্গেশোপাধ্যায় এই রত্নকোষকারের মতখণ্ডন করিয়াছেন।

ত্রন্তোপাধ্যায় (১৩৭৫—১৪০০ খৃঃ)—মৈথিলনৈয়ায়িক। তত্ত্বচিন্তামণির অতিপ্রাচীন টীকাকার। রচিত গ্রন্থ—১। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা ২। কুসুমাঞ্জলির 'মকরন্দ' টীকা।

দ

দিবাকর উপাধ্যায় (১২০০-১২৫০ খৃঃ)—গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী নৈয়ায়িক। মিথিলানিবাসী। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকা 'পরিমল'। ২। উদয়নকৃত তাৎপর্য পরিশুদ্ধির টীকা 'ন্যায়নিবন্ধোদ্যোত'। ৩। উদয়নকৃত কিরণাবলীর টীকা—'কিরণাবলী বিলাস' ৪। উদয়নকৃত বৌদ্ধাধিকারের টীকা 'আলোক' ৫। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা।

দেবনাথ ঠক্কুর তর্কপঞ্চানন (১৫০০ খৃঃ)—ন্যায়, স্মৃতি, অলঙ্কার, তন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। পিতা—গোবিন্দ ঠক্কুর ('কাব্যপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপে'র রচয়িতা) রচিত গ্রন্থ—১। তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক পরিশিষ্ট ২। মন্ত্রকৌমুদী ৩। তন্ত্রকৌমুদী।

ধ

ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র (১৬২৫ খৃঃ)—দ্রবিড়দেশীয়। বেলাঙ্গুড়ি গ্রামনিবাসী। গুরু — বেঙ্কটনাথ। পরম গুরু—নৃসিংহাশ্রম। রচিত গ্রন্থ— ১। 'তর্কচূড়ামণি' (তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের রুচিদত্তকৃত প্রকাশ টীকার [অনুমানাদি খণ্ডের] ব্যাখ্যা) ২। বেদান্ত পরিভাষা (বেদান্ত)।

ন

নরহরি উপাধ্যায় (১৪২০—১৫০০খৃঃ) —প্রসিদ্ধ যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের পুত্র এবং পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। রচিত গ্রন্থ —১। দূষণোদ্ধার (যজ্ঞপতিবিরোধি মতের খণ্ডন)। ২। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা। ৩। বৌদ্ধাধিকারের টীকা। ৪। দ্বৈতনির্ণয় (স্মার্ত বাচস্পতিমিশ্রের বিরোধী স্মৃতি গ্রন্থ)।

নরহরি বিশারদ (১৪০০ খৃঃ)—(বিশারদ ভট্টাচার্য) নবদ্বীপবাসী। শূলপাণির সমকালীন। বিখ্যাতদার্শনিক ও স্মার্ত। পুত্র বাসুদেব সার্বভৌমের ন্যায় ইনিও অদ্বৈত বেদান্তমত পক্ষপাতী ছিলেন। ('বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। রচিতগ্রন্থ—১। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা ২। স্মৃতিগ্রন্থও ছিল, নাম অজ্ঞাত। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি স্মার্তগণ বিশারদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরি বিশারদের পুত্র— বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য। বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র—জলেশ্বর বাহিনীপতি। জলেশ্বরের পুত্র—স্বপ্নেশ্বরাচার্য।

নারায়ণ সর্বজ্ঞ (১৩শ শতাব্দী)—গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী নব্যনৈয়ায়িক। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকায় আনন্দপূর্ণ নারায়ণসর্বজ্ঞের 'সাধ্যবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যব্যাপকত্বম্' ইত্যাদি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার রচিত গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত।

প

পক্ষধর মিশ্র (১৪২৫—১৫০০ খৃঃ মধ্যে)—বিখ্যাত নৈয়ায়িক। মৈথিল। নামান্তর—জয়দেব মিশ্র। ইনি নিজ পিতৃব্য হরিমিশ্র এবং যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র। পিতা—মহাদেব। মাতা—

সুমিত্রা। রচিত গ্রন্থ—১। মণ্যালোক (তত্ত্বচিন্তামণির সুবিখ্যাত টীকা) ২। প্রমাণপল্লব ৩। বর্ধমানকৃত দ্রব্যপ্রকাশের টীকা ৪। লীলাবতীবিবেক (লীলাবতীপ্রকাশের টীকা)।

পদ্মনাভ মিশ্র (১৫০০ খৃঃ)—কাশীনিবাসী। বঙ্গীয়। পিতা—বলভদ্র মিশ্র। রচিতগ্রন্থ—১। বীরভদ্রদেবচম্পূ (কাব্য) ২। শরদাগম [জয়দেবরচিত চন্দ্রালোকের টীকা] (অলঙ্কার) ৩। অলঙ্কার ভাস্কর (অলঙ্কার) ৪। কাব্যপ্রকাশপ্রকাশ (অলঙ্কার) ৫। একাবলীবিবরণ (অলঙ্কার) ৬। মনোরমা (অলঙ্কার) ৭। দুর্গাবতীপ্রকাশ (রাণী দুর্গাবতীর নামে ধর্মশাস্ত্র) ৮। প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশ (ধর্মশাস্ত্র) ৯। খণ্ডন পরাক্রম [খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা] (বেদান্ত) ১০। প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা 'সেতু' (বৈশেষিকদর্শন) ১১। ন্যায়কন্দলীসার (বৈশেষিক) ১২। কিরণাবলী ভাস্কর (বৈশেষিক) ১৩। বর্দ্ধমানেন্দু (দ্রব্যকিরণাবলী প্রকাশের টীকা) ১৪। লীলাবত্যনুনয় (বৈশেষিক) ১৫। রাদ্ধান্তমুক্তাহার ও তট্টীকা কাণাদরহস্য (বৈশেষিক) ১৬। প্রত্যক্ষখণ্ড ভূষণবিন্যাস (ন্যায়) ১৭। অনুমানমণি পরীক্ষা (ন্যায়) ১৮। শব্দপরীক্ষা (ন্যায়) ১৯। পক্ষধরোদ্ধার (ন্যায়) ২০। প্রত্যক্ষ চিন্তামণি পরীক্ষা (ন্যায়)।

প্রগল্ভাচার্য বা প্রগল্ভ ভট্টাচার্য [নামান্তর-শুভঙ্কর] (১৪১৫ খৃঃ)—কাশীবাসী। বঙ্গীয়। পিতা —নরপতি মিশ্র। মাতা- জাহ্নবী। পত্নী—রুক্মিণী। বারেন্দ্র শ্রেণী (লাহিড়ী)। ন্যায়গুরু—পিতা নরপতি মিশ্র। বেদান্তগুরু-অনুভবানন্দ। রচিতগ্রন্থ—১। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা 'উপায়' ('প্রগল্ভী' নামে খ্যাত)। ২। দ্রব্য প্রগল্ভী ৩। গুণ প্রগল্ভী ৪। লীলাবতী প্রগল্ভী ৫। খণ্ডনদর্পণ (বেদান্ত)। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব প্রকরণে দীধিতিকার রঘুনাথ প্রগল্ভকৃত লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। বাসুদেব সার্বভৌমও 'উত্তানান্ত' এইভাবে প্রগল্ভের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রভাকর উপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী নব্যনৈয়ায়িক। রচিত গ্রন্থ—১। প্রমাণ প্রভাকর ২। কিরণাবলীর টীকা ৩। ন্যায়নিবন্ধের টীকা।

প্রশস্তপাদ (খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী ?)— বৈশেষিকদর্শনের প্রখ্যাত আচার্য। নামান্তর প্রশস্তদেব। প্রশস্তকর। প্রশস্তমতি। প্রশস্ত। রচিত গ্রন্থ—পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ (ইহা বৈশেষিকদর্শনের 'প্রশস্তপাদভাষ্য' নামে খ্যাত)।

ভ

ভগীরথ ঠক্কুর (১৪৭৫ খৃঃ)—নামান্তর মেঘ ঠক্কুর বা জলদ বর্ধমান। পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। মিথিলারাজ মহেশ ঠক্কুরের অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতা। রচিত গ্রন্থ— ১। বর্ধমানরচিত দ্রব্যপ্রকাশের টীকা (প্রকাশিকা) ২। বর্ধমানরচিত গুণপ্রকাশের টীকা (প্রকাশিকা) ৩। বর্ধমান রচিত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশের টীকা (প্রকাশিকা) ৪। লীলাবতী প্রকাশের টীকা (প্রকাশিকা) ৫। বৌদ্ধাধিকারের টীকা।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ (১৫১৫ খৃঃ)—ভারত বিশ্রুত মহানৈয়ায়িক। অধ্যাপক—কৃষ্ণদাস সার্বভৌম। প্রসিদ্ধ ছাত্র—জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি। রচিত গ্রন্থ—১। চিন্তামণি দীধিতির টীকা ২। আখ্যাতবাদ টীকা ৩। নঞ্‌বাদ টীকা ৪। গুণদীধিতি টীকা ৫। লীলাবতী দীধিতি টীকা ৬। পক্ষধর কৃত মণ্যালোকের টীকা (সারমঞ্জরী) ৭। শব্দচিন্তামণির টীকা সারমঞ্জরী ৮। শব্দার্থ সারমঞ্জরী ৯। কারক চক্র ১০। দশলকারবিবেচন ১১। আখ্যাতবিচার ১২। ষট্‌ সমাস বিবেচন ১৩। কারণতাবিচার।

ম

মণিকণ্ঠমিশ্র (১২৭৫--১৩০০ খৃঃ মধ্যে)—গঙ্গেশের পূর্ববর্তী নব্যনৈয়ায়িক। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়রত্ন ২। নয়চিন্তামণি।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ (১৫৫০ খৃঃ)—নবদ্বীপবাসী ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক। পিতা—জগদ্গুরু শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। অধ্যাপক—রামভদ্র সার্বভৌম। রচিত গ্রন্থ—১। তত্ত্বচিন্তামণির

টীকা রহস্য ২। পক্ষধরকৃত আলোক টীকার ব্যাখ্যা ৩। শিরোমণি কৃত চিন্তামণি দীধিতির ব্যাখ্যা ৪। গুণ দীধিতি মাথুরী ৫। লীলাবতী দীধিতি মাথুরী ৬। শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের মাথুরী ৭। দ্রব্যকিরণাবলীর টীকা ৮। গুণকিরণাবলীর টীকা ৯। বৌদ্ধাধিকার বিবৃতি ১০। ন্যায়লীলাবতীর মাথুরী ১১। দ্রব্যপ্রকাশ টীকা ১২। গুণপ্রকাশ বিবৃতি ১৩। লীলাবতীপ্রকাশ টীকা ১৪। গোতমসূত্রবৃত্তি ১৫। সুপ্ শক্তিবাদ ১৬। মহিম্নঃ স্তব টীকা ১৭। পাণিগ্রহণাদিবিবেক ১৮। সিদ্ধান্তরহস্য (প্রকরণ সমষ্টি)।

মল্লিনাথ (১৫৫৬ খৃঃ)—কোলাচল মল্লিনাথ সূরি নামে খ্যাত। ইনি বিভিন্ন কাব্যের টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধ হইলেও ন্যায় বৈশেষিক প্রস্থানেও তাহার গ্রন্থকীর্তি প্রসারিত। রচিত গ্রন্থ— ১। প্রশস্তপাদভাষ্যনিকষ ২। তার্কিকরক্ষার টীকা নিষ্কণ্টকা। মল্লিনাথের পুত্র বীরভদ্র সপ্তশতীটীকার অন্তে এইভাবে পিতৃপরিচয় দিয়াছেন—যো বৈ ভূপালচূড়ামণিনিকরকরৈরর্চিতাঙ্ঘ্রির্দ্বিজেন্দ্রঃ, কাণাদে চাক্ষপাদে কপিলফণিপতিপ্রোক্ততন্ত্রে চ তন্ত্রে। বৈয়াসে পাণিনীয়েঽপ্রতিহতধিষণোঽলঙ্কৃতৌ কাব্যমূলে, টীকাং কৃত্বাগ্রগণ্যোঽভবদিহ বিদুষাং মল্লিনাথঃ কবীন্দ্রঃ ॥

মহেশ ঠক্কুর—মৈথিল নৈয়ায়িক। দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের আদি রাজা। শুচিকর পণ্ডিতের ছাত্র। রচিত গ্রন্থ—তত্ত্বচিন্তামণির আলোকদর্পণ।

মাধব মিশ্র (১৫২৫ খৃঃ) — মৈথিল। মহামহোপাধ্যায়। পিতা—খান্তর মিশ্র। রচিত গ্রন্থ – তত্ত্বচিন্তামণির আলোক দীপিকা।

য

যজ্ঞপতি উপাধ্যায় (১৪০০ খৃঃ)—বিখ্যাত নৈয়ায়িক। মৈথিল। ইঁহার সিদ্ধান্তসমূহ ন্যায়শাস্ত্রে 'উপাধ্যায়মত' নামে প্রসিদ্ধ। পিতা—শিবপতি উপাধ্যায়। পক্ষধর মিশ্র ইঁহার ছাত্র। বিখ্যাত শঙ্কর মিশ্র ইঁহার প্রপিতামহ ঘটেশ্বর উপাধ্যায়ের দৌহিত্র পুত্র ছিলেন। রচিত গ্রন্থ— ১। মণিপ্রভা (তত্ত্বচিন্তামণির টীকা)।

র

রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৫৫ খৃঃ)—নবদ্বীপবাসী। পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত। বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র। শাস্ত্র বিচারার্থে আহূত হইয়া মিথিলায় গমন করেন এবং তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাজিত করেন। প্রণীত গ্রন্থ—১। গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকা দীধিতি ২। আখ্যাতবাদ ৩। নঞ্‌বাদ ৪। পদার্থ তত্ত্বনিরূপণ ৫। দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ দীধিতি ৬। গুণকিরণাবলী প্রকাশদীধিতি ৭। আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি ৮। ন্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতি ৯। মলিম্লুচবিবেক ১০। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা—দীধিতি(খণ্ডনভূষামণি) ১১। অদ্বৈতেশ্বরবাদ ॥ পরবর্তিকালে নব্যন্যায়ের গ্রন্থে 'নব্যাস্তু'রূপে উল্লেখ করিয়া যে মত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা রঘুনাথ শিরোমণির মত। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ইঁহার স্বতন্ত্র চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন – ১। দিক্, কাল ও আকাশ—ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। ২। মন ভৌতিক পরমাণু হইতে অতিরিক্ত নহে। ৩। অবয়বাবয়বিবিভাগ ত্রসরেণুতেই বিশ্রান্ত। পরমাণু ও দ্ব্যণুক স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ৪। 'বিশেষ' নামক পৃথক্ ভাব পদার্থ এবং সত্তাজাতি ও গুণত্বজাতি স্বীকার্য নহে। ৫। অভাবের অভাব অতিরিক্ত, ভাবস্বরূপ নহে। ৬। শক্তি, স্বত্ব, কারণত্ব, কার্যত্ব, সংখ্যা, বিষয়তা প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ। ৭। সমবায় নানা, এক নহে। ৮। সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি অবশ্য স্বীকার্য নহে। ৯। কেবলান্বয়ি ও কেবলব্যতিরেকি অনুমান অবশ্য স্বীকার্য নহে। ১০। শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি নাই। ১১। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবের অস্তিত্বে প্রকারান্তরে সম্মতি। ১২। জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ কেবল জ্ঞানমাত্রস্বরূপ নহে, পরন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও

সংস্কার অর্থাৎ সবিষয়কমাত্রই। ১৩। আত্যন্তিক দুঃখসাধনধ্বংসই মুক্তি (দুঃখসাধনং চেহ দুরিতম্। আত্যন্তিকত্বঞ্চ তস্য স্বসমানাধিকরণ-দুরিতাধিকরণ-ক্ষণাবৃত্তিত্বম্)। 'নিত্যসুখের অভিব্যক্তিই মুক্তি' এই ভট্টমীমাংসকের মতকে নির্দোষ করিবার প্রয়াস। ১৪। ঈশ্বরাভিন্নত্বেন স্বাত্মজ্ঞানং মোক্ষ-হেতুঃ। ইত্যাদি।

রবীশ্বর (১২০০ খৃঃ) - গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ব-বর্তী নব্যনৈয়ায়িক। তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ খণ্ডে (মঙ্গলবাদে) গঙ্গেশ ইহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। রচিত গ্রন্থ—অজ্ঞাত।

রাধামোহন গোস্বামী (বিদ্যাবাচস্পতি) (১৭৩০ খৃঃ)—শান্তিপুরনিবাসী। অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। স্মৃতি ও ন্যায়াদিশাস্ত্রে প্রখ্যাত পণ্ডিত। রচিত গ্রন্থ— ১। ন্যায়সূত্র বিবরণ। ২। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি হরিদাসীটীকার ব্যাখ্যা। ৩। নব্য ন্যায়ের বিভিন্ন গ্রন্থের পত্রিকা। ৪। রঘুনন্দনপ্রণীত মলমাসতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব উদ্বাহতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব ও একাদশী তত্ত্বের টীকা। ৫। প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা-নির্ণয়। ৬। ভাগবত তত্ত্বসার। ৭। ভক্তিরহস্য। ৮। কৃষ্ণভক্তি সুধার্ণব। ৯। শ্রীকৃষ্ণার্চন চন্দ্রিকা। ১০। তত্ত্বদীপিকা (গৌতমীয়তন্ত্রের ব্যাখ্যা)। ১১। তত্ত্বসন্দর্ভ টিপ্পনী। ১২। কৃষ্ণতত্ত্বামৃত। ১৩। কৃষ্ণভক্তিরসোদয়। ১৪। শ্রীকৃষ্ণ ভজন ক্রমসংগ্রহ। ১৫। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম রচিত পদাঙ্কদূতের টীকা।

রামকৃষ্ণ অধ্বরী (১৬৫০ - ১৭০০ খৃঃ)—ইনি বেদান্তপরিভাষাকার ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের পুত্র। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়শিখামণি (তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের রুচিদত্তকৃত 'প্রকাশ' টীকার প্রত্যক্ষ খণ্ডের ব্যাখ্যা) ২। বেদান্তশিখামণি (বেদান্তপরিভাষার টীকা) ৩। ন্যায়দর্পণ (জৈমিনিসূত্রের ব্যাখ্যা) ৪। বেদান্ত-সার টীকা।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী (১৫০০ খৃঃ)—রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র। মহামহোপাধ্যায়। 'জগদ্গুরু। রচিতগ্রন্থ—১। প্রত্যক্ষমণিদীধিতি-টীকা ২। অনুমানদীধিতি টীকা ৩। আখ্যাত-বাদ টীকা ৪। নঞ্‌বাদ টীকা ৫। গুণদীধিতি-প্রকাশ ৬। লীলাবতীদীধিতি টীকা।

রামভদ্র সার্বভৌম (১৫২৫—১৫৭৫ খৃঃ)—জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির কনিষ্ঠ পুত্র। নব-দ্বীপবাসী। মুখোপাধ্যায় বংশীয়। রচিতগ্রন্থ—১। ন্যায়রহস্য (ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যা) ২। উদয়ন-কৃত ন্যায় কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশের ব্যাখ্যা ৩। পদার্থতত্ত্ববিবেচনপ্রকাশ (শিরোমণিকৃত পদার্থ খণ্ডনের টীকা) ৪। গুণরহস্য ৫। সিদ্ধান্তসার (বাদসমষ্টি) ৬। শ্রাদ্ধসময়রহস্য (স্মৃতিগ্রন্থ)। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, জগদ্গুরু জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন ও গৌরীকান্ত সার্বভৌম—ইহারা রামভদ্রের ছাত্র।

রুচিদত্ত মিশ্র (১৫০০ খৃঃ) — পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। মৈথিল, সোদরপুরকুলসম্ভূত। পিতা—দেবদত্ত। মাতা—রেণুকা। ভ্রাতা – শক্তিদত্ত ও মতিদত্ত। রচিত গ্রন্থ—১। তত্ত্বচিন্তামণির টীকা 'প্রকাশ' ২। কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ মকরন্দ ৩। কিরণাবলীর দ্রব্যপ্রকাশবিবৃতি ৪। লীলাবতী-বিলাস ৫। বর্ধমানকৃত তর্কভাষাপ্রকাশের ব্যাখ্যা।

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি (১৬০০ খৃঃ) - বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কাশীবাসী বিখ্যাত বঙ্গীয় নৈয়ায়িক। রচিতগ্রন্থ—১। প্রত্যক্ষালোক পরীক্ষা ২। অনুমানালোক পরীক্ষা ৩। শব্দালোক পরীক্ষা ৪। প্রত্যক্ষ দীধিতি পরীক্ষা ৫। অনুমানদীধিতি পরীক্ষা ৬। গুণদীধিতি পরীক্ষা ৭। লীলাবতী-দীধিতি পরীক্ষা ৮। বৌদ্ধাধিকারদীধিতি পরীক্ষা ৯। আখ্যাতবাদ টীকা ১০। নঞ্‌বাদ টীকা ১১। পদার্থ খণ্ডন টীকা ১২। দ্রব্যকিরণাবলী পরীক্ষা ১৩। কুসুমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যা ১৪। লীলাবতী প্রকাশ টীকা ১৫। শব্দ পরীক্ষা ১৬। শব্দ পরিচ্ছেদ ১৭। বাদ পরিচ্ছেদ ১৮। কারক পরিচ্ছেদ ১৯। নিযোজ্যান্বয়বিবরণ (মীমাংসা) ২০। অধিকরণ চন্দ্রিকা (মীমাংসা) ২১। ভাব-বিলাস (কাব্য) ২২। ভ্রমরদূত (কাব্য) ২৩। বৃন্দাবনবিনোদ (কাব্য)।

ব

বরদরাজ (১২০০ খৃঃ ?)—ইহার বিস্তৃত পরিচয় অজ্ঞাত। বৈয়াকরণ বরদরাজ হইতে ভিন্ন। রচিত গ্রন্থ—১। কুসুমাঞ্জলির টীকা বোধনী। ২। তার্কিকরক্ষা। ইহা পদ্যাত্মক এবং ন্যায়সূত্রের পদার্থ অবলম্বনে রচিত। নিজেই এইগ্রন্থের 'সারসংগ্রহ' নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। প্রাচীনন্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্যান্য টীকা—(ক) কোলাচলমল্লিনাথকৃত 'নিষ্কণ্টকা'। (খ) জ্ঞানপূর্ণ রচিত 'লঘুদীপিকা।'

বর্ধমান উপাধ্যায় (১৩৫০-৭৫ খৃঃ মধ্যে)—তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র। ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের বহুগ্রন্থের টীকাকর্তা। এই টীকাগুলি প্রায়শঃ 'প্রকাশ' বা 'উপায়' নামে প্রসিদ্ধ। প্রণীত গ্রন্থ— ১। অন্বীক্ষা নয়তত্ত্ববোধ (ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা) ২। ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ (উদয়ন কৃত তাৎপর্যপরিশুদ্ধির টীকা) ৩। ন্যায়পরিশিষ্ট প্রকাশ (উদয়নকৃত ন্যায়পরিশিষ্টের টীকা) ৪। মণি প্রকাশ (স্বপিতৃকৃত তত্ত্বচিন্তামণির টীকা) [এই টীকার অস্তিত্ববিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।] ৫। কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ (উদয়নকৃত ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকা) ৬। লীলাবতীপ্রকাশ (বল্লভাচার্য কৃত ন্যায়লীলাবতীর টীকা) ৭। কিরণাবলীপ্রকাশ (উদয়নকৃত কিরণাবলীর টীকা) ৮। বৌদ্ধাধিকার প্রকাশ (উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকা) ৯। তর্কপ্রকাশ (কেশব মিশ্র কৃত তর্কভাষার টীকা)।

বলভদ্র মিশ্র (১৪৭৫ খৃঃ) কাশীবাসী। বঙ্গীয়। অধ্যাপক—প্রগল্‌ভাচার্য। পিতা — বিষ্ণুদাস। মাতা—মাধবী। পত্নী—বিজয়শ্রী। পুত্র—বিখ্যাত 'সেতু' টীকাকার পদ্মনাভ মিশ্র। রচিত গ্রন্থ— ১। সপ্তপদার্থীর টীকা 'সন্দর্ভ' ২। তর্কভাষাপ্রকাশিকা ৩। তার্কিকরক্ষা টীকা ৪। প্রমাণমঞ্জরীর টীকা ৫। দ্রব্য প্রকাশ বিমল ৬। বৌদ্ধাধিকার প্রকাশ ব্যাখ্যা।

বল্লভাচার্য (১১০০ খৃঃ) — গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী— উদয়নের পরবর্তী। বৈশেষিকাচার্য। রচিত গ্রন্থ—ন্যায় লীলাবতী। বর্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি বহু নৈয়ায়িক ন্যায়লীলাবতীর টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

বাচস্পতি মিশ্র [১] (নবম শতাব্দী) – উদ্যোতকর প্রণীত ন্যায়বার্ত্তিকের তাৎপর্য টীকাকার। ইনি ষড়্‌দর্শনের টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধ। তাৎপর্য টীকাতে 'ত্রিলোচন'কে নিজের গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ন্যায়কণিকা' টীকার প্রারম্ভে ন্যায়মঞ্জরীকারকে (জয়ন্ত ভট্ট ?) গুরুরূপে বন্দনা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—ত্রিলোচন—ন্যায়গুরু এবং জয়ন্ত ভট্ট—মীমাংসাগুরু। রচিত গ্রন্থ—১। মণ্ডন মিশ্র কৃত বিধিবিবেকের টীকা—ন্যায় কণিকা ২। ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা—ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা ৩। তত্ত্ববিন্দু (মীমাংসা প্রকরণ গ্রন্থ) ৪। ন্যায়দর্শনের উদ্যোতকরকৃত বার্ত্তিকের টীকা —তাৎপর্য ৫। ন্যায়সূচীনিবন্ধ ৬। সাংখ্যকারিকার টীকা—তত্ত্বকৌমুদী ৭। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকা—তত্ত্ববৈশারদী ৮। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের টীকা—ভামতী।

বাচস্পতি মিশ্র [২] (দ্বিতীয় বাচস্পতি বা অভিনব বাচস্পতি ১৪০০ খৃঃ)—ইনি প্রখ্যাত দর্শন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। স্মার্তরূপে বিখ্যাত। মৈথিল। মিথিলারাজ ভৈরব সিংহের জ্ঞাতি ভগিনীপতি। রচিত গ্রন্থ— ১। ন্যায় (-বা নয়) তত্ত্বালোক (ন্যায়সূত্রবৃত্তি) ২। ন্যায়সূত্রোদ্ধার (ন্যায়সূত্র পাঠ সূচী) ৩। ন্যায়রত্ন প্রকাশ (মণিকণ্ঠ রচিত ন্যায়রত্নের টীকা) ৪। প্রত্যক্ষ নির্ণয় ৫। অনুমান নির্ণয় ৬। শব্দনির্ণয় ৭। খণ্ডনোদ্ধার ৮। চিন্তামণি প্রকাশ (প্রত্যক্ষ খণ্ড) ৯। চিন্তামণি প্রকাশ (অনুমান খণ্ড) ১০। লীলাবতীর টীকা (?) ১১। কৃত্য প্রদীপ (স্মৃতি) ১২। পিতৃভক্তি তরঙ্গিণী (স্মৃতি)। ইনি দর্শনশাস্ত্রে (ন্যায় ও বৈশেষিক) ১০ খানি এবং স্মৃতি শাস্ত্রে ৩০ খানির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

বাৎস্যায়ন—গোতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার।

নামান্তর—পক্ষিলস্বামী। পক্ষিলমুনি।

বাসুদেব সার্বভৌম (১৪৩০ খৃঃ)—নবদ্বীপ-নিবাসী মহানৈয়ায়িক। পিতা ও অধ্যাপক—নরহরি বিশারদ। মাতা—ভাগীরথী। ছাত্র—রঘুনাথশিরোমণি প্রভৃতি। রচিতগ্রন্থ—১। অনুমানমণি-পরীক্ষা (তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডের টীকা) ২। প্রত্যক্ষমণি-পরীক্ষা ৪। লক্ষ্মীধর কৃত অদ্বৈত মকরন্দের টীকা ৩। শব্দমণি-পরীক্ষা ৪। সারাবলী।

বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৬০০ খৃঃ)—বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র এবং রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রচিত গ্রন্থ—১। গোতমসূত্রবৃত্তি ২। ন্যায়ালোক ৩। আখ্যাতবাদ টীকা ৪। নঞবাদ টীকা ৫। পদার্থতত্ত্বাবলোক ৬। সুবর্থতত্ত্বালোক ৭। ন্যায়তন্ত্রবোধিনী ৮। অলঙ্কার পরিষ্কার ৯। ভেদসিদ্ধি ১০। মাংসতত্ত্ববিবেক ১১। প্রাকৃত পিঙ্গল টীকা ১২। সূক্তিমুক্তাবলী ১°। ভাষাপরিচ্ছেদ (কারিকাবলী) ও তাহার টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী (এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ রচিত কি না এ বিষয়ে অনেকের সংশয় আছে)।

ব্যোমশিবাচার্য (খৃঃ সপ্তম শতাব্দী)—বৈশেষিকদর্শনের বিখ্যাত আচার্য। রচিত গ্রন্থ-- প্রশস্তপাদ ভাষ্যের টীকা—'ব্যোমবতী'। এই টীকাতে ভর্তৃহরির শব্দাদ্বৈতবাদ, কুমারিলভট্টের শ্লোকবাত্তিক, ধর্মকীর্তি ও প্রভাকরের উল্লেখ আছে।

শ

শঙ্কর তর্কবাগীশ (জন্ম ১৭২০ খৃঃ, মৃত্যু ১৮১৬ খৃঃ) নবদ্বীপবাসী। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত মহুলা গ্রামনিবাসী। পিতা ও অধ্যাপক—যদুরাম সার্বভৌম। রচিতগ্রন্থ--নব্যন্যায়ে বিভিন্নগ্রন্থের পত্রিকা।

শঙ্করমিশ্র (১৪০০ খৃঃ) মিথিলার সোদরপুর বংশে জন্ম। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের বিখ্যাত টীকাকার ও গ্রন্থকার। দ্বিতীয়বাচস্পতির সমকালীন। পিতা—ভবনাথ। রচিত গ্রন্থ—১। বাদিবিনোদ প্রকরণ ২। ভেদ প্রকাশ ৩। অভেদধিক্কার ৪। কণাদরহস্য ৫। ত্রিসূত্রীনিবন্ধ ব্যাখ্যা ৬। কুসুমাঞ্জলির টীকা 'আমোদ' ৭। আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকা 'কল্পলতা'। ৮। কিরণাবলী নিরুক্তিপ্রকাশ ৯। বৈশেষিক সূত্রোপস্কার ১০। খণ্ডন খণ্ডখাদ্যের টীকা ১১। লীলাবতী কণ্ঠাভরণ ১২। মণিময়ূখ (প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ড)।

শশধরাচার্য (১২৭৮ খৃঃ)—গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী নৈয়ায়িক। রচিত গ্রন্থ—'ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ' (২৬ প্রকরণে বিভক্ত)। এই গ্রন্থের শেষানন্ত কৃত টীকা আছে।

শিবাদিত্য মিশ্র (১১৫০ খৃঃ)— মহাবিদ্যানুমানের প্রধান প্রবর্তক। গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে (প্রত্যক্ষ খণ্ডে) ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রচিত গ্রন্থ— ১। সপ্তপদার্থী ২। লক্ষণমালা ৩। হেতু খণ্ডন ৪। উপাধিবার্তিক ৫। অর্থাপত্তিবার্তিক।

শ্রীকণ্ঠ (১১০০ খৃঃ)—গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী নব্যনৈয়ায়িক। ইনি উদয়নের পরবর্তী ও শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়ালঙ্কার। [ষড্দর্শনসমুচ্চয়ের 'গুণরত্ন' টীকাতে ও খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী টীকাতে এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।]

শ্রীধরাচার্য — দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিসৃষ্টি গ্রাম নিবাসী। কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাসের আশ্রয়ে ৯৯১ খৃঃ "ন্যায়কন্দলী" রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়কন্দলী (প্রশস্তপাদ ভাষ্যের টীকা) ২। অদ্বয়সিদ্ধি (বেদান্ত) ৩। তত্ত্বপ্রবোধ (পূর্বমীমাংসা) ৪। তত্ত্বসম্বাদিনী (পূর্বমীমাংসা)।

শ্রীরাম তর্কালঙ্কার (১৫১০ খৃঃ)—নবদ্বীপনিবাসী শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। জগদ্গুরু। অধ্যাপক কৃষ্ণদাস সার্বভৌম (?)। পুত্র — মথুরানাথ তর্কবাগীশ। রচিত গ্রন্থ— ১। শিরোমণি কৃত দীধিতির টীকা। ২। আত্মতত্ত্ববিবেক-দীধিতি টিপ্পনী। ৩। ন্যায় লীলাবতী ব্যাখ্যা।

স

সোন্দড় উপাধ্যায়—ইনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের

পূর্ববর্তী নৈয়ায়িক। 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব' স্বীকার করিয়া ইনি নৈয়ায়িকসমাজে এক নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। ইনি 'অন্যথাখ্যাতি' স্বীকার করেন না।

হুপ্রেশ্বর—নৈয়ায়িক জলেশ্বরের পুত্র ও বাসুদেব সার্বভৌমের পৌত্র। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়-তত্ত্বনিকষ ২। শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য ৩। সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদীপ্রভা ৪। বেদান্ততত্ত্বনিকষ।

হ

হরিদাস ভট্টাচার্য ন্যায়ালঙ্কার—বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ও রঘুনাথশিরোমণির সতীর্থ্য। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশের ব্যাখ্যা। (হরিদাসী নামে প্রচলিত)। ২। পক্ষধর মিশ্রকৃত আলোক টীকার ব্যাখ্যা। ৩। শব্দমণিপ্রকাশ (তত্ত্বচিন্তামণির শব্দখণ্ডের টীকা)। ৪। শিরোমণি কৃত দীধিতির ব্যাখ্যা। (সম্ভবতঃ হরিদাসই দীধিতির প্রথম টীকাকার)।

হরিনাথোপাধ্যায় (১৩০০ খৃঃ)—গঙ্গেশের অল্প পূর্ববর্তী নব্যনৈয়ায়িক ও স্মার্ত। মৈথিল। গঙ্গৌর বংশীয়। মহামহোপাধ্যায়। রচিত গ্রন্থ—১। ন্যায়রত্ন ২। স্মৃতিসার।